জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন – একটি পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

জুন-২০১০

গবেষক

রুমা আকতার

রেজিস্ট্রেশন নং :১৩২

শিক্ষাবর্ষ : ২০০২-২০০৩

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

449620

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

জুন ২০১০

449620

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন –একটি পর্যালোচনা

GIFT

গবেষক

রুমা আকতার

রেজিষ্ট্রেশন নং :১৩২

শিক্ষাবর্ষ : ২০০২-২০০৩

449620

Dhaka University Library
449620

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

জুন ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য রুমা আকতার কর্তৃক রচিত **"জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন–একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে গবেষকের এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানা মতে সে এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেনি।

হাসানুজ্জামান চৌধুরী

অধ্যাপক ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

449620

তারিখ: ২৭।০৫।১০

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন-একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে এই শিরোনামে প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

রুমা আকতার
এম. ফিল. গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখঃ ২৭/০৭/১০

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

বর্তমান বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সবচেয়ে আলোড়িত বিষয় হচ্ছে নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলন তথা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জোর প্রচেষ্টা থেকে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে ৪৫টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। কিন্তু এই সংরক্ষিত নারী আসনগুলো বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি না করে কেবল অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে। কীভাবে জাতীয় পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা সম্ভব, সেই লক্ষ্যে পরিচালিত হয় বর্তমান গবেষণাটি। **"জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন–একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণাটি বাংলাদেশের ৬টি বিভাগ এবং প্রতিটি বিভাগের দুটি দূরবর্তী অঞ্চলের ৬০০ জন সাধারণ জনগণ, ১৮ জন সাধারণ আসনের সংসদ সদস্য, ১৮ জন সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য এবং ১২০জন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর সুচিন্তিত মতামত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়।

গবেষণাকর্মটি ছিল সময়ের দাবী। আর এই সময়ের দাবী এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমার এই দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তিতে গবেষকের কিছু কথা তুলে ধরতে হচ্ছে। গবেষণাকর্মটির সফল পরিসমাপ্তির জন্য আমি সর্বপ্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর কাছে, যাঁর রহমত ছাড়া এক পা এগোনো সম্ভব ছিল না। এর পরে যার কথা পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সব সমস্যাই বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। গবেষণা কর্মটি পরিচালনার সার্বিক এবং সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি গবেষকের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন সর্বক্ষণ যা আমার জন্য একটি বড় প্রাপ্তি। এমনি একজন মহান হৃদয়ের অধিকারী তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কাজ করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত।

তত্ত্বাবধায়কের পাশাপাশি যারা আমার সার্বিক খোঁজ-খবর ও গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সর্বদা উৎসাহ প্রদান করেন, তাঁরা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুর (আব্দুর রশীদ হাওলাদার) এবং শ্বাশুড়ী (ফাতেমা রশীদ) ও পুরো পরিবার। এছাড়াও আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার পিছনে অনেক বড় অবদান রয়েছে আমার স্বামী-মোঃ মাইনুল হক-এর, যিনি আমার জন্য অনেক ত্যাগ

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকার করেছেন। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার মা এবং সাত ভাই এবং আমার আত্মীয়-স্বজনের কথা যারা আমাকে এতদূর পর্যন্ত আসতে সহায়তা করেছেন এবং আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন। আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মাহ্মুদুর রহমান, সিলেট শাহ্জালাল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক সাহাবুল হক সাবু, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিদ্দিক আহমেদ এবং খুলনা বি.এল. কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক নির্মলেন্দু শীল যারা প্রতিনিয়তই আমার গবেষণা কর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন এবং আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন।

এছাড়া আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ও পিএইচডি সেকশন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে, যারা আমাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। এছাড়াও জাতীয় সংসদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ এমাদুল হক, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের মোঃ নজরুল ইসলাম, "উইমেন ফর উইমেন", "কর্মজীবী নারী" বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অফিস, ধানমন্ডি, ৩/এ সহ প্রভৃতি স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাদের সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছি, আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার ভাই বাদল, মিন্টু, মাহবুব, ভাইয়ের ছেলে সিয়াম, বোন আইরিন ও লাভলী আপুর প্রতি। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সবচেয়ে কাছের এবং বিপদের বন্ধু ফাহিমা, মনি, রানী, সুইটি, তাপসী, কনক, সেলিনা, মনিরা, মিলি, শিশির এবং টুটুলের প্রতি যারা গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। সর্বশেষে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কম্পিউটার অপারেটর মামুন ভাইয়ের প্রতি। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার উত্তরদাতাদের প্রতি যারা হলেন সাধারণ আসনের সংসদ সদস্য, সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বরিশাল বিএম কলেজসহ ৫টি বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সাধারণ জনগণ । তারা আমাকে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে সহায়তা করেছেন।

রুমা আকতার
এম.ফিল. গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখঃ

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

প্রতিটি দেশের একটি সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান থাকে আর তাহলো পার্লামেন্ট। এর কাজ হচ্ছে মূলতঃ জন ও রাষ্ট্রকল্যাণে আইন প্রণয়ন করা। বাংলাদেশের এই পার্লামেন্ট জাতীয় সংসদ নামে পরিচিত। ৩০০ জন সাধারণ আসনের সংসদ সদস্য এবং ৪৫ জন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যসহ মোট ৩৪৫ জন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এই জাতীয় সংসদ। সাধারণ আসনের ৩০০ জন সংসদ সদস্য জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। অপরদিকে সংরক্ষিত নারী আসনের ৪৫ জন সংসদ সদস্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত অর্থাৎ সাধারণ আসনের ৩০০ জন সংসদ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি। সংসদ সদস্যদের মাঝে এই নির্বাচনগত পার্থক্যের কারণে রয়েছে বাস্তব ক্ষমতা ও ক্ষমতায়নগত বিশাল ব্যবধান। জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিসর। তাদের রয়েছে আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় মনোবল ও জনগণের কাছে দেওয়া অঙ্গীকার পূরণের দায়িত্বশীলতা। অপরদিকে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রয়েছে হীনমন্যতা, ক্ষমতাহীনতা ও জনগণের সাথে সম্পর্কহীন একদলীয় দায়বদ্ধতা।

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের এই পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে এক বিশাল বাঁধা হিসেবে চিহ্নিত। জাতীয় সংসদে তাদের দায়িত্বপালন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ইত্যাদির আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য দরকার সময়োপযোগী গভীর পর্যালোচনা ও গবেষণা, যার ফলাফলের ভিত্তিতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ সুগম হবে। তাই বর্তমান গবেষণাটি পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে পরিচালিত হয়েছে। কেন্দ্র ও মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে এই গবেষণা সমাধা হয়েছে।

গবেষণাটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে পরোক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সর্বত্র বিরাজমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণের দ্বারা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটন- যার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ প্রতিষ্ঠান ও সরকার নারী উন্নয়নে বাস্তবসম্মত, কার্যকরী ও চাহিদাভিত্তিক সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

গবেষণার উপরোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ এই অধ্যায়ের ভূমিকাতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের অবস্থান জাতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে উপস্থাপন করে সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে। এরপর এ অধ্যায়ে গবেষণা সমস্যার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যাবলীও বর্ণিত হয়েছে। গবেষণা সম্পাদনে যৌক্তিক দিকসমূহ তুলে ধরা হয়েছে এবং গবেষণার রূপরেখাও আলোচিত হয়েছে। গবেষণাটি কী পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। এই গবেষণাতে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে মাঠ পর্যায়ের মৌল তথ্যরাজি এর ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। বহু সংখ্যক সারণী ও গ্রাফিক উপস্থাপনার মাধ্যমে লব্ধ তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণাটিতে তথ্য সংগ্রহের উপকরণ হিসবে দলিলাদি বিশ্লেষণ, প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার, জীবন বৃত্তান্ত ও মতামত জরিপ ব্যবহৃত হয়েছে। এই গবেষণায় মোট তিন সেট প্রশ্নাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ঃ ১। জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণে প্রশ্নমালা ২। সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের মতামত জরিপ প্রশ্নমালা ৩। সাধারণ জনগণের মতামত জরিপ প্রশ্নমালা । উপরোক্ত প্রশ্নমালার দ্বারা সাধারণ আসনের ১৮ জন সংসদ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের ১২ জন সংসদ সদস্যের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৬টি বিভাগ এবং প্রতিটি বিভাগের ২টি দূরবর্তী এলাকার ৬০০ জন ব্যক্তির মতামত জরিপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরমধ্যে ৩০০ জন ছিলেন পুরুষ এবং ৩০০ জন ছিলেন মহিলা। গবেষণাটিতে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণের নিমিত্ত একই সাথে গুণগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এ অধ্যায়ের সর্বশেষে গবেষণার সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে নির্বাচন, নির্বাচনের গুরুত্ব, নারীর ক্ষমতায়নে নির্বাচনের ভূমিকা, নারীর ক্ষমতায়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক পটভূমি সংরক্ষিত নারী আসনের ক্রমবিকাশ এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গ এবং সর্বশেষে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর বিভিন্ন দিক বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ দলিলাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট- এর অবতারণার সাথে সাথে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বৈশ্বিক ও দেশীয় প্রেক্ষাপটে নারীর

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রকৃত অবস্থা উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। দলিলাদির মধ্যে ছিল বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মানবাধিকার সনদ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র ইত্যাদি ।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের বিন্যাস ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে পরোক্ষ নির্বাচনের ফলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর প্রভাব নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন না হবার কারণ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত তথ্যাদিও জরুরি ও প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ মোট ছয়টি অধ্যায়ে গবেষণাকর্মটি সমাধা করা হয়েছে। অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর আলোকে গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশমালা দেয়া হয়েছে।

শেষ অধ্যায় ঃ গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলসমূহের ভিত্তিতে উপসংহারের মাধ্যমে গবেষণার সমাপ্তি টানা হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়াতেও প্রভাব বিস্তারকামী আলোকসম্পাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

১. ক. ভূমিকা ৪
১. খ. গবেষণা সমস্যার বিবরণ ১১
১.গ. গবেষণার উদ্দেশ্য ১৭
১. গ.১ সাধারণ উদ্দেশ্য ১৭
১.গ.১ বিশেষ উদ্দেশ্য ১৭
১.ঘ গবেষণার যৌক্তিকতা ১৯-৩০
১.ঙ. রাজনীতি, গণতন্ত্র এবং নারী ঃ বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গি ৩০
১.চ. নারী, আইনসভা এবং বাংলাদেশের সংবিধান ৩৫
১.ছ. গবেষণার রূপরেখা ৩৮
১.জ. গবেষণার কৌশল ৩৮
১.জ.১ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ প্রস্তুতি ৩৯
১.জ.২. ক) দলিলাদি বিশ্লেষণ
খ) প্রশ্নমালা
গ) সাক্ষাৎকার গ্রহণ
ঘ) জীবন বৃত্তান্ত
ঙ) মতামত জরিপ
১.ঝ. নমুনার আকার ৪০

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ৪২

২.ক. নির্বাচন ৪২
২.খ. নির্বাচনের গুরুত্ব ও নারী ৪৩
২.গ. নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও নারী ৪৫
২.ঘ. নির্বাচন ও আইনসভার গঠন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর প্রকৃত অবস্থান ৪৭
২.ঙ. সংরক্ষিত নারী আসনের ক্রমবিকাশ এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গ ৪৮
২.চ. সংরক্ষিত নারী আসন ও নারীর ক্ষমতায়নের বাস্তবতা ৫১
২.ছ. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নির্বাচনের ভূমিকা বা প্রভাব ৬০
২.জ. নারী উন্নয়ন তত্ত্বের আলোকে ক্ষমতায়ন ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ৬২
২.জ.১ নারীর ক্ষমতায়ন ৬৬
২.জ.২ নারীর ক্ষমতায়ন পূর্বশর্ত ৬৯
২.জ.৩ নারীর ক্ষমতায়নের সামাজিক দিক ৭১
২.জ.৪ নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামো ৭৩
২.জ.৫ নারীর ক্ষমতায়ন পদ্ধতি ৭৩
২.জ.৬ নারী আন্দোলন, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

২.জ.৭ নারীর রাজনৈতিক অধিকার কীভাবে নিশ্চিত করা যায় ৭৭
২.ঝ. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও নারীর ক্ষমতায়ন ৭৯

তৃতীয় অধ্যায় ঃ দলিলাদি বিশ্লেষণ

৩.ক. বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ৮৫
৩.খ. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ৮৯
৩.খ.১ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৮৯
৩.গ. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ও জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত ৯৫
৩.ঘ. নারী উন্নয়ন নীতি ঃ অনুচ্ছেদ-৮ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারী উন্নয়ন নীতি ৯৯
৩.ঙ. জাতীয় বাজেট ও নারীর ক্ষমতায়ন ১০২
৩.ঙ. ১ নারীর বাজেট ঃ অগ্রাধিকারের বিষয় ১০৪
৩.ঙ. ২ নারীর জন্য বাজেটে কিছু সুপারিশ ১০৫
৩.চ. বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ১০৬
৩.ছ. রাজনীতিতে নারী: বৈশ্বিক চালচিত্র ১০৭
৩.জ. বিশ্বে বর্তমান রাষ্ট্রীয় কর্ণধার ১০৮
৩.ঝ.১ জাতিসংঘের সার্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার সনদ ১১০
৩.ঝ.২ জাতিসংঘ সনদের আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ১১১
৩.ঝ.৩ জাতিসংঘের নারী বিষয়ক কার্যক্রম এক নজরে জাতিসংঘের নারী কার্যক্রম ৫০ বছর :(১৯৪৫-১৯৯৫) ১১২
৩.ঝ. ৪ জাতিসংঘ বিশ্ব নারী সম্মেলন ১১৩
৩.ঞ. গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলন ১১৪
৩.ঞ.১. মেক্সিকো সম্মেলন ১১৪
৩.ঞ.২. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১১৫
৩.ঞ.৩. কোপেনহেগেন সম্মেলন ১১৬
৩.ঞ.৪. নাইরোবি সম্মেলন ১১৭
৩.ঞ.৫. নারী এবং পরিবেশের উপর জাতিসংঘ সম্মেলন: রিও ডিজেনেরো ১১৮
৩.ঞ.৬. জাকার্তা ঘোষণা এবং কর্মপরিকল্পনা ১১৮
৩.ঞ.৭. আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন ১১৯
৩.ঞ.৮. সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন ১১৯
৩.ঞ.৯. বেইজিং সম্মেলন ১২০
৩.ট. বৈশ্বিক পর্যায়ে নারী উন্নয়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উন্নয়নের ক্রমবিকাশ ও উদ্যোগসমূহ ১২১
৩.ঠ. রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের নিম্নহার-বিশ্বব্যাপী প্রবণতা ১২৪
৩.ড. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন ঘোষণাপত্রের প্রভাব ১২৭
৩.ঢ. বিভিন্ন ঘোষণাপত্রের আলোকে বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতি ১২৮
৩.ণ. এক নজরে বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ: ১২৯
৩.ত.১ নারীদের জন্য সরকারী ব্যবস্থায় কোটা পদ্ধতি নারীর অবস্থান ঃ ক্ষমতায়ন ১৩১
৩.ত.২ কোটা ব্যবস্থা প্রচলনের যৌক্তিকতা ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

৩.ত.৩ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ ১৩৩
৩.ত.৪. বাংলাদেশের জাতীয় এবং স্থানীয় রাজনীতিতে আসন সংরক্ষণ ১৩৫
৩.ত.৫. বাংলাদেশে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ: সংবিধানের আলোকে বাস্তবতা ১৩৬
৩.ত.৬. রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কোটা ব্যবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ১৩৭
৩.ত.৮. নারীর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বর্তমান কোটা ব্যবস্থা ১৩৮
৩.ত.৯. কোটা ব্যবস্থা কি রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুণগতমানের ক্ষেত্রে অন্তরায়? ১৩৮
৩.ত. ১০. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সংরক্ষিত নারী আসন ১৩৯

চতুর্থ অধ্যায় ঃ তথ্য সমন্বিতকরণ বিশ্লেষণ

কেস স্টাডি নং-১ ১৪১
কেস স্টাডি নং-২ ১৪২
কেস স্টাডি নং-৩ ১৪৩
কেস স্টাডি নং-৪ ১৪৪
কেস স্টাডি নং-৫ ১৪৫
কেস স্টাডি নং-৬ ১৪৬
জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ : ১৪৮
সাধারণ জনগণের মতামত বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণ ১৫১
বরিশাল বিভাগ ১৫২
ঢাকা বিভাগ ১৬১
চট্টগ্রাম বিভাগ ১৭০
বরিশাল বিভাগ ১৭৯
খুলনা বিভাগ ১৮৯
সিলেট বিভাগ ১৯৯
মহিলা আসনের সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ ২১১
রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ ২১৩

পঞ্চম অধ্যায় ঃ রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান উন্মোচন

৫.ক. বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ২১৭
৫.খ. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন না হবার কারণ ২২১
৫.গ. রাজনীতিতে নারীর আগমন ২২৫
৫.ঘ. নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও নমিনেশন লাভ ২২৫
৫.ঙ. সংরক্ষিত আসনের মহিলা সংসদ সদস্য ঃ দলীয় সংশ্লিষ্টতা ২২৭
৫.চ. দায়িত্ব পালনে সমস্যা ২২৭
৫.ছ. গুরুত্বপূর্ণ নিউজ ও প্রতিবেদন পর্যালোচনা ২২৭

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ফলাফল ও সুপারিশমালা ২৩২

সপ্তম অধ্যায় ঃ উপসংহার ২৪১

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল

মন্ত্রীসভায় নারী ঃ ১৯৭২-২০০১পর্যন্ত মন্ত্রী সভায় নারীর উপস্থিতি ২১
প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী ২২
১৯৪৭-২০০৯ পর্যন্ত এক নজরে জাতীয় পর্যায়ে সংরক্ষিত নারী আসন ৫৪
বিভিন্ন সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ও শতকরা হার, ১৯৭৩-২০০৯ সাল পর্যন্ত। ৫৮
রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের নিম্নহার-বিশ্বব্যাপি প্রবণতা ১২৭

বরিশাল বিভাগ
মতামত প্রদনকারীদের পেশা ১৫২
মতামত জরিপে অংশগ্রহকারীদের বয়স ১৫৩
মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৫৪
জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা উচিত কিনা এবং এর নির্বাচন পদ্ধিতি কিরূপ হওয়া উচিত? ১৫৪

ঢাকা বিভাগ
মতামত প্রদনকারীদের পেশা ১৬১
মতামত জরিপে অংশগ্রহকারীদের বয়স ১৬২
মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৬৩
জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা উচিত কিনা এবং এর নির্বাচন পদ্ধিতি কিরূপ হওয়া উচিত? ১৬৪

চট্টগ্রাম বিভাগ
মতামত প্রদনকারীদের পেশা ১৭০
মতামত জরিপে অংশগ্রহকারীদের বয়স ১৭০
মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৭১
জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা উচিত কিনা এবং এর নির্বাচন পদ্ধিতি কিরূপ হওয়া উচিত? ১৭২

রাজশাহী বিভাগ
মতামত প্রদনকারীদের পেশা ১৮০
মতামত জরিপে অংশগ্রহকারীদের বয়স ১৮০
মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৮১
জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা উচিত কিনা এবং এর নির্বাচন পদ্ধিতি কিরূপ হওয়া উচিত? ১৮১

খুলনা বিভাগ
মতামত প্রদনকারীদের পেশা ১৮৯
মতামত জরিপে অংশগ্রহকারীদের বয়স ১৯০
মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৯১
জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা উচিত কিনা এবং এর নির্বাচন পদ্ধিতি কিরূপ হওয়া উচিত? ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট বিভাগ

মতামত প্রদনকারীদের পেশা ২০০

মতামত জরিপে অংশগ্রহকারীদের বয়স ২০১

মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ২০২

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা উচিত কিনা এবং এর নির্বাচন পদ্ধিতি কিরূপ হওয়া উচিত? ২০২

রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ২১৩

রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের পেশা ২১৩

রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বয়স ২১৪

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা উচিত কিনা এবং এর নির্বাচন পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত ২১৪

মতামত প্রদানকারীদের পেশা ২৩৩

উত্তরদাতাদের বয়স ২৩৫

মতামত প্রদানকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ২৩৬

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা উচিত কিনা এবং নির্বাচন পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত? ২৩৭

লেখচিত্র

গ্রাফ:১ ২৩৩

গ্রাফ:২ ২৩৪

গ্রাফ:৩ ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১.ক. ভূমিকা ঃ

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম সমস্যা হচ্ছে নারীকে "মানুষ হিসেবে নয়, কম বুদ্ধিসম্পন্ন একটু নিম্নশ্রেণীর প্রাণী" হিসেবে অবমূল্যায়ন করা । এই অবস্থা অতিক্রম করে নারীকে একজন সত্যিকার মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে প্রয়োজন নারী পুরুষ নির্বিশেষে উভয়ের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন। প্রয়োজন গোটা সমাজের জনসচেতনতা। কিছু সংখ্যক নারী ব্যতিরেকে নারী সমাজের অধিকাংশই নিজেদের মনে দাসত্বকে মেনে নিয়েছে। এমনকি এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টাও করে না। অন্যদিকে সমাজের অধিকাংশ পুরুষ মানুষই নারীরা যত যোগ্যতা সম্পন্ন হোক না কেন তাদের নিছক মেয়ে মানুষ হিসেবে কটাক্ষ করে থাকে। এই অবস্থা অতিক্রম করে নারীরা যেদিন স্বামী-বাবা এবং ভাইয়ের পরিচয়ে পরিচিত না হয়ে নিজের পরিচয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, পারবে পরিবার থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখতে, সেদনিই হবে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন। এটি অর্জন করতে হলে প্রয়োজন শিক্ষা ও সচেতনতা, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ও উন্নয়ন। কেবল তখনই একজন নারী আবির্ভূত হতে পারবে মানুষের ভূমিকায়। ধীরে ধীরে ক্ষমতায়ন লাভ করতে থাকবে পরিবারে অতঃপর সমাজে এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক অঙ্গনে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকে নারীমুক্তি আন্দোলন শুরু হতে থাকে। প্রথমে সমাজের কুসংস্কার থেকে নারী সমাজের মুক্তির জন্য সমাজ সংস্কার ও নারী শিক্ষা বিস্ত ারের দাবি উত্থাপিত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মতো ভারতেও বৃটিশ শাসনের আগে বা পরে নারীরা ছিল পশ্চাৎপদ। গতানুগতিক ধারণায় বিশ্বাসী নারীরা তাদের মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন ছিল না, তবে তারা ছিল পর্দাসচেতন। (মোতাহার হোসেন সুফী, বেগম রোকেয়াঃ জীবন ও সাহিত্য, ইউপিএল, ১৯৮৬, পৃ.৩২) তাদের মনন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাব ছিল। ধর্মীয় অনুভূতি এবং সামাজিক প্রথা দ্বারা নারীর পারিবারিক জীবন ছিল নিয়ন্ত্রিত।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৫৭-১৯৪৭ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের ক্রমবর্ধমান শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও ফুঁসে ওঠে এবং যোগ দেয় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে। এর পাশাপাশি স্বামী দায়নন্দ স্বরস্বতী, রাজা রাম মোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত কিংবা গোবিন্দ রানাডের মতো কতিপয় সমাজ সংস্কারকের লক্ষ্য ছিল সমাজ থেকে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার দূরীভূত করা এবং নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো। সম্পত্তির সীমিত অধিকার প্রদানের মাধ্যমে সমাজে নারীর অবস্থান শক্তিশালী করাও ছিল তাদের লক্ষ্য। নারীর রাজনৈতিক অধিকারের বিষয় কিংবা নারী-পুরুষ সমানাধিকারের বিষয়টি তখন কোন ইস্যু ছিল না।[1]

তারপরও কয়েকজন প্রগতিশীল চিন্তার পুরুষের হাত ধরে নারী জাগরণ তথা নারী মুক্তির জন্য ঘরের বাইরে আসতে হয়েছিল কয়েকজন বাঙালি নারীকে। অধিকার আদায়ের একেবারে সূচনা পর্বে বাংলার নারী আন্দোলনের প্রথম প্লাটফর্ম হলো একটি মহিলা সমিতি যার নাম ছিল "ভাগলপুর মহিলা সমিতি"। রামতনু লাহিড়ী এবং অপর কয়েকজনের নেতৃত্বে ১৮৬৩ সালে একদল নারী গড়ে তুলেছিলেন ওই সমিতি। উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক নিপীড়ন থেকে নারীকে মুক্ত করা। এরপর ১৮৬৬ সালে বাঙালি নারী বিভিন্ন সভায় যোগ দিতে শুরু করেন এবং নিজ নিজ উদ্যোগে সংগঠন প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৭৯ সালের ৮ আগস্ট রাধা রানী লাহিড়ী, কাদম্বিনী বসু, কৈলাস কামিনী দত্ত, কামিনী সেন প্রমুখ মিলে বঙ্গীয় মহিলা সমাজ বা বেঙ্গল লেডিস এসোসিয়েশন গড়ে তোলেন। ৪১ জন নারী সদস্য নিয়ে এসোসিয়েশন যাত্রা শুরু করলেও পরে এর সদস্য সংখ্যা একশ' ছাড়িয়ে যায়।

এরপর শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন। ১৮৮৫ সালে গঠিত হয় কংগ্রেস। ১৮৮৯ সালে বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই) অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে ছয় জন নারী যোগ দেন। তাদের মধ্যে দু'জন ছিলেন বাঙালি। ওই দু'জনের একজন হলেন, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী ড. কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং অপর জন জানকী নাথ ঘোষালের স্ত্রী স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রথম দিকে কংগ্রেসের আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম। কিন্তু পরে তা বাড়তে থাকে। তখন রাজনীতিতে যারা আসেন তাদের সবারই আগমন ঘটেছিল পারিবারিক সূত্র ধরে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে এরপর রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়তে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯১৭ সালে অ্যামি বেসান্ত ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২০ সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে পুরুষের

[1] [K.N. Jehangir, Muslim Women in west Bengal: Socio-economic political status, Minerva, India, 1991,p.116]

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি নারীরাও ব্যাপক হারে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওই সময়ে নারীর ওপর নেমে আসা বৃটিশদের অত্যাচার, নির্যাতন ও জুলুম নারীকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। অসহযোগ আন্দোলনে নারী কর্মীদের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কারাবরণ করেন বাসন্তী দেবী। উর্মিলা দেবী ১৯২১ সালে "নারী কর্ম মন্দির" প্রতিষ্ঠা করে মেয়েদের সত্যাগ্রহের শিক্ষাদেন। এর মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে হেম প্রভা মজুমদার, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, দৌলতুন্নেসা, আসা লতা সেন, নেলী সেন গুপ্তা, মোহিনী দেবী, সরলা গুপ্ত প্রমুখ প্রত্যক্ষভাবে উদ্ধুদ্ধ হন এবং নিজ উদ্যোগে একটি করে নারী সংগঠন গঠন করে নারীকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত করতে শুরু করেন।

অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার জন্য স্বদেশী আন্দোলনের বাইরে আন্দোলনের আরেকটি ধারা তখন লক্ষ্য করা যায়। সেটি ছিলো, বিপ্লবী আন্দোলন। এই দু'টি ধারাতেই নারীর অংশগ্রহণ ছিল স্বপ্রণোদিত। বিশ থেকে ত্রিরিশের দশক পর্যন্ত অনেকগুলো বিপ্লবী সংগঠনের জন্ম হয়। ওই সব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, কল্পনা দত্ত, বীনা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদার, লীনা নাগ (রায়), কমলা দাস গুপ্ত, মনোরমা বসু প্রমুখ।

বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনেও নারীর অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয়। ১৯২১ সালে সন্তোষ কুমারী দেবী পশ্চিম বাংলার গৌরিপুর চটকল শ্রমিকদের নিয়ে গৌরিপুর শ্রমিক সমিতি গঠন করেন। শ্রমিকদের অধিকার সচেতন করে তুলতে তিনি বাংলা, হিন্দী এবং উর্দূ ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন যার নাম ছিল "শ্রমিক"। তার নেতৃত্বেই ১৯২১-২২ সালে চটকল ধর্মঘট এবং ১৯২৭ সালে বেঙ্গল নাগপুর ও খরগপুরে রেল ধর্মঘট হয়। ১৯২৮ সালে কলকাতার হাওড়ায় এবং ১৯২৮-২৯ সালে চটকল ধর্মঘটে প্রভাতী দাশ গুপ্ত সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তবে এরই মাঝে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত "বঙ্গীয় নারীসমাজ" নারী ভোটাধিকারের বিষয়ে আইন প্রণয়নের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। এরও আগে ১৯১৭ সালে সেক্রেটারি অব স্টেট মন্টেগু ভারত সফরে এলে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের নেত্রী সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ১৪ জন নারীর একটি প্রতিনিধি দল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তারা ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে পুরুষেরমত সম-প্রতিনিধিত্বের দাবি জানান। এর পাশাপাশি তারা রাজনৈতিক নেতা ও অভিজাত পুরুষ সমাজের কাছ থেকে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯২১ সালে বঙ্গীয় আইন সভায় উথাপিত নারীর ভোটাধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। মূলত এরপর থেকেই নারী সংগঠনগুলো সংগ্রাম শুরু

Dhaka University Institutional Repository

করে। ১৯২৩ সালে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ , বেগম সুলতানা মুয়াজ্জেদা এবং কবি কামিনী রায়ের নেতৃত্ব একটি নারী প্রতিনিধি দল নারীর ভোটাধিকারের দাবি নিয়ে লর্ড লিটনের সঙ্গে দেখা করেন। ওই সময় ভোটাধিকার আন্দোলনে ব্যাপক সমর্থন যোগায় ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রামসহ বেশ কয়েকটি জেলার মহিলা সংগঠন।

১৯২৩ সালে কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নারীর নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এরও আগে ১৯১৯ সালে ভারত শাসন সংস্কার বিল এর মাধ্যমে নারীর ভোটাধিকার প্রদান করা হয় তবে ওই ভোটাধিকার কার্যকর হয় ১৯২৯ সালে। ওই বিল অনুযায়ী তিনটি শর্ত সাপেক্ষে নারীর ভোটাধিকার কার্যকর হতো। শর্ত তিনটি হলো-

ক. নারীকে বিবাহিত হতে হবে,

খ. নারীকে সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে এবং

গ. নারীকে শিক্ষিত হতে হবে

এটা স্পষ্ট যে, নারীকে রাজনৈতিকভাবে দমিয়ে রাখতেই ওইসব শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে গোটা ভারতবর্ষের নারীর জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকার আইন পাস হয় এবং রাজ্য সভায় ১৫০টি আসনের মধ্যে ছয়টি আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়।এই ভোটাধিকার লাভের মধ্যদিয়ে রাজনীতিতে নারীর সরব অংশগ্রহণ শুরু হয়।

এদিকে ব্রিটিশ আমলে বাংলার কৃষক আন্দোলনেও নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। জমিদার ও জোতদারদের শোষণের বিরুদ্ধে তিরিশের দশক থেকে শুরু করে চল্লিশের দশক পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় যে আন্দোলন হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো তেভাগা আন্দোলন। তেভাগা আন্দোলন করে বাংলার নারীরা জোতদার জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে তাদের সাহসী মানসিকতার পরিচয় দেন। ওই সময়ে সাহসী নারী নেত্রী সরলা বালার নেতৃত্বে নড়াইল এলাকার কয়েকশ নারী জমিদার শ্রেণীর শোষণের প্রতিবাদ জানাতে "ঝাঁটা বাহিনী" গঠন করেছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন তীব্র প্রতিবাদ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল এলাকায় ইলা মিত্রের নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনে নারীর আত্মত্যাগের কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ যোগ্য। অধিকার আদায়ে অকথ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করে ইলা মিত্র আত্মত্যাগ ও আন্দোলনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করে

Dhaka University Institutional Repository

গেছেন। তেভাগা আন্দোলনে তার এই সাহসী ভূমিকা বাংলার গ্রামীণ নারীকে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করে; যা পরবর্তী সময়ে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে।

১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা সদস্যদের গঠিত "মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি" সমাজ সেবামূলক কাজের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে বাংলার নারীসমাজকে সংগঠিত করেছে বলে অনেকে মনে করেন। সে বছরের দুর্ভিক্ষের সময় সমিতি বহু লঙ্গরখানা চালু করে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করতে সমিতি পাঁচ হাজার নারীকে একখানে করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের কাছে নিয়ে যায় এবং আরও লঙ্গরখানা খুলে দেয়ার দাবি করে।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর আসে ভাষা আন্দোলন। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার দাবিদারদের ওপর দমন-পীড়ন শুরু হয়েছিল ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয়ার আগেই। ১৯৪৮ সালের ১১ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকারের পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী আবদুর রশীদ সিলেট সফরে এলে ছাত্র সমাজের পাশাপাশি একটি নারী প্রতিনিধি দল তার সাথে দেখা করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলে গুলিবর্ষণের খবরে নারী সমাজের মধ্যে চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ঢাকার ১২ নম্বর অভয় দাস লেনে বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখের নেতৃত্বে নারী সমাজ বিক্ষোভ করে। ওই সময় নারায়ণগঞ্জের মর্গান গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পল্টনে এক বিশাল নারী সমাবেশ হয়। ভাষা আনেন্দালনে আর যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া খান, হালিমা খাতুন, সুফিয়া আহমেদ, নাদেরা বেগম, সারা তৈফুর প্রমুখ।

১৯৫৩ সালের গণপরিষদে কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না। বেগম শায়েস্তা ইকরামউল্লাহ নির্বাচিত সদস্য ছিলেন।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে নূরজাহান মোর্শেদ, দৌলতুন্নেসা খাতুন, বদরুন্নেসা খাতুন, বদরুন্নেসা আহমেদ, তফতুনন্নেসা আহমেদ, মেহেরুন্নেসা খাতুন ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তিন জন সদস্য আইন পরিষদে নির্বাচিত হন, ওই সময়ে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন নেলী

Dhaka University Institutional Repository

সেন গুপ্তা। তাদের এ বিজয় নারীসমাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। নারীরা তখন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হতে থাকেন। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য নূর জাহান মোর্শেদ, রাজিয়া বানু ও বেগম দৌলতুন্নেসাকে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি করা হয়।

১৯৬৯ সালে সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলন চরম আকার ধারন করলে ১৯ জানুয়ারি আন্দোলকারী ছাত্রীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। একই বছরের ২০ জানুয়ারি আসাদ শহীদ হওয়ার পর প্রতিটি প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিলে নারীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। ২৪ জানুয়ারি হরতাল পালনের সময় ছাত্রী তরু আহমদ কালো পতাকা হাতে পুলিশের বেস্টনী ভেঙ্গে এগিয়ে গেলে তার পেছনে হাজার হাজার নারী-পুরুষ পল্টন ময়দনের দিকে এগিয়ে যান। এর কিছু দিন পর ৭ ফেব্রুয়ারি নারীসমাজের উদ্যোগে শোক মিছিল বের হয়। বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গঠিত হয় "মহিলা সংগ্রাম পরিষদ।" পরবর্তী সময়ে ওই সংগ্রাম পরিষদেরই নাম হয় "বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।"

১৯৬৯ এ সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের পরপরই আসে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে বাংলার অসংখ্য নারীর আত্মত্যাগের কথা ইতিহাসে উজ্জ্বল। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ছাত্রীদের নিয়ে সশস্ত্র ছাত্রী ব্রিগেড গড়ে তোলে। ছাত্র ইউনিয়ন পরিচালিত ছাত্রী ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন রোকেয়া খানম (কবীর) এবং ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা। এই ব্রিগেডের ছাত্রীরা প্রশিক্ষন নিয়ে পরবর্তী সময়ে ঢাকার বিভিন্ন মহল্লায় মহিলা ব্রিগেড গঠন করেন। মহিলাদের সংগঠিত করার কাজে ছাত্রলীগ পরিচালিত ছাত্রী ব্রিগেডে যারা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে ফোরকান বেগম, মমতাজ বেগম, ইকু ও ফেন্সি জেসমিনের নাম উলেখযোগ্য। যুদ্ধাকালে রাজনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করেছেন বেগম মতিয়া চৌধুরি ও মালেকা বেগম। যুদ্ধের সময় কলকাতার পদ্মপুকুর এলাকায় নারী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত গোবরা ক্যাম্প পরিচালনা করেছেন বর্তমান আওয়ামীলীগ নেত্রী সাজেদা চৌধুরী। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ওইসব মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত হন। স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ নারীকে আত্ম-বিশ্বাসী করে তোলে এবং সেটাই পরে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সাহস যোগায়।

Dhaka University Institutional Repository

আশির দশকে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে যোগ হয় স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন। সামরিক শাসক এইচ,এম, এরশাদকে ক্ষমতা থেকে সরানোর আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে দেয়া হয় জননেত্রী উপাধি। আর বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া পান আপোসহীন নেত্রীর খেতাব। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন দেশের বিপুল সংখ্যক নারী। আন্দোলনের শুরুতেই নারী নেত্রী দিপালী সাহা শহীদ হন। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত হয় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরাই প্রথম কার্ফু ভেঙ্গে মিছিল করেন এবং সেই মিছিলে হাজার হাজার মানুষ যোগ দেন।

এভাবেই ইতিহাসের একেকটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ঘটে। এবং এ সুযোগ তৈরি করে দেয়া হয় জাতীয় রাজনীতিতে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন তৈরির মাধ্যমে।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা, রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমেই নির্ধারিত হয় কোন দেশে নারীর ক্ষমতায়ন কীভাবে ঘটবে এবং কতটুকু ঘটবে। রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি যদি অগ্রাধিকার না পায় তাহলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন। আর এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠে মূলতঃ রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক নীতিমালা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

১৯৯৫ সালে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী নারীর ক্ষমতায়নের মোট পাঁচটি পরিপ্রেক্ষিত চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো, নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। বাকী চারটির মধ্যে রয়েছে; নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনগত ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিত করা। সম্মেলনে চিহ্নিত ওই পাঁচটির মধ্যে বিশ্বব্যাপি কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ সবচেয়ে কম।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিমন্ডল নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হয়। যদিও বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতা দু'জনই নারী। তথাপি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোয় নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৯ শতাংশ নারী হলেও সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান জাতীয় সংসদে নারীর

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধিত্ব মাত্র ১৮.৫ শতাংশ আসনে। অথচ জাতীয় সংবিধানে নারী-পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।তবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংসদে ৩০০ সাধারণ আসনের বাইরে ৪৫টি আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখার বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই ৪৫টি আসন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কতটা কার্যকর তা বর্তমান গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

নারীর জন্য সংরক্ষিত এই আসনগুলোতে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা বিদ্যমান। আশা করা হয়েছিল, সংসদে আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের মূলধারার রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর প্রতিনিধিত্ব তৈরি হবে। কিন্তু স্বাধীনতার ৩৯ বছর পরও সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এখন বিপুল সংখ্যক নারী কাজ করেন। উৎপাদনের নানা ক্ষেত্রে তাদের জোরালো উপস্থিতি দৃশ্যমান। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ এক রকম উপেক্ষিত। এখনও ঘটেনি রাজনীতিতে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন। সংরক্ষিত নারী আসনগুলোর এই পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি মূলতঃ তাদের ক্ষমতাহীন করে রেখেছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের জেন্ডার সচেতনতা ও সংবেদী উপলব্ধি একান্ত জরুরি। দলের মধ্যে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোই প্রাথমিক কাজ। একই সাথে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইনকানুনের পরিবর্তনও আবশ্যক। এক্ষেত্রে জাতীয় সংসদে এক - তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ করে এই আসনগুলোয় সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব।

১. খ. গবেষণা সমস্যার বিবরণ ঃ

Research involves, specially an investigation in to a particular matter of problem".[2]

অর্থাৎ গবেষণার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কোন বিষয়ে বা সমস্যার সমাধানে বিশেষ অনুসন্ধান চালানো হয়। আলোচ্য গবেষণাটিতে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন এর পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়টির বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হয়েছে তথা সংরক্ষিত নারী আসন

[2] (Robert ross, research: an introduction, New york. Barns and Nobles, 1974 chapter-1,p-4)

Dhaka University Institutional Repository

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কতটা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে তার অনুসন্ধান করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের কয়েক দশকের নারী অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি নারীর ব্যক্তি অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইস্যু একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।[৩]

কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন দ্বারা একজন নারী পূর্ণ নাগরিক হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে সমান অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে, দায়িত্ব পালন করতে পারবে এবং সুযোগ- সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হবে। রাষ্ট্র পরিচালনায়, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কেবলমাত্র নারীর অধিকারের বাস্তবায়নের জন্য নয়, এই অংশগ্রহণ প্রয়োজন একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ও সমতাপূর্ণ বিকাশের জন্য, গণতান্ত্রিক ও সমতাপূর্ণ সংস্কৃতির জন্য, বৈষম্যমুক্ত নারী ও পুরুষের সমতাপূর্ণ সামাজিক মানবিক সংস্কৃতির জন্য।[৪]

এসব বিবেচনায় বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।তাই জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও দায়িত্বপালন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে একটি মাইলফলক স্বরূপ। কিন্তু জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে দায়িত্ব পালনে নারীদেরও সম্মুখীন হতে হয় অসংখ্য সমস্যার এবং সমস্যার বিপরীতে তারা অর্জন করেছে বেশ কিছু সাফল্য। তাই জাতীয় সংসদে তাদের দায়িত্বপালন, সমস্যার মোকাবেলা, বাঁধা সমূহ ইত্যাদির আলোকে বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক স্বরূপ উদঘাটনের জন্য দরকার সময়োপযোগী গভীর পর্যালোচনা ও গবেষণা। যার ফলাফলের ভিত্তিতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দূর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করে, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে আরো ফলপ্রসূ করার উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়।

২০ মার্চ, ১৯৯৯ সাল থেকে এক দশকেরও অধিককাল ধরে এদেশে নারী সরকার প্রধানের শাসন চলছে, মাঝে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিছু সময় বাদে। এর একটা ধনাত্মক প্রভাব আমাদের সমাজে পড়েছে। মহিলাদের উন্নয়নে অনেক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। মেয়েদেরও শিক্ষার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে এবং এস.এস.সি পর্যন্ত বিনা বেতনে লেখা পড়ার সুযোগ দান ও উপবৃত্তি চালু

---

[৩] আয়েশা খানম,নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন,বেইজিং প্লাস ফাইভে বিশেষ অধিবেশন ফলাফল ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে করণীয়, নারী ২০০০, এর্নাসর্বাপ:পৃ-৭১

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ-৭২

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে,বিধবা ও বৃদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে,কর্মজীবী নারীদের জন্য হোষ্টেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেয়েদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও চাকুরীতে অংশগ্রহণের হার বেড়েছে। শিশুর পরিচয়ে মায়ের নাম উল্লেখ থাকছে।

এতসব অর্জনের পরেও সামগ্রিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে নারীর বিদ্যমান অবস্থার বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এর পিছনে কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের হার অত্যন্ত নগণ্য। এখনও পর্যন্ত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনগুলোতে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে। ৩০০ জন সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যের পরোক্ষ ভোটে সংরক্ষিত আসনের জন্য নারী সদস্য নির্বাচত হন। সংসদের ৩০০ সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যরা হলেন প্রায় সকলেই পুরুষ, কাজেই সংরক্ষিত নারী আসনের সকল নারী সদস্য বাস্তবে পুরুষ সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। ফলে সংসদের সাধারণ আসনে যে রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, সেই দলের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচন সুনিশ্চিত হয়েছে। বস্তুত নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোতে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে বলে; সকল সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত বেশিরভাগ নারী সদস্যদের রাজনৈতিক পটভূমিও ছিল না। নারী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বা নারীর চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতারও অভাব ছিল। মোটকথা, নির্বাচন বা মনোনয়ন দানের ব্যাপারে নারী

উন্নয়ন কিংবা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অবদান আছে কিনা, তা বিবেচনা করা হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা নয়, বরং রাজনৈতিক দলের ওপর মহলের পৃষ্ঠপোষকতা ও সুপারিশ মনোনয়নের চাবিকাঠি। মূলতঃ সংরক্ষিত আসনগুলো হলো শুধু আলংকারিক। কেননা রাজনৈতিক দলগুলো সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুপাতে ওই সংরক্ষিত আসনগুলো ভাগাভাগি করে নেয়। এসব আসনে নারীরা মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্য পদ পান বলে রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের অন্ধ আনুগত্য থাকে, কিন্তু থাকে না জনগণের প্রতি কোন কার্যকর দায়বদ্ধতা। [৫]

২০০৪ সনের চতুর্দশ সংশোধনী অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ আনুপাতিক হারে বন্টন এবং বন্টনকৃত আসনের জন্য পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে । এছাড়াও

---

[5] Bangladesh Election commission, "Gender and the electoral process", 2001-2003, P.2

Dhaka University Institutional Repository

নবম জাতীয় সংসদে কর্ম এলাকা আনুপাতিক হারে বন্টিত হওয়ায় সবাই কর্ম এলাকা পাননি। যারা পেয়েছেন তারা নিজের এলাকার বাইরে পেয়েছেন। এমতাবস্থায় সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তো দূরের কথা বরং তাদের আরো কর্মহীন করে রাখা হয়েছে । যা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে একটি বিশাল বাঁধা হিসেবে চিহ্নিত ।

১৯৭৩-২০১০ সাল পর্যন্ত সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত বা মনোনীত হয়ে যাঁরা সংসদে এসেছেন তাঁরা আর যা-ই হোন, বর্তমান বাংলাদেশের ব্যাপক নারী-পুরুষের প্রতিনিধি নন। কারন, বর্তমান সময় পর্যন্ত সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যদের কোন নির্দিষ্ট আসন ভাগ করে দেয়া হয়নি এবং জনগণের প্রতি দায়িত্বপালন বা তাদের সাথে জনপ্রিয়তা গড়ে ওঠার কোন সুযোগ পর্যন্ত হয়নি। নারী আন্দোলনের এবং নারীর ক্ষমতায়নের মূল ইস্যুগুলো নিয়ে সংসদে দাবি তোলা, আলোচনা করার দায়বদ্ধতার কোন প্রকাশও তারা করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে সমস্যা হলো, সংরক্ষিত আসনে প্রতিনিধিত্বকারী মহিলা সাংসদরা যেহেতু কোন একটি রাজনৈতিক দলের আনুগত্য নিয়ে সংসদে আসেন, তাই তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের কোন সুযোগ নেই, শুধু মনোনয়ন প্রদানকারী দলের সিদ্ধান্তে তাদেরকে সমর্থন যোগাতে হয়। দলের সিদ্ধান্তের বাইরে কোন সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারেন না। কারণ তাঁরা দায়বদ্ধ রয়েছেন সংশ্লিষ্ট দল ও দলের কোটারি স্বার্থের কাছে। দুর্বল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও নারীর স্বার্থের প্রতি অঙ্গীকারের অভাবের সঙ্গে পরোক্ষ নির্বাচনের অসুবিধা যুক্ত হয়ে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর ব্যাপারটি পঙ্গু হয়ে গেছে। সংসদে ও মন্ত্রিপরিষদে তাঁরা আশানুরূপ বা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছেন না, পারছেন না নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অবদান রাখতে। নারী প্রতিনিধিরা মূলতঃ দলের আসন সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। সংসদে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী হওয়া সত্ত্বেও নারী সংসদ সদস্যদের বরাবরই বৈষম্যমূলক, অধস্তন অবস্থানে থাকতে হচ্ছে। আর তাছাড়া আমাদের দেশে নারী বিরোধী সংস্কৃতি অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ার কারণেও নারীনেতৃত্ব খুব একটা এগোতে পারছে না। নারী সদস্যরা যাই করুন তাই নিয়ে সমালোচনা করার প্রবণতা লক্ষণীয়। নারীদের পোশাক, চুলের স্টাইল, কথা বলার ধরন, জীবনযাপন পদ্ধতি, ব্যক্তিগত আচার-আচরণ সবই আলোচনা-সমালোচনার বিষয়। শুধু তাই নয়, বিবাহিত হলে 'পরিবারের প্রতি মনোযোগীনন' বলে অনেক ক্ষেত্রে অভিযুক্ত হন, আর অবিবাহিত হলে তার ওপর নানা রকম কুৎসা ও চারিত্রিক কালিমা লেপন করা হয়। দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণজনিত

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যার বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যারও শিকার হতে হচ্ছে নারী সংসদ সদস্যদের। এ প্রসঙ্গে সংরক্ষিত আসনের একজন সংসদ সদস্যের একটি উক্তি প্রনিধানযোগ্য-

"পুরুষ সংসদ সদ্যসদের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় যেমন তারা কোন কাজে বললে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করেন এবং উঠে দাড়িয়ে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন অপরদিকে মহিলা সংসদ সদস্যদের কাজে কম গুরুত্ব দেয়া হয় এমনকি দাড়িয়ে সম্মানটুকু দেখানোর প্রয়োজন মনে করে না।"(সরাসরি সাক্ষাৎকার)

বাংলাদেশের কাজের পরিবেশ পুরুষ নিয়ন্ত্রণাধীন, যা নারীর জন্য বিশেষভাবে প্রতিকূল, যা নারী সংসদ সদস্যারা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করছেন।

আর তাছাড়া পরোক্ষ নির্বাচন কখনো প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিকল্প হতে পারে না। বিশ্বের গণতান্ত্রিক সকল দেশে আইন পরিষদের নির্বাচন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে, বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কাজেই পরোক্ষ নির্বাচনের যে সকল নারী সদস্য হয়েছেন, তারা জনগণের পরিবর্তে সাংসদের ভেটে নির্বাচিত হয়েছেন। যার কারণে তারা সাধারণ আসনে নির্বাচিত পুরুষ সদস্যদের সমক্ষমতা বা সমমর্যাদা দাবি করতে পারেন নি। এটি ব্যক্তির মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নিজেও নিজেকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে থাকেন। সাধারণ আসনের সাংসদ জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেন, বৃহত্তর পরিবেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজের কর্মক্ষেত্রে দৃঢ় চিত্তে কাজ করেন, ভবিষ্যতে নির্বাচনী রায় হারাবার বা নিজের পক্ষে নির্বাচনী রায় জয়ের লক্ষ্যে বারবার জনগণের কাছে যান এবং নির্বাচনী অঙ্গীকার পালনের উদ্যোগ নেন। অন্যদিকে, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যরা দলের নেতৃত্বের কাছে দেয়া অঙ্গীকার পালনের এবং সাধারণ আসনের সাংসদদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে বেশি যত্নবান হন। জনগণের সাথে যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতা মহিলা সাংসদদের মর্যাদাকে কমিয়ে দিয়েছে। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের পদ্ধতি পরোক্ষ এবং উপরিকাঠামোর হয়ে থাকে বলে এই আসনে রাজনৈতিক গুরুত্ব ও ক্ষমতার ভর নিহিত থাকে না। সাংসদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং কার্যকর প্রতিনিধিত্ব মূলত সাধারণ আসনের ক্ষেত্রে কার্যকরী ও বাস্ত বায়িত হবার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি রয়েছে। সাধারণ আসনের মহিলা সাংসদরা ক্ষমতায়নের শীর্ষে পুরুষ-নারী উভয়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে জনগণের রায়ের মধ্য দিয়ে যান বলে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান থাকেন। সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জনগণের রায়ের মধ্য

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে আত্মশক্তি প্রত্যয় অর্জনের সুযোগ পান না। উপরিকাঠামোর পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি সংরক্ষিত মহিলা সাংসদদের অবস্থান দুর্বল করেছে।

সংবিধানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সমাজের সকল স্তরের নাগরিক সমান অবস্থান, সমান মর্যাদায় নেই। শ্রেণীগত বৈষম্য ছাড়াও রয়ে গেছে নারী-পুরুষ বৈষম্য, নারী-পুরুষের বৈষম্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দূর করার জন্য বা সংসদে আইনপ্রণেতা হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াবার জন্য বিশেষ আইনের মাধ্যমে "সংরক্ষিত মহিলা আসন" "নির্দিষ্ট সময়"-এর জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে। এই বিশেষ আইনের প্রয়োজনীয়তা ও বিশেষ আসন সংরক্ষণের গুরুত্ব প্রমাণ করছে সমাজ, রাষ্ট্র -রাজনীতিতে নারীর অবস্থান কত প্রান্তিক।
নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ ও বর্ধিত করার মধ্য দিয়ে ৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় নারী সাংসদদের উপস্থিতি সংসদে ও রাজনীতিতে নারীর প্রান্তিক অবস্থান ৫০ বছরেও উন্নত হয়নি।

একটি সংরক্ষিত নির্বাচনী এলাকা বস্তুত ৭টি সাধারণ নির্বাচনী এলাকার সমান। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত একজন নারী সদস্যের বিপরীতে একই নির্বাচকমন্ডলী ও নির্বাচনী এলাকায় ১০ জন সরাসরি নির্বাচিত পুরুষ সদস্য থাকেন। এমন বিসদৃশ পরিস্থিতিতে, নারী-সদস্যগণ পুরুষ সদস্যদের অনুরূপ কর্তৃত্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দাবি করা হাস্যকর। একজন পুরুষ সদস্য তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে যত নিবিড় ও কার্যকর সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন, সাতগুণ বড় নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে নারী সদস্য তত ফলপ্রসু যোগাযোগ রাখতে সক্ষম নন। নির্বাচনী এলাকা যত বড়ো হবে, নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে গণসংযোগ তত কম হতে বাধ্য। নির্বাচন যদি পরোক্ষ হয়,তবে গণসংযোগ আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যবৃন্দ ক্ষমতার ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেননি, বরং ক্ষমতা ধারন ও প্রয়োগ করতে অসমর্থ হয়েছেন। তাদের কার্যকরতা জনগণ উপলব্ধি করতে পারেনি। তারা আমাদের দেশের নারীর যে প্রধান সমস্যা-নারী নির্যাতন রোধ বা পরিবার ও পরিবারের বাইরে নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করবার ব্যাপারেও বিশেষ কোন অবদান রাখতে পারেন নি।

এজন্য অবশ্যই নারী সংসদ সদস্য, মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদদের দায়ী করা ঠিক নয়। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সনাতন ও ঐতিহ্যবাহী পুরুষ প্রধান পরিবেশে তাদের কাজ করতে হয়, সে ব্যবস্থা ও পরিবেশ-উভয়ই নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধক এবং বৈষম্যমূলক। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

অনুকূল পরিবেশ এবং অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে নারী রাজনীতিবিদগন বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রভাব খাটাতে অক্ষম হবেন এটাই স্বাভাবিক। নারীকে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে হলে রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। কারণ সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকার তথা মন্ত্রীপরিষদ এবং জাতীয় সংসদ উভয় প্রতিষ্ঠানের মূলে রাজনৈতিক দল।

এ অবস্থায় বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সম্ভাবনা কতটুকু এবং সে সম্ভাবনা বাস্তাবায়নের পথ কী তা অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। সার্বিক অবস্থা বিবেচনার নিরিখে জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনে অধিক সংখ্যক নারী সদস্যের নির্বাচনের মধ্যেই নারীর ক্ষমতায়নের সম্ভাবনা নিহিত। এই একটি মাত্র পদক্ষেপ রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর অবস্থান ও মর্যাদাকে অনেক উচুঁতে নিয়ে যেতে পারে এবং তা ক্রমান্বয়ে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রকেও নারীর ক্ষমতায়নের অনুকূলে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

১.গ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.গ.১ সাধারণ উদ্দেশ্য :

গবেষণাটির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো-জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন এর পর্যালোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশের মহিলা আসনের সংসদ সদস্যদের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের দ্বারা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটন: যার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ প্রতিষ্ঠান ও সরকার নারী উন্নয়নে বাস্তবসম্মত, কার্যকরী ও চাহিদা ভিত্তিক সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

১.গ.২: বিশেষ উদ্দেশ্য :

আলোচ্য গবেষণাটিতে উপরোক্ত সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বাস্তব চিত্র উদঘাটনের নিমিত্ত নিম্নোক্ত বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারিত হয়েছে।

১। বাংলাদেশে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি কতখানি অন্তরায় তা নিরূপণ এবং প্রকৃত ক্ষমতায়ন এর দিক নির্দেশনা তুলে ধরা।

Dhaka University Institutional Repository

২। বিশেষ আইনের মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদদের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ যা সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের সময়সীমার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এমনকি কোন একটি সংসদ চলাকালীন সময়েও নির্দিষ্ট আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যেতে পারে। যেমনটি ঘটেছিল অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব আর না ঘটে তার সমাধানের পথ অনুসন্ধান ।

১৯৯০ সালের ২৩ জুন চতুর্থ জাতীয় সংসদে গৃহীত দশম সংশোধনী বিলের মাধ্যমে সংরক্ষিত ৩০টি আসনে ৩০০ জন সাংসদদের দ্বারা নির্বাচনের আইন ঘোষিত হয়। মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের এই মেয়াদ ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে শেষ হয়ে যায়। ফলে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত আসনে মহিলা প্রতিনিধি ছিল না। সেজন্য ২০০১ সালের নির্বাচিত অষ্টম সংসদ সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি ছাড়াই শুরু হয়। অতঃপর ২০০৪ সালের মে মাসে সংবিধানের চর্তুদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সময়সীমা আরো দশ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয় এবং সদস্য সংখ্যা ৪৫ -এ উন্নীত করা হয়। এই বিধানের অধীনে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে সংরক্ষিত নারী আসনে ৪৫ জন নারী সদস্য নির্বাচিত হন। যার মেয়াদ ২০১৫ সালে শেষ হয়ে যাবে।

এই অসুবিধা দূর করার জন্য সংরক্ষিত আসনের বিধান বিশেষ আইনের আওতায় না রেখে সাধারণ নির্বাচনের আওতায় নিয়ে আসা। বিশেষ আইনের মাধ্যমে বেঁধে দেয়া এই নির্দিষ্ট সময়ও নারীর ক্ষমতায়নে প্রান্তিক অবস্থা নির্দেশ করে।

৩. সংবিধানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সমাজের সকল স্তরের নাগরিক সমান অবস্থায়, সমান মর্যাদায় নেই। শ্রেণীগত বৈষম্য ছাড়াও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রয়ে গেছে বিশাল বৈষম্য। ৩০০টি সাধারণ আসনের বিপরীতে মহিলাদের জন্য মাত্র ৪৫টি আসন বরাদ্দ রয়েছে। যা নারীদের নগণ্য অবস্থান চিহ্নিত করছে। এ অবস্থা দূর করে নারীদের জন্য সংসদে এক -তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ করা।

৪. সংরক্ষিত আসনের নারী প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট এলাকা ভাগ করে না দেয়ায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সৃষ্ট অসুবিধা এবং নারী প্রতিনিধিদের মর্যাদা বিরাজমান পরিস্থতিতে বিশ্লেষণ।
যেমন- শিক্ষা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ ও বাধাসমূহ, কার্যের সুযোগ ও অবস্থা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

৫. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপায় ও ক্ষমতায়নকে ফলপ্রসূ করার সম্ভাবনা পদ্ধতি সমূহ নির্ধারণ এবং পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে নারীদের পারিবারিক, সামাজিক ও কর্মজীবনে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ।

৬. রাজনীতির সকল ক্ষেত্রে (অংশগ্রহণ, নির্বাচন, প্রাচারণা থেকে দায়িত্বপালন পর্যন্ত) নারীদের সমঅধিকারের পরিস্থিতি উন্মোচন।

৭. সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণের চিত্র উদঘাটন।

৮. বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজনীতিতে নারীদের প্রতি সমাজের মনোভাব নির্ণয়।

১. ঘ. গবেষণার যৌক্তিকতা :

নারী - পুরুষের সম্পর্ক কীরূপ হবে এ ব্যাপারে বেগম রোকেয়ার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল যে নারী ও পুরুষের মধ্যে কেউই একে অপরের চেয়ে উত্তম ও অধিক মর্যাদা দাবি করতে পারে না বরং নারী-পুরুষ উভয়ের পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর ভিত্তি করে সুস্থ, সুন্দর ও কল্যাণময় সমাজ গড়ে ওঠে।বেগম রোকেয়া **"স্ত্রী জাতির অবনতি"** প্রবন্ধে বলেছেন:

"আমরা সমাজেরই অর্ধ অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কী রূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোড়াইয়া খোড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে-একই। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। জগতের যে সকল সমাজের পুরুষরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন তাহারা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিৎ যে, তাহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিনী, সহধর্মিনী ইত্যাদি হইয়া তাহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্টি হই নাই, একথা নিশ্চিৎ।"

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভের জন্য বেগম রোকেয়া লেখনীর মাধ্যমে যে সংগ্রাম করেছিলেন আজও তার সুরাহা হয়নি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে আজও পর্যন্ত নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন ঘটেনি। বর্তমানে নারীরা কেবল যে নিজ গৃহ অভ্যন্তরে অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহন করে তা নয় তারা কয়েকজন মিলে জাতীয় গৃহে এবার পুতুল সেজে বসে আছে। যাদের

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয় ক্ষমতাহীন সংসদ সদস্য হিসেবে। তাই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে গবেষণা করে একটি কার্যকর কৌশল বের করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটন করতে হলে সূক্ষ্মভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করতে হবে। বাস্তবিকতা অর্থে নারীর অবস্থানকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারীর উপর বৈষম্যজনিত নিপীড়ন অনেকটাই পিতৃতান্ত্রিক সামাজিকীকরণের ফলশ্রুতি। যদিও এক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যকে সামাজিক অর্থে গ্রহণ করা যায় না। তথাপি নারীকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাগুলি ব্যবহার করে নারীর নিরাপত্তাকে সার্বিকভাবে বিঘ্নিত করা হচ্ছে। [৬]

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, সম্পদে মালিকানা, নীতিনির্ধারন ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ, দারিদ্র্যভোগ, নিরাপত্তাহীনতা, নির্যাতন, দুর্যোগের শিকার হওয়া ইত্যাদিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট বৈষম্য।[৭]

১.ঘ.১. রাজনীতি ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ :

দেশের দুটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষে নারী নেতৃত্ব থাকলেও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারীর উপস্থিতি একেবারেই নগণ্য। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি তে "জাতীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা ১৫ জন এর মধ্যে নারী সদস্য ১ জন। "জাতীয় নির্বাহী কিমিটতে" মোট সদস্য ১৬৪ জন এর মধ্যে নারী সদস্য ১১ জন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলের "প্রেসিডিয়াম ও সম্পাদকমন্ডলীর ৩৬ জন এর মধ্যে নারী সদস্য ৫ জন। "কার্যকরী কমিটিতে" মোট সদস্য ৬৫ জন এর মধ্যে নারী সদস্য ৬ জন। উপরের তথ্য থেকে এটাই স্পস্টরূপে বোঝা যায় যে, "রাজনীতি ও নীতিনির্ধরণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন এখনো একেবারেই তলানিতে।

১.ঘ.২ স্থানীয় সরকারের নারী প্রতিনিধিত্ব ঃ

স্থানীয় সরকারের নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে দেখা যায় গত ৪ আগষ্ট ২০০৮ তারিখে ৪টি সিটি করর্পোরেশন ও ৯টি পৌরসভার মধ্যে মাত্র ২টি পৌরসভার মেয়র পদে নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

---

[৬] মাহজীবন সুলতানা ও মোঃ এনামুল হক, লিঙ্গ বৈষম্য ও নারীর নিরাপত্তা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, হামিদা আখতার সম্পাদিত, ক্ষমতায়ন, ২০০২, সংখ্যা ৪, পৃ-১৪)

[৭] মোহাম্মদ করাসউদ্দিন, গণতন্ত্রের পথেই অর্থনৈতিক মুক্তি, প্রকাশক:মাওলা ব্রাদার্স, দ্বিতীয় মুদ্রন, মার্চ-২০০৭)

Dhaka University Institutional Repository

২০০২-০৩ সালে যেখানে সংরক্ষিত আসনে ২৭৯ জন নারী নির্বাচনে প্রার্থী হন, এবার সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মাত্র ১৯৪ জন। অর্থাৎ ২০০৮ সালের নির্বাচনে নারী প্রার্থীর অংশগ্রহণ ৩৪ শতাংশ কমে গেছে। তবে সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীর হার কিছুটা বেড়েছে। উপরের তথ্য এটাই প্রমাণ করে যে, নারীর সম অধিকার তো দূরের কথা এখন পর্যন্ত রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

১.ঘ.৩. প্রশাসনে নারী

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে মোট ৮ হাজার ৬০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন এর মধ্যে পুরুষ ৭,৩৫৪ জন এবং নারী ১,২৪৬। সচিব ও সমমানের ৬৯জন কর্মকর্তার মধ্যে ৪ জন নারী, যা মোট সচিবের প্রায় ৬ ভাগ। ৬৪টি জেলার মধ্যে ১টি মাত্র জেলার ডিসি মহিলা (ঝিনাইদহ)।[৮]

এছাড়া সরকারি কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে নারীর জন্য মাত্র ১৫ শতাংশ কোটা বরাদ্দ আছে। যা এখনো পুরোপুরি পূরণ হয়নি। সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারী অংশগ্রহণের এ হার অত্যন্ত সীমিত।

১.ঘ.৪ মন্ত্রীসভায় নারী ঃ

১৯৭২-২০০১পর্যন্ত মন্ত্রী সভায় নারীর উপস্থিতি

মেয়াদ	ক্ষমতাসীন	মোট মন্ত্রীর সংখ্যা	নারীমন্ত্রীর সংখ্যা	নারীমন্ত্রীর হার %
১৯৭২-৭৫	আওয়ামী লীগ	৫০	২	৪
১৯৭৬-৮২	বিএনপি	১০১	৬	৫.৯
১৯৮২-৯০	জাতীয় পার্টি	১৩৩	৪	৩
১৯৯১-৯৬	বিএনপি	৩৯	৪	৭.৬
১৯৯৬-২০১০	আওয়ামী লীগ	৩৯	৪	৯.৫
২০০১-২০০৬	বিএনপি-জামায়াত জোট	৬০	৩	৫
২০০৯-২০১৪	আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট	৩৮	৬	১৫.৭৮

[৮] উৎস: নারীপক্ষ প্রজেক্ট'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এপ্রিল ২০১০।

Dhaka University Institutional Repository

নারী মন্ত্রী ২০০৯*

ক্রম.	নাম	পদমর্যাদা	মন্ত্রণালয়
১	শেখ হাসিনা	প্রধানমন্ত্রী	এছাড়াও তাঁর দায়িত্বে রয়েছে সংস্থাপন, প্রতিরক্ষা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ধর্ম, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, মহিলা ও শিশু, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়
২	মতিয়া চৌধুরী	মন্ত্রী	কৃষি মন্ত্রণালয়
৩	অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন	মন্ত্রী	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪	ডা. দীপু মনি	মন্ত্রী	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫	মুন্নুজান সুফিয়ান	প্রতিমন্ত্রী	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
৬	ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী	প্রতিমন্ত্রী	শিশু ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়

*** ২০০৯-এর ৩০ জানুয়ারী পর্যন্ত**

উৎসঃ নির্বাচনী ইশতেহার ও বাংলাদেশের নারী,বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ,জুন ২০০৯ পৃ.১১ ।

১.ঘ.৫ প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী

পদ	মোট	পুরুষ	নারী	শতকরা হার
সচিব	৪৯	৪৮	০১	২.১%
অতিরিক্ত সচিব	৫৫	৫৪	০১	২.০
যুগ্ম সচিব	২৭৫	২৭০	০৫	১.৫
উপ সচিব	৬৫৯	৬৫২	০৭	১.১
সিনিয়র সহকারী সচিব	২২১৪	২০১৪	২০০	৯.০
সহকারী সচিব	১১১৭	৭৫৭	১৬০	১৪.৩
মোট	৪৩৬৯	৩৯৯৬	৩৭৩	৮.৫

উৎস: সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ২০০৮

দেশের কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই উপাচার্য হিসেবে কোন নারী কর্মরত নেই। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ অন্য যেকোন অধিদপ্তর পরিদপ্তরে কোন নারী নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নেই।

Dhaka University Institutional Repository

১.ঘ.৬ বিচার বিভাগ

বাংলাদেশের আপিল বিভাগে কোন নারী বিচারক নেই। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে কর্মরত ৬৫ জন বিচারপতির মধ্যে নারী আছেন মাত্র ৪ জন। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, (২০০৮-এর জুলাই পর্যন্ত) দায়িত্বশীল মোট বিচারকের মধ্যে নারী প্রতিনিধিত্বের হার মাত্র ৮.৮৫% এবং মোট আইনজীবীর মধ্যে মাত্র ১৪.৩%।[৯]

১.ঘ.৭ কৃষি ও পারিবারিক কাজে অবহেলিত নারী :

দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষের পেশা কৃষি। আর এই কৃষি মানেই হলো কৃষক অর্থাৎ পুরুষ। অথচ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা জরিপ করে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেছে, বাংলাদেশের কৃষির শতকরা ৮০ ভাগ কাজই করেন কৃষক নারী। বাংলাদেশে মোট গ্রামীণ নারীর ৭৬.৬% কৃষিকাজ করেন। (চিররঞ্জন সরকার, নারী ও দারিদ্র, স্টেপস্ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ২০০৭)) উৎপাদনের সঙ্গে নারী জড়িত থাকলেও তাকে কাজের স্বীকৃতি দেয়া হয় না। এভাবেই গ্রামীণ পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়েও নারীর অধিকাংশ অবদানের কথা কোনভাবেই মুখে উচ্চারিত হয় না।

১.ঘ.৮ গণমাধ্যমে নারী :

আমাদের দেশে এখনো গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ ১০ শতাংশ হয়নি। এর মধ্যে গণমাধ্যমের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব নেই বললেই চলে। দেশের একটি প্রথম সারির দৈনিক কাগজে বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সর্বোচ্চ পর্যায়ে কোন নারী প্রতিনিধি নেই। তাছাড়া সংবাদকর্মী হিসেবে ইদানিং নারীর উপস্থিতি দেখা গেলেও তা খুবই সামান্য। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ না থাকায় যে পরিমাণে নারীদের সংবাদে গণমাধ্যমে আসার কথা সে পরিমাণে আসছে না। সেই সঙ্গে নারী বিষয়ক খবর প্রাধান্যও পাচ্ছে না সংবাদ মাধ্যমে। যার কারণে (ইত্তেফাক, ৮ মার্চ ২০০৮) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ও পরিবর্তন হচ্ছে না।

১.ঘ.৯ সম্পদের অধিকার

বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও দেশের উত্তরাধিকার আইন ধর্মীয় আইন দ্বারা প্রভাবিত। হিন্দু পারিবারিক আইনে মেয়েদের পিতার সম্পত্তিতে কোন অধিকার নেই। মুসলিম আইনে পিতার সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের অংশ পুত্র সন্তানের অর্ধেক। আবার বিয়ের পরে একটি মেয়ে তার

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর সম্পত্তির $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবে এবং স্ত্রী নিঃসন্তান হলে $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে। মুসলিম আইন অনুযায়ী মেয়েদের হক ছেলেদের তুলনায় খুব বেশি কম না। তাছাড়া ইসলামী শরীয় অনুযায়ী বিয়ের পর একটি মেয়ের ভরণ-পোষণসহ যাবতীয় দায়িত্ব তার স্বামীকেই বহন করতে হয়। এমনকি স্ত্রীর নিজস্ব আয়ের প্রতি স্বামীর কোন অধিকার নেই। যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় ভোগ করতে দেয় তবে আপত্তি নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েদের এই সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং এসব শরীয় আইন অমান্য করা হয়।

১.ঘ.১০ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারী :

প্রচলিত জাতীয় আয় (জিডিপি) পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষের উৎপাদনশীলতা যেখানে প্রায় ৯৮% হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীর উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭ শতাংশ গণনা করা হয়। গৃহস্থালির কাজ প্রায় এককভাবে নারীরাই সম্পন্ন করেন। কিন্তু কোথাও নারীর গৃহস্থালির কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে ধরা হয় না।

১.ঘ.১১ পোশাকশিল্পে নারী :

পোশাকশিল্পে ইতোমধ্যে প্রায় সাড়ে ১৩ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। যার প্রায় ৯০ শতাংশই নারী। তাই প্রকারান্তরে দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও ও নারীর শ্রমের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মজুরি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য রয়েছে ব্যাপক।

শ্রম আইনের ৩৪৫ নং ধারায় উল্লেখ আছে, প্রত্যেক শ্রমিকের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, ৫৮.৪ শতাংশ কারখানায় নারী-পুরুষ ভেদে বেতন কাঠামোতে বৈষম্য রয়েছে। এবং ৬০.৫ শতাংশ কারখানা নারী শ্রমিকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শন করে। [১০]

উপরের তথ্যের আলোকে বোঝা যায় কর্মজীবী নারীদের একটি বিরাট অংশ এভাবে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ার পাশাপাশি আমাদের সমাজেরও একাংশ পিছিয়ে পড়ছে।

10 (The nation should hear the cry of garment workers survey conducted on March 2009, commissioned by Karmojibi Nari (kn))

Dhaka University Institutional Repository

১.ঘ.১২ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পে নারী :

বাংলাদেশের চা শিল্প ও অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী শিল্প। দেশের ১৫৮টি চা বাগানে শ্রমিক জনগোষ্ঠী রয়েছে মোট পাঁচ লাখ,আর সরাসরি শ্রমিক এক লক্ষ। এদের মধ্যে বাগান থেকে চা পাতা তোলার কাজটি করেন মূলত নারীরা, যাদের সংখ্যা মোট শ্রমিকের প্রায় ৫২ শতাংশ।

আমাদের দেশে প্রায় ৮০ শতাংশ নারীর মাসিক আয় হলো ১০০০ টাকারও কম। এ পরিমাণ আয় করে এমন পুরুষের হার মাত্র ২০ শতাংশ। নিয়মিত ব্যাংকিং খাতের প্রদত্ত অর্থের মাত্র ১ শতাংশ নারীর হাতে যায়। গড়ে পুরুষদের আয় যত, নারীদের সর্বোমোট আয় তার মাত্র ৫৭ শতাংশ। কৃষিখাতে এ আয়ের পরিমাণ ৭১ শতাংশ, উৎপাদন খাতে ২৫ ও আত্মকর্মসংস্থান খাতে ৩৭ শতাংশ।[১১]

শ্রমশক্তি জরিপ বিষয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদন Report on Monitoring of Empowerment Survey(MES) ২০০৯ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্দ্ধে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সংখ্যা ৫.৩৭ কোটি ।বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমশক্তি ৫.১০ কোটি(পুরুষ ৪.০২ কোটি ও মহিলা ১.৩৫ কোটি) ।

আমাদের সমাজের অধিকাংশ মহিলারাই গৃহস্থালী কাজের বাইরেও অর্থনৈতিক কাজের সাথে জড়িত। এবং তারা ১০-১৮ ঘন্টা কর্মব্যস্ত থাকেন। তারপরও বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হতে হতে তাদের অর্থনৈতিক মূল্য প্রান্তিক অবস্থানেই থাকে। মহিলারা দরিদ্রই থাকেন। অর্থনৈতিক ক্ষমতা না থাকায় তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাসহ অন্যান্য ক্ষমতাও নাগালের বাইরে চলে যায়।

১.ঘ.১২ স্বাস্থ্যখাতে নারী :

স্বাস্থ্যখাতে নারীদের প্রতি নিয়মতান্ত্রিক বৈষম্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে শিশু মৃত্যু, প্রসূতি মায়ের মৃত্যু, জন্ম প্রত্যাশা ও পারিবারিক ব্যয় সূচকের মধ্যে। সারা পৃথিবীতেই ছেলে নবজাতকের মৃত্যুর হার মেয়ে নবজাতকের তুলনায় বেশি। কিন্তু বাংলাদেশে ১২ মাস পার না হতেই এ চিত্র পালটে যায়। অর্থাৎ

---

[১১] (গৃহস্থালি কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান, উন্নয়নের ট্রাস্ট রেফলপত্রিকা,ঢাকা,মে,২০০৯।)

Dhaka University Institutional Repository

ছেলেশিশুদের তুলনায় মেয়েশিশুদের মৃত্যুহার বেড়ে যায়। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ঃ পরিবারে মেয়েশিশুটি পুষ্টি ও যত্নের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশের পরিবারে চিকিৎসা খরচ পুরুষের জন্য মাথাপিছু ২৪ টাকা এবং নারীর জন্য মাথাপিছু ১৮ টাকা। এ দেশের নারীরা পুরুষের চেয়ে ২৯ শতাংশ কম ক্যালরি গ্রহণের সুযোগ পায়। জীবনে সবচেয়ে কর্মঠ সময়টিতে (১৫-৫৯) বছর বয়স পর্যন্ত নারীরা অসুস্থ থাকে বেশি। এর প্রধান কারণ অল্প বয়সে সন্তানের মা হওয়া বহু সন্তানের জন্মদান, অপুষ্টি এবং অর্থকরী কাজের ত্রিমুখী চাপ। এছাড়া ঘরের বাইরের কাজ, বিশেষ করে পোশাক শিল্পে কর্মরত নারীদের স্বাস্থ্যের ওপর তার কর্মের নেতিবাচক প্রভাব অতি তীব্র। ৮৫ শতাংশ নারী লৌহ ও আমিষ জাতীয় পুষ্টিহীনতায় ভোগে। (নির্বাচনী ইশতেহার ও বাংলাদেশের নারী' শহানাজ সুমী ও দিলারা রেখা।)

১.ঘ.১৩. শিক্ষা ও নারী :

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শতকরা ৩ ভাগ প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট রয়েছে নারীদের জন্য। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নারীর প্রবেশাধিকার শতকরা মাত্র ৫ ভাগ। এছাড়া কৃষি ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক শিক্ষায় শতকরা ১৪ ভাগ নারী। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থী শতকরা ২৩ জন, মেডিকেল কলেজে শতকরা ২৯ জন এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৯ জন। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষায় ৬০ শতাংশ নারীশিক্ষক নিয়োগের জন্য ঘোষিত সরকারি নীতি থাকা সত্ত্বেও এই সংখ্যা এখনো পর্যন্ত মাত্র ৩০ শতাংশ। মাধ্যমিক স্তরে নারীশিক্ষক ১৫ শতাংশ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীশিক্ষক ২ শতাংশ। [১২]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদেও নারীর কোন স্থান নেই। এই পরিসংখ্যানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে শুরু করে শিক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নারীর অংশগ্রহণের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা থেকে স্পস্ট বোঝা যায়, যে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য কত গভীর।

১.ঘ.১৪. নারী ও দারিদ্র্য : নারীর ক্ষমতায়ন আসলে সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এ দেশের নারী আসলে দু'দিক থেকে নিরন্তর বঞ্চনার শিকার। প্রথমত, নারী নারী হিসেবেই বঞ্চিত, দ্বিতীয়ত, নারী

[১২] (বি বি এস, ২০০৭)

Dhaka University Institutional Repository

দরিদ্র মানুষ হিসেবে বঞ্চিত। দারিদ্র্য সবার আগে আঘাত করে নারীকে। সংগত কারণে সংখ্যার দিক থেকেও দরিদ্র মানুষের কাতারে নারীরাই বেশি।

এদেশে নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হলে প্রথমেই ১২ কোটি ৪৩ লাখ দরিদ্র বিত্তহীন মানুষের তথা ২ কোটি ৬০ লাখ থানার (দেশের মোট থানা ৩ কোটি ১০ লাখ) ৬ কোটি ২০ লাখ নারীর জীবন নিয়ে ভাবতে হবে। এই ৬ কেটি ২০ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন নারী দেশের মোট জনসংখ্যার একক সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ-যারা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪২ ভাগ। এদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ মানুষের ক্ষমতায়নের যত রূপ থাকতে পারে, তা দূর করতে হলে অবশ্যই সর্বপ্রথম উল্লিখিত ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন নারীর কথা ভাবতে হবে।[১৩]

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন তার সামগ্রিক ক্ষমতায়নের প্রধান পূর্বশর্ত হতে পারে, তবে তা একমাত্র নয়। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জন ও তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না, যদি না ক্ষমতায়নের অন্য উৎসগুলো একই সাথে কাজ করে। যার মধ্যে আছে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, সামাজিক সুবিধাদি প্রাপ্তি থেকে উদ্ভুত ক্ষমতায়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি), স্বচ্ছতা উদ্ভুত ক্ষমতায়ন এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা-সংশ্লিষ্ট ক্ষমতায়ন। আর এসব ক্ষমতায়ন উদ্দিষ্ট পরিকল্পনায় অবশ্যই প্রধান অগ্রাধিকার দিতে হবে উল্লেখিত ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র বিত্তহীন-প্রান্তিক নারীকে।[১৪]

জাতীয় পরিকল্পনায় ওই ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র-বিত্তহীন-প্রান্তিক নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, তা রাজনৈতিক দলের মেনিফেস্টোতে উল্লেখ থাকতে হবে।

১.ঘ.১৫. নারী ও জাতীয় বাজেট :

একটি দেশের জাতীয় বাজেট সে দেশের জাতীয় উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশের জাতীয় নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য কোন খাতে দেশটির কত আয় হবে। কোন খাতে কত ব্যয় হবে, কোন খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, সে দেশের কোন জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে ইত্যাদি বিষয় সে দেশের জাতীয় বাজেটে প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে ২০০৫-০৬

---

13 (Barakat A, S Halim, A podder, A Osman, M. Badiuzzaman, Development as conscientization. The case of Nijera Kori in Bangladesh, pathak Shamabesh: Dhaka 2008

14 আবুল বারাকাত, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন যা ভাবতে হবে, দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

অর্থবছরে নারীকে লক্ষ্যভূত করে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পে মোট রাজস্ব বাজেটের মাত্র ৪ শতাংশ রাখা হয়। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে জাতীয় বাজেটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ মিলিয়ে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ তথা সম্পদ ও সুযোগ সমতাকরণের ব্যয় ধরা হয়েছে মোট বাজেটের ২৪ ভাগ।যা নারীর প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল ।

১.ঘ.১৬. নারীর প্রতি সহিংসতাঃ

পরিবারের ভেতরে ও বাইরে উভয় জায়গাতেই নারীরা সহিংসতার শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমানাধিকারের কথা বলা হলেও প্রচলিত আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য রয়েই গেছে। বিরাজমান এই বৈষম্য ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অসংখ্য নারী যৌতুক, হত্যা, হত্যার চেষ্টা শারীরিক নির্যাতন, পাচার, অ্যাসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণসহ নানাভাবে শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

কোন কোন ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের ন্যায় বিচার না পেয়ে নির্যাতিত নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও বেড়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী নির্যাতনের একটি চিত্র তুলে ধরা হলোঃ ২০০৯ সালের জানুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত সময়ে সারা বাংলাদেশে মোট ২৪৯টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হল। হত্যা ১২০টি, ধর্ষণ এবং গণধর্ষণ ১৮টি, হত্যার চেষ্টা ১২টি, আত্মহত্যা ১৮টি, শারীরিক নির্যাতন ২২টি এবং রহস্যজনক মৃত্যু ১১টি। এই নির্যাতনের মধ্যে স্বামী কর্তৃক গৃহবধুর নির্যাতনের হারই সবচেয়ে বেশি।[১৫]

১.ঘ. ১৭ ফতোয়া ও নারী :

দীর্ঘকাল ধরে এক শ্রেণীর উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী নানা অজুহাতে নারীদের বিশেষত গ্রাম-বাংলার দরিদ্র নারীদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে তাদের বর্বরোচিত পন্থায় লাঞ্ছিত ও হত্যা করে চলেছে। গত এক দশকে কেবল পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে দুই শতাধিক নারীকে এই বর্বর ফতোয়াবাজদের হাতে চরম নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সয়ে জীবন দিতে হয়েছে। সিলেটে পাথর ছুড়ে মারা নূরজাহান এবং ফরিদপুর জেলার মধুপুরের পুড়িয়ে মারা নূরজাহান তাদের অন্যতম। ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীনেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায়

[15] তথ্যসূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক সমকাল, আমাদের সময়, The daily Star, The Daily New Age

Dhaka University Institutional Repository

আমরা যখন আশান্বিত হয়েছি, ঠিক সে মুহূর্তে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মধ্যযুগীয় কায়দায় নারীর ওপর দোররা মারা চলছে। উদাহরণ হিসেবে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জের ধুচিল মেহমানশাহী গ্রামের ঘটনার উল্লেখ করা যায়। সেখানে মামলা করার অপরাধে ওই গ্রামের মাতব্বর ধর্ষিতাকে ১০০ ঘা বেত্রাঘাত ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে। এবং অপরাধী ব্যক্তি ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে। এভাবে নারী সমাজকে হেয় এবং অপদস্থ করার রয়েছে নানা কৌশল ও পন্থা। সমাজের এসব দুর্বৃত্ত, নারী নির্যাতনকারী চক্র দৃস্টান্তমূলক শাস্তির অভাবে আজো ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেছে। ফতোয়াবাজরা সবসময়ই নিজেদের আইনের উর্ধ্বে ভেবে এসেছে। আইন,আদালত, রাষ্ট্র, সংবিধান কোন কিছুরই তারা তোয়াক্কা করে না।[১৬]

১.ঘ.১৮ নিরাপত্তাহীনতা :

নারীর নিরাপত্তাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনিশ্চয়তার আবরণে যাচাই করলে সবক্ষেত্রে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।[১৭]

কারণ নারী তার একান্ত আশ্রয়স্থল গৃহকোণে নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত হয়। নারীর নিরাপত্তা ও অবস্থানের প্রকৃতি নির্ণীত হয় অনেক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অসম অবস্থান তথা লিঙ্গ বৈষম্য নির্ভর প্রক্রিয়া থেকে। সাধারণ অর্থে লিঙ্গ বৈষম্য এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যেখানে পুরুষের অনুকূলে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিচালিত হয়। লিঙ্গবৈষম্যের এ অবস্থানের উত্তরণে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি এবং ১০ বছর মেয়াদী ৪৫টি আসন কতটা ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে এখানে এটাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। তাই এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তনের ধারা বেয়ে শুধু সংখ্যাগত দিকটি বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এর গুণগতমান বৃদ্ধি পায়নি। আর বাংলাদেশের মোট নারীর তুলনায় এ সংখ্যা যথেষ্টই অপ্রতুল। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এর পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি একটি অন্যতম বাঁধা হিসেবে দাড়িয়েছে। বর্তমান গবেষণায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি তাদের কর্মকান্ডের স্বরূপ, সমস্যা ও সম্ভাবনা ইত্যাদি

---

[১৬](আব্দুল কাইয়ুম, নারীর সমানাধিকার ছাড়া সভ্য সমাজ হয় না, প্রথম আলো ৩০ এপ্রিল, ২০০৮)

[১৭] সুলতানা ও হক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩)

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের কর্মকান্ডের ফলপ্রসূত যাচাই পূর্বক রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৬ রাজনীতি, গণতন্ত্র এবং নারী : বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গি :

নারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের আন্দোলনের উৎপত্তি ঘটেছিল পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার উদার ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ঐতিহ্যের মধ্যে। মূলতঃ পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মধ্যে নারীর অধিকার বোধের মূল প্রেরণা প্রোথিত, এসব তত্ত্ব থেকেই ধীরে ধীরে নারীর রাজনৈতিক আন্দোলনসহ অন্যান্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন বিকশিত হয়েছে।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নারীর অধিকার আলোচনার পূর্বে "গণতন্ত্র" সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র শব্দটি অতি প্রাচীন এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় Demos ও Kratia থেকে Democracy শব্দের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। Aristotle প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক লেখক গণতন্ত্র বলতে সাধারণতঃ বহুজনের শাসনকেই বুঝিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট Abraham Lincoln - এর মতে Government of the people by the people and for the people. অর্থাৎ জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য এবং জনগণের শাসনই গণতন্ত্র। অধ্যাপক সিলী মনে করেন, "যে শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই অংশ রয়েছে, সেটাই গণতন্ত্র। তাঁর ভাষায় গণতন্ত্র হলো "A government in which everyone has a share".

অধ্যাপক Gettle বলেন, "যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগে অংশ নেওয়ার অধিকারী তা-ই গণতন্ত্র."[১৮]

সহজভাবে বলতে গেলে, গণতন্ত্র সেই ধরনের শাসন ব্যবস্থা যেখানে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। সাধারণভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগে জনগণের অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয় তা-ই গণতন্ত্র। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, গণতন্ত্রে দেশের জনসাধারণ সর্বসম্মতভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার (Maciver) এর- মতে গণতন্ত্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠের

---

[18] R.G. Gettle, political science

Dhaka University Institutional Repository

শাসন বলে মনে করা হলে গণতন্ত্রের অর্থই বিকৃত হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অন্য কারো দ্বারা শাসন পরিচালিত হবার পদ্ধতি নয়। বরং কে বা কারা শাসন করবে এবং মোটামুটিভাবে কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে শাসন করবে, গণতন্ত্র প্রধানত তা নির্ধারণ করার উপায়স্বরূপ।

জনগণকে শাসন নির্ধারণের সুযোগ দিতে গণতন্ত্রে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকে। কে বা কারা শাসন করবে তা নির্ধারণের জন্য অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এক্ষেত্রে জনগণের রায়কে মেনে নেওয়া হয়। জনগণ রাজনৈতিক বিষয়ে অবাধ আলোচনা ও ভিন্নমত পোষণ করার স্বাধীনতা ভোগ করে। তারা পরস্পর বিরোধী মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ ও প্রচার করতে পারেন। বিভিন্ন মতানুসারী দল গঠন করা যায় এবং এরূপে দেশ শাসনে জনগণের রায় লাভেরজন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায়। গণতন্ত্রে শাসকশ্রেণী জনগণের সম্মতি নিয়েই কেবল রাজনৈতিক নীতি ও কার্যসূচী বাস্তবায়ন করতে পারে। জনগণ তাদের ইচ্ছানুসারে শাসক পরিবর্তনও করতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সরকার গঠনের নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের জন্য ভোটদান ও ভোটের প্রার্থী হবার অধিকার। এই অধিকারটুকু পেতে নারীকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে আন্দোলনের এক দীর্ঘ পথ। ১৮ শতকের ঐতিহাসিক মহান ফরাসি বিপ্লবে (১৭৮৯) নারী ও শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ, জীবন উৎসর্গের পরেও ১৭৯৩ সালে ঘোষিত কনভেনশনে "মানুষের অধিকার"- এর মধ্যে নারী-শিশুর অধিকার উল্লিখিত হয়নি। এমনকি সরকার গঠনের নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের জন্য ভোটদান ও ভোটের প্রার্থী হবার অধিকার নিষিদ্ধ ছিল। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতন নারী সমাজের আন্দোলন আন্তর্জাতিকভাবে সে সময়ই শুরু হয়েছে। ফরাসী নারী সমাজ সোচ্চার কণ্ঠে বললেন, নারীদের যদি ফাঁসি কাষ্ঠে ওঠার অধিকার থাকে তবে তাদের মঞ্চে ওঠারও অধিকার নিশ্চয়ই আছে। [১৯]

আন্দোলন সফল হয়েছিল। কিন্তু আইনের কাগজী স্বীকৃতি আর বাস্তবে তা কার্যকরী হওয়ার মধ্যে যে বৈষম্য থেকে যাচ্ছে তারই শিকার ফরাসী দেশের নারী সমাজ এখনও। ১৯৭৯ সালে সরকারি আইনের ঘোষণা দিতে হয়েছে যে, স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে শতকরা ৮০ ভাগের বেশি নারী বা পুরুষের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রার্থী থাকতে পারবে না। নারী একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছিল বলে এই আইন দিয়ে তা প্রতিহত করা হয়েছে। পৃথিবী জুড়ে কম বেশি এই হচ্ছে নারীর অবস্থান চিত্র। বিশ শতকের শেষ, একুশ শতাব্দীর শুরু। এই যুগে কুয়েতে নারীর ভোট দান নিয়ন্ত্রিত এবং নির্বাচন

---

[19] (নারী: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। আওগুস্ট বেবেল, (অনু. কনক মুখোপাধ্যায়) ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। কলকাতা)

Dhaka University Institutional Repository

বাতিল থাকায় নারী বৈষম্য রয়েছে। সুইজারল্যান্ডের এক অংশে নারীর ভোট দানের অধিকার (লোয়ার আলপেন জেল) আইনগত নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ১৯৯০ সালে এই নিয়ন্ত্রণ-আইন অসাংবিধানিক হিসেবে ঘোষিত হওয়ায় এ বিষয়ে সে দেশে আন্দোলন চলছে।[২০]

বাদবাকি দেশগুলোতে ভোটের অধিকার নারীদের রয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশে "ফতোয়া' দিয়ে নারীদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার নানাবিধ ঘটনা ১৯৯১,১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে ঘটেছে।

উপমহাদেশে ১৯৩৫ সালে নারী সমাজ সার্বজনীন ভোটাধিকার পেয়েছেন। বৃটিশ ভারতের সময় অর্জিত ভোটের অধিকার ও নির্বাচনে প্রার্থী হবার অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ও বাংলাদেশের নারী সমাজ অর্জন করেছে।

বাংলাদেশের নারীদের ভোটের অধিকার থাকলেও জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি (সংরক্ষিত আসনে) হবার অধিকার এখনও (৯ম সংসদ) অর্জিত হয় নি। নারী সমাজের ক্ষমতায়নের পথে নানা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বাঁধা রয়েছে। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ হলেও এখনো নারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার পুরোপুরি অর্জিত হয় নি।

Aristotle -এর ভাষায় মানুষ রাজনৈতিক জীব। সে হিসেবে নারী পুরুষ নির্বিশেষে কোন মানুষই রাজনীতির বাইরে নয়। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখনও রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ শতকরা ১৮.৫ ভাগ। সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী নারী পুরুষের সমান অধিকার অর্জন তো দূরের কথা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের হার এক-তৃতীয়াংশ অর্জিত হয়নি। নারী ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনার পূর্বে রাজনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা জরুরী।

'রাজনীতি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ "Politics" Politics শব্দটি গ্রীক শব্দ Politica থেকে এসেছে। Conscise oxford Dictionary অনুযায়ী ল্যাটিন শব্দ "Politicus" এবং ফ্রেন্স শব্দ Politique থেকে Politics কথাটি এসেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক Aristotle বলেন যে, উৎকৃষ্ট

[20] Women in politics and Decision Making in the late Twentieth century: A United Nations Study. 1994, p-11

Dhaka University Institutional Repository

জীবনলাভের জন্য কোন সমাজের সংগ্রামের নামই রাজনীতি। তিনি আরও বলেন, একটি সুসংগঠিত স্বয়ংসম্পূর্ণ নগররাষ্ট্রে উত্তম জীবনযাপনের সংগে সম্পর্কিত সকল বিষয়ই রাজনীতির অন্তর্ভূক্ত। [Ernest Barker, The Politics of Aristotle] "Politics is who gets, what, when how" (Harold D. Lasswell, Book: Who gets, what, when, how)

"Politics is for the present, but an equation is for eternity". Albert Einstein, Web difinition for politics. Social relations involving intrigue to gain authority or power, "office politics is often counterproductive." (wordnet web. princeton. edu/perl/webwn.

Politics I supposed to be the second oldest profession. I have come to realize that it bears a very close resemblance to the first.

- Ronald Reagan

To Daivd Easton, "Politics is values which are aothoritatively allocated in a society"

রাজনীতি হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা একদল লোক "যৌথ সিদ্ধান্ত" তৈরি করে। সাধারণতঃ বেসামরিক সরকারের আচরণের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু রাজনীতি পর্যবেক্ষিত হয়েছে অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেখানে অন্তর্ভূক্ত করর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সংশ্লিষ্ট কতগুলো সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে রাজনীতি গঠিত। রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজনীতি নির্দেশ প্রদান করে। কতগুলো নীতির যথাযথভাবে প্রকাশ এবং প্রয়োগের জন্য রাজনীতিকে কৌশল ও পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রাজনীতি হচ্ছে সরকারের বিজ্ঞান, যা নীতিশাস্ত্রের অংশ এবং যে কোন দেশের সরকারের নিয়ন্ত্রণের জন্য নিরাপত্তা রক্ষার জন্য, শান্তি এবং উন্নতির জন্য, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য, এবং বৈদেশিক শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা অথবা অন্যদেশকে জয় করার অধিকার রক্ষা করা, সেই সাথে নাগরিকদের নৈতিকতা সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধানের জন্য রাজনীতিকে কাজ করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

"নারীর অধিকারের কথা বলতে গেলে আমরা প্রথমেই বিবেচনা করব-একজন মানুষ হিসেবে নারীর কী আছে, পৃথিবীতে তার নিজস্ব বলতে কী আছে এবং তার নিজস্ব ভাগ্যের কতটা সে নিয়ন্ত্রণের অধিকারী?

দ্বিতীয়ত, আমরা যদি নারীকে একটি বৃহৎ দেশের নাগরিক এবং সদস্য হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে দেখা যাবে অন্যান্য সদস্যদের মত তারও সমান অধিকার আছে। এটা সরকারের মৌলিক নীতি হিসেবেই নারীর প্রাপ্য।

তৃতীয়ত, একজন নারীর দৃষ্টিতে সভ্যতার সমান উপাদান অনুযায়ী সভ্যতার প্রতি তার দায়িত্ব - কর্তব্যও সমান এমনকি ব্যক্তিগত সুখ এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রেও।

চতুর্থত, নারী একজন মা, স্ত্রী, বোন এবং কন্যা হিসেবে তার জীবনে একটি বিশেষ সম্পর্কের কারণে কিছু বিশেষ দায়িত্ব -কর্তব্য রয়েছে। কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি মানুষের উচিত আত্মনির্ভরশীল হওয়া এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী চারপাশকে গড়ে তোলা।"[২১]

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ব্যতীত অধিকার আদায় করা যায় না। রাজনীতি হল এমন একটি বিষয় যার সাথে প্রতিটি মানুষই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। গণতন্ত্রের মূলমন্ত্রই হল স্বাধীনতা এবং সাম্য। আর তা প্রয়োগ করা সম্ভব হয় একমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে। কিন্তু নারীরা দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হয়েও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন। জাতীয় সংসদে তাদের কোন প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব নেই। সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনীত সদস্যরা আলঙ্করিক মাত্র এবং তারা নারী স্বার্থের পরিবর্তে শাসক দলের স্বার্থ রক্ষা করে। দেশের প্রধান দুটি দলের নেতা নারী হয়েও রাজনৈতিক ক্ষমতায় নারীর ভূমিকা নেই। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে নারীরা সচেতন হয়ে উঠবে এবং অধিকার আদায় করতে পারবে কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাব রয়েছে বলেই নারীরা নির্যাতিত এবং রাজনীতি থেকে দূরে।

তবে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন নারীকে নারী হিসেবে নয় একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা। আরও প্রয়োজন নারীর জন্য উচ্চ শিক্ষার সকল সুযোগ প্রদান করা, দেহ ও

[21] (Book: Women, politics and change, by Louis A. Tilly, Patricia gurin page-1-6)

Dhaka University Institutional Repository

মনের উপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, চিন্তা ও কাজের বিস্তৃত স্বাধীনতা প্রদান, সকল প্রকার বন্ধন, প্রথা, এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা, স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা, নিজের জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ এবং একাকীত্বের ভয় থেকে মুক্ত রাখা। নারী বিষয়ক ক্ষেত্রগুলোর উন্নয়ন ও সর্বপ্রকার নিরাপত্তা বিধান করা।

১.চ. নারী আইনসভা এবং বাংলাদেশের সংবিধান :

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নকারীরা একটি নতুন রাষ্ট্রের সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীদের স্বার্থ নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। যদিও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তারপরেও ঐতিহাসিক ভাবে নারীরা পুরুষের তুলনায় রাজনীতিতে যথেষ্ট পিছিয়ে ছিল। তারা মুক্তিযোদ্ধা ছিল, এবং পাকিস্তানি সৈনিকদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রায় ৩০,০০০ নারী পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। সৈনিকদের উদ্দেশ্য ছিল সত্যিকারের মুসলমান জন্ম দেয়া।* (Monsoor 1999:122) এই যুদ্ধে বহু নারী তাদের স্বামী, বাবা, সন্তানসহ পুরো পরিবারের লোকজন হারিয়ে নিঃস অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তিতে তাদের নিজের জীবনের বোঝা নিজেকে বহন করতে হয়েছে। এধরনের গ্রামকে "বিধবা গ্রাম" বলে অভিহিত করা হয়। (Chowdhury 2001:22) স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল "বাঙালী নারী-পুরুষের সম্মিলিত সংগ্রাম-তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং জয়। বাঙালী নারী-পুরুষ সকলেই দল বেঁধে ভারতে গিয়েছিল গেরিলা যুদ্ধসহ, যুদ্ধে লড়াই করার যাবতীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য। অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধে আহত হয়েছেন, শহীদ হয়েছেন এবং অনেকে পলায়নরত মুক্তিবাহিনীদের অস্ত্র ও খাবার সরবরাহ করে সহায়তা করেছেন।"[২২]

স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের অবদান স্মরণ রাখার জন্য জাতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ করে জাতীয় সংসদে, সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানে বিশেষ ধারার প্রবর্তন করেন। সংবিধানের ৬৫(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-একক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকারতা-কালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।

[22](Khan 2001:51)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালের সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে – "এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পনেরটি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের (অর্থাৎ সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত সদস্যদের) দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।" এই আইনের বলে প্রথম (১৯৭৩-৭৫) সংসদে ১৫ জন মহিলা সদস্য সাধারণ আসনে নির্বাচিত সাংসদদের ভোটে নির্বাচিত হন। এরা সবাই আওয়ামী লীগ মনোনীত সদস্য। প্রথম সংসদে সাধারণ আসন থেকে কোন নারী সদস্য নির্বাচিত হননি।

১৯৭৮ সালে সংবিধানের ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদ পরবর্তন করা হয়। এতে মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১৫ থকে ৩০টিতে এবং মেয়াদকাল ১০ থেকে ১৫ বছরে উন্নীত করা হয়। ফলে দ্বিতীয় (১৯৭৯-৮১) সংসদে ৩০ জন মহিলা সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হন। তারা সবাই বিএনপি দলীয় সদস্য।

তৃতীয় (১৯৮৬-৮৭) সংসদে ৩০ জন মহিলা সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছেলিন। এরা সবাই জাতীয় পার্টি মনোনিত সদস্য।

১৯৭৮ সালে গৃহীত মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মেয়াদকাল ১৯৮৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর শেষ হয় এবং নতুন করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে চতুর্থ (১৯৮৮-৯০) সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিধান না থাকায় কোন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন নি।

১৯৯০ সালে সংবিধানের দশম সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের মেয়াদ আরো ১০ বছর বাড়ানো হয়। এর ফলে পঞ্চম (১৯৯১-৯৫) সংসদে ৩০ জন মহিলা সদস্য সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হন। এদের ২৮ জন বিএনপি মনোনীত ও ২ জন জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সদস্য।

ষষ্ঠ (১৯৯৬-৯৬) সংসদে ৩০ জন মহিলা সদস্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরা সবাই বিএনপি দলীয় সদস্য। উল্লেখ্য, এই সংসদের মেয়াদ ছিল মাত্র কয়েক দিন।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম (১৯৯৬-২০০১) সংসদে ৩০ জন মহিলা সদস্য সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ২৭ জন আওয়ামী লীগ এবং ৩জন জাতীয় পার্টি দলীয় সদস্য।

সংবিধানের দশম সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের সময়কাল ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে শেষ হয়ে যায়। ফলে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত আসনে মহিলা প্রতিনিধি ছিল না।

সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে এ লক্ষ্যে ঘোষণা দেয়া হয়; "সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন।"

অষ্টম এবং নবম জাতীয় সংসদে চতুর্দশ সংশোধনী অনুযায়ী নির্ধারিত ৪৫টি সংরক্ষিত নারী আসন জাতীয় সংসদে এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে।

জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করায় নারীরা সংসদ সদস্য হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। কিন্তু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন উঠেছে , এই সংরক্ষণ আর কতদিন থাকবে? এবং এক্ষেত্রে প্রধান প্রশ্নটি হচ্ছে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে। বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলো, সুশীল সমাজ দীর্ঘদিন ধরে নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন বৃদ্ধি ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু আজও তার সুরাহা হয়নি।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচনী ইশতেহারে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন বৃদ্ধিসহ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের অঙ্গীকার করেছিল কিন্তু ২০১০ সাল পার হয়ে যাচ্ছে আজও তা বাস্তবায়নের কোন কার্যকর উদ্দ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক দল গুলো নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন চায় না শুধু মুখে বড় বড় বুলি আওড়ায়।

Dhaka University Institutional Repository

১ .ছ. গবেষণার রূপরেখা :

আলোচ্য গবেষণা প্রতিবেদনটি সর্বমোট সাতটি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে, প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা, দ্বিতীয় অধ্যায়: তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট, তৃতীয় অধ্যায়: দলিলাদি বিশ্লেষণ যার মাধ্যমে সংবিধান, নীতিমালা আইন ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণা পত্রের আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এরপর ছিল যথাক্রমে, অধ্যায় চার: তথ্য সমন্বিত করণ ও বিশ্লেষণ, অধ্যায় পাঁচ: রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থা উম্মোচন, অধ্যায় ছয়: ফলাফল ও সুপারিশমালা, অধ্যায় সাত: উপসংহার ।

১.জ. গবেষণা কৌশল ঃ

গবেষণা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান, নতুন তথ্য এবং নতুন সত্যের সন্ধান লাভ করার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ মানুষের আত্ম জিজ্ঞসার একটা সুনিশ্চিত রূপ হচ্ছে গবেষণা। আলোচ্য গবেষণাটির মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। ২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনের আলোকে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রকৃত পরিস্থিতি উন্মোচনে গবেষণাকর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় যথাপোযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণাটিতে বিশ্লেষণধর্মী বর্ণনামূলক গবেষণার কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণতঃ বর্ণনামূলক গবেষণা বর্তমান সমস্যার উপর ভিত্তি করেই করা হয়। আলোচ্য গবেষণায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য যে সকল কৌশল, বাধা, পন্থা তথা রীতিনীতি প্রচলিত আছে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কে যে সকল দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব চলছে এবং প্রতিক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে অর্থাৎ যে সকল প্রবণতা দেখা যাচ্ছে সে সমস্ত বিষয়াবলীর উপর ভিত্তি করেই এ গবেষণাটি করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান গবেষণাকর্মটি পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণাটি যথার্থ ও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহ কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.জ.১ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ প্রস্তুতি ঃ

গবেষণাটির উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে নিম্নোক্ত উপকরণ সমূহ প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়েছে-

ক) দলিলাদি বিশ্লেষণ (Document analysis) ঃ

যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রে দলিলাদি বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরী। আলোচ্য গবেষণায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা, জার্নাল বা যে কোন ধরনের প্রকাশনা, সংবিধান, নারী বিষয়ক নীতি সমূহ ও আইন ইত্যাদি বিষয়ে নানা প্রকৃতির ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছিল। অবশেষে এই ডকুমেন্টসমূহের আলোকে বিশ্লেষণ তৈরি করা হয়েছে।

(খ) প্রশ্নমালা (Questionnaire) ঃ বর্ণনামূলক গবেষণায় সর্বাধিক ব্যবহৃত গবেষণা উপকরণ। আলোচ্য গবেষণায় মোট ৩টি প্রশ্নমালা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে -

১. জনসাধারণের মতামত জরিপ প্রশ্নপত্র ;

২. জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণে প্রশ্নমালা এবং

৩. জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণে প্রশ্নমালা।

প্রাথমিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি বা ডকুমেন্ট, প্রাসঙ্গিকতা ও বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে ৩ (তিন) সেট প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়। তারপর লক্ষ্য দলের কয়েকজন করে ব্যক্তির উপর প্রশ্নমালা গুলি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাক-পরীক্ষন করা হয় এবং প্রাক-পরীক্ষনের প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে প্রশ্নমালা পরিবর্ধন করে চূড়ান্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রশ্নমালাগুলোর প্রতিটির মাধ্যমে উদ্দীস্ট উত্তরদাতাদের অনুভূতি, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা কার্যকলাপসমূহ ও সুপারিশমালা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গ) সাক্ষাৎকার গ্রহণঃ সু-শৃঙ্খলভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৮ জন সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদেরও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য পূর্বেই সাক্ষাৎকার গ্রহণে একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছিল।

ঘ) জীবন বৃত্তান্ত ঃ আলোচ্য গবেষণার উদ্দ্যেশার্জনে নির্বাচিত মহিলা সংসদ সদস্যদের

Dhaka University Institutional Repository

জীবনমান, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সুগভীর তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদের জীবন বৃত্তান্ত সংগৃহীত হয়। সর্বমোট ২০ জন মহিলা আসনের সংসদ সদস্যদের জীবনবৃওান্ত সংগৃহীত হয়েছিল, সেখান থেকে দৈবক্রমে বাছাই করে ৬ জনের জীবন বৃওান্ত প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে । এবং ১২ জন মহিলা আসনের সংসদ সদস্যদের মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঙ) মতামত জরিপ ঃ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনে সমাজে বিভিন্ন স্তরের ৬০০ ব্যক্তির মতামত জরিপ করা হয় । মতামত জরিপে বিশেষ ধরনের প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয় ।এর মধ্যে ৩০০জন ছিলেন পুরুষ,৩০০জন মহিলার মতামত গ্রহণ করা হয় ।এছাড়াও ১২০ জন (৬০ জন পুরুষ+৬০ জন মহিলা)রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর মতামত গ্রহণ করা হয়। মতামত গ্রহণের জন্য তাদেরকে দৈবচয়িত ভাবে নির্বাচিত করা হয় ।

১.ঝ. নমুনা আকার :

গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগের কেন্দ্রীয় অঞ্চল এবং প্রত্যেকটি বিভাগের আবার দুটি দূরবর্তী জেলা নেয়া হয়। ছয়টি বিভাগ থেকে মোট ৬০০ জন ব্যক্তির মতামত জরিপ গ্রহণ করা হয় এর মধ্যে ৩০০ জন পুরুষ (১২০ চাকুরীজীবী+১৮০জন শিক্ষার্থী) এবং ৩০০ জন নারী (১২০ চাকুরিজীবী+১৮০জন শিক্ষার্থী) । ছয়টি বিভাগের কেন্দ্রীয় অঞ্চল এবং দুটি করে দূরবর্তী অঞ্চল হিসেবে মোট আঠারটি এলাকা থেকে মোট ১৮ জন সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এবং সংরক্ষিত নারী আসনের ৪৫ জন সংসদ সদস্যের মধ্য থেকে মোট ১৮ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় ।এছাড়াও ১২০ জন রাজনৈতিক নেতা কর্মীর মতামত জরিপ গ্রহণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

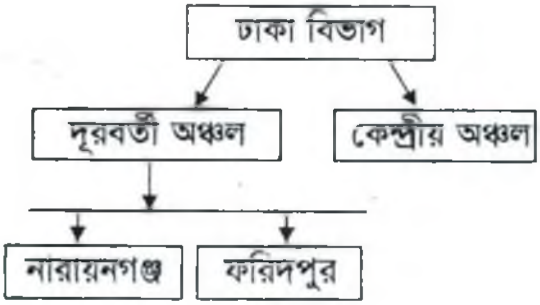

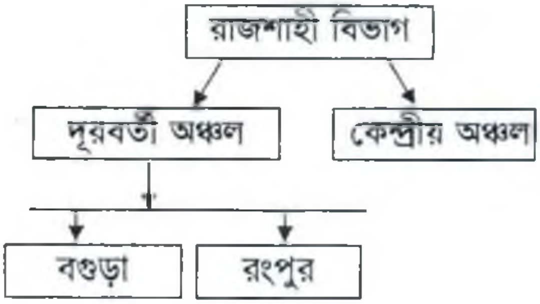

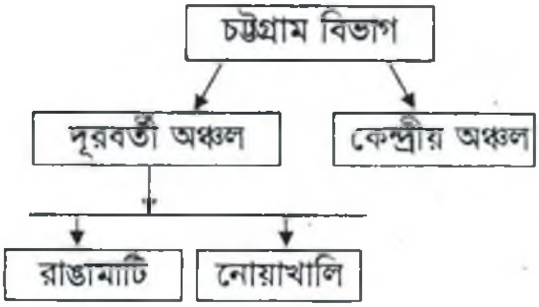

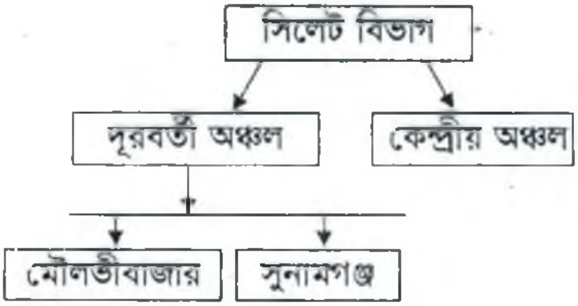

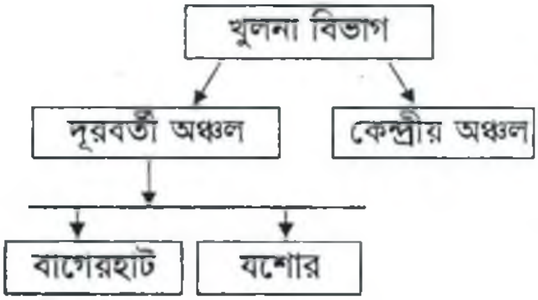

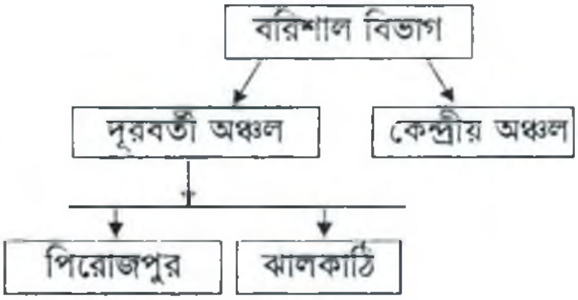

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

একবিংশ শতাব্দীতে প্রায় প্রত্যেক দেশেই নির্বাচনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক গণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌম এবং তারা ভোট বা নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা রাজনৈতিকভাবে নির্বাচকমন্ডলীর(ভোটার) হাতেই ন্যস্ত। তারাই চূড়ান্ত পর্যায়ে সরকারের রূপ ও ধরন নির্ধারণ করেন। তারাই শাসন-ব্যবস্থা-পরিচালনায় অংশ নেওয়ার অধিকারী। নির্বাচকমন্ডলীই সমগ্র শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি।তাই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন ও নির্বাচকমন্ডলীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

২.ক. নির্বাচন :

নির্বাচন বলতে ভোটদানের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সরকারি পদে তাদের প্রতিনিধি বাছাই করাকেই বুঝায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে থাকে।

Definition of election :

- The act of choosing a person to fill an office or to membership in a society, as by ballot, uplifted hands or viva voce; as the election of a president or a mayor- Henrik Wollesen
- It is enough that the people know there was an election. The people who cast the votes decide nothing. The people who count the votes decide everything.- Joseph Stalin

আধুনিক গণতন্ত্র পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমুলক। অর্থাৎ এক্ষেত্রে নাগরিকরা প্রত্যক্ষ্যভাবে নয়, বরং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশ নেয়। নাগরিক দুটি পদ্ধতিতে তাদের শাসক প্রতনিধি নির্বাচন করতে পারে, যথা-প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ও পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

ক, প্রত্যক্ষ নির্বাচন (Direct Election) : যেক্ষেত্রে নির্বাচকমন্ডলী নিজেরাই সরাসরি ভোটদানে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি বলা হয়। যেমন-বিগত ১৯৮৬ সালের ১৫ই অক্টোবর বাংলাদেশের জনগণ প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেছিল। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অন্তত আইনসভার গণপ্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

খ. পরোক্ষ নির্বাচন (Indirect election) :

অপরদিকে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচকমন্ডলী প্রথমে একটি ক্ষুদ্র মধ্যবর্তী সংস্থার সদস্যদের নির্বাচন করে। এ সংস্থাকে নির্বাচনী সংস্থা বা নির্বাচনী কলেজ বলা হয়। নির্বাচনী কলেজের সদস্যরা পরে আবার চূড়ান্ত প্রতিনিধিকে (আইনসভার সদস্য বা রাষ্ট্র প্রধানকে) নির্বাচন করে। এ অর্থে পরোক্ষ নির্বাচনকে দ্বৈত নির্বাচনও বলা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

২.খ. নির্বাচনের গুরুত্ব ও নারী :

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনই হচ্ছে নির্বাচনের প্রধান গুরুত্ব। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সরাসরি ভোটের মাধ্যমে কিছুকাল অন্তর অন্তর তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকে। কোন সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় এসব প্রতিনিধিকে নিয়ে গঠিত মন্ত্রিপরিষদ দেশ শাসনের দায়িত্ব পালন করেন।

কোন কোন দেশে জনগণই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে। নির্বাচিত প্রতনির্ধিরা জনমত অনুযায়ী সাঠিকভাবে সরকারি দায়িত্ব পালন করছেন কিনা, নির্বাচকমন্ডলী সেদিকে দৃষ্টি রাখে। নির্বাচকমন্ডলী প্রয়োজনবোধে পরবর্তী নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের জন্য নতুন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। তাই গণতন্ত্রে নির্বাচকমন্ডলীর আস্থা-অনাস্থার উপর সরকাররের অস্তিত্ব নির্ভর করে।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় শাসক (প্রতিনিধি) এবং শাসিতের (নির্বাচকমন্ডলীর) মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কারণ নির্বাচকমন্ডলী প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। উভয়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠে ও ভাবের আদান-প্রদান সহজতর হয়। শাসক, শাসিতের অভাব-অভিযোগ যথাশীঘ্রই সুষ্ঠুভাবে মোটাতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

পরোক্ষ নির্বাচন সার্বজনীন ভোটাধিকার ও জনতার উচ্ছৃঙ্খল শাসনের ত্রুটি দূর ও রোধ করার একমাত্র উপায়। কারণ এ পদ্ধতিতে একটি ক্ষুদ্র শিক্ষিত, সচেতন ও দায়িত্বশীল নির্বাচন-কলেজের হাতে প্রতিনিধি নির্বাচনের দায়িত্ব থাকে। ফলে তারা সাধারণ ভোটারদের চেয়ে সঠিকভাবে প্রার্থী নির্বাচন করতে পারে।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা ও উৎসাহ, আগ্রহ, দেশাত্মবোধ ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়। কারণ প্রত্যেক নাগরিক দেশের শাসক-নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেও নিজের মতামতের রাজনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

এ ব্যবস্থা নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষার উন্নতি ঘটায়। কারণ, তাদের সরাসরি প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হয় বলে তারা বিভিন্ন দলের নীতি ও কর্মসূচী তথা সমগ্র রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুশীলন করে। নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালীন প্রার্থীদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা সম্পর্কে জনগণ অবগত হতে পারে।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রতিনিধিরা তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ থেকে জনমত অনুযায়ীই আইন প্রণয়ন করেন এবং জনস্বার্থবিরোধী কার্য হতে বিরত থাকেন। কারণ, নাগরিকরা তাদের প্রতিনিধিকে সরাসরি নির্বাচিত করে তাদের নিয়ন্ত্রণও প্রভাবিত করতে তৎপর হয়।

পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় দলপ্রথার দোষ-ত্রুটি হতেও রক্ষা পাওয়া যায়।নির্বাচনী কলেজের সদস্যরা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হওয়ায় তাদের কাছে ভুয়া প্রচারণা চালানো মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তারা দলীয় লড়াই ও শ্লোগানের দ্বারা খুব কমই প্রভাবিত হন। বিভিন্ন দলের মধ্যে রেষারেষি ও কাঁদা ছুঁড়াছুঁড়ি অনেকাংশে কমে যায়। পরোক্ষ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের অনুকূল। প্রাথমিক নির্বাচন এবং চূড়ান্ত নির্বাচনের মধ্যে যথেষ্ট সময়ের অবকাশ থাকে। তখন নির্বাচনী উত্তেজনা ও আবেগ দূর হয়। নির্বাচনী কলেজ স্থির মস্তিস্কে ও সুষ্ঠুভাবে প্রতনিধি নির্বাচন করার সুযোগ পায়।
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে আসার সুযোগ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও অর্জিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

২. গ. নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও নারী :

রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই যেকোন গণতান্ত্রিক দেশের রাজনীতিতে গতি সঞ্চারিত হয়। দেশের মূলধারার রাজনীতির দিক নির্দেশনা কি হবে তাও ঠিক করে রাজনৈতিক দলগুলো। তারেক শামসুর রহমান সম্পাদিত "বাংলাদেশ; রাজনীতির ২৫ বছর" বইয়ে মোঃ শাসছুল আলম বলেছেন, "রাজনৈতিক দল সমাজের মানুষের বিভিন্ন দাবিসমূহকে একত্রিত করে এবং সমন্বয় সাধন করে তা আদায়ের চেষ্টা করতে থাকে। রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতান্ত্রিক সরকারের গঠন ও কার্যকারিতা চিন্তা করা যায় না। মানুষ কীভাবে ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, ক্ষমতা ভোগ করে এবং কীভাবে ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের জন্য কাজ করে তা রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে জানাযায়। আধুনিক রাজনৈতিক জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। উদারপন্থী রাজনৈতিক ব্যবস্থা হতে শুরু করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পর্যন্ত সর্বত্র রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে। গতানুগতিক অর্থে রাজনৈতিক দল হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সরকার গঠিত ও পরিচালিত হয়। দলের জন্ম হয় কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে, যাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে মতৈক্য থাকে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করে নিজেদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে।"

কিন্তু জাতিসংঘের এক গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে, সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোই এখন বড় বাঁধা। ২০০০ সালের ৭ মার্চ জাতিসংঘের ইন্টারপার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ) এর ' ' শীর্ষক ওই রিপোর্টে আরো বলা হয়, সারা বিশ্বে গড়ে মাত্র ১৩ শতাংশ নারী জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেন। আমেরিকার দেশগুলোর সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব গড়ে ১৫.৩ শতাংশ। এশিয়ায় ওই হার ১৪.৩ শতাংশ, আফ্রিকায় ১১.১ শতাংশ, ইউরোপে (নর্ডিক দেশগুলোর বাইরে) ১৩.৩ শতাংশ এবং আরব দেশগুলোতে ৩.৬ শতাংশ। তাই নারীকে দলের সদস্য হতে এবং আস্তে আস্তে শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হতে রাজনৈতিক দলগুলোকেই সুযোগ দিতে হবে। নারী কর্মীরা যাতে নির্বাচন করার মতো এবং নির্বাচিত হওয়ার মতো অবস্থায় যেতে পারেন সে সুযোগ করে দিতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকেই। পরবর্তী পর্যায়ে, নারী প্রার্থীরা সংসদের যেসব আসনে নির্বাচিত হতে পারবেন ঠিক সেসব আসনেই তাদের মনোনয়ন দিতে হবে। নারী রাজনীতিকদের ওপর পরিচালিত ওই গবেষণা রিপোর্টটি প্রকাশ করে আইপিইউ'র মহাসচিব অ্যান্ডার্স জনসন বলেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে রাজনৈতিক দলগুলোকেই এখন মূল লক্ষ্যে পরিণত করতে হবে। জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে বিশ্বের অনেক দেশেই নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

আইপিইউ'র ওই গবেষণা রিপোর্টের সঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতির ব্যাপক মিল রয়েছে। কেননা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর সীমিত অংশগ্রহণের জন্য দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর রক্ষণশীল মানসিকতা অনেকাংশে দায়ী । রাজনৈতিক দলগুলোর-গঠনতন্ত্রে নারী এজেন্ডার যথাযথ প্রতিফলন নেই। কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে নারী এজেন্ডাকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে না। ফলে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোয় নারীর প্রবেশগম্যতা সুগম নয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ীই নির্ধারিত হয় দলের কোন কমিটিতে কত জন নারী প্রতিনিধি থাকবেন এবং তাদের ভূমিকা কি হবে। তাই গঠনতন্ত্রে যদি নারী এজেন্ডার প্রতিফলন না থাকে তাহলে দলের বিভিন্ন শাখায় নারীর প্রতিনিধিত্ব আশা করা যায় না। আইপিইউ'র ওই রিপোর্ট সম্পর্কে ২০০০ সালের ৯ মার্চ দেশের বহুল প্রচারিত ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার এর সম্পাদকীয়তে বলা হয় " As the IPU study has revealed, it is the political parties that are obstructing, the rise of women leaders in are respective parliaments. This is definitely true for us our political parties, especially AI and BNP must address this issue. "

দেশের প্রধান চারটি রাজনৈতিক দল-আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর কাঠামো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দলগুলোর গঠনতন্ত্র বা ঘোষণাপত্রে নারী-পুরুষ সমতার ইস্যুটি অনুপস্থিত। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও উল্লিখিত দলগুলোর গঠনতন্ত্রেই নারীকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে, দলের একটি মহিলা শাখা থাকবে কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে দলের কোন মহিলা শাখার কথা উল্লেখ নেই। আরও হতাশা জনক ব্যাপার হলো, উল্লেখিত দল চারটি তাদের নির্বাচনী ঘোষণা পত্রেও নারী ইস্যুকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন না।

- বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো-আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী ২০০৮ -এর নির্বাচনী ইশতেহারে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক ইস্যুগুলো কতটা তুলে ধরেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঃ

⇒ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা হবে। প্রশাসন ও সমাজের সর্বস্তরের উচ্চপদে নারীদের নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিএনপি ঃ

⇒ জাতীয় সংসদসহ সকল পর্যায়ে নারীরা যাতে অধিকহারে নির্বাচিত হতে হবে পারেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ যাতে বৃদ্ধি পায় তার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা।

জাতীয় পার্টি ঃ

⇒ আগামী দশ বছরের মধ্যে জাতীয় পার্টিতে ও সরকারে মহিলাদের নূন্যতম ৩০% পদ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হবে।

জামায়াতে ইসলামী

⇒ জামায়াতে ইসলামীর ইশতেহারে অ্যাসিড নিক্ষেপ, ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথাসহ সব ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতন কঠোরভাবে দমনের ঘোষণা দেয়া হয়। এখানে নারী উন্নয়ন নীতি অথবা সমান অধিকারের বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা আসে নি।

প্রধান চারটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হলেও জাতীয় পর্যায়ের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয় নি এমন কি সংরক্ষিত আসনগুলোর প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কথাও উল্লেখ করা হয়নি।

২.ঘ. নির্বাচন ও আইনসভার গঠন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর প্রকৃত অবস্থান :

বাংলাদেশ সরকারের আইনসভা এককক্ষ বিশিষ্ট। একে জাতীয় সংসদ বলা হয়। যেখানে দেশের আইন প্রণয়ন করা হয়। একজন সংসদ সদস্যকে কম পক্ষে ২৫ বছর বয়স হতে হয় বাংলাদেশের নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতে হয়। একজন সংসদ সদস্য ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হয় এবং কমপক্ষে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে দেখা করতে হয়। প্রেসিডেন্ট সংসদে অধিবেশন আহ্বান করেন। একজন স্পিকার এবং একজন ডেপুটি স্পিকার

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন করেন তিনি সংসদ পরিচালনা করেন। পার্লামেন্টে একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি, একটি বিশেষ কমিটি, একটি সেক্রেটারিয়েট এবং একটি ন্যায়পাল গঠন করে।

৩০০ জন নির্বাচিত সদস্যের অধিকাংশের ভোটে সংসদে কোন সিদ্ধান্ত গঠিত হয়। ৬০ জন সদস্য নিয়ে কোরাম গঠিত হয়। পার্লামেন্ট কোন বিল পাশ করলে সেটা প্রথমে প্রেসিডেন্টের কাছে যায় এবং প্রেসিডেন্ট যদি বিলে অসম্মতি জানায় তবে ১৫ দিনের মধ্যে বিলটি পুনরায় পার্লামেন্টে যায় এবং সেখানে আলোচনা হয়। পার্লামেন্ট যদি আবার বিলটি অনুমোদন করে তাহলে তা আইনে পরিণত হয়। যদি প্রেসিডেন্ট ১৫ দিনের মধ্যে বিলটি পুনরায় পার্লামেন্টে ফেরত না পাঠায় তাহলে তা এমনিতেই আইনে পরিণত হয়। সকল অর্থবিল পার্লামেন্টে উত্থাপনের পূর্বে প্রেসিডেন্টের অনুমোদন থাকতে হয়। জাতীয় বাজেট প্রত্যাখান করার এবং দেরীতে বাস্তবায়ন করার অধিকার পার্লামেন্টের আছে। কোন বিলের উপর প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক বাঁধা বা অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও আইনটি বাস্তবায়ন করার অধিকার আইনসভার আছে।

নির্বাচনের পর যে রাজনৈতিক দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দল সরকার গঠনের ক্ষমতা অর্জন করে। প্রেসিডেন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটির ভিতর থেকে একজন প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ দেন।

আইন সভার গঠন ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে আইনসভার ৩০০ জন সংসদ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি নিয়ে এবং প্রেসিডেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে আইন প্রণয়ন করা হয় ।এখানে ৪৫টি সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের কোন গুরুত্ব নেই। তাছাড়া প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৪৫জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত না হওয়ার কারণে এরা শুধু সরকারি দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলের উপর তাদের কোন প্রভাব পড়ে না।

২.৬. সংরক্ষিত নারী আসনের ক্রমবিকাশ এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গ।

বৃটিশ শাসনের যুগে এদেশের বাঙালী নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন শুরু হয়েছে। বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষের সাথে এদেশের নারী সমাজও নিবেদিত ছিল। ১৮৮৩ সালে ভারতে ইলবার্ট বিল আন্দোলন শুরু হয়। বৃটিশ শ্বেতাঙ্গীদের অপরাধী বিচার করার অধিকার ভারতীয় দেশীয়

Dhaka University Institutional Repository

বিচারকদের ছিল না। এই অধিকার দাবিতে আন্দোলন গড়ে উঠলে ছাত্রীরা যুক্ত হতে থাকেন। ঠাকুর পরিবারের স্বনামধন্য স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে সরলা দেবী চৌধুরানী, কবি কামিনী রায়, লেডী অবলা বুস, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই ছাত্রীদের অনেকেই পরে নারীর রাজনৈতিক ও ভোটাধিকার আন্দোলনে যোগ দিয়েছেলেন।[২৩]

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৮৮৯ সালে কংগ্রেসের সম্মেলনে নারী ডেলিগেট পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। তৎকালীন নারী অধিকার ও নারীর রাষ্ট্রিক অধিকার আন্দোলনের অন্যতম নেতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী-এর দাবির প্রেক্ষিতে। স্বর্নকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) ও কাদম্বিনী গাঙ্গুলী (১৮৬১-১৯৩২) সেই সম্মেলনে প্রতিনিধি ছিলেন। ১৮৯০ সালে কংগ্রেস সম্মেলনে নারী আলোচক ও প্রস্তাব উত্থাপনকারী ছিলেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।[২৪]

ক্রমশই কংগ্রেস নারীর ভোটাধিকার তথা রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের আন্দোলনের প্রতি জোর সমর্থন জানাতে থাকে। এই আন্দোলনে ভিকাজি রুস্মত কামা বা মাদাম কামা (১৮৬১-১৯৩৬), অ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩), মার্গারেট কাজিনস জে (১৮৭৮) ও সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) অংশগ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু -মুসলিম নির্বিশেষে সচেতন নারী সমাজ সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ভোটাধিকারের দাবিতে সংগঠিত হয়ে ১৯১৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর মন্টেগু চেমসফোর্ড (সেক্রেটারি, স্টেট ফর ইন্ডিয়া ও ভাইসরয়) কশিনের কাছে স্মারকলিপি দেন। কমিশন থেকে জানানো হয় যে, দেশের পরিস্থিতি এই দাবি বাস্তাবায়নের পক্ষে অনুকূল নয়।[২৫]

অ্যানি বেসান্তকে সভানেত্রী করে ১৯১৭ সালে আয়ারল্যান্ডের অধিবাসী মার্গারেট কাজিনসের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল উইমেন্স ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশেন। নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলনে এই সংগঠনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বৃটিশ পার্লামেন্ট থেকে ভারতের বাংলার নারীদের ভোটাধিকার আইন পাশ হবার সম্ভবনা ছিল। কেননা বৃটিশ পার্লামেন্টে নারীদের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে আইন পাশ হয়েছিল। বি.এ পাশ ও ৩০ বছরের অধিক বয়সী নারীদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ভোটাধিকার গ্রেট বৃটেনে পাশ হয়েছিল ১৯১৯ সালে। ভারতে-বাংলার প্রদেশেগুলোতে নারীর ভোটাধিকার আইন পাশ হতে থাকে ১৯২১ সাল

---

[23] (প্রাগুক্ত, পৃ-৪)

২৪ (বাংলার নারী জাগরণ, প্রভাত চন্দ্র গাঙ্গাপাধ্যায়, ১৩৫২, কলিকাতা, পৃ.৮৭ উদ্ধৃত বাংলার নারী আন্দোলন, মালেকা বেগম, ইউনির্ভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯ পৃ. ৬৫-৬৬।

২৫(বাংলার নারী আন্দোলন, মালেকা বেগম, বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ৬৭-৬৯)

Dhaka University Institutional Repository

থেকে। প্রথমে মাদ্রাজে ১৯২১ সালে, এরপর ১৯২৫ সালের মধ্যে উড়িষ্যা ও বিহার বাদে প্রদেশেই নারীদের ভোটাধিকার আইন পাশ হয়েছে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবির প্রেক্ষিতে গোলটেবিল বৈঠক হয় ১৯৩০-৩১ ও ১৯৩৫ সালে। ১৯৩৫ সালে ভারতের নারী সমাজ সার্বজনীন ভোটাধিকার পেয়েছেন।

মুসলিম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলন কে শরীয়ত ও পর্দাবিরোধী বলে ১৯৩২ থেকে প্রচার করছিল। কলকাতার টাউন হলে এক সভায় ১৯৩২ সালের ১০ জুলাই সভাপতি ও এইচ গজনভী মুসলিম নারী ভোটারদের চরিত্রহীন বলেন।[২৬]

এই রকম প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, শায়েস্তা সোহরাওয়ার্দী ইকরামউল্লাহ, বেগম হামিদা আলী, জাহানারা শাহনাওয়াজ প্রমুখ মুসলিম নারীদের পক্ষ থেকে কলকাতার কাউন্সিল হাউসে ইন্ডিয়ান ডেলিমিটেশন কমিটির সামনে ১৯৩৫ সালে সাক্ষ্য দেন। ১৯৩৫ সালে ইংরেজ সরকার ভারতের ৬০ লক্ষ নারীর ভোটাধিকারের আইন পাশ করেন। সে বছরই রাজ্য পরিষদ ও কেন্দ্রীয় সংসদে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত আসনের আইন অনুমোদিত হয়। এর ফলে ১৯৩৫ সাল থেকে রাজ্যপরিষদের ১৫০ আসনে ৬টি ও কেন্দ্রীয় সংসদের ২৫০ আসনে ৯টি মহিলা আসন সংরক্ষিত হলো।

১৯৪৭ সলে বৃটিশ শাসনের শেষে দেশ ভাগ হলে ভারত ও পাকিস্তান (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) দুটি রাষ্ট্র হলো। পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশে হয়েছে।

বৃটিশ ভারতের সময় অর্জ্জিত ভোটের অধিকার ও নির্বাচনে প্রার্থী হবার অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ও বাংলাদেশের নারী সমাজ অর্জন করেছে।

পৃথিবীর সর্বত্রই ভোটের ও নির্বাচিত হবার অধিকার থাকলেও নারী সাংসদদের সংখ্যা খুবই অল্প। নারী সমাজের ক্ষমতায়নের পথে নানা আর্থ-সামাজিক ,রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বাঁধা রয়েছে।

[২৬] (প্রাগুক্ত, বাংলার নারী আন্দোলন, পৃ. ৭০-৭১)

Dhaka University Institutional Repository

দেশ-বিদেশের নারী আন্দোলন-সংগঠন এবং জাতিসংঘের নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন সেই সব বাঁধা চিহ্নিত করে দেশে দেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। দলের নারী সদস্য বাড়ানোর জন্য নারীদের বিশেষ সমস্যাগুলো বিবেচনায় রাখা, নারীর অসম সামাজিক-আর্থিক অবস্থান বিবেচনায় রেখে দলের বিশেষ সহায়তা দিয়ে নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক নারী প্রার্থীকে অধিক হারে নারীদের নির্বাচিত করার লক্ষ্যে 'সংরক্ষিত আসন'- এর বিধান করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে ১৯৪৭ সালের পর সংরক্ষিত মহিলা আসনের আইন বাতিল হয়ে যায়। বিগত কয়েক বছর ধরে ভারতে ৩৩% আসন মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার আন্দোলন চলেছে।

অবশেষে মার্চ, ২০১০ সালের তাদের দাবি পূরণ হয়। বাংলাদেশে বৃটিশ যুগ থেকেই সংরক্ষিত মহিলা আসনের বিধান চালু রয়েছে। তবে আসন সংখ্যা বেড়েছে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে ১৯৭২ থেকে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশেই মনোনয়ন পদ্ধতিতে সংরক্ষিত মহিলা আসনের আইন চালু আছে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত প্রার্থীরাই নির্বাচিত হচ্ছে। দীর্ঘ ৬৩ বছর ধরে (১৯৪৭-২০১০) পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশে 'সংরক্ষিত মহিলা আসন'-এর এই বিধান চালু রয়েছে। এখনও পর্যন্ত এখানে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা চালু হয়নি।

নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অতি জরুরি। কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে সকল ক্ষমতার মূল। সংসদ কেবিনেট, রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, স্থানীয় সংস্থাসমূহে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ, নারীর প্রতিনিধিত্ব এবং কার্যকর ভূমিকা পালন নারীর ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে দেখা যায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারীর ভোটাধিকার কার্যকর হয়েছে, পার্লামেন্টে সংরক্ষিত নারী আসনের মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে কিন্তু সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার নবম জাতীয় সংসদেও অর্জিত হয়নি।

২.চ সংরক্ষিত নারী আসন ও নারীর ক্ষমতায়নের বাস্তবতা ঃ

বাংলাদেশের ভূখন্ডে আগে থেকেই নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রচলন ছিল। ১৯৪৭-৫৮ সালের প্রথম পাকিস্তানের আইন প্রণয়ন পরিষদে দু'জন মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন বেগম জাহানারা শাহনেওয়াজ এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন বেগম শায়েস্তা ইকরামউল্লাহ। নারীর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এঁরা দুজনই বলিষ্ঠ

Dhaka University Institutional Repository

ও সংগ্রামী ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৪৮ সালে তাঁরা বাজেট সেশনের সময় নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রস্তাব উথাপন করেন। এ নিয়ে আইন পরিষদের তুমুল বিতর্ক হয়েছিল । 'শরীয়া বিল' বিষয়ে বিষয় নির্বাচনী কমিটির প্রতিবেদনের ওপর আলোচনার কথা থাকলেও হঠাৎ করেই শেষ মুহূর্তে আলোচ্যসূচি থেকে বিষয়টি বাদ পড়ে যায়। এ নিয়ে তাঁরা বিতর্ক শুরু করেন। তাঁদের সমর্থনে মুসলিম লীগ মহিলা কমিটির উদ্যোগে হাজার হাজার মহিলা প্রতিবাদ সভা ও মিছিল শুরু করেন। সে সময় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের বিশেষ উদ্যোগে মুসলিম পার্সনাল ল অব শরীয়ত বা শরীয়ত বিল ১৯৪৮ সালে গৃহীত ও কার্যকরী হয়।[৭৭]

১৯৫৩ সালের গণপরিষদে কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না। বেগম শায়েস্তা ইকরামউল্লাহ নির্বাচিত সদস্য ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান গণপরিষদ নির্বাচনে (ইপিএ, ৩ মার্চ ১৯৫৪) সংরক্ষিত মহিলা আসনে ৫ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে নির্বাচনী বিধানে ১০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ১নং বিধানের ৪৪নং অনুচ্ছেদে বলা ছিল, সংবিধান প্রবর্তনের দিন থেকে পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ১০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ৫জন পূর্ব পাকিস্তানের নির্বচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হবেন। এক্ষেত্রে নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্দেশ করে দিতে হবে।' ৭৭ অনুচ্ছেদে বলা ছিল, 'সুতরাং যদিও মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে অতিরিক্ত ১০টি আসন রাখা হয়েছে কিন্তু তাদেরকে শাসকের হাতিয়ারে পরিণত করার সুযোগ নেই। কারণ তারা নির্বাচিত হবে পাকিস্তানের মহিলাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে। তাদের জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে ৫টি মহিলা নির্বাচনী কেন্দ্র ভাগ করা হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও আলাদাভাবে ৫টি মহিলা নির্বাচনী কেন্দ্র ভাগ করা হবে । এবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের জন্য প্রতি ৫ বছর পর ২ বার ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। একবার পরিষদের ৩০০টি আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনের জন্য ভোট এবং দ্বিতীয় বার ১০ জন মহিলা আসনের প্রার্থীদের নির্বাচনের জন্য ভোট দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। উল্লেখ্য, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রাদেশিক পরিষদেও একই রকম বিধান ছিল।

১৯৫৮ সালে আয়ুব খানের সামরিক শাসন জরি হওয়ায় ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল হয়ে যায়।

---

[৭৭](মোঃ আব্দুল হালিম, সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতিঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আগস্ট ১৯৯৫, পৃ-২২৮-২২৯)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান ঘোষিত সংবিধানের ২০নং ধারায় জাতীয় গণপরিষদের ১৫৬ সদস্যের মধ্যে ৬টি আসন মহিলাদের জন্য (৩ জন পূর্ব পাকিস্তনের, ৩ জন পশ্চিম পাকিস্তানের) সংরক্ষিত ছিল। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এরা নির্বাচিত বা মনোনীত হতেন।[২৮]

৭ ডিসেম্বর ১৯৭০-এর নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের এম এন এ (মেম্বার অব দি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি) ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের ৭জন (আওয়ামী লীগের) মহিলা সদস্য মনোনীত (নির্বাচিত) হয়েছিলেন। প্রাদেশিক পরিষদে ১০ জন মহিলা সদস্যের জন্য আসন সংরক্ষিত ছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় এঁরা নির্বাচিত এম এন এ হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে অস্থায়ী সভাপতি মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ ১৯৭২ সালের পিও নং ২২/১০ অনুচ্ছেদ উল্লিখিত ৭ জন সদস্যের শপথ গ্রহণ করান।

[২৮] (Khawar mumtaz and farida shaheed, women of pakistan, zed books ltd, lndon, 1987,k,p-55-56)

বাংলাদেশের এই ভূখন্ডে ১৯৪৭-১৯৭০ ও ১৯৭২-২০১০ মোট ৬৩ বছর ধরে সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে আসন সংখ্যা ও নির্বাচনী পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে। এক নজরে এই চিত্রটি নিম্নরূপ :

নির্বাচনের সাল	আসন সংখ্যা	পদ্ধতি	দলের নাম
১৯৪৭-৪৮	১	দলের মনোনয়নে	মুসলিম লীগ
১৯৫৩	১	দলের মনোনয়নে মনোনীত	মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টের দলসমূহ
১৯৫৪	৫	নির্বাচনী এলাকার মহিলা ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত	মুসলিম লীগ
১৯৬২	২	প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত	মুসলিম লীগ
১৯৬৫	৩	প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত	মুসলিম লীগ
১৯৭০	৭	দলের মনোনয়নে মনোনীত	আওয়ামী লীগ
১৯৭২	৭	দলের মনোনয়নে মনোনীত	আওয়ামী লীগ
১৯৭৩	১৫	নির্ধারিত ৩০০ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত	আওয়ামী লীগ
১৯৭৮	৩০	নির্ধারিত ৩০০ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত	বিএনপি
১৯৮৬	৩০	৩০০ সদস্যের অধিক ভোটে নির্বাচিত	জাতীয় পার্টি
১৯৮৮-	-	-	-
১৯৯১	২৮+২=৩০	৩০০ সদস্যের ভোটে বাংলাদেশ ও জামায়েত ইসলাম	জাতীয়তাবাদী দল
১৯৯৬	৩০	৩০০ সদস্যের ভোটে	বিএনপি
১৯৯৬	২৭+৩=৩০	৩০০ সদস্যের ভোটে	আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি
২০০১	(৩৯+৩+২+১)=৪৫	সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত আসনের অনুপাতিক হারে নারীদের জন্য ৪৫টি আসন দলীয়ভাবে বন্টন	বিএনপি, জামায়াত, জাতীয়পার্টি ইসলামী ঐক্য জোট
২০০৯	৩৬+৫+৪=৪৫	সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত আসনের অনুপাতিক হারে নারীদের জন্য ৪৫টি আসন দলীয়ভাবে বন্টন	আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি

আসন সংখ্যা কেন বেড়েছে এবং নির্বাচন পদ্ধতি কেন বারবার পরিবর্তিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমত, পাকিস্তানী শাসন আমলের মহিলা আসন ও নির্বাচন পদ্ধতির চিত্র থেকে জানা যাচ্ছে, সে সময় নিম্নে ১ ও উর্ধ্বে ৭টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। মুসলিম লীগ, যুক্তিফ্রন্ট ও আওয়ামী

Dhaka University Institutional Repository

লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় মহিলাদের মনোনয়ন দিয়ে এবং মহিলা ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত করার দুই রকম পদ্ধতি চালু ছিল। সামরিক শাসনের সময় প্রেসিডেন্টের মনোনয়নে সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতিও চালু ছিল।

সময়ে সময়ে কেন ১,২,৩,৪,৫,৬ ও ৭টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হলো তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। তবে ১৯৫০ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বল্পকালীন শাসনের সময় আসন সংখ্যা ১ থেকে ৫-এ উন্নীত হয়েছিল এবং নির্বাচন পদ্ধতিও মনোনয়ন থেকে নির্বাচনের ধারায় উন্নীত হয়েছিল। মহিলা ভোটারদের ভোটে মহিলা আসনের ৫ জন সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি (১৯৫৪) বর্তমান সময় পর্যন্ত ঐতিহাসিক গুরুত্ব পাচ্ছে। সে সময় যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের মর্যাদা আগে-পরে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্যদের তুলনায় অনেক বেশি বলে সব সময় উল্লিখিত হচ্ছে।
১৯৫৪ সালের মহিলা সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানী শাসনামলে এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ঘোষণাপত্রে নারীর মর্যাদা ও রাজনৈতিক -সামাজিক ও সমঅধিকার বিষয়ে কোন বক্তব্য ছিল না। নারী প্রার্থী বিজয়ী হবেন না, নারী প্রার্থী প্ররিশ্রম করতে পারবেন না, নারী প্রার্থী পুরুষপ্রার্থীর তুলনায় রাজনৈতিকভাবে দুর্বল ইত্যাদি বিবেচনায় কোন রাজনৈতিক দল ৩০০ আসনে নারী সদস্যদের মনোনয়ন দেয়নি। শুধু ১৯৬৪ সালে আয়ুবখানের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী মোর্চা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের মিস জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। প্রতিটি রাজনৈতিক দল পুরুষ সদস্যকেই সাধারণ ৩০০ আসনের প্রার্থী হিসেবে একাধিক্রমে মনোনয়ন দেয়ার ফলে বিজয়ী হলে এবং হেরে গেলেও তাদের নির্বাচনী এলাকা নির্ধারিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ঐ সব আসনে অন্য কোনো পুরুষ সদস্যকে মনোনয়ন দেয়ার উদাহারণ থাকলেও মহিলা সদস্যকে মনোনয়ন দেয়ার কোন দৃস্টান্ত নেই। জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ নারী ভোটারের মধ্যে কাজ করার জন্য রাজনৈতিক দলে মহিলা সদস্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হন। রাজনৈতিক দলের মহিলা সদস্যদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে অংশগ্রহণের আগ্রহের দাবি রাজনৈতিক দলে ক্রমেই সোচ্চার হতে থাকে। সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার সিদ্ধান্ত পুরুষ সদস্যপ্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে এই সময়

Dhaka University Institutional Repository

নেয়া সম্ভব হয়নি। মহিলা রাজনীতিবিদদের দাবি পূরণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহিলা আসন শুধু মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত করা হলো।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ২৫ বছরের সংসদীয় নির্বাচনী ধারায় সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ও নির্বাচনী পদ্ধতি সংখ্যাগত ও গুণগতভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সাধারণ আসনের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্যে নারীদের সাধারণ আসনে প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য সংখ্যক মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ায় বিজয়ের হারও পুরুষের তুলনায় অনেক কম থাকছে।

সংরক্ষিত মহিলা আসনে রাজনৈতিক দলের সদস্যের মনোনয়ন দেয়ার বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদের দল। পদ্ধতিগত এই নীতি ১৯৭২ সাল থেকে চালু রয়েছে ।১৯৫৪ সালের পদ্ধতি আর কখনো গৃহীত হয়নি । সংখ্যাগত পরিবর্তনের ফলে '৭২-এর আগের সংরক্ষিত আসনের সদস্য সংখ্যা ৭ ক্রমান্বয়ে বেড়ে ১৫ ও ৩০ হয়েছে ।তৃতীয়ত,জাতীয় সংসদের(১৯৮৬) ৩০০টি আসনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন বা মনোনয়ন পদ্ধতির সংশোধনী এনেছিলো। ৭ম সংশোধনী বিল (১০ নভেম্বর, ১৯৮৬) বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের সুযোগে বিনাবাধায় পাশ হয়েছিলো। প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ একটি নতুন ধারা ঘোষণা করে সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনী নীতি পরিবর্তন করেছেন। এই ধারায় বলা হয় যে, যদি রিটার্নিং অফিসার অর্ধেকের বেশি সাংসদের কাছ থেকে মনোনয়ন পত্রের প্রস্তাব ও সমর্থন পান তবে ঐ মনোনীত প্রার্থী বিজয়ী বলে গণ্য হবেন অর্থাৎ ১৫১ জন সাংসদ দ্বারা মনোনীত হলেই সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থী বিজয়ী বলে গণ্য হবেন। সংসদের অধিবেশনে সাংসদ দ্বারা গোপন ব্যালটে নির্বাচনের ধারা এই ঘোষণায় বাতিল হয়ে যায়। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এরশাদ সংসদ ভেঙ্গে দিলে সংবিধানের বিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত আসন প্রথা বিলুপ্ত হয়েছিল। সেজন্য ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে নির্বাচিত চতুর্থ সংসদে সংরক্ষিত আসন ছিল না। ১৯৯০ সালের ২৩ জুন চতুর্থ জাতীয় সংসদে গৃহীত দশম সংশোধনী বিলে র মাধ্যমে পুনরায় সংরক্ষিত ৩০টি আসনে ৩০০ জন সাংসদের দ্বারা নির্বাচনের আইন ঘোষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ সালের নির্বাচনে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেনি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তুলনামূলকভাবে বেশি সাংসদ (১৩৬) পেয়েছিল। ৩০ জন মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত আসন) নির্বাচিত করার জন্য ১৪৫ ভোটের প্রয়োজন ছিল। এই লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামীর সাথে একজোট হয়ে (১৩৬+১৮)=১৫৪ সংরক্ষিত আসনে প্রার্থীদের মনোনয়ন চূড়ান্ত করে। বিএনপি'র ২৮ জন ও জামায়াতের ইসলামীর ২জন সদস্যা সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৩০টি আসনে নির্বাচিত হন।

১৯৯৬ সালে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শুধু বিএনপির প্রার্থীরা মনোনয়ন পেয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ ঐকমত্যের সরকার গঠনের প্রয়াসে সংরক্ষিত ৩০ আসনের নির্বাচনে নিজ দলের ২৭ জন এবং জাতীয় পার্টির ৩ জন সদস্যাকে নির্বাচিত করেছে অর্থাৎ পঞ্চম ও সপ্তম নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনের মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে "ভোট ব্যাংক"-এর নিয়ম প্রচলিত হয়েছে। সংবিধানের দশম সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের মেয়াদ ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে শেষ হয়ে যায়। ফলে দীর্ঘদিন অষ্টম সংসদে সংরক্ষিত আসনে মহলিা প্রতিনিধি ছিল না। ২০০৪ সালের মে মাসে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সময় সীমা আরো দশ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয় এবং সদস্য সংখ্যা ৪৫-এ উন্নীত করা হয়। এই বিধানের অধীনে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে সংরক্ষিত নারী আসনে ৪৫জন নারী সদস্য নির্বাচিত হন। এদের মধ্যে বিএনপির ৩৯ জন, জামায়াতে ইসলামীর ৩জন, জাতীয় পার্টির ২জন ও ইসলামী ঐক্য জোটের ১জন। এই সংসদের সাধারণ আসন থেকে ৬ জন নারী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে ২ জন আওয়ামী লীগ, ৩ জন বিএনপি ও ১ জন জাতীয় পার্টির সদস্য।

নবম সংসদে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী এবং সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত আসনের আনুপাতিক হারে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৪৫টি আসন দলীয়ভাবে বন্টন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত মতে আওয়ামী লীগ ৩৬টি, বিএনপি ৫টি এবং জাতীয় পার্টি ৪টি আসন লাভ করে।এরফলে চলতি সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা (১৯+৪৫+১)=৬৫তে উন্নীত হয়েছে, যা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের এ যাবৎকালের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ও শতকরা হার, ১৯৭৩-২০০৯ সাল পর্যন্ত।

সাল	নির্বাচনে মোট নারী প্রার্থীর শতকরা হার	সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী প্রার্থীর সংখ্যা	সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী প্রার্থীর শতকরা হার	সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা	মোট আসনের বিপরীতে নারী প্রতিনিধিত্বের শতকরা হার
১৯৭৩	০.৩	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯	০.৯	২	০.৭	৩০	৯.৭
১৯৮৬	১.৩	৭	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮	০.৭	৪	১.৩	-	১.৩
১৯৯১	১.৫	৬	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৯৬	১.৩	৭	২.৭	৩০	১১.২
২০০১	১.৯	৬	২.০	৪৫	১৪.৮
২০০৯	৫.২	১৯	১৫.৭	৪৫	১৮.৫

উৎস: নির্বচনী ইশতেহার ও বাংলাদেশের নারী ঃবাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, জানুয়ারি২০০৯,

*** নারীর ক্ষমতায়ন একটি বহুমাত্রিক প্রক্রয়া। নারীর সবল ও সচেতন অস্তিত্বের বিকাশ ক্ষমতায়নের মুল লক্ষ্য :**

- নারীর সুপ্ত প্রতিভা এবং সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ,
- নারীর জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সিদ্ধান্তসমূহে অংশগ্রহণের সুযোগ;
- নিজের সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিমন্ডল, পরিধি ও সম্ভাবনার বিস্তার।

উল্লেখিত সকল উপাদানকে নারীর ক্ষমতায়নের পরিমাপক রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। নারীর ক্ষমতায়নের বস্তুগত, পরিবেশগত, আইনগত ভিত অনেক দেশেই কমবেশি বিদ্যমান। বাংলাদেশে বিরাজমান বাস্তবতা নারীর প্রতি গভীর বৈষম্যের ইঙ্গিত বহন করে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিশেষ কিছু গুরুত্বপুর্ণ ক্ষেত্রে নারী বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। এ-ও প্রতীয়মান হয় যে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর পদচারণা দুর্বল-উপস্থিতিতে ও অংশগ্রহণে। অথচ রাজনৈতিক পরিমন্ডলই হচ্ছে ক্ষমতায়নের প্রধান উৎস ও

Dhaka University Institutional Repository

বিচরণক্ষেত্র। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় জাতীয় সংসদে এবং মন্ত্রিপরিষদে অংশগ্রহণ এবং আইন প্রণয়ন ও সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় ও কার্যকর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ।বাস্তবিক অর্থে, ৩০০টি সাধারণ আসনে নির্বাচিত ১৯ জন মহিলা সংসদ সদস্যের এধরনের ক্ষমতা থাকলেও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ৪৫জন মহিলা আসনের সংসদ সদস্যের সমান ক্ষমতা নেই। কেননা মহিলা আসনের সংসদ সদস্যরা নিজেরাই ক্ষমতাহীন।

দুর্বল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও নারীর স্বার্থের প্রতি অঙ্গীকারের অভাবের সঙ্গে পরোক্ষ নির্বাচনের অসুবিধা যুক্ত হয়ে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর ব্যাপারটি পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। সংসদে ও মন্ত্রিপরিষদে তাঁরা আশানুরূপ বা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছেন না; নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অবদান রাখতে পারছেন না। পরোক্ষ নির্বাচন কখনো প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিকল্প হতে পারে না । বিশ্বের গণতান্ত্রিক সকল দেশে, আইন পরিষদে নির্বাচন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে, সার্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কাজেই পরোক্ষ নির্বাচনে যে সব মহিলা সদস্য হয়েছেন, তারা জনগণের সরাসরি ভোটে সাধারণ আসনে নির্বাচিত পুরুষ সদস্যদের সমকক্ষতা বা সমমর্যাদ দাবি করতে পারেন না। প্রত্যক্ষ নির্বাচন থেকে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জন করা যায় তার সঙ্গে পরোক্ষ নির্বাচনে প্রাপ্ত ক্ষমতার তুলনা হয়না। পরোক্ষ নির্বাচন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সহায়ক নয়, এ সত্য আজ সর্ববাদীসম্মত। তাঁদের কার্যকারিতা জনগণ উপলব্ধি করতে পারছেন না। তাঁরা নারী নির্যাতন রোধ বা পরিবার ও পরিবারের বাইরে নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে অবদান রাখতে পারেনি। বস্তুত যৌতুক, বলৎকার ও নারীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ ক্রমবর্ধমান। মহিলা সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী এবং রাজনীতিবিদদের অক্ষমতার জন্য অবশ্য তাদের দায়ী করা ঠিক নয়, যে-রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সনাতন ও ঐতিহ্যবাহী পুরুষ-প্রধান পরিবেশে তাদের কাজ করতে হয়। সে ব্যবস্থা ও পরিবেশ উভয়ই নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধক ও বৈষম্যমূলক। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য অনুকূল পরিবেশ এবং অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে নারী রাজনীতিবিদগণ বিদ্যমান রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে হলে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। কারণ সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকার তথা মন্ত্রীপরিষদ ও জাতীয় সংসদ উভয় প্রতিষ্ঠানের মূলে রয়েছে রাজনৈতিক দল।

Dhaka University Institutional Repository

২.ছ. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নির্বাচনের ভূমিকা বা প্রভাব ঃ

বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়সমূহের একটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। কেবল মানবেতর অবস্থা থেকে নারীর মুক্তি বা নারী উন্নয়নের জন্যই নয়, এখন সকল সমস্যার সমাধানে প্রধান ও প্রথম ধাপ হিসেবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে ক্ষমতায়নের বহুমাত্রিক দিকগুলোর মধ্যে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তুলনামূলক পর্যায়ের সংগঠনগুলি সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত প্রত্যয়টি ব্যবহার করে থাকেন।

মার্তি শেন ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে সংজ্ঞায়িত করে বলেছেন, স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা ও স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ, স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাবি আদায় এবং উচ্চ মজুরি বা ইতিবাচক শর্তযুক্ত কাজের জন্য দাবি জানানোর সামর্থ্যকে 'রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন' হিসেবে বর্ণনা করা যায়। অন্যান্য গবেষক রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে দেখেছেন সচেতনতা ও আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে। সচেতনতা নারীকে স্বাধীন ও স্বনির্ভর হতে সহায়তা করে; অপরদিকে আন্দোলনই নারীর ক্ষমতাচর্চার নির্দেশক।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কেবলমাত্র ভোট প্রদানের মাধ্যমে হয়না। এর জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা কাঠামোর প্রতিনিধিত্ব লাভ, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য ও নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি।

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন বলতে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে বোঝায়। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দুটি দিক উল্লেখযোগ্য :

১) রাজনীতি কোন সংকীর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার নয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষমতা ভিত্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশের ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান এবং তার কৌশলগত পদক্ষেপই হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতয়ন।

২) রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে সংকীর্ণ কাঠামোগত প্রাতিষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে একে আন্দোলন এবং সচেতনতার বৃহত্তম পরিমন্ডলে দেখা যেতে পারে। এই আন্দোলন ও সচেতনতা সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আর্থ-সামাজিক অবস্থা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত। এর অর্থ এই নয় যে জাতীয় সংসদ, স্থানীয় সরকার, নীতি

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারণী অপরাপর প্রতিষ্ঠানে নারীর যথাযথ অবস্থানের বিষয়কে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হবে। বরং জাতীয় সংসদে নারীর জনপ্রতিনিধিত্ব লাভ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জনের ক্ষেত্রে নির্বাচন হলো অন্যতম হাতিয়ার। নির্বাচন হল জনগণ কর্তৃক প্রতিনিধি বাছাইয়ের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বাছাই করার পদ্ধতিকে নির্বাচন বলে।

প্রাচীনকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল কম। জনগণ প্রত্যক্ষভাবে নগর-রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারত। কিন্তু বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের আয়তন বিশাল এবং জনসংখ্যা বিপুল। এখন আর জনসাধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে শাসন কাজে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। আধুনিক যুগে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ তাই পরোক্ষভাবে ভোট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থীকে মনোনয়ন লাভ করতে হয়। অতঃপর দলীয় ইশতেহার বা ব্যক্তিগতভাবে জনগণের জন্য পরবর্তীতে জনকল্যাণমূলক কাজ করবেন বলে আশ্বাস দিয়ে থাকেন। তাছাড়া ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর মধ্য দিয়ে জনগণের সাথে প্রার্থীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রার্থীর ক্ষমতালাভের পর ক্ষমতা বাস্তবায়নের জন্য জনগণ তাদের ভোটের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীকে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনের সুযোগ পান। এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে প্রতিনিধিও জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হন। অন্যথায়, জনগণ পরবর্তী সময়ে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী প্রতিনিধিদের ভোট না দিয়ে তাদের প্রত্যাখান করেন। তাছাড়া এভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি আইনসভায় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষমতা অর্জন করে থাকেন। নিজের নির্বাচনী এলাকায় জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে থাকেন। কাজেই রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচন হলো অন্যতম হাতিয়ার।

Dhaka University Institutional Repository

২.জ. নারী উন্নয়ন তত্ত্বের আলোকে ক্ষমতায়ন ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:

১৯৯৫ সালের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের পিএফএ বা বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নের একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা বা বৈশ্বিক ঐক্যমতের রূপ (global concensus) বিশেষ। এই মূল দলিল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৮৯টি দেশ নারী উন্নয়ন নীতিমালার বৈশ্বিক রূপরেখা হিসেবে এই প্লাটফরম ফর এ্যাকশনকে পূর্ণ অনুমোদন দিয়েছে এবং এর আলোকে নিজ নিজ দেশের নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে তা জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এই দলিলের মাধ্যমে দারিদ্র, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, নির্যাতন ও উন্নয়নের পাশাপাশি ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমান সুযোগ এবং পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ, নীতি নির্ধারণ এবং নেতৃত্বে অংশগ্রহণের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারী উন্নয়নের দিক নিদের্শনা খোঁজা হচ্ছে। কারণ সামাজিক ইস্যু হিসেবে নারী উন্নয়ন সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত, যা নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। তবে নারীর ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত যুক্তি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নিম্ন আয়ের নারী সমাজের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নীতি পদ্ধতি (policy approaches) ও কর্মসূচির বিকাশ ঘটেছে। উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকার স্বীকৃতি এবং দরিদ্র নারীদের কল্যাণে গুরুত্ব প্রদান যুগপৎ একই সাথে ঘটেছে। তবে এসব পদ্ধতির সংজ্ঞা ও ব্যবহারে মারাত্মক বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি প্রণয়নকারী এজেন্সিগুলো এসব পদ্ধতিকে নীতি পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ নীতি পদ্ধতিগুলো হচ্ছে :

১. কল্যাণমূলক পদ্ধতি (Welfare Approach);
২. ন্যায়ভিত্তিক পদ্ধতি (Equity Approach);
৩. দারিদ্রবিরোধী পদ্ধতি (Anti-poverty Approach);
৪. দক্ষতা পদ্ধতি (Efficiency Approach);
৫. ক্ষমতায়ন পদ্ধতি (Empowerment Approach)

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণমূলক পদ্ধতি (Welfare Approach) : উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এ পদ্ধতি খুবই জনপ্রিয় ছিল। একজন উত্তম মাতা হিসেবে নারীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্তকরণই এ পদ্ধতির লক্ষ্য। স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে অনেক দেশেই এই নীতি অব্যাহত থাকে, সম্প্রসারিত হয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নারী সমাজের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে।[২৯২৪]

ন্যায়ভিত্তিক পদ্ধতি (Equity Approach) :

এই পদ্ধতি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদেরকে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে স্বীকার করে। এতে মনে করা হয় যে, নারী প্রজনন ও উৎপাদন উভয় ভূমিকা দ্বারাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে।

* এই পদ্ধতি এই ধারণা থেকে শুরু করে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল মহিলাদেরকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এজন্য তাদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্তকরণ প্রয়োজন। ন্যায়ভিত্তিক পদ্ধতি এই ধারণাপ্রসূত যে, বিদ্যমান উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় পুরুষরা লাভবান হয় এবং নারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে কেবল সমাজের উন্নয়নই হয় না বরং নারী-পুরুষের বৈষম্য হ্রাস পায়।

* আইরিন টিংকার যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদরা এটা উপলব্ধি করতে অক্ষম যে, নারীকে সমাজে অবশ্যই দুটি ভূমিকা পালন করতে হয় অথচ পুরুষদের একটি মাত্র ভূমিকা পালন করতে হয়। (আইবিড পৃ.৬৩)

দারিদ্র্যবিরোধী পদ্ধতি (Anti-poverty approach) :

দারিদ্র্যবিরোধী পদ্ধতিতে নারী পুরুষের অসমতা হ্রাস করার লক্ষ্যে আয় বৈষম্য হ্রাস করার ওপর ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিশেষ করে উন্নয়শীল দেশগুলোতে সংখ্যাধিক্য নারীরাই দরিদ্র এবং তাদেরকে "দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্র" (Poorest of the poor) বলে অভিহিত করা হয়। এ ধরনের নারীদের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি খুবই সুফলদায়ক কেননা এ পদ্ধতি নারীর উৎপাদনমূলক ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়। এতে মনে করা হয় যে, দারিদ্র্য ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য নিম্ন আয়ের পরিবারের মহিলাদের উৎপাদনমুখী কার্যক্রম বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ তত্ত্বে মনে করা হয়, "

[২৯] (মোল্লার,অপ সীট পৃ.৫৮)

Dhaka University Institutional Repository

The origins of women's poverty and inequality with men are attributable to this lack of access to private ownership of land and capital and to sexual discrimination in the labour market. "

এজন্য নিম্ন আয়ের নারীদের উৎপাদনশীল সম্পদে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। একই সাথে এ তত্ত্ব নারীদের মৌলিক প্রয়োজনের ওপরও গুরুত্ব দেয়।

দক্ষতা পদ্ধতি (Efficiency Approach) :

উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষতা। এ পদ্ধতিতে মনে করা হয় যে, নারীদেরও পুরুষের মতো কর্মদক্ষতা রয়েছে যা সঠিকভাবে ব্যবহার করে উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব, নারীরা গৃহস্থালির কাজ করে বলেই যে তারা বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারবে না-এমন নয়। তারা বরং তাদের শ্রমঘন্টা বাড়িয়ে দিতে গৃহস্থালি ও অগৃহস্থালি উভয় ধরনের কাজই করতে পারে। তবে শ্রমঘন্টা নারীদের কাছে বড় সমস্যা নয় বরং সমস্যা হচ্ছে কাজের পরিবেশ ও সুবিধাদি। কারণ অধিকাংশ দরিদ্র মহিলাই প্রতিদিন ১২ থেকে ১৮ ঘন্টা কাজ করে। এই তত্ত্বে মনে করা হয় যে, নারীদেরকে যদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করার সুযোগ দেওয়া হয়, তা হলে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো অধিকতর লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।[৩০]

প্যাট্রিসিয়া মাগুইর মন্তব্য করেছেন যে, নারী-পুরুষের ন্যায়ভিত্তিক নীতি থেকে দক্ষতা নীতির দিকে পরিবর্তন একথাই স্বীকার করে যে, উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত জনসম্পদের শতকরা ৫০ ভাগই অপচয় হচ্ছিল বা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল না। (আইবিড পৃ,৭০)

ক্ষমতায়ন পদ্ধতি (empowerment approach) :

ক্ষমতায়ন পদ্ধতি সাম্প্রতিক সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। ক্ষমতায়ন পদ্ধতি মনে করে যে, নারী-পুরুষের মধ্যে অসমতা রয়েছে এবং নারী পুরুষের অধস্তন। এ অবস্থার উৎপত্তি ঘটে পরিবারে। তবে পরিবারই নারীদের অধস্তনতার একমাত্র কারণ নয় বরং ধর্ম, বর্ণ, রক্ত শ্রেণী,

[30] (Ireene tinker, "The making of a field: advocates, practioners and scholars" Nalini Visvanathan et.al. The women, gender and development, upl. 1997,p-39)

Dhaka University Institutional Repository

ঔপনিবেশিক ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থায় নারীরা আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার দ্বারা নিপীড়িত হয়। কাজেই নারীদেরকে সব ধরনের নিপীড়নকারী কাঠামোর প্রতিবাদ করতে হবে।

এই পদ্ধতি নারীর জন্য ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। তবে যেহেতু ক্ষমতা সীমিত, কাজেই নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে পুরুষের ক্ষমতা হ্রাস। তবে এই তত্ত্ব ক্ষমতাকে অন্যের ওপর প্রভুত্ব করার দক্ষতা হিসেবে ব্যাখ্যা করে। কাজেই ক্ষমতায়ন তত্ত্বে ক্ষমতা হচ্ছে অভ্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতার মধ্য দিয়ে জীবনের পছন্দসমূহ নির্ধারণ ও পরিবর্তনের গতিকে প্রভাবিত করার অধিকার।[৩১]

ন্যায়ভিত্তিক পদ্ধতির মতো এ পদ্ধতি নারীদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেনা বরং একটি সমাজের অভ্যন্তরে এবং একাধিক সমাজের মধ্যে ক্ষমতার পুণর্বন্টন করে নারীর ক্ষমতায়ন করার চেষ্টা করে। ক্ষমতায়ন পদ্ধতিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থাপন করেছে Development alternative with women for a New Era (DAWN) নামক একটি নারী সংগঠন এই সংগঠনটি ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বনারী সম্মেলনের পূর্বে গঠিত হয়েছেল । DAWN -এর লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

> আমরা একটি পৃথিবী চাই যেখানে প্রতিটি দেশ এবং আন্তঃদেশ সম্পর্কে শ্রেণী, জেন্ডার ও বর্ণভিত্তিক অসমতা থাকবে না। আমরা একটি পৃথিবী চাই যেখানে মৌলিক প্রয়োজন মৌলিক অধিকারে পরিণত হবে এবং যেখানে দারিদ্র্য ও সকল ধরনের সহিংসতা ধ্বংস হবে। প্রতিটি ব্যক্তির নিজের সম্ভবনা ও সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ থাকবে এবং নারীদের যত্নশীলতা ও সংহতির মূল্যবোধ মানবিক সম্পর্ককে চিত্রায়িত করবে। এমন একটি সমাজে নারীর প্রজননমূলক ভূমিকাকে পুনর্নিরূপণ করতে হবেঃ পুরুষ, নারী ও সমগ্র সমাজ শিশুপালনে অংশীদার হবে।

[31](The right to determine choices in life and influence the direction of change, through the ability to gain control over crucial material and non-material resources ibid,p74-75)

Dhaka University Institutional Repository

কেবল সমতা উন্নয়ন ও শান্তির মধ্যে সংযোগ গভীর করেই আমরা দেখতে পারি যে, দরিদ্রের মৌলিক অধিকার এবং নারীর অধস্তনতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর রূপান্তর প্রশ্নাতীতভাবে সম্পর্কযুক্ত। নারীর আত্মক্ষমতায়নের মাধ্যমে এগুলো একই সাথে অর্জন করা যেতে পারে।[৩২]

২.জ.১ নারীর ক্ষমতায়ন

সাধারণ ভাবে বলা যায় " Empowerment refers to give or deliver power to do something or to act " অর্থাৎ কাউকে কোন কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ক্ষমতা হস্তান্তর বা প্রদান করাকে ক্ষমতায়ন বলে। ক্ষমতায়নের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা যায় , " Empower " ক্রিয়াটিকে Websters II New Rivisside University Dictionary এবং Funk and Wagnalls Canadian college Dictionary তে বলা হয় "invest with legal power," to authorize and to enable অর্থ্যাৎ আইনসঙ্গভাবে ক্ষমতা চর্চা, কর্তৃত্ব প্রদান ও ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধ ব্যবস্থা প্রদান।[৩৩]

ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।[৩৪]

এই সক্ষমতা অর্জন বা ক্ষমতায়নের সূচক হচ্ছেঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পারিবারিক অর্থ লেনদেনে অংশগ্রহণ, সম্পদ অর্জনের ক্ষমতা, আইনের আশ্রয় নেয়ার ক্ষমতা, বিচরণের গন্ডির প্রসারতা (Khanum 1999 6-15) ইত্যাদি। এর পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা অর্জনের ক্ষমতা ও ক্ষমতায়নের অন্যতম সূচক বলে পরিগণিত হয়। (Khanum 2000 87-90)

---

[৩২](প্রাগুক্ত-পৃ.৭৩)
[৩৩] (আবেদা সুলতানা, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা একটি বিশ্লেষণ; লোক প্রশাসন সাময়িকী, পৃ-৩)
৩৪(S.R. Mondol status of Himalaayan women, empowerinment, vol 6 40-56)

Dhaka University Institutional Repository

The United Nations Development Program -এর রিপোর্ট অনুযায়ী, জেন্ডার ক্ষমতায়নকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পেশাগত-এই তিনদিক থেকে পরিমাপ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে নারী কতটা অগ্রগতি অর্জন করেছে তার ওপরই নির্ভর করে সে কতটা ক্ষমতার অধিকারী। এক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের পাঁচটি স্তর নির্দেশ করা হয়েছে: নিয়ন্ত্রণ, অংশগ্রহণ, নারী জাগরণ, সম্পদ আহরণ ও নিয়ন্ত্রণের অবাধ সুযোগ বা অধিকার এবং কল্যাণ।[৩৫]

Caroline Moser ক্ষমতায়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে:

The capacity of women to increase their own self-reliance and internal strength. This is identified as the right to determine choices in life and to influence the direction of change, through the ability to gain control over crucial material and non-material resources."[36]

কেইট মিলেট এ প্রসঙ্গে বলেছেন-ক্ষমতা হচ্ছে নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রকৃতি নির্দেশক। এর বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে অধস্তনতার, অবদমনের, বৈষম্যের। নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বজায় রেখেই ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে নারীকে প্রান্তিকে ঠেলে দেওয়া হয়।[৩৭]

সেন এবং গ্রাউন - এর মতে, " নারীর ক্ষমতায় হচ্ছে আইন, সিভিল আইন, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, নারীর দেহ ও শ্রমের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং পুরুষের নিয়ন্ত্রণ অনুমোদনকারী সামাজিক ও আইনগত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবর্তনসহ অধস্তনতার কাঠামোসমূহের রূপান্তর সাধন।

(women's empowerment is the transformation of the structures of subordination,including changes in the law,civil codes, poverty, inheritance rights ,controls over women's bodies and labour and the social legal institutions that endorse male control.)

---

[৩৫](সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান, নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ: ১০-১১)

[36] (Caroline O.N Moser, Gender Planning and Development Theory, practice and Training, Routledge, London and New York, 1993, P74-75

37 (উদ্ধৃত, হোসেন ও মাসুদুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ-১০)

Dhaka University Institutional Repository

Source:Gita sen and Caren Groun have been quoted in Muhammad Mahmudur Rahman .Empowerment of women in Bangladesh:an analysis of theoretical perspective" social science journal.[38]

চেন ক্ষমতায়নের চারটি মাত্রা চিহ্নিত করেছেন, সম্পদ, শক্তি, সম্পর্ক, আত্মোপলব্ধি ও অবলোকন। এই মাত্রাগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১. সম্পদ : সম্পদ বলতে বোঝায় বস্তুগত দ্রব্যাদির ওপর নিয়ন্ত্রণ, সেইসব অর্জনের সুযোগ বা সে সবের মালিকানা লাভ। এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে সম্পত্তি, ভূমি, অর্থ। আয় সৃষ্টিমূলক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টতাও এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, কারণ তা সম্পদ সৃষ্টির বা তার উপর মালিকানা সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়।

২. শক্তি : শক্তি বলতে এক্ষেত্রে বোঝায় নিজের পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তনের বা নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা। এটি হতে পারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ঋণ-বাজারে প্রবেশের যোগ্যতা ইত্যাদি।

৩. সম্পর্ক : ক্ষমতায়নের এই মাত্রা বা সূচকটির ব্যাখ্যা হচ্ছে সকল সম্পর্ক গড়ে উঠবে চুক্তির ভিত্তিতে। এটি হতে পারে বিবাহ বা কর্মক্ষেত্রের চুক্তি। এছাড়া পরিবার বা প্রতিবেশী সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ধরনের পরিবর্তনও এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

৪. আত্মোপলব্ধি ও অবলোকন : এই উপলব্ধিকে দুটো প্রেক্ষাপট হতে দেখা যেতে পারে।

ক. নারীদের নিজের উত্তরণ ও অবস্থান সম্পর্কে নিজস্ব উপলব্ধি;

খ. নারীদের এই উত্তরণ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের বা সম্প্রদায়ের জনগণের উপলব্ধি, মনোভাব ও আচরণ।

এ কারণেই বলা হয়, " Empowerment had acquired a considerable aura of respectability even social status within the vocabulary of development "[39] জ্ঞান, আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও প্রভাবিত করার সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জনই হল ক্ষমতায়ন।

---

[38] vol. 10, Rajshahi university,2005,p.203

39 (Tendon ,Yash 1995; poverty, processes of impoverishment and empowerment: a review of current thinking and action ,in empowerment: towards sustainable development London :zed books Ltd p-31

Dhaka University Institutional Repository

২.জ.২ নারীর ক্ষমতায়ন পূর্বশর্ত :

১. শিক্ষা : শিক্ষা হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম শর্ত। কেননা সচেতন জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং পরিবার ও সমাজ থেকে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব দূরীভূত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই নারীকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। কারণ একজন মায়ের গর্ভ থেকেই আসে ছেলে সন্তান এবং মেয়ে সন্তান। একজন মা তার সন্তানদের শিক্ষার আদর্শে সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে পরিবার ও সমাজ থেকে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব দূর করা সম্ভব। ইতোমধ্যেই নারী শিক্ষার প্রসারে অবৈতনিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা চালু হয়েছে। এ কর্মসূচির আরো ইতিবাচক প্রয়োগ ও বাস্ত বায়ন প্রয়োজন। কেবল অবৈতনিক শিক্ষাই নয় বরং বিভিন্ন বয়সী নারীকে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন রকমের উপবৃত্তি, ফ্রি শিক্ষা, ব্যবহারিক শিক্ষা, গণশিক্ষা ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। সরকারিভাবে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য শিক্ষা গ্রহণকে(অন্তত মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত) বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পরিবারগুলোকে প্রয়োজনে আর্থিক অনুদান ও প্রদান করা যেতে পারে। এতে পরিবার থেকেও শিক্ষার তাগিদ অনুভূত হবে যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য অত্যন্ত জরুরি।

২. **অর্থনৈতিক মুক্তিঃ** স্বনির্ভর ব্যক্তি সহজেই ক্ষমতাচর্চা করতে পারে। তাই প্রয়োজন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি, ব্যবসা, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের প্রসার, কারিগরি শিক্ষা প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ইত্যাদি নানামুখী সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন। সর্বোপরি নারীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট সকল আইন ও নীতি মালার কার্যকর সংস্কার সাধন এবং বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। পাশাপাশি জাতীয় বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য অর্থ বরাদ্দ পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়াতে হবে, যাতে নারী উপার্জনশীল ও স্বনির্ভর হতে পারে। কেকনা, স্বনির্ভর উপার্জনশীল নারীই পারে ঘরে বা বাইরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশ নিতে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. **সম্পদের ওপর মালিকানা ও নারীর নিয়ন্ত্রণ :** একজন নারীর তার পিতার সম্পত্তি ও স্বামীর সম্পত্তিতে হক থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মেয়ে সন্তানকে সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য ছেলে সন্তানের নামে সব সম্পদ বরাদ্দ করে দেয়া হয়। সমাজ থেকে এই ধরনের ব্যবস্থা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪. **ধর্মীয় অপব্যাখ্যা রোধ :** প্রত্যেক ধর্মই শান্তিকামী। তাই ধর্মের অপব্যবহার করে নারীর অধিকার হননের চেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে। অনেকের মতে, নারীর অধিকার আদায়ের জন্য পুরুষের মত বেশ ধারণ করতে হবে। পর্দা রক্ষা করে চলা যাবে না। আবার অনেকের মতে নারীরা ঘরের বাইরে বের হতে পারবে না, কোন পুরুষের সাথে কথা বলতে পারবে না তাহলে পর্দা নষ্ট হয়ে যাবে এমনটিও ঠিক নয়। পবিত্র কুরআন শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে,

"হে মুমিন নারীগণ! তোমরা যে চাদর গায়ে দাও তার কিয়দংশ মাথায় দাও এবং তোমাদের বক্ষ ও গণ্ডদেশ আবৃত রাখ। ইহাতেই তোমার সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

অন্য জায়গায় উল্লেখ আছে, নারীরা শালীনতা বজায় রেখে প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারবে। আর তোমরা পুরুষদের সাথে এমন ভাবে কথা বলো না যাতে তাদের হৃদয় আকৃষ্ট হয়।

অনুরূপভাবে পুরুষদের পর্দার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তোমরা তোমাদের চক্ষুকে অবনমিত রাখ এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত কর।

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে পর্দা মানেই ঘরে বন্দী কোন জীব নয়। তাছাড়া সবাইকে যে রাজনীতিতে আসতে হবে এমনও কোন কথা নয়। মোটকথা নারী একজন মানুষ হিসেবে তার মেধা বিকাশের জন্য অধিকার আদায়ের জন্য তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকাই হলো মূল লক্ষ্য।

৫. **অংশগ্রহণ :** ক্ষমতায়নের অপরিহার্য দিক হল অংশগ্রহণ। পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকান্ডে ব্যবহারিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়। ভোটাধিকারের মাধ্যমে নারী রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. **আইনী ব্যবস্থা :** আইনী ব্যবস্থা দ্বারা নারীর সার্বিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। অপরদিকে ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধক আইন বাতিলের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নকে কার্যকর করা যায়।

২.জ.৩ নারীর ক্ষমতায়নের সামাজিক দিক :

ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রবক্তা Jhon Stuart Mill তাঁর The Subjection of Women গ্রন্থে, নারীর সামাজিক ক্ষমতায়নের অন্যতম একটি দিক হিসেবে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতাকে চিহ্নিত করেছেন।

Mill সমাজের প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। তিনি নারী-পুরুষের স্বাধীনতাকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হিসেবে দেখেছেন। নারীকে পরাধীন করে পুরুষ স্বাধীন হতে পারে না। পুরুষের প্রকৃত স্বাধীনতার জন্যই নারীর স্বাধীনতার প্রয়োজন রয়েছে।

The subjection of women গ্রন্থে মিল বলেছেন : সুলতানের প্রিয় ক্রীতদাসীর অধীনেও থাকে অনেক দাসদাসী, তাদের ওপর সে উৎপীড়নও চালিয়ে থাকে। কিন্তু তাতে সে স্বাধীন মানুষ হয়ে ওঠে না, সে থাকে ক্রীতদাসীই। যা কাম্য তা হচ্ছে নিজেও দাসী হবে না, আর তার অধীনেও থাকবে না দাসদাসী। উদ্ধৃত, আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪।

মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট মনে করেন যে, সমাজ নারী-পুরুষ উভয়কে নিয়ে গঠিত। এতে নারী-পুরুষ উভয়েরই যৌক্তিক অংশগ্রহণ থাকবে। নারী যদি গৃহের বাইরে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে তাহলে তাকে সে সুযোগ দিতে হবে। এর মধ্য দিয়ে নারী কর্মক্ষেত্রে তার দক্ষতা প্রমাণ করার সুযোগ পাবে, যা তার অধিকার রক্ষায় সহায়ক হবে। বেটি ফ্রাইডান এর মতে- নারী সামান্য সহায়তা পেলেই এর ঘরে-বাইরে সকল দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম।

নারীর শিক্ষাগত ক্ষমতায়নের সামাজিক দিক হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, নারী শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য করে তুলবে। নারীকে যুক্তি শিখতে হবে যার মাধ্যমে সে সমাজের অন্তরালে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে পারে। কেননা নারীর সৌন্দর্য দেখে পুরুষরা যে আকৃষ্ট হয়

Dhaka University Institutional Repository

তহার অর্থ এই নয় যে, তারা নারীর ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি দিচ্ছে, বা নারীর সত্তাকে তুলে ধরছে বরং এর মূল উদ্দেশ্য হল নারীর প্রতি পুরুষের যৌন আসক্তি। (মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট)

> **মিল** মনে করেন, "পীড়ন করে নয়, শিক্ষা দিয়ে পুরুষ নারীকে করে তোলে প্রিয় ক্রীতদাসী। পুরুষতন্ত্রের উদ্ভাবিত নারীশিক্ষা হচ্ছে নারীকে পুরুষের দাসী করার শিক্ষা, শিশুকাল থেকেই নারীকে শেখানো হয় যে, তাদের প্রকৃতি পুরুষের বিপরীত, নারীরা নিয়ন্ত্রণ করবে না, তারা আত্মসমর্পন করবে অন্যের নিয়ন্ত্রণের কাছে।" [৪০]

মিল পুরুষতন্ত্রের এরূপ শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি এ অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন।

মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট নারীর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছেন। কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। তিনি মনে করেন, নারীরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন হওয়ার কারণে তারা ক্রমশঃ পুরুষের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এটাই নারীর অধস্তনতার জন্য দায়ী। এজন্য মেরি নারীর প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির জোর সুপারিশ করেছেন। মোটকথা নারীর ক্ষমতায়নই গড়ে তুলতে পারে নারী-পুরুষের সমন্বয়ে একটি বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা।

---

[৪০] (প্রাগুক্ত, পৃ-১১২)

Dhaka University Institutional Repository

২. জ. ৪ নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামো :

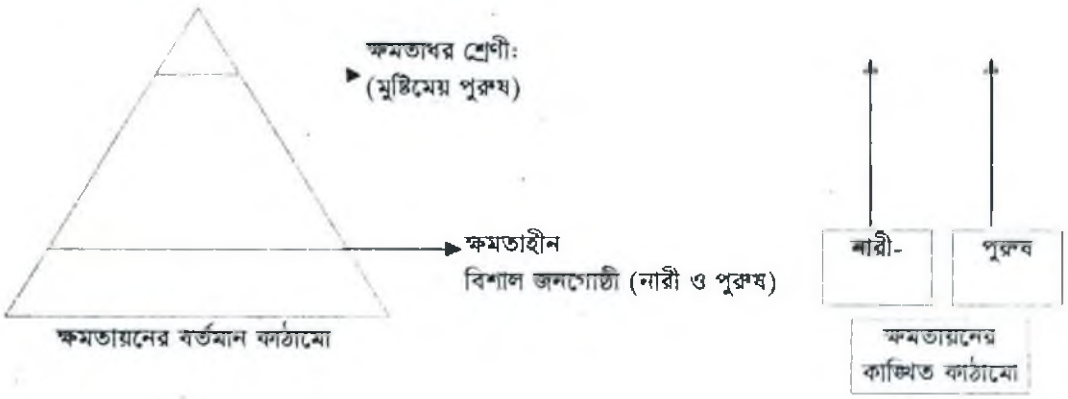

২.জ.৫ ক্ষমতায়নের পদ্ধতি (Empowerment Approaches):

ক. নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা (control and acountablility) : ক্ষমতায়ন পদ্ধতি হচ্ছে ক্ষমতা এবং উন্নয়নের মধ্যকার একধরনের আন্তঃসম্পর্ক, যা এ দুটি বিষয় সম্পর্কে একধরনের নতুন দিকনির্দেশনা দেয়। এই ক্ষমতায়ন পদ্ধতি অন্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নয়, বরং নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্বকে যেমন স্বীকৃতি দেয়, সেই সঙ্গে তা নারীর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতারও ইঙ্গিতবহ। এই স্বনির্ভরতার মাত্রা নির্দিষ্ট হচ্ছে নারী তার জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিকল্পগুলো গ্রহণ করতে পারছে কিনা এবং উৎপাদন ও সম্পদের ওপর তার অংশীদারিত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারছে কিনা তার ওপর। অর্থাৎ নারী তার নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে কিনা তার উপরই নির্ভর করে নারী কতটা ক্ষমতায়নের কাছাকাছি আসতে পেরেছে।

খ. দৃষ্টান্ত (Role models):

নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত (১৯৮৫) ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব উইমেন এর আগে গঠিত DAWN(Development Alternative with women for a New era) নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কি বুঝায় তার সংজ্ঞার্থ দিয়েছে। এর মুল লক্ষ্য হচ্ছে এমন এক পৃথিবী গঠন করা, যে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে অথবা আন্তর্দেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রেণী, বর্ণ ও জেন্ডার ভিত্তিক কোন বৈষম্য থাকবে না। এই ধরনের সমতাভিত্তিক ভবিষ্যৎ পৃথিবী গড়ার দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীরূপে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গটিও এসে যায়, যে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমতাভিত্তিক একটি সমাজে নারী তার নিজের জীবনের পরিবর্তন আনায়নে সক্ষম।

Dhaka University Institutional Repository

গ. দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি :

ক্ষমতায়নের জন্য স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশল গ্রহণের কথা বলে থাকেন বিশেষজ্ঞগণ। দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের জন্য প্রয়োজন হয় জেন্ডার সম্পর্ক (Gender Relations) বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা। শ্রেণী ও জাতির মধ্যকার বৈষম্যমূলক কাঠামোর বিলুপ্তি এর লক্ষ্য। দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের জন্য প্রয়োজন হয় স্থান, কাল, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বৈচিত্র্য বিবেচনায় এনে সকলপ্রকার ঔপনিবেশিক, নব্য-ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদ হতে জাতীয় মুক্তি, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় কৃষিশিল্পের বিকাশ, পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও বহুজাতিক কোম্পানির ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ। দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় রেখে সার্বজনীন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। একইসাথে এই কর্মপরিকল্পনায় বিরাজমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতি, ধর্মীয়, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উপাদানসমূহ সম্পৃক্ত করাও জরুরি।

ঘ. স্বল্পমেয়াদী পদ্ধতি :

স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপগুলোও বিবেচিত হয়ে থাকে নির্দিষ্ট জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিধিতে বিরাজমান নারীর তাৎক্ষণিক সঙ্কট বা প্রয়োজন মেটাবার দিকে লক্ষ্যরেখে ভোটাধিকার প্রয়োগের মতো বিষয়, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে বিরাজমান মজুরি-বৈষম্য, মাতৃত্বকালীন সুযোগ, কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার-বৈষম্য, বৈবাহিক আইনের ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য, নারীর ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন,সংসদসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতিনিধিত্বের বিষয়গুলো স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হতে পারে। স্বল্পমেয়াদী অথবা দীর্ঘমেয়াদী উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আর্থ-রাজনৈতিক , সাংস্কৃতিক এবং যুদ্ধের মতো যে-সমস্ত বিষয় সাধারণ গণমানুষের পাশাপাশি নারীকেও বিপন্ন করে তোলে, সেই সমস্ত বিষয় এবং উপাদান কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

২.জ. ৬ নারী আন্দোলন, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতঃ

"মানবজাতির ইতিহাস হচ্ছে নারীর ওপর পুরুষের ক্রমাগত পীড়ন ও বল প্রয়োগের ইতিহাস, যার লক্ষ্য নারীর উপর পুরুষের একচ্ছত্র স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা"- (এলিজাবেথ কেডি স্ট্যান্টন:১৮৪৮)

Dhaka University Institutional Repository

(উৎসঃ নিউ ইয়র্কের সেনেকা ফলস্ এ প্রথম নারী অধিকার সম্মেলনে ঘোষিত প্রস্তাবে উচ্চারিত এলিজাবেথ কেডি স্ট্যান্টন এর উক্তি)

সম্ভবত মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস নয়, বরং পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুচনালগ্ন থেকেই শুরু হয় নারীর ওপর পুরুষের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। এই ইতিহাস নারীর ক্ষমতায়নের নীলনক্সা তৈরি করে রাষ্ট্রীয় ও আইনগত কাঠামোর ফ্রেমে তার পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো দৃঢ়তর করে তাকে পিছনে হটানোর প্রহসনের ইতিহাস। পুরুষের এই স্বৈরাচার, এই পীড়ন ও বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রীয় নীতি বা আইন বহির্ভূত নয়ঃ

"সতত আইন প্রণীত হয়েছে পুরুষ কর্তৃক, যেখানে সর্বাদই পুরুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে আর বিচারকরা এই বিধি বিধানকে বৈধ করেছে নীতির স্তরে এগুলোর উত্তরণ ঘটিয়ে"(পঁলা দ্যা লা বার)। ৪১

'পুরুষতন্ত্র' এবং 'লিঙ্গবৈষম্যের ধারণা' পুরুষকে দান করেছে শ্রেষ্ঠত্ব, তাকে প্ররোচিত করেছে নারী ও পুরুষের জন্য 'ভিন্ন পরিমন্ডলের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত ও লালন করতে। এই 'ভিন্ন পরিমন্ডলের ধারণার' উদ্ভব ঘটিয়েছে 'লিঙ্গবৈষম্যভিত্তিক শ্রমবিভাজন' অথবা উল্টোভাবে এই 'লিঙ্গবৈষম্যের ধারণাই' হয়তোবা সৃষ্ট করেছে 'ভিন্ন পরিমন্ডলের' আওতাধীন 'বৈষম্যমূলক শ্রম-বিভাজনের নীতিমালা'। যেভাবেই দেখা হোক, এই লিঙ্গ বৈষম্যমূলক শ্রম-বিভাজন হলো নারীর ক্ষমতাচ্যুতির জন্য পুরুষের ছুঁড়ে দেয়া প্রথম অস্ত্র। এঙ্গেলস এ প্রসঙ্গে (১৮৮৪) যথার্থই বলেছেন, 'মাতৃতন্ত্রের উচ্ছেদ নারী জাতির ঐতিহাসিক মহা পরাজয়।'

মাতৃতন্ত্র হতে পিতৃতন্ত্রের উত্তরণের প্রথম ধাপটি হলো নারীকে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র হতে বহিস্কৃত করে তাকে গৃহস্থালী, কাজে আবদ্ধ করে ফেলা। এঙ্গেলস্ একে 'ঘরোয়া ঝি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই 'ঘরোয়া ঝি'রা ক্ষেত্রবিশেষে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হলেও তার ক্ষেত্র ও নীতিমালা ছিল বৈষম্যমূলক, নিপীড়নমূলক । এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে নারী আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত ঘটে ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ; যে দিনটি বর্তমানে সারা পৃথিবীতে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসাবে পালিত হয়। ঐ দিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের শ্রমিক নারীরা সম অধিকারের দাবিতে প্রথম রাস্তায়

41।(উৎসঃ সুলতানা মোসতাফা খানম, নারীঃ ধরিত্রীর আদলে, লোকপত্র, সংখ্যা-৯ম, পৃ-১২-১৮)

Dhaka University Institutional Repository

নেমে আসে। এরই সূত্র ধরে নারীর ভোটাধিকার দাবির আন্দোলনের মুখে ১৯১৩ সনের ১২ জুন নারীবাদী এমিলি ওয়াইল্ডিং ডেভিসন শহীদ হন ।

নারী আন্দোলন ১৮৫৭ সনে শুরু হলেও এর পেছনে ক্রিয়াশীল যে চেতনা-'নারীবাদ'-তার উদ্ভব ঘটে মূলত ১৭৯২ সালে ম্যারি উলস্টোন ক্রাফট রচিত গ্রন্থ "ভিন্ডিকেশন অব দ্য রাইটস অব ওম্যান" প্রকাশের মধ্যদিয়ে। যাইহোক, এমিলির আত্মহুতির পথ ধরে ১৯২০ সনের ২৬ আগস্ট 'মার্কিন কংগ্রেসে নারী ভোটাধিকার (১৯ম) সংশোধনী বিল' পাশ হয়। ভারতীয় নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে ১৯২১ সনে। এই ভোটাধিকার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের পদচারণার দ্বার খুলে দেয়। ১৯৬০ সন হতে নারীরা সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণেরও সক্ষম হতে থাকে। চিরায়ত গন্ডির বাইরে যখন নারীর পদচারণা শুরু হলো, তখনই উদ্ভব ঘটলো "উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ-এর প্রত্যয়টি, যা Women in development বা WID নামে পরিচিত। সময়ের দাবি ও কালের বিবর্তনে 'উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের' ধারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হতে থাকে। পাঁচটি পর্যায়ে এই ধারাকে বিন্যস্ত করা যায় যেমন:

১। **কল্যাণমুখী অ্যাপ্রোচ (Welfare Approach)** : ১৯৫০-৬০ এর দশকে উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রটি ছিল ভালো 'স্ত্রী' বা ভালো 'মা' রূপে নারীকে গড়ে তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ, যে মা উৎকৃষ্ট নাগরিকের জন্ম দিয়ে সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। এ সময় পরিবার পরিকল্পনা, সেনিটেশন ইত্যাদি বিষয়ে নারীকে দক্ষ করে তোলার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

২। **সমতাভিত্তিক অ্যাপ্রোচ (Equity Approach)** : ১৯৭৫-৮৫ সময়কালে, অর্থাৎ জাতিসংঘ ঘোষিত নারীদশকে এই প্রত্যয়টি জোরদার হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের বিভিন্ন অধিবেশনে নারীর সমঅধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের উপস্থাপিত হতে থাকে এবং ১৯৭৯ সনের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারী প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ ও তার ক্ষতায়নের সনদ CEDAW। CEDAW শব্দটির পূর্ণরূপ হচ্ছে , "Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women".

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ। ইতিমধ্যে, ১২৫টি দেশ এই সনদে অনুমোদন করে স্বাক্ষর দান করেছে। বাংলাদেশ ১৯৮৪সনের ৬ নভেম্বর এই সনদে স্বাক্ষর করে।

৩. **দক্ষতাবৃদ্ধি অ্যাপ্রোচ (Efficiency Approach) :** ১৯৮০-৯০-এর দশকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির উপর, যাকে মূলতঃ নারীর উন্নয়ন বলা চলে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষা, চাকরি, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য আলাদা কোটা ও বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

৪. **দারিদ্র্য বিমোচন অ্যাপ্রোচ (Anti poverty approach) :** এটিও গত শতাব্দীর আশির হতে শুরু হয়। এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নারীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও তাদের কর্মসংস্থানের যোগদান দিয়ে জাতীয় দারিদ্য দূরীকরণ আন্দোলনে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করা।

৫. **ক্ষমতায়ন অ্যাপ্রোচ (Empowerment approach):** বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক হতে এই অ্যাপ্রোচটি জোরদার হয়ে ওঠে। এই অ্যাপ্রোচের সারকথা হচ্ছে নারীকে কেবল অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলাই যথেষ্ট নয়; বরং জীবনের সকল পর্যায়ে তার নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন ঘটানো এবং নিজের জীবনকে অন্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার শক্তি অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। একেই এক কথায় বলা হয় ক্ষমতায়ন নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি নব্বইয়ের দশক হতে নারী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভিয়েনা সম্মেলন (১৯৯৩), কায়রো সম্মেলন (১৯৪), বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৯৫) এবং জাতিসংঘ নারী সম্মেলন (২০০০)-এ।

২.জ.৭ নারীর রাজনৈতিক অধিকার কিভাবে নিশ্চিত করা যায়:

প্রথমত : গণতন্ত্র ও সমতার প্রশ্ন, নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন। জনসংখ্যার অনুপাতে রাজনীতিতে তাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়তঃ নারীর দুর্বল উপস্থিতি রাজনীতির অঙ্গনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও গণতান্ত্রিক বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। কেননা, রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় অপ্রতুল উপস্থিতি ও সীমিত অংশগ্রহণের কারণে নারীসমাজ ও রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে রয়ে যায় এক বিরাট ব্যবধান।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত : যুক্তি নারী পুরুষের স্বার্থের ভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নারীরা তাদের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল। কিন্তু যদি রাজনীতিতে যথার্থ প্রতিনিধিত্ব না থাকে তাহলে তারা তাদের স্বার্থ উপস্থাপন ও সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

চতুর্থতঃ নারীর সকল সংখ্যায় রাজনীতিতে প্রবেশ রাজনীতির মূল ফোকাসে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটাবে। কেননা, নারীর জীবনও সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত, যে সমস্ত সমস্যা নেহায়েত ব্যক্তিগত বলে চিহ্নিত এবং যথার্থ রাজনীতির আওতা বহির্ভূত বলে বিবেচিত, সেগুলিও রাজনীতির প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষে দেশের মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনেও রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সবল উপস্থিতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য আবশ্যক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জনগণের সার্বিক কল্যাণ রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনা কৌশলের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। জনগণ অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ উভয়েই রাষ্ট্রপরিচালনা কৌশলের সমান অংশীদার। তেমনি প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়েই রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন, রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল বিষয় এবং কলাকৌশল নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাই স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পরিবার, সমাজে, রাষ্ট্রে সিদ্ধান্ত, গ্রহণের নারীর সম অংশগ্রহণ একটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমতা আনার নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অপরিহার্য।

নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, উদ্যোগ এবং আন্তরিক ইচ্ছার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনায় এবং রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে নারীর উচ্চ কণ্ঠ এবং নারীর দৃষ্টি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রশাসনের উচ্চ স্তরে সংযোজন হওয়া প্রয়োজন।

সর্বোপরি নারীর ক্ষমতায়নই নারীর উন্নয়নের ভিত্তি। "দেশের অর্ধেক মানবসম্পদ এবং নাগরিক হিসেবে নারী দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে যদি দূরে থাকে তবে কাঙ্খিত উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়।" গণতন্ত্র ও উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক কার্যক্রম নারীর অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই কাঙ্খিত উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন সর্বস্তরে বিশেষতঃ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কেননা নারীর সমস্যা সংশ্লিষ্ট বিষয় নীতি নির্ধারণে নারী ইস্যু ইত্যাদি বিষয়গুলো নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সংযোজিত হবে। নতুবা যতই কাগজ কলমে করণীয় উদ্ভাবন হোকনা কেন তার সত্যিকার বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগ আন্তরিকতাসহ

গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন সম্ভব হবে না যদি সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারী সত্যিকার অর্থে ক্ষমতায়িত না হয়। অর্থাৎ, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী ইস্যুকে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্ব দিতে সক্ষম হবে যা সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

২.ঋ. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ

বর্তমান অবস্থান ঃ

⇒ মহাজোট বিজয়ী	:	২৬৫টি আসনে (আওয়ামী লীগ-২৩৫টি, জাতীয় পার্টি-২৫টি, জাসদ-৩টি, ওয়াকার্স পার্টি -২টি)।
⇒ চারদলীয় জোট	:	৩টি আসনে (বিএনপি ৩০টি, জামায়াত ৩টি, বিজেপি:১টি)
⇒ এলডিপি	:	১পি
⇒ স্বতন্ত্র	:	১টি
⇒ সংরক্ষিত নারী আসনে	:	মোট আসন ৪৫টি

আওয়ামী লীগ	-	৩৬টি
বিএনপি	-	৫টি
জাতীয় পার্টি	-	৪টি
মোট	-	৪৫টি

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ঃ

নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় মোট ১৫৩৮ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন শতাংশ নারী প্রার্থী ।কমিশনে নিবন্ধিত ৩৯টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ১১টি দল এসব নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছেন। এ নির্বাচনে মোট ৫৮ জন নারী (শীর্ষ নেত্রীরা সহ) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এদের মধ্যে বিজয়ী হয়েছেন ১৯ জন। আওয়ামী লীগ ১৮টি সাধারণ আসনে ১৬ জন প্রার্থী দেয়। ১৫ জন আওয়ামী লীগের, ৩ জন বিএনপির এবং ১জন জাতীয় পার্টির নারী নির্বাচন হন। শেখ হাসিনা ৩টি আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩টি আসনেই জয়ী হন। সরাসরি ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ থেকে জয়ী হন।[৪২৩৪]

[42] (দৈনিক প্রথম আলো ,৩১ডিসেম্বর ২০০৮)।

Dhaka University Institutional Repository

১. শেখ হাসিনা

১. বেগম মতিয়া চৌধুরী

২. সৈয়দা সজেদা চৌধুরী

৩. ডা. দীপু মনি

৪. অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন

৫. মন্নুজান সুফিয়ান

৬. সাগুফতা ইয়াছমিন এমিলি

৭. সারাহ্ বেগম কবরী

৮. সুলতানা তরুন

৯. মেহের আফরোজ চুমকি

১০. মাহবুব আরা গিনি

১১. অ্যাডভোকেট সানজিদা খানম

১২. হাবিবুন নাহার তালুকদার

১৩. নিলুফার জাফরুল্লাহ

১৫. রেবেকা মমিন

১৬. বেগম রওশন এরশাদ

১৭. বেগম খালেদা জিয়া

১৮ রুমানা মাহমুদ

১৯. হাসিনা আহমেদ

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী ভোটারের উপস্থিতি যেমন ছিল উল্লেখযোগ্য তেমনি এবারই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নারী নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। পুরুষের সাথে সমান তালে প্রতিযোগিতা করে বিজয়ী নারীর সংখ্যাও অন্যান্য বারের চেয়ে বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি ২০০৮

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছে নারীর ক্ষতায়ন সমঅধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার প্রনীত নারী উন্নয়ন নীতি পূর্ণবহাল করা হবে।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা হবে। প্রশাসন ও সমাজের সর্বস্তরে উচ্চপদে নারীদের নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নারী ও শিশু পাচার রোধে আঞ্চলিক সহযোগিতা সহ যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্য মূলক আইগুলো সংশোধন করা হবে। কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা কর্মবান্ধব পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে । নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক করার ঘোষণা দেওয়া হয়। ইশতেহার পরিশিষ্ট-১১

সরকার গঠন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং ৬ জানুয়ারী, ২০০৯ সালে সরকার গঠন করে। এই সরকারের গঠিত মন্ত্রীসভার সদস্যরা হলেন-

প্রধানমন্ত্রী - শেখ হাসিনা সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা, সংস্থাপন, ধর্ম, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণ মন্ত্রীর নাম ও মন্ত্রণালয়

১.	আবুল মাল আব্দুল মুহিত	- অর্থ
২.	বেগম মতিয়া চৌধুরী	- কৃষি
৩.	আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী	- পাট ও বস্ত্র
৪.	ব্যারিষ্টার শফিক আহাম্মেদ	- আইন, বিচার ও সংসদ
৫.	এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) একে খন্দকার	- পরিকল্পনা
৬.	রাজি উদ্দিন আহম্মেদ রাজু	- ডাক ও টেলিযোগাযোগ
৭.	অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন	- স্বরাষ্ট্র
৮.	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম	- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
৯.	ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশারফ হোসেন	- শ্রম-কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ
১০.	রেজাউল করিম হীরা	- ভূমি
১১.	আবুল কালাম আজাদ	- তথ্য ও সংস্কৃতি
১২.	এনামুল হক মোস্তাফা শহীদ	- সমাজ কল্যাণ
১৩.	দীলিপ বড়ুয়া	- শিল্প
১৪.	রমেশ চন্দ্র সেন	- পানি সম্পদ
১৫.	জি এম কাদের	- বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন
১৬.	লে.কর্ণেল (অবঃ) ফারুক খান	- বাণিজ্য
১৭.	সৈয়দ আবুল হোসেন	- যোগাযোগ
১৮.	ড. আব্দুর রাজ্জাক	- খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
১৯.	ডা. আফসারুল আমিন	- নৌ-পরিবহন
২০.	ডা. আ ফ ম রুহুল হক	- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
২১.	ডাঃ দীপু মনি	- পররাষ্ট্র
২২.	নুরুল ইসলাম নাহিদ	- শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা
২৩.	আব্দুর লতিফ বিশ্বাস	- মৎস ও পশু সম্পদ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি মন্ত্রীর নাম ও মন্ত্রণালয়

১.	মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার	- বন ও পরিবেশ
২.	ক্যাপ্টেন (অব.) এ বি এম তাজুল ইসলাম	- মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক
৩.	ড. হাসান মাহমুদ	- পররাষ্ট্র
৪.	ইঞ্জিনিয়ার ইয়ফেজ ওসমান	- বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
৫.	বেগম মন্নুজান সুফিয়ান	- শ্রম ও কর্মসংস্থান
৬.	দীপঙ্কর তালুকদার	- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক
৭.	আহাদ আলী সরকার	- যুব ও ক্রীড়া

মন্ত্রী সভায় আওয়ামী লীগ ছাড়াও জাতীয় পার্টির ১ জন এবং ১৪ দল ভুক্ত সাম্যবাদী দলের একজন মন্ত্রী সভায় রয়েছেন।

৩২ সদস্যের মন্ত্রী সভায় ২৬ জনই নতুন মুখ। ২৩ জন পূর্ণ মন্ত্রীর ১৮ জন প্রথম বারের মত মন্ত্রী হয়েছেন। ৮ জন প্রতিমন্ত্রীর সকলেই প্রথমবারের মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েছেন।

আওয়ামী লীগের ৩২ সদস্যের মন্ত্রীসভা গঠনের ১৮দিন পর মন্ত্রী সভায় ৬ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করে মন্ত্রী সভা সম্প্রসারণ করা হয়। নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত প্রতি মন্ত্রীরা হলেন-

১.	শাহজাহান মিঞা	- ধর্ম
২.	আব্দুল মান্নান খান	- গৃহায়ণ ও গণপূর্ত
৩.	মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম	- আইন বিচার ও সংসদ
৪.	শামসুল হক টুকু	- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ
৫.	জাহাঙ্গীর কবির নানক	- স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
৬.	মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন	- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

আবারও মন্ত্রী সভাকে সম্প্রসারণ করে নতুন ৬ জনকে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়। নতুন মন্ত্রীরা হলেন-

১.	শাহজাহান খান	- নৌ পরিবহন	মন্ত্রী
২.	ব্রি. জেনারেল (অব.) এনামুল হক	- বিদ্যুৎ	প্রতিমন্ত্রী
৩.	ক্যাপ্টেন (অব.) মজিবুর রহমান সরকার	- স্বাস্থ্য	প্রতিমন্ত্রী
৪.	প্রমোদ মানকিন	- সংস্কৃতি	প্রতিমন্ত্রী
৫.	মাহবুবুর রহমান	- পানি সম্পদ	প্রতিমন্ত্রী
৬.	শারমিন শিরিন চৌধুরী	- নারী ও শিশু	প্রতিমন্ত্রী

মন্ত্রী সভায় নারীর অবস্থান :

৪৩ সদস্যের (পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী ২৫জন প্রধান মন্ত্রীসহ, প্রতিমন্ত্রী ১৮ জন)

নবম সংসদ জাতীয় সংসদ নারী নেতৃত্ব তৈরীর ক্ষেত্রে পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও আরো ৪জন নারী মন্ত্রী পরিষদে আছেন। নবগঠিত মন্ত্রী পরিষদে ৫জন নারী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ১০টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। শেখ হাসিনা নিজে প্রধান মন্ত্রীসহ জ্বালানী বিদ্যুৎ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত , নারী এবং শিশু, ধর্ম, প্রতিরক্ষা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। এই মন্ত্রী পরিষদে প্রথমবারের মত স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন দু'জন নারী যথাক্রমে অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এবং ডা. দীপু মনি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী হিসোবে দায়িত্ব পেয়েছেন মন্নুজান সুফিয়ান। মন্ত্রীসভায় সম্প্রসারিত শারমিন শিরিন চৌধুরী নারী ও শিশু প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

এবারের নির্বাচন ও মন্ত্রীসভা গঠন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় :

দলিলাদি বিশ্লেষণ

৩.ক. বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে নারীর সামাজিক,রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার :

বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে বলা হয়েছে "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার মৌলিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।" ১০ নং ধারায় এই মূলনীতির প্রেক্ষাপটে সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়ে সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে :

- ২৮(২) ধারায় রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।
- ২৮(৪) ধারা মতে নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।
- ২৯(২) ধারা- কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না; কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না। ৩২ ধারায় বলা হয়েছে যে, আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না। ৩৮ নং ধারায় সকল নাগরিককে সংগঠন, সমিতি বা সংঘ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। ৩৯নং ধারয়- বাক্-স্বাধীনতা, ভাব প্রকাশের অধিকার ও চিন্তার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে সকল নাগরিককে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের উপরোক্ত ধারাগুলি বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রেই নারী পুরুষ ভেদাভেদ করা হয় নাই। সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তব অবস্থা অন্যরকম।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সামাজিক মর্যাদা নিম্ন হবার পেছনে রয়েছে দারিদ্র্যতা। সামাজিক দিক থেকে দরিদ্র মহিলা শুধুমাত্র বস্তুনিষ্ঠ সুযোগ যেমন-অর্থ সম্পদ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেই বঞ্চিত নয় বরং স্থিতিশীল সমাজ এবং সহায়ক সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তাদের অধিকার তুলনামূলক ভাবে সীমিত। ফলে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটছে না।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে আরেকটা বিষয় স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত উভয় প্রকার নারীরাই সমাজের যে কোন ধরনের পুরুষের দ্বারা অবমূল্যায়িত হয়। এই পরিস্থিতিতে যে নারীরাই রাজনীতিতে আসে তারা ঘরের এবং বাইরের উভয় প্রকার পুরুষের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বাঁধার সম্মুখীন হয়।

নারীর রাজনৈতিক অধিকার :

বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হলেও রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে। সংবিধানের ১০,২৭,২৮(১) (৩), এবং ২৯(১) ধারায় নারীকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদানসহ নারী-পুরুষ সম-অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের কোথাও নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য টানা হয় নি। উল্লেখিত ধারাসমূহে যা বলা হয়েছে-

- ধারা -১০, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
- ধারা -২৭, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।
- ধারা-২৮ (১) , কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।
- ২৮ (৩) , কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।
- ধারা (২৯ (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

জনপ্রতিনিধিত্বশীল পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সংবিধানে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করেনি। এ বিষয় সংবিধানের ৬৬(১) (২) এবং ১২২ ধারায় বলা হয়েছে।

- ধারা-৬৬ (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।
- ধারা-৬৬ (২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি

Dhaka University Institutional Repository

ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন।

ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূণ দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

- ধারা ১২২ (২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি

ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন,

খ) তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়;

গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে;

ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন।

সাংবিধানিক এই স্বীকৃতির পরও দেশের নারী সমাজকে এগিয়ে নিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন ছিল। তাই রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সংবিধানের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সংরক্ষিত নারী আসনে প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বলা হয় ওই পদ্ধতি দেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অনেকটা সুগম করেছে।

সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে সংবিধানের ৬৫ (৩) ধারায় বলা হয়েছে।

“ (৩) সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসর কাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পয়তাল্লিশটি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।’

Dhaka University Institutional Repository

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার :

বাংলাদেশের নারী সমাজের অবনমিত মর্যাদার অন্যতম কারণ হল তাদের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা। অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের নারী সমাজ একান্তই পরনির্ভরশীল। বিশ্বের অনেক দেশের মতই বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯ (১) ধারায় সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

- ১৯ (২) ধারায়- মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষমবন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- ২০ (১) ধারায়- কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"- এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।
- ২০ (২) ধারায়- রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না। এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক সকল-প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে ।
- ২৯ (১) ধারায়- প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে ।
- ২৯ (২)ধারায়- কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী- পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না। কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।
- ২৯ (৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই-
  - (ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে,
  - (খ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদযথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

Dhaka University Institutional Repository

- ৪০ নং ধারা- আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।
- ৪২ (১) নং ধারায়- আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।

৩.খ. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

৩.খ.১ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

স্বাধীনতার পর থেকেই এদেশের নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে আসছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করে। কিন্তু এই নীতিমালা প্রণয়নের পেছনে বিভিন্ন আন্ত র্জাতিক ও জাতীয় ঘটনাবলির সুদীর্ঘ পটভূমি রয়েছে। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীবাদী তত্ত্ব ও আন্দোলনের বিকাশ ঘটে এবং জাতিসংঘও নারী সমাজের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেয়। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ ও ১৯৭৬-৮৫ সময়কে আন্তর্জাতিক নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব কর্মপরিকল্পনা (The world Plan for Action) গৃহীত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন, ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন এবং ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন গৃহীত এবং এর আলোকে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের অঙ্গীকার করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের মার্চে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষিত হয়। পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, ১৯৯৭

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার লক্ষ্য

১. সকল ক্ষেত্রে নারী - পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করা;

২. নারী ও মেয়েশিশুর বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপ করা;

৩. নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;

৪. নারীকে মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা;

৫. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অবদানকে স্বীকার করা;

৬. নারী সমাজের দারিদ্র্য দূর করা,

৭. প্রশাসন, রাজনীতি, শিক্ষা, খেলাধূলাসহ অন্য সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা;

৮. নারী ও মেয়েশিশুর বিরুদ্ধে সকল ধরনের নির্যাতন প্রতিরোধ করা;

৯. রাজনীতি , প্রশাসন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রসমূহে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;

১০. নারীর জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;

১১. নারীর জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ও আশ্রয় নিশ্চিত করা;

১২. নারীর বাসস্থান ও আশ্রয় নিশ্চিত করা;

১৩. গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করা এবং

১৪. বিশেষ করে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় নারীর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।[২] (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ,জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি,৮মার্চ,১৯৯৭,পৃ-১৭)

নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার বাস্তবায়ন

➢ মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে, যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সমঅধিকারী, তার স্বীকৃতস্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা।

➢ গুণগত শিক্ষার সকল পর্যায়ে, চাকরিতে, কারিগরি প্রশিক্ষণে, সমপারিতোষিকের ক্ষেত্রে, কর্মরত অবস্থায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায়, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

➤ পিতা ও মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতি ব্যবস্থা করা যেমন জন্ম নিবন্ধীকরণ, সকল সনদপত্র, ভোটার তালিকা, ফরম, চাকরির আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতা ও মাতার নাম উল্লেখ করা।

২. মেয়েশিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।

➤ বাল্যবিবাহ, মেয়েশিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচার এবং পতিতাবৃত্তি বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা।

➤ পরিবারের মধ্যে এবং বাইরে মেয়েশিশুর প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ করা এবং মেয়েশিশুর ইতিবাচক চিত্র তুলে ধরা।

➤ মেয়েশিশুর চাহিদা যেমন-খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।

⇒ শিশুশ্রম বিশেষ করে মেয়ে শিশুশ্রম দূরীকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

৩. নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূরীকরণ

❖ পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করা।

❖ নারী ও মেয়েশিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা।

৪. সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থান

❖ সশস্ত্র সংঘর্ষ ও জাতিগত যুদ্ধে নারীর অধিকতর নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

❖ সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

❖ আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা মিশনে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করা।

Dhaka University Institutional Repository

৫. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

- নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূল স্রোতোধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সক্রিয় ও স্পষ্ট নীতি অনুসরণ করা।

৬. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

- সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৭. জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ-

১. নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ও কর্মসূচীতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা।

২. নারী শ্রমিকদের পুরুষদের সমান মজুরি ও কর্মস্থলে নিরাপত্তা প্রদান এবং চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা।

৩. নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালন কক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭.১ নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ

- দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা।

৭.২ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরি বিষয়াদি যথা: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনমুখী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, তথ্য, উপার্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকার, সম্পদ, ঋণ, প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসমূহ ভূমির ওপর অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩ নারীর কর্মসংস্থান

১. নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর- উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২. নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।

৭.৪ সহায়ক সেবা

সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা যেমন- শিশু যত্ন সুবিধা, কর্মস্থান শিশু দিবাযত্ন পরিচর্যা, বৃদ্ধ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য গৃহায়ন, স্বাস্থ্য, বিনোদনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, সম্প্রসারণ এবং উন্নত করা।

৭.৫ নারী ও প্রযুক্তি

১. নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।

২. উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ফলে নারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হলে গবেষণার মাধ্যমে ঐ প্রযুক্তিকে নারীর প্রতি ক্ষতিকারক উপাদানমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩. প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারী স্বার্থের অনুকূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা।

449620

৭.৬ নারী খাদ্য নিরাপত্তা

১. দুস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

২. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও বিতরণের নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৮. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

১. রাজনীতিতে অধিক হারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।

২. নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৩. নির্বাচনে অধিক হারে নারী প্রার্থী মনোনয় দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা।

৪. নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।

৫. রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণে তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

৬. জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে চলতি সময়সীমা শেষ হওয়ার পর ২০০১ সালে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া।

৭. স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

৮. সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ স্তর মন্ত্রিপরিষদে, প্রয়োজনে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

৯. নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন

১. নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল পর্যায়ে, গেজেটেড ও নন গেজেটেড পদে কোটা বৃদ্ধি করা।

২. সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ সাপেক্ষে কোটা পদ্ধতি চালু রাখা।

৩. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সরকারের নীতিনির্ধারণী পদসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর সম ও পূর্ণ অংশগ্রহণের নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শতকরা ৩০ ভাগ পদে নারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১০. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

১. নারীর জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে যথা-শৈশব, কৈশোর, যৌবন, গর্ভকালীন সময় এবং বৃদ্ধ সময়ে পুষ্টি, সর্বোচ্চমানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা।

২. নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা।

৩. প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুহার কমানো।

Dhaka University Institutional Repository

১১. গৃহায়ন ও আশ্রয়

১. একক নারী, নারীপ্রধান পরিবার, শ্রমজীবী ও পেশাজীবী নারী, শিক্ষানবিশ ও প্রশিক্ষণার্থী নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ গৃহ ও আবাসন সুবিধা প্রদানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

২. নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা যেমন- হোস্টেল, ডরমেটরি, বয়স্কদের হোম, স্বল্পকালীন আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা এবং গৃহায়ন ও নগরায়ন পরিকল্পনায় দরিদ্র, দুস্থ ও শ্রমজীবী নারীর জন্য সংরক্ষিত ব্যবস্থা রাখা।

১২. নারী ও পরিবেশ

১. নদী ভাঙন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুর পুনর্বাসন করা।

২. কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু পালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ দেওয়া।

১৩. নারী ও গণমাধ্যম

১. গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণে বৈষম্য দূর করা। গণমাধ্যমে নারী ও মেয়েশিশুর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং নারী ও মেয়েশিশুর ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটানো।

১৪. বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত নারী

নারীর অবস্থানের বিভিন্নতা এবং বিশেষভাবে দুর্দশাগ্রস্ত নারীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করা।

সুপারিশঃ ১৯৯৭ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালায় রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অংশে ২০০১ সালের শেষে নতুন আইন প্রণয়ন করে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের কথা উল্লেখ থাকলেও আজও পর্যন্ত এই নীতির বাস্তবায়ন হয়নি। তাছাড়া প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ৩০% নারীর অংশ গ্রহণের কথা উল্লেখ থাকলেও এসব ক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণ খুবই সামান্য।

৩.গ. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ও জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত

২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৪৭ জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং সর্বমোট ১৮৯টি দেশের প্রতিনিধি জাতিসংঘের মিলেনিয়াম সামিট বা সহস্রাব্দের শীর্ষ সম্মেলনে সমবেত হন। সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

শান্তি, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সুশাসন, পরিবেশ সংরক্ষণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, রোগব্যাধি ও নিরক্ষরতা দুরীকরণ ও সমতার নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈশ্বিক প্রচেষ্টা জোরদার করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। এটি ঐতিহাসিক সহস্রাব্দের ঘোষণা (Millennium Declaration) নামে খ্যাত যা থেকে উদ্ভব হয়েছে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goal or MDG)।[৯] এতে ৮টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপঃ১০(জাতিসংঘ সংবাদ ,আগস্ট-সেপ্টেম্বও,২০০২)

১.	চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করা;

২.	সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করা;

৩.	লিঙ্গভিত্তিক সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন এগিয়ে নেওয়া

৪.	শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করা;

৫.	মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা;

৬.	এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ মোকাবিলা করা;

৭.	পরিবেশগত স্থিতিশীল নিশ্চিত করা;

৮.	উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বা গ্লোবাল পার্টনারশিপ গড়ে তোলা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত বিশেষ গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। এর ২নং, ৩নং ও ৫নং লক্ষগুলো প্রত্যক্ষভাবে জেন্ডারবৈষম্য হ্রাসের সাথে জড়িত। অন্যান্য লক্ষ্য পরোক্ষভাবে জেন্ডারের সাথে জড়িত। নিম্নে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

১নং লক্ষ্য : চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করা

টার্গেট-১: দৈনিক ১ ডলারের কম আয় উপার্জনকারী মানুষের সংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

টার্গেট-২: ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা অর্ধেক করা।

মন্তব্য : পুরুষের তুলনায় নারীরাই অধিক সংখ্যায় এবং অধিকমাত্রায় দরিদ্র। কাজেই দারিদ্র্য দূরীকরণ পদক্ষেপ নারী সমাজের জন্য অধিক কল্যাণকর।

২নং লক্ষ্য : সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করা

টার্গেট -৩: ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বত্র বালক-বালিকা সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পুরো কোর্স সমাপ্ত করা। এ লক্ষ্য অর্জন পরিমাপকরা হবে যেসব মানদন্ডে : (১) প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ভর্তির অনুপাত; (২) কতজন ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাদের সংখ্যা; (৩) ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের সাক্ষরতার হার।

মন্তব্য : এ লক্ষ্য প্রত্যক্ষভাবেই নারী শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৩নং লক্ষ্য : লিঙ্গভিত্তিক সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন এগিয়ে নেওয়া

টার্গেট- ৪: ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সকল স্তরের শিক্ষায় জেন্ডারবৈষম্য দূর করা। এ লক্ষ্য পরিমাপ হচ্ছে: (১) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৎপরবর্তী শিক্ষায় ছেলেমেয়ের অনুপাত; (২) ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারী-পুরুষের সাক্ষরতার অনুপাত; (৩) অকৃষি খাতে মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের নারীর অনুপাত; (৪) জাতীয় সংসদের নারী সদস্যদের অনুপাত।

মন্তব্য : এ লক্ষ্যটি প্রত্যক্ষভাবে জেন্ডারবৈষম্য হ্রাসের সাথে জড়িত।

৪নং লক্ষ্য : শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করা

টার্গেট-৫: ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যু হার দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা।

মন্তব্য : এ লক্ষ্য পরোক্ষভাবে নারী সমাজের কল্যাণ সাধন করবে। কারণ মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও কল্যাণ পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

৫নং লক্ষ্য : মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা

টার্গেট -৬: ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার ৩/৪ অংশ হ্রাস করা।

মন্তব্য : এ লক্ষ্যটি প্রত্যক্ষভাবে নারী উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর ফলে নারী মৃত্যুর হার হ্রাস পাবে এবং নারীরা দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে।

৬ নং লক্ষ্য : এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ মোকাবিলা করা

টার্গেট-৭ : ২০১৫ সাল নাগাদ এইচইইভি/এইডসের সংক্রমণ বন্ধ করা এবং এর বিস্তার রোধ করা।

মন্তব্য : এইডসের মতো রোগে পুরুষের চেয়ে নারীরাই বেশি আক্রান্ত হয়। অন্যান্য রোগ দ্বারাও নারীরাই বেশি আক্রান্ত। কাজেই এ লক্ষ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের সাথে জড়িত।

৭ নং লক্ষ্য :পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা

টার্গেট -৯: প্রতিটি দেশের নীতিমালা ও কর্মসূচিতে টেকসই উন্নয়নের নীতি সংযুক্তকরণ এবং পরিবেশগত সম্পদের ধ্বংস রোধ করা।

টার্গেট-১০ : ২০১৫ সালের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে আনা।

টার্গেট -১১ : ২০২০ সাল নাগাদ কমপক্ষে ১০ কোটি বস্তিবাসীর জীবনমানের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধন করা।

মন্তব্য : নারী সমাজ ঐতিহ্যগতভাবেই পরিবেশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই পরিবেশের উন্নয়ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারী সমাজের উন্নয়নের সাথে জড়িত।

৩. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ও বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সক্রিয় সদস্য হিসেবে এবং সহস্রাব্দ ঘোষণার স্বাক্ষরদাতা হিসেবে বাংলাদেশ সহস্রাব্দ লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ তার জাতীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সহস্রাব্দ লক্ষ্যের আলোকে ২০১৫ সালের মধ্যে পিআরএসপিতে নিম্নোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে :

১. ক্ষুধা, লাগাতার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও চরম দুস্থতা নির্মূল করে দারিদ্র্যের কুৎসিত রূপ দূর করা:

২. দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ৫০ ভাগ কমিয়ে আনা;

৩. প্রাথমিক স্কুলে, যাবার বয়সী সকল বালক-বালিকার জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা;

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডারবৈষম্য দূরীকরণ;

৫. নবজাতকসহ ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার ৬৫%-এ হ্রাস করা এবং শিশুমৃত্যুর ক্ষেত্রে জেন্ডারবৈষম্য দূর করা;

৬. ৫ বছরের কম বয়সী অপুষ্টির শিকার শিশুদের সংখ্যা ৫০%-এ হ্রাস করা এবং শিশুর অপুষ্টির ক্ষেত্রে জেন্ডারবৈষম্য দূর করা;

৭. মাতৃমৃত্যুর হার ৭৫% হ্রাস করা;

৮. সকলের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ নিশ্চিত করা;

৯. দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর ওপর সামাজিক নির্যাতন, বিশেষ করে নারী ও শিশু নির্যাতন যদি পুরোপুরি বন্ধ করা নাও যায় তাহলে তা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা;

১০. সামগ্রিকভাবে বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশগত টেকসই যোগ্যতা নিশ্চিত করা এবং এসব বিষয় জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় নিয়ে আসে।

বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত উপরোক্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত সুস্পষ্ট। এটি নারী উন্নয়নের জন্য নারীর দারিদ্র্য, অশিক্ষা, মাতৃ ও শিশু মৃত্যু, অপুষ্টি, নির্যাতন বন্ধের অঙ্গীকার করেছে মনে করে:

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ক্ষমতায়ন ও তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষার প্রসার, সংসদ, স্থানীয় সরকার, প্রশাসন ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর জন্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা, নীতি প্রণয়ন ও উন্নয়ন কর্মসূচীতে দরিদ্র নারীর সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা। নারী পুরুষের সকল বৈষম্য ন্যূনতম করার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নারীকে পর্যাপ্ত ঋণ ও বাজারের সুবিধা প্রদান করা, বিশেষ করে দরিদ্র নারীর জন্য আইনি সহায়তা প্রদান করা সব ধরনের সন্ত্রাস থেকে নারীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন তৈরি করা ও নারী পাচার রোধ করা প্রয়োজন।[৪৩]

PRSP- তে নারী সমাজের দারিদ্র্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং দারিদ্র্য দূর করে নারীর অর্থনৈতিক অর্জনের পথ নির্দেশ করা হয। এতে ব্যবহৃত দারিদ্র্যের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে দারিদ্র্যের জেন্ডার অসমতা (Gender inequalities) PRSP রিপোর্ট দারিদ্র্যে জেন্ডার মাত্রা (Gender related dimensions of proverty) বিস্তারিত আলোচনা করে এবং নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ পেশ করে। সুপারিশগুলো হচ্ছে : বাজারকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাঃ গৃহস্থালি ও প্রজননমূলক ভূমিকা পালনে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা; নারীর জন্য অবকাঠামোগত সার্ভিস নিশ্চিত করা; উৎপাদন ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত অর্জন বৃদ্ধির জন্য নারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা; নির্ভরতা ও ঝুঁকির বিরুদ্ধে নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;আন্তর্জাতিক ফোরামে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ;নারী উন্নয়ন মনিটর ও মূল্যায়ন করার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করা। [৪৪]

(PRSP-poverty reduction strategy paper)-বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৫থেকে জুন ২০০৮পর্যন্ত।

৩.ঘ. নারী উন্নয়ন নীতি ঃ অনুচ্ছেদ-৮ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারী উন্নয়ন নীতিঃ

২০০৮ সালের এই নীতিমালায় দরিদ্র নারীদের উন্নয়নের দিকনির্দেশনা সংবলিত একটি নতুন উপধারা (ধারা-৯-এ) সংযোজন করা হয়েছে, যা বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনের "নারী ও দারিদ্র্য সংক্রান্ত রূপ রেখার সঙ্গে এবং পিআরএসপির মূল স্পিরিটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নীতিমালায় নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের স্বীকৃতি প্রদান এবং বৈষম্য দূর করার কথা বলা হয়েছে। সংসদে নারীর জন্য এক-

৪৩ [illegible]

৪৪ [illegible] পৃ.৩৫)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের উদ্যোগে নেয়ার কথা বলা হয়েছে (ধারা ১০.৫), যা নারী সংগঠনগুলোর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায়ে নারীর সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে। যা নারীর অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার পক্ষে ইতিবাচক। এটি বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশনের "নারী ও অর্থনীতি" শীর্ষক রূপরেখার অনুরূপ।

প্রশাসনসহ বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের পদে এবং নীতিনির্ধারণী পদে নারীর নিয়োগ, বিদেশের শ্রমবাজারে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ (ধারা ৯,১৪,৭) কর্মজীবী নারীর শিশুযত্নের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, মাতৃত্বকালীন ছুটি পাঁচ মাস করা (ধারা১২,১০) ইত্যাদি নতুন পদক্ষেপ কর্মক্ষেত্রে নারীর বর্ধিতহারে অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এগুলো নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডও সনদের ধারা ৪,৭ এবং ১১-এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এছাড়াও নীতিমালার বিভিন্ন ধারায় প্রতিবন্ধী নারীদের সহায়তা দান জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয় যুক্ত করা হয়েছে এবং জেন্ডার ইস্যুকে একটি ক্রস কাটিং ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যা সামগ্রিক বিচারে নারীর জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে বলে নারীসমাজের পক্ষ থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

এই নীতিমালার ত্রুটিসমূহ ঃ

১৯৯৭ সালের নীতিমালার ৭.২ ধারায় নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরি বিষয়াদি যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, তথ্য, উপার্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকার, সম্পদ,ঋণ, প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসহ ভূমির ওপর অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন, প্রণয়ন করার কথা বলা হলেও ২০০৮-এর নীতিতে 'পূর্ণ সুযোগ' এবং 'উত্তরাধিকার' ও 'ভূমির ওপর অধিকার' শব্দগুলো তুলে দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০০৪-এর নীতিতে এ তিনটি শব্দে সঙ্গে 'সম্পদ' শব্দটিও বাদ দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ এখন সম্পদে নারীর সমান সুযোগের বিষয়টি পূর্ণবহাল করা হলেও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পদে পূর্ণ বা সমান সুযোগ এবং ভূমির ওপর নারীর অধিকারের বিষয়টি চাপা পড়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৭-এর নীতিমালার ধারা ৮-এ বলা হয়েছে, 'রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হবে। ২০০৪ সালে সংশোধিত নারী উন্নয়ন নীতিমালার খসড়ায় এটি বাদ দেয়া হয়েছিলো এবং এবারের নীতিমালায় ও এটি রাখা হয়নি। ফলে এক্ষেত্রে বেসরকারি ও নারী সংগঠনসমূহের ভূমিকা খর্ব হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এছাড়া নীতিমালাটি বাস্তবায়ন কৌশলের ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি সংগঠনসমূহের মধ্যে যে সহযোগিতার (১৯৯৭, ধারা৭) কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, বর্তমান নীতিতে সেই ধারাটি বাদ দেয়া হয়েছে এবং অন্য ধারায় এটি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন কৌশল ও কর্মপদ্ধতি :

নারীর উন্নয়ন নীতিমালায় যেসব ক্ষেত্রে ইতিবাচক উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য কৌশল ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করাই এ মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ। যেমন নীতিমালার ১১ ধারায় নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা পূরণ করে সরকার ও প্রশাসনে নারীদের অংশগ্রহণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সেই কোটার ধারে কাছেও এখনো পৌঁছানো যায়নি। ফলে এ খাতে বাজেট বরাদ্দের সিংহভাগই চলে যায় পুরুষদের কাছে। তেমনি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় ৬০ শতাংশ নারী কোটার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এসব কারণে নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনো অনেকদূর পথ পাড়ি দিতে হবে।[৪৫]

নীতিমালায় সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার এবং ব্যবসায়ে নারীর সমান অংশগ্রণ ও অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে নারীর বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করলেই বাস্তবতাটি বোঝা যাবে। সম্পদে নারীর অধিকারের বিষয়টিই ধরা যাক। নীতিমালায় সম্পদে সমান সুযোগের কথা বলা হলেও উত্তরাধিকারের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। আমাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার মুসলিম নারীরা উত্তরাধিকার সূত্রে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক সম্পত্তি পায়, পক্ষান্তরে হিন্দু নারীরা প্রায় কিছুই পায় না। সংবিধানে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের কথা বলা হলেও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি হয় স্ব স্ব ধর্মভিত্তিক আইন দ্বারা, যা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

৪৫ (জাহানারা হক, জাতীয় উন্নয়নের প্রেক্ষিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, সংবাদ, ১০মে ২০০৮)

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ এসব আইন যতদিন পর্যন্ত পরিবর্তন বা সংস্কার করা না যাবে ততদিন পর্যন্ত সম্পদে ও উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমতা বা সমঅধিকারের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।[৪৬]

উল্লেখ্য এই বিষয়টি সিডও সনদের যে ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে তাতে দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষন আরোপ করে রেখেছে। দীর্ঘদিন ধরে নারী অধিকার সংগঠনগুলোর অব্যাহত দাবি সত্ত্বেও কোন সরকারই এ সংরক্ষণ বিলোপের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেয় নি। বাংলাদেশের মতো দেশে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তথা নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন অবশ্যই একটি জরুরি বিষয়। নীতিমালা প্রণয়নের মধ্য দিয়ে একটি ইতিবাচক প্রক্রিয়ার শুরু হয়েছে। এখন যত দ্রুত সম্ভব মাঠ পর্যায়ে এই নীতির বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়া দরকার।

নীতিমালায় বর্ণিত জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়াটিও সঠিকভাবে অনুসরণ করা জরুরি। এই নীতিমালাকে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় ও তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে কর্মসূচি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তাদের সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার ও ভাবনার কথা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।[৪৭]

৩.ঘ. জাতীয় বাজেট ও নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে আর্থিক স্বচ্ছলতা। একটি দেশের জাতীয় বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে এই স্বচ্ছলতা অর্জনের সুযোগ নারীদের কতটুকু রয়েছে। ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত 'জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট' শীর্ষক একটি আলাদা সেকশন রেখেছেন। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে নারীর জন্য চার মন্ত্রণালয়ের অধীনে বরাদ্দ ছিল মোট ৯ হাজার ৬৬০ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ, শিক্ষা, পরিবেশ ও বন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, মৎস্য ও প্রানী সম্পদ, ভূমি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সমাজ কল্যাণসহ দশটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নারী উন্নয়ন ও কল্যাণে মোট

[৪৬](সোলায় মুর্শিদ, সরকারকে নারীর পক্ষেই অবস্থান নিতে হবে, সমকাল, ৭ এপ্রিল ২০০৮)

৪৭(আইন ও সালিশ কেন্দ্র, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮: বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা চাই, প্রথম আলো ১৯এপ্রিল ২০০৮)

Dhaka University Institutional Repository

১২ হাজার ৫১৬কোটি ৭৬ লাখ বরাদ্দ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। নারী উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এবারের বাজেটে নারীকে কৃষির কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে এবং কৃষি খাতের অন্যতম উৎপাদক হিসেবে গণ্য করতে কৃষি খাতে সর্বমোট বরাদ্দের (৬ হাজার ৭৪২ কোটি ১২ লাখ টাকা) ২৬ দশমিক ৫৩ শতাংশ অর্থাৎ এক হাজার ৭৮৮ কোটি ৪৭ লাখ টাকা নারীদের কল্যাণে ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ের মোট উন্নয়ন বাজেটের ২৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ (৩০৯ কোটি ৪০ লাখ টাকা) এবং সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত ১০টি প্রকল্পের ৫০ দশমিক ২৬ শতাংশ (২৯০ কোটি ৪৭ লাখ টাাক) নারী উন্নয়নে বরাদ্দ দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

নতুন অর্থ বছরে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ ব্যাবস্থাপনা বিভাগের মোট বাজেটের (৪ হাজার ১৯৭ কোটি এক লাখ টাকা) ৭৭ দশমিক ৮৩ শতাংশ (৩ হাজার ২৬৭ কোটি এক লাখ টাকা) নারীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। এ খাতের শীর্ষ ৬ প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ২০৪ কোটি ৫৮ লাখ টাকা এবং এর মধ্যে ৯৩ কোটি ১৫ লাখ টাকা নারীর জন্য ব্যয় করা হবে।

এবারের বাজেটে নারী শিক্ষায় বড় ধরনের বিনিয়োগ করতে চায় সরকার। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের (৯হাজার ৮৮৫ কোটি ৩২ লাখ টাকা) ২৩ দশমিক ২৯ শতাংশ নারীর জন্য বরাদ্দ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। এর পরিমাণ ২ হাজার ৩০২ কোটি ৪১ লাখ টাকা।

এবারের বাজেটে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে নারীর জন্য ৫২৯ কোটি ৯০ লাখ টাকা, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৮০ কোটি ৮৯লাখ টাকা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২ হাজার ৬৩৪ কোটি ২৮ লাখ টাকা, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১০২ কোটি ৪৩ লাখ টাকা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে ৪২৬ কোটি ২৯ লাখ টাকা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৮২ কোটি ৭০ লাখ টাকা এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮০২ কোটি ৩৮ লাখ টাকা নারীর জন্য বরাদ্দ দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

এছাড়াও অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় নারীর ক্ষমতায়ন, নারী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ এবং কর্মজীবী মায়েদেরে জন্য ডে কেয়ার সেন্টারের গুরুত্ব তুলে ধরে নতুন বাজেটে

Dhaka University Institutional Repository

জেন্ডার সমতা বিধানের জন্য নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন কর্মসূচির বিপরীতে ১২৫ কোটি টাকার থেকে বরাদ্দসহ উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে ১ হাজার ২৪১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেন।[৪৮]

৩.ঙ. ১ নারীর বাজেট ঃ অগ্রাধিকারের বিষয়:

- এবারের বাজেটে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের কথাও বলা হয়েছে। তাছাড়া দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অর্থমন্ত্রী উন্মুক্ত পদ্ধতির কয়লাখনি করার ব্যাপারে গণসচেতনা সৃষ্টি, সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়নের উল্লেখ করে বাজেট বক্তৃতায় সরকারের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সত্যিকার অর্থে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে নারী সমাজ উপকৃত হবে।
- ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেটে প্রথম বারের মতো 'এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পূনর্বাসনে এবং মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান' তহবিল গঠন করা হয়েছে। এই খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৫ কোটি টাকা
- সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন খাতে ১৯ হাজার ৪৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের প্রায় ১৪.৮%।
- বয়স্ক ভাতার সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২২ লাখ ৫০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২৪ লাখ ৭৫ হাজার উন্নীত করা হয়েছে। যেখানে নারীরা ও সুবিধাভোগীদের আওতায় রয়েছেন।
- পূর্বে 'দরিদ্র মায়ের মাতৃত্বকালীন ভাতা' বাবদ বরাদ্দ ছিল ৩৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা। এ বাবদ ২০১০-১১ অর্থ বছরে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়ে ৪৩ কোটি ২০ লাখ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারীর জন্য দুস্থ ভাতার সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৯ লাখ ২০ হাজার। এই বাবদ বরাদ্দ ৩৩১ কোটি ২০ লাখ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ২০১০-১১ অর্থ বছরের বাজেটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিনিধি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিক ভাবে উইমেন এন্ট্রাপ্রেনিউরস ডেডিকেটেড ডেস্ক স্থাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

---

[৪৮] (তথ্য সূত্রঃ দৈনিক ভোরের কাগজ, ১১ জুন ২০১০)

Dhaka University Institutional Repository

- এসএমই-ই খাতে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, নারীর কর্মসংস্থানের জন্য ৩৪টি জেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সম্প্রসারণসহ বেশ কিছু ভালো উদ্যোগের কথা আছে।[৪৯]

৩.৬.২ নারীর জন্য বাজেট কিছু সুপারিশ :

- মন্ত্রণালয়ের আলাদা বাজেট বাস্তবায়নের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীলতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে এবং অন্য মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার ফোকাল পয়েন্টগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়েগুলোতে জেন্ডার মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে।
- নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের সমতা আনায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভাতা বরাদ্দ ছাড়াও আরও অনেক ধরনের রাজস্ব পদক্ষেপ, করনীতি ও বাণিজ্যনীতিতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।
- ২০১০-১১ অর্থ বছরের বাজেটে অর্থমন্ত্রী ১০টি মন্ত্রণালয়ের জন্য নারী উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ আলাদাভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এসব মন্ত্রণালয়/বিভাগের বরাদ্দে নারী উন্নয়নে বরাদ্দের হিসাব কীভাবে করা হয়েছে? বিভিন্ন প্রকল্পে নারীর উপর সম্ভাব্য কী প্রভাব রাখবে তার ভিত্তিতে, নাকি নারীবান্ধব প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নারী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অথবা অন্য কোন উপায়ে, এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া উচিত। এর পাশাপাশি আগের বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া খাতগুলোর ধারাবাহিকতা থাকা প্রয়োজন। সে বরাদ্দ কতটুকু নারী পেল, তারও মনিটরিং রিপোর্ট দেওয়া সরকারের কর্তব্য।
- নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আইনি সাহায্য প্রাপ্তিতে বরাদ্দ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে নারীর জীবনযাত্রায় যে কঠোর প্রভাব পড়বে তা রোধে প্রকল্প প্রণয়ন, এসিড দগ্ধ নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্পে নারীর অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলোতে বাজেট বরাদ্দ ও মনোযোগ বাড়ানো উচিত ছিল।
- নারী দুস্থ-এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বের হয়ে নারীর সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য বরাদ্দ তেমন একটা নেই। তাই স্থানীয় ও জাতীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, শিল্পোদ্যোগ প্রভৃতির মাধ্যমে নারীর

৪৯ (তথ্য সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১১ জুন ২০১০)

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতায়নের মাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারীর জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ আরও জোরদার করা দরকার। আর সে লক্ষ্যে অধিকতর বরাদ্দ প্রয়োজন।

৩.চ বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত ছিল না। নারী ইস্যু এসেছে কেবল মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পূণর্বাসনের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ খাতের অধীনে।[৫০]

১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক বিভাগ নামে একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এ বিভাগ নারীদের জন্য জাতীয় মহিলা একাডেমী, মহিলা উন্নয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং ঢাকা কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কোনটিই বাস্তবায়িত হয়নি। পরে আরো দুটি নতুন নারী উন্নয়ন প্রকল্প সংযোজন করে সব প্রকল্পগুলো ১৯৭৮-৮০ সালে অন্তবর্তীকালিন দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময়ে নারী ইস্যুকে কল্যাণমূলক থেকে উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে রূপান্তরের ক্ষীণ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ দিকে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে মহিলা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা পরবর্তীতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়।[৫১]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পকিল্পনায় (১৯৮৫-৯০) নারী উন্নয়নের বিষয়টি স্থান পায় এবং বিশেষ ও পৃথক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) প্রথমবারের মত 'মূলধারা', এবং 'লিঙ্গ' এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ধারায় নারীদের নিয়ে আসা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে গৃহীত হয়। (Rounaq Jahan, The Exclusive Agenda: Mainstreaming women in Development,Dhaka: University press limited,1945,p-26) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী

---

৫০ (নাজমা চৌধুরী, "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণঃ বাস্তবতা ও দার্শনিক ভাবনা", নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত' নারী ও রাজনীতি', ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪, পৃ১৫)
৫১ নাহিদ রহমান ,জেন্ডার প্রসঙ্গ,স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট,১৯৯৮,পৃ-১৫)

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) অন্যতম লক্ষ হচ্ছে উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করা।[৫২]

উপরোক্ত পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথম পরিকল্পনায় নারীদের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকাই ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে নারীদের মূল ধারায় আনার জন্য পারবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহের নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পূর্ব শর্ত হচ্ছে মুক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ, এজন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা। পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানাবিধ প্রকল্প ও কার্যক্রম গৃহীত হয়। যা পরোক্ষভাবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিকাশে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

৩.ছ রাজনীতিতে নারী : বৈশ্বিক চালচিত্র

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মহিলাদের সংসদের গড় শতকরা হার ১১.৪%। পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ায় সংসদ সদস্য পদে নারীর সংখ্যা কমে গেছে। ইউরোপের দেশ সমূহে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের হার সবচেয়ে বেশী। ইউরোপের উত্তরের দেশগুলো বিশেষ করে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশগুলোতে এ হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের হার ১৮.৫%।

রুয়ান্ডার পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিত্বের হার সবচেয়ে বেশী ৫৬%।[৫৩] জাতিসংঘের ইন্টার পার্লমেন্টারী ইউনিয়নের ১৮৭টি দেশের মধ্যে রুয়ান্ডার অবস্থান ১৮৬। ১৯৯৫ সালের গোড়ার দিকে সমান সংখ্যক নারী-পুরুষ নিয়ে বিশ্বে সুইডেনেই প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করে।[৩৭] ১৯৯৯ সালে সুইডেনের আইনসভায় নারী সদস্যের হার ছিল ৪৩%। যুক্তরাজ্যে ২২%, দক্ষিন আফ্রিকা ৩০%, ভিয়েতনাম ২৬%, মেক্সিকো ১৭%, যুক্তরাষ্ট্র ১৩%, ফিলিপাইন ১২%, ভারত ৯%, ব্রাজিল ৬%, কেনিয়া ৪%, ইজিপ্ট ২% সংসদীয় আসন মহিলারা লাভ করেছে।[৩৮] জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুসারে সমস্ত স্তরে অন্তত ৩০ শতাংশ নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পেরেছে শুধুমাত্র নরডিক দেশসমূহ। এদের মধ্যে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিত্বের হার ফিনল্যাণ্ড ৩৯%, নরওয়ে ৩৯%, ডেনমার্ক ৩৩%। উন্নয়নশীল ৫৫টি দেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের হার ৫ শতাংশ বা তারও কম। ব্যতিক্রম

---

[৫২] শাহীন রহমান,প্রাগুক্ত,পৃ২২

৫৩(ইন্টারনেট-জুন,২০১০)

Dhaka University Institutional Repository

শুধু কিউবা ২৩%, চীন ২১% এবং উত্তর কোরিয়া ২০%। ১৯৯০-এর শেষে ১৫৯টি দেশের মধ্যে মাত্র ৬টি দেশের জাতিসংঘ প্রতিনিধি প্রধান ছিল নারী। জাতিসংঘের ৫জন উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের মধ্যে ১ জন মাত্র নারী।[৫৪]

সুইডেনে সকল দলে কমপক্ষে ৪০% মহিলা সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Governess Bodies) কমিটিতে আছে এবং অষ্ট্রেলিয়া(জুলিয়া গিলার্ড,২৪জুলাই,২০১০) আইসল্যান্ড এবং নিউজল্যাণ্ডে মহিলা নেতৃত্বে রয়েছেন। নরওয়ের ৩টি বড় দলের নেতৃত্বে রয়েছেন মহিলা এবং অন্য দলগুলোতেও সর্বোচ্চ নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা রয়েছেন। কোটা পদ্ধতির কারণে জার্মানীর গ্রীণ দল, নিউজল্যাণ্ড, সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ডে মহিলা ও পুরুষের বেলায় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সমান অধিকার রয়েছে। জিম্বাবুয়ে ৩০% মহিলা কেন্দ্রীয় কমিটিতে আছে, নিকারাগুয়ায় ২০%-৩০% দলীয় নেতা মহিলা। দলে মহিলা সদস্য ৩০%-৫০% রয়েছে-অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, ডোমিনিকা, ফিনল্যাণ্ড, গ্যাবন, গ্রীস, আইসল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ইতালি, জাপান, কেনিয়া, লুক্সেমবার্গ, মাল্টা, নিউজিল্যাণ্ড, পানামা, গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া, সুইডেন ও যুক্তরাজ্যে।

৩.জ বিশ্বে বর্তমান রাষ্ট্রীয় কর্ণধার

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে সরকারের সিদ্ধান্তগ্রহণের চারটি উচ্চ পর্যায়ে ইউরোপে ১৫ শতাংশ, ল্যাটিন আমেরিকায় ১৪ শতাংশ আফ্রিকায় ৭.৫ শতাংশ এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে মাত্র ৫.৪ শতাংশ মহিলা রয়েছে । বিশ্ব পরিসংখ্যানে মাত্র ৯ শতাংশ মহিলা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতায়িত হয়েছে। এমনকি জাতিসংঘেই ১৮৫টি সদস্য রাষ্ট্রের স্থায়ী সদস্য পদে মাত্র ৮জন মহিলা নিযুক্ত রয়েছেন। আর এ যাবৎকালে বিশ্বের ইতিহাসে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান হতে পেরেছেন ৪৫ জন নারী। (জুন ২০১০)

---

৫৪ (মাসিক কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স জুন, ২০১০)

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে বর্তমান রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের (নারী) নাম তুলে ধরা হলোঃ

বর্তমান বিশ্বের ক্ষমতাসীন নারী প্রেসিডেন্ট ঃ

১।	গ্লোরিয়া ম্যাকাপাগাল অ্যারোইয়া	-	ফিলিপাইন
২।	তারজা ক্যারিনা ম্যালোনেন	-	ফিনল্যান্ড
৩।	মেরি প্যাট্রিসিয়া ম্যাকঅ্যালেস	-	আয়ারল্যান্ড
৪।	মিশেল বাশেলেট	-	চিলি
৫।	এ্যালেন জনসন সারলিফ	-	লাইবেরিয়া
৬।	ভায়রা বাইক ফ্লাইবার্গা	-	লাটভিয়া
৭।	প্রতিভা পাতিল	-	ভারত
৮।	ক্রিস্টিনা ফার্নান্দেজ ডি ক্রিশনার	-	আর্জেন্টিনা
৯।	ডালিয়া গ্রিবাইস্কাইতে	-	লিথুনিয়া
১০।	লরা সিনসিলা	-	কোষ্টারিকা ৮মে, ২০১০
১১।	জুলিয়া গিলার্ড	-	অষ্ট্রেলিয়া

বর্তমান বিশ্বের ক্ষমতাসীন নারী প্রধানমন্ত্রী

১।	শেখ হাসিনা	-	বাংলাদেশ
২।	লুইসা দিয়াগো	-	মোজাম্বিক
৩।	পোর্টিয়া সিম্পসন মিলার	-	জ্যামাইকা
৪।	মারিয়া ডি কারমো সিলভেইরা	-	সাওটোম
৫।	হান মিউং সুক	-	দক্ষিন কোরিয়া
৬।	ইয়াড্রাংকা কসোর	-	ক্রোয়েশিয়া
৭।	এঞ্জেলা মার্কেল	-	জার্মানির চ্যান্সেলর (প্রধান মন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন)
৮।	কমলা প্রসাদ বিশ্বেশ্বর (২৪মে ২০১০)	-	ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো
৯।	মারি জোয়ান্না কিভিনিয়েমি	-	ফিনল্যান্ড

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও আরো অনেক ক্ষেত্রে নারীরা নেতৃত্বের পর্যায়ে রয়েছেন। যেমন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নকক্ষের প্রথম নারী স্পিকার ন্যান্সি পোলোসিও (অষ্টম)। যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সে ২০১০ সালে উপমহাদেশের পাঁচ নারী সদস্য নির্বাচিত হন। এরা হচ্ছেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত শাবানা মাহমুদ ও ইয়াসমিন কোরেসি, বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত রুশনারা আলী, ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রীতি প্যাটেল ও ভ্যালেরি ভাজ। দক্ষিন এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা SAARC- এর প্রথম নারী ও দশম মহাসচিব হতে যাচ্ছেন মালদ্বীপের ফাতিমা দিয়ানা সাঈদ। তিনি ১ মার্চ ২০১১ সালে মহাসচিব নিযুক্ত হবেন।

৩.ঝ.১ জাতিসংঘের সার্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার সনদ :

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ সভার তৃতীয় অধিবেশনে অনুমোদিত মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণা পত্রেও নারীর রাজনৈতিক অধিকারের কথা বিধৃত রয়েছে।[১১৭] উক্ত সনদের কয়েকটি অনুচ্ছেদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়–

অনুচ্ছেদ -১ : সকল মানুষ স্বাধীন প্রাণীরূপে এবং সম মর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে। তারা বিচার বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী এবং তাদের উচিত ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে পরস্পরের সাথে আচরণ করা।

অনুচ্ছেদ -২ : জাতি, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোন প্রকার মতাদর্শ জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি অথবা অন্য যে কোন মর্যাদার ভিত্তিতে কোন রূপ ভেদাভেদ ব্যতীত প্রত্যেকেই এই ঘোষণায় উল্লেখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী।

অনুচ্ছেদ -৩ : প্রত্যেকের জীবন, স্বাধীনতার এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ -২০(১) : প্রত্যেক ব্যক্তির শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়া ও সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ -২৩ (১) : প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার, স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচনের অধিকার, ন্যায় ও সন্তোষজনক কর্মের শর্ত এবং বেকারত্বের বিরুদ্ধে রক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ -২৮ : এই ঘোষণায় বর্ণিত অধিকার স্বাধীনতা সমূহ পূর্ণ বাস্তবায়নের উপযোগী সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতি লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে।

মানবাধিকার সনদের উপরোক্ত অনুচ্ছেদ সমূহের বিশ্লেষণের দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, সমাজে রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে এবং সমাজে নারীদের সংগঠন করার অধিকার তথা রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই মানবাধিকার সনদের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারীর রাজনৈতিক জীবন ধারা ও অধিকার বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহে জোর দেয়া হয়েছে।

⇒ সকল পর্যায়ে, যে কোন প্রকার নির্বাচনে নারীর অবাধ ভোটাধিকার প্রধানের সুযোগ ও অধিকার থাকতে হবে।

⇒ সরকারী নীতি নির্ধারণীতে ও সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যক্রমের নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

⇒ বেসরকারী ও এন,জি,ও পর্যায়ের সকল কর্মকান্ডে নারীর পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে নিজ নিজ দেশের নারী প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

বাংলাদেশ এই সনদে স্বাক্ষরদানকারী দেশ হিসেবে সনদ অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ।

৩.ঝ.২ জাতিসংঘ সনদের আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ

আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্পর্কিত জাতিসংঘ সম্মেলন সমাপ্তির পর ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সানফ্রান্সিসকো নগরীতে জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর তা কার্যকরী হয় ।এই সনদেও নারীর অধিকার তথা রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের উপর জোর দেয়া হয়েছে । এই সনদের কয়েকটি ধারা নারীর অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ। ধারা (১৩)(১)এর (খ)অনুচ্ছেদে বলাহয়েছে "অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রী-পুরুষ,ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক অধিকার বা মৌল স্বাধনীতাসমূহ অর্জনে (সাধারণ পরিষদ পর্যালোচনা বা সুপারিশ করবে)সহায়তা দান।"

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ৫৫এ বলা হয়েছে "জাতিসংঘের দায়িত্ব হচ্ছে (গ) জাতিগোষ্ঠী ,স্ত্রী-পুরুষ 'ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার ও মৌলিক অধিকার সমূহ সংরক্ষিত ও সার্বজনীন মর্যাদা অর্জন করা ।"

উপরোক্ত জাতিসংঘের সনদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ,নারী-পুরুষের মধ্যে সমধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর যথাযথ অধিকার অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।এই সমধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে বাধা দিলে চলবেনা।তাই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে ।তাই জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী এ পর্যন্ত নারীর অধিকার তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অনেকগুলো কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

৩.ঝ.৪.জাতিসংঘের নারী বিষয়ক কার্যক্রম এক নজরে জাতিসংঘের নারী কার্যক্রমের ৫০বছর:১৯৪৫-১৯৯৫

১৯৪৫:জাতিসংঘ সনদে নারী-পুরুষ ধর্ম,বর্ণও ভাষা নির্বিশেষে সবার সমধিকারের নীতি ঘোষণা।

১৯৪৬:জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে নারী মর্যাদা সংক্রান্ত কমিশন গঠন ।

১৯৫২:বিবাহিত মহিলাদের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত ঘোষণা ।

১৯৬২:বিবাহে সম্মতি সম্পর্কিত ঘোষণা।

১৯৬৭: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত ঘোষণা অনুমোদন।

১৯৭৫: জাতিসংঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ পালন ।জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৯৭৬-৮৫ সালকে জাতিসংঘ নারী দশক ঘোষণা।

১৯৭৯: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদ অনুমোদন।

১৯৮০ : ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নারী সম্মেলনে জাতিসংঘ মহিলা দশকের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন।

১৯৮১ : নারীর প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদ কার্যকর করা।

১৯৮২ : নারী প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কমিটির (সিইডিএডব্লিউ) কাজ শুরু।

১৯৮৫ : কেনিয়ার নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে ২০০০ সাল নাগাদ নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে দূরদর্শী নীতি-কৌশল অনুমোদন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ : নারীর মর্যাদা সংক্রান্ত কমিশন কর্তৃক নাইরোবী সম্মেলনের দূরদর্শী নীতি ও কর্মকৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা শুরু।

১৯৯৩ : অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনায় বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনে নারী অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতিদান এবং নারী নির্যাতন সংক্রান্ত এক জন বিশেষ যোগাযোগ রক্ষাকারী কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ। সাধারণ পরিষদে নারী নির্যাতন নির্মূল সংক্রান্ত ঘোষণা অনুমোদন।

১৯৯৪ : চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের জন্য আঞ্চলিক প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়া; ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রিয়া, জর্দান ও সেনেগালে আঞ্চলিক বৈঠকে অনুষ্ঠিত। মিশরের কায়রোতে আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনে সমস্ত উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে নারী স্বাধীনতা সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ।

১৯৯৫ : ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে বিশ্ব সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলনে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং সামাজিক সংহতি সম্পর্কিত সমস্যা বিমোচনে মহিলাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এবং চীনের বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন।

উপরোক্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে পরিদৃষ্ট হয় যে, জাতিসংঘ সর্বদাই নারী পুরুষ বৈষম্য নিরসনে সচেষ্ট এবং এ জন্য নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, ভোটাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

৩.ঝ.৪. জাতিসংঘ বিশ্ব নারী সম্মেলন :

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে নারীর মুক্তি, অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে আন্দোলন হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে নারীরা জাতিসংঘের সহযোগীতা পেয়েছেন। ১৯৪৫ সালে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা নীতিমালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক সনদ গৃহীত হয়। ১৯৪৬ সালে নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রসারের উদ্দেশ্যে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে এক ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে বলা হয়েছিল যে, নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত সকল সংস্থায় নারীর ভোটদান ও নির্বাচনের অধিকার এবং সরকারি যে কোনো দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকবে। ১৯৬২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বিবাহে সম্মতি, বিবাহের নূন্যতম বয়সসীমা এবং বিবাহ রেজিষ্ট্রিকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন অনুমোদন করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন গৃহীত হয় নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিলোপ সাধন বিষয়ক ঘোষণাপত্রটি। উক্ত ঘোষণাপত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যকে ন্যায়সঙ্গতভাবে 'মানবিক মর্যাদার বিরুদ্ধে মহা অপরাধ' বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের নারীদের অবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের ২৫তম অধিবেশনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হয় এবং আলোচ্য দলিলটির খসড়া প্রণয়ন ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া স্থিরকৃত হয়। উক্ত কমিশনের অধিবেশনের গৃহীত দলিলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধির দ্বারা মাতৃত্ব রক্ষা, সমান কাজে সমান মজুরী, নারীর শ্রমরক্ষা, শিশুর নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘের ঘোষিত নারীবর্ষকে (১৯৭৫) সামনে রেখে দেশে দেশে নারী সমাজের প্রতি প্রদর্শিত বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নারীর স্বার্থে নতুন নতুন আইন তৈরির তৎপরতা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। দীর্ঘ তিন শতকের উপলব্ধিকে সামনে রেখে জাতিসংঘের নানাবিধ পদক্ষেপের পরেও ফলালাভের কেন্দ্র আশানুরূপ সাফল্য লাভে ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীবর্ষ ঘোষণার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল জাতিসংঘ।

৩.ঞ. গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঃ

এছাড়াও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যা নিম্নে আলোচিত হলোঃ-

৩.ঞ.১. মেক্সিকো সম্মেলন (১৯৭৫)

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে 'সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি'- এই শ্লোগান ঘোষিত হয়। এই সম্মেলনে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা' (The World Plan Action) গৃহীত হয়। মেক্সিকো ঘোষণায় প্রারম্ভে স্বীকার করা হয় যে, বিশ্বব্যাপী নারীরা নির্যাতিত। এটি নির্যাতনকে অসমতা এবং অনুন্নয়নের সমস্যার সাথে সম্পর্কিত করে এবং নারীদেরকে যে কোনো ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানায়।[৫২]

---

[52] Jahanara Huq et.al,Beijing process and followup ,Bangladesh perspective,women for women ,1997,14-16)

Dhaka University Institutional Repository

মেক্সিকো সম্মেলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যার প্রধান কয়েকটি হলো ঃ

ক. আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের (১৯৭৫) উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা (The World Plan Action) অনুমোদন করা।

খ. ১৯৭৬-৮৫ সময়কে জাতিসংঘের নারী দশক ঘোষণা করা।

গ. নারী দশকের জন্য সেবামূলক তহবিল প্রতিষ্ঠা।

ঘ. নারীবিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু আলোচনা ও গবেষণা করার জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা-যায় নাম দেয়া হয় United Nations International Research and Training Institute for the Advancement Women (INSTRAW) .

- মেক্সিকো সম্মেলনটি নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সার্বিক ক্ষমতায়নের উপর সারা বিশ্বে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৩.ঞ.২ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ :

১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা (সিডও)। বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপ, নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন এবং সাধারণ পরিষদের মধ্যে পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার সফল, পরিণতি ছিল এই সনদ। সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক, নাগরিক ইত্যাদি সকল বিষয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সেই সাথে জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করে বৈষম্যমূলক আচরণ অবসানের জন্য সনদে আহবান জানানো হয়েছে। এছাড়া কনভেনশনে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা স্থাপন দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য এবং প্রচলিত যেসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা বৈষম্যকে স্থায়ী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, সেগুলো পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।[৫৩]

অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে এই সুপারিশমালায় রয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর সমান অধিকার, শিক্ষার সমান সুবিধা ও পাঠ্যক্রমে অনুসরণে সমান সুযোগ, নিয়াগ ও বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা এবং বিবাহ ও মাতৃত্বের ক্ষেত্রে চাকুরির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। সনদে পারিবারিক

---

53 (জাতিসংঘ। নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ,ইউনিসেফ,১৯৭৯)

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে নারীর পাশাপাশি পুরুষের সমান দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সিডও সনদে রয়েছে মোট ৩০টি ধারা। ১ থেকে ১৬ ধারা নারী পুরুষের সমতা সংক্রান্ত, ১৭ থেকে ২২ ধারা সিডওর কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক, এবং ২৩-৩০ ধারা সিডওর প্রশাসন সংক্রান্ত। সনদে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে।

> " নারীর প্রতি বৈষম্য অধিকারের সমতা ও মানব মর্যাদার প্রতি সম্মানের নীতির লংঘন ঘটায়: নিজ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুরুষের মত সমান শর্তে নারীর অংশ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; সমাজ ও পরিবারের সমৃদ্ধি বিকাশ ব্যহত করে এবং নিজ দেশ ও মানবতার সেবায় নারীর সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ আরও কঠিন করে তোলে।"

এ সনদের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূরীভূত হবার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নব ধাপের সূচনা হয় বলে এ সনদকে অবহিত করা যায়।

৩.ঞ.৩. কোপেনহেগেন সম্মেলন (১৯৮০)

এই সম্মেলনে ১৯৭৫ সালের প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত বিশ্ব কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। সম্মেলনে নারী দশকের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি শীর্ষক কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। কোহেনহেগেন সম্মেলনের উপবিষয় ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান।

কোপেনহেগেন সম্মেলনের মূল প্রস্তাবসমূহ ছিল নিম্নরূপ।

১) জাতিসংঘের নারী দশকের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

২) পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্পে নারীর স্বার্থ নিশ্চিত করতে হবে।

৩) উন্নয়নে নারীদের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য যথার্থ প্রশাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪) নারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দাতা এবং গ্রহীতা দেশগুলো যেন সর্তক দৃষ্টি রাখে তা নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫) তথ্য, শিক্ষা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় উপায় যোগানোর মাধ্যমে পারিবারিক আয়তন নির্ধারণ করার অধিকার দিতে হবে।

৬) জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ইনপুট দিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সমতা আনতে হবে।

৭) নারীদের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩.ঞ.৪. নাইরোবি সম্মেলন (১৯৮৫)

জাতিসংঘ নারীদশকের (১৯৭৬-৮৫) শেষ প্রান্তে তৃতীয় নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নাইরোবিতে। এর উদ্দেশ্য ছিল নারী দশকের বিষয়বস্তু 'সমতা, উন্নয়ন এবং শান্তি' কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করা। এই সম্মেলন ২০০০ সাল নাগাদ নারী উন্নয়নের জন্য নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশললসমূহ (The Nairobi forward-looking strategies for the advancement of women) গৃহীত হয়। এতে লিঙ্গীয় সমতা, নারীর ক্ষমতা, মজুরিযুক্ত কাজের অগ্রগতি, নারীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা,উন্নত শিক্ষার সুযোগ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়।

উক্ত ঘোষণার বিভিন্ন অংশ হিসেবে রয়েছে, যেমন : নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলের পটভূমির; সমতা; উন্নয়ন ও শান্তি; বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগীতা। বিশেষ বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ১৪টি অবহেলিত গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়েছিল যেমন, (১) খরায় আক্রান্ত, (২) শহরের দরিদ্র নারী, (৩) বৃদ্ধ নারী, (৪) যুবতী নারী, (৫) অপমানিত নারী, (৬) দুঃস্থ নারী, (৭) পাচার এবং অনিচ্ছাকৃত পতিতাবৃত্তির শিকার নারী, (৮) জীবিকা অর্জনের সনাতন উপায় থেকে বঞ্চিত নারী, (৯) পরিবারের একক উপার্জনশীল নারী, (১০) শারীরিক এবং মানসিকভাবে অক্ষম নারীর, (১১) বিনা বিচারে আটক নারী, (১২) শরণার্থী এবং স্থানচ্যুত নারী ও শিশু, (১৩) অভিবাসী নারী, (১৪) সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী নারী।

নারীর অগ্রগতির পথে বাধা সমূহ দূর করার সুস্পষ্ট পদক্ষেপের কথা নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলে বর্ণিত আছে যার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৮৬-২০০০ সাল পর্যন্ত। এই দলিলটি তৈরি করা হয়েছে সমতা নীতির ভিত্তিতে যা সমর্থিত হয়েছে জাতিসংঘ সনদ, সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা,

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিল এবং নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদে।

৩.ঞ.৫ নারী এবং পরিবেশের উপর জাতিসংঘ সম্মেলন : রিওডিজেনেরো (১৯৯২)

এ সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হচ্ছে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং তারা হচ্ছে সবচাইতে দরিদ্র। সুতরাং ঘুর্ণিঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত পরিবেশ বিপর্যয়ের সময় তারাই সবচাইতে দুর্ভোগের শিকার হন। এই কারণেই নারীর জীবন খাদ্য, জ্বালানী, পানি,, আশ্রয়সহ প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তারা শুধু ভোক্তা হিসাবেই প্রকৃতির সাথে জড়িত নন, পরিবেশগত সম্পদের উৎপাদক এবং ব্যবস্থাপক হিসাবেও সম্পর্কিত। সুতরাং উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা অথবা যে কোন বিষয়ের জন্য কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন, পরিবেশ এবং নারী বিষয়টি পারস্পরিক সম্পর্কিত। এ সম্মেলনে রাষ্ট্রসমূহের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল।

৩.ঞ.৬ জাকার্তা ঘোষণা (১৯৯৪) এবং কর্মপরিকল্পনা

১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় এশীয় এবং প্রশান্ত মহাসগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল নারীর অগ্রগতির জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহ বাস্তাবায়িত হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা ও মুল্যায়ন করা এবং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি নেয়া। এই সম্মেলনের মাধ্যমে নারীর অগ্রগতির উপর বিশ্বব্যাপী এবং আঞ্চলিক পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা গেছে ১৯৮৫ সাল থেকে নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশল গৃহীত হবার পর অনেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা নারীর উপর নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় প্রভাব ফেলেছে। এই সম্মেলনে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই কর্ম-পরিকল্পনা ১৪টি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়েকে চিহ্নিত করে যেমনঃ নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে সুযোগ এবং অংশগ্রহণে নারীর অসমতা, পরিবেশ এবং জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থপনায় নারীর ভূমিকা এবং গুরুত্বের স্বীকৃতির অভাব, ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগের অভাব, নারীর মানবিক

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার খর্ব, স্বাস্থ্য সেবার সুযোগের অভাব এবং অসমতা, গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক চিত্র, নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদ্ধতির অভাব, শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর ভূমিকার স্বীকৃতির অভাব ইত্যাদি।

৩.ঞ.৭ আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মলন ১৯৯৪ঃ

১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয় জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন। কায়রো সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে স্থিতিশীল রাখা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ ও অপুষ্টির জন্য দায়ী। সম্মেলনের রিপোর্ট ব্যাখ্যা করে যে পরিবারের আয়তন সীমাবদ্ধ রাখতে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারীরা সবসময় কমসংখ্যক শিশু চায়, কারণ তারাই এতে সরাসরি ভুক্তভোগী। সম্মেলনে সবাই একমত হন যে, সবচাইতে প্রয়োজন হচ্ছে দায়িত্বশীল যৌন আচরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ঠিক রাখা এবং গর্ভধারণ, অনিরাপদ গর্ভপাত এবং যৌনবাহিত রোগ থেকে কম বয়সীদের রক্ষা করা ।

তবে যৌনতা এবং প্রজনন, স্বাস্থ্য বিষয়, বয়োঃসন্ধিকালে যৌন শিক্ষা ও সেবা এবং গর্ভপাত সম্মেলনের সবচাইতে বিতর্কিত বিষয় ছিল। বেশ কিছু মুসলিম দেশ ও ক্যাথলিক পন্থীগণ সম্মেলনের খসড়া কর্মপরিকল্পনার কিছু সুপারিশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। জাতিসংঘ এবং ধর্মীয় গ্রুপের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে। অবশেষে কিছু আপত্তি সত্ত্বেও সম্মেলনে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনায় নারীদেরকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে রাখা হয়।

৩.ঞ.৮ সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব সম্মেলন (১৯৯৫)

সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১১৭টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন এবং এর উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ, পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জন এবং নিরাপদ ও যথার্থ সমাজ নির্মাণ।বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতির মাঝে অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল নারী পুরুষের মধ্যে সমতা আনয়ন। এই সম্মেলনেও একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৩.এ.৯ বেইজিং সম্মেলন (১৯৯৫):

নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে বেইজিং সম্মেলন। ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের আয়োজনে সর্ববৃহৎ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১৮৯টি দেশ অংশগ্রহণ করে। বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নের সামগ্রিক রূপরেখা হিসেবে একটি কর্ম-পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই কর্ম-পরিকল্পনা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, নাইরোবি কর্ম কৌশল, জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তগুলোকে সমর্থন করে। বিগত বছরগুলোতে জাতিসংঘ আয়োজিত শিশু পরিবেশ, মানবাধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে বিশ্ব সম্মেলনে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়েছে বেইজিং কর্ম-পরিকলল্পনা। আরো গুরুত্ব দিয়েছে বিশ্ব আদিবাসী আন্তর্জাতিক বর্ষ, আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষ, সহনশীলতার জন্য জাতিসংঘ বর্ষ, গ্রামীণ নারীর জন্য জেনেভা ঘোষণা এবং নারী নির্যাতন বন্ধ সংক্রান্ত ঘোষণার প্রতি। বেইজিং ঘোষণায় বলা হয়েছে ২০০০ সালের মধ্যে নাইরোবি অগ্রমুখী কর্ম-কৌশলের লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়টি। বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন এক অন্যতম এজেন্ডা। নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে নাইরোবি অগ্রমুখী কর্মকৌশল দ্রুত বাস্তবায়িত করাই এর লক্ষ্য । বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনা স্পষ্ট করে দেখিয়েছে যে নারীর অধিকার, সমতা ও উন্নয়নে বাধা আছে বহু রকমের। ৩৬২ প্যারাগ্রাফসমৃদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা বা 'প্লাটফরম ফর এ্যাকশন' ১২টি বিষয়কে নারী প্রগতি ও উন্নয়ন সমতার বাধা হিসেবে বিবেচনা করে তা থেকে উত্তরণের কৌশল ও সরকারি-বেসরকারি স্তরে সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয় নির্দিষ্ট করেছে। বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছেঃ (১) নারী ও দারিদ্র্য , (২) নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, (৩) নারী ও স্বাস্থ্য , (৪) নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, (৫) নারী ও সশস্ত্র সংঘাত, (৬) নারী ও অর্থনীতি, (৭) ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী, (৮) নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, (৯) নারীর মানবাধিকার, (১০) নারী ও তথ্যমাধ্যম, (১১) নারী ও পরিবেশ এবং (১২) মেয়ে শিশু। [৫৪]

---

[৫৪] (জাতিসংঘ চতুর্থ নারী সম্মেলন,ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ)

Dhaka University Institutional Repository

৩.ট. বৈশ্বিক পর্যায়ে নারী উন্নয়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উন্নয়নের ক্রমবিকাশ ও উদ্যোগসমূহ ঃ

নিম্নে বৈশ্বিক পর্যায়ে নারী উন্নয়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উন্নয়নের ক্রমবিকাশ ও উদ্যোগসমূহ উল্লেখ করা হলো ঃ

বিশ্বজুড়ে নারী উন্নয়নের ধারণাটির উপলব্ধি,তাৎপর্য এবং বিস্তৃতি একদিনের কোন একটি ঘটনা নয়। বরং বৈষম্য ও বঞ্চনার সম্মিলিত উপলব্ধির মাধ্যমে এই দেশকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বধারার নিরিখে নারী অধঃস্তনতার সার্বিক কারণগুলো একাধিক ঘটনার মাধ্যমে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান নানা ধরনের নারী আন্দোলনের প্রভাবে নারীর সামগ্রিক পশ্চাৎপদতার মূল উৎস খুঁজে বের করার প্রয়াস তাই শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায়'৯০-এর দশকে এবং একবিংশ শতাব্দীতে অতীতে নারী উন্নয়নের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি নয়া নারী উন্নয়নের পথ উন্মোচনের সন্ধান দেয়। যার অন্যতম লক্ষ্য নিছক নারী উন্নয়ন নর-নারী ও পুরুষের অসম সম্পর্ক উন্নয়ন ও সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীকে আর সমস্যা হিসেবে নয় বরং সমস্যা সমাধানের কারক রূপে চিহ্নিত করে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় সম অংশগ্রহণ সর্বোপরি বৈষম্যমূলক সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ামকসমূহ দূরীকরণপূর্বক পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন যেখানে নারী ও পুরুষ সমাজে উভয়ই সমভাবে অধিষ্ঠিত হবে এমন একটি অবস্থান্তর।

নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির পিছনে যেসব ঘটনাবলী সহায়তা করেছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখ কর হলো [১৩৪]

- ১৮৪৮ সালের ১৯শে জুলাই নারীবাদীদের উদ্যোগে নিউইয়র্কের মেনেকা ফলস ও বিশ্বের প্রথম নারী অধিকার সম্মেলন।
- ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে একটি সূচ কারখানায় মহিলা শ্রমিকগণ মানবেতর পরিবেশ, অসম মজুরী, কর্মঘন্টা ইত্যাদির বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করে এবং প্রতিবাদের উপর পুলিশী নির্যাতন।

Dhaka University Institutional Repository

- ১৮৬০ সালের ৮ই মার্চ পুলিশী নির্যাতনকে স্মরণ রেখে মহিলারা একত্রিত হয়ে মহিলা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে।
- ১৯০৫ -১৯০৭ সাল পর্যন্ত মহিলা শ্রমিকগণ রাশিয়ার জার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।
- ১৯০৮ সালের ৮ই মার্চ পোষাক ও বস্ত্র শিল্পের মহিলা শ্রমিকগণ পরিবেশ উন্নতকরণ শিশুশ্রম বন্ধ, কাজের সময়হ্রাস, ভোট প্রদানের অধিকারের দাবীতে প্রতিবাদ মিছিল করে।
- ১৯১০ সালের ৮ই মার্চ ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে জার্মানীর মহিলা নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিসব হিসেবে পালনের ঘোষণা দেন। বস্তুতঃ দেখা যায় যে বিশ্বজুড়ে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত নারীবাদী আন্দোলন ও শ্রমজীবী নারী আন্দোলন হাত ধরাধরি করে চলেছে।
- ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৬ সালে Commission of the Status of women (CSW) প্রতিষ্ঠিত হয়। যা নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।
- ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর অধিকারকে মানবাধিকার বলে ঘোষণা করে। এ ঘোষণায় বলা হয়েছে সকল মানুষ সমভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উল্লেখিত অধিকারসমূহ ভোগ করার অধিকার আছে।
- ১৯৫২ সালে সিএসডব্লিউ মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার, ভোট প্রদানের অধিকার,দাপ্তরিক কাজ করার অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন আহবান করে।
- ১৯৫৭-১৯৬২ সালের কনভেনশনে নারীর বিয়ে ও বিয়ে বাতিলের ব্যাপারে সমান অধিকার।
- ১৯৭২ সালে সাধারণ পরিষদে ১৯৭৫ সালকে বিশ্ব নারীবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। বিশ্ব নারী বর্ষের উদ্দেশ্য ছিল নারী পুরুষের সমতা উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীদের সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত করা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অবদান বৃদ্ধি করা।
- ১৯৭৫ সালের ১৫ই জুন হতে ২রা জুলাই মেক্সিকো শহরে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৭৬-৮৫ সালকে নারী দশক ঘোষণা করা হয়। নারী দশকের লক্ষ্য ছিল সমতা উন্নয়ন ও শান্তি।
- ১৯৮০ সালের ২৪-২৯ জুলাই ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে নারী দশকের ৫ বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রধান লক্ষ্যের সাথে কর্মসংস্থান স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
- ১৯৮৫ সালের ১৫-২৬ জুলাই কেনিয়ার রাজধানীতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম নারী দশকে অর্জিত লক্ষ্য মূল্যায়ন করে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে নাইরোবি ফরওয়ার্ড লুকিং স্ট্রাটেজিস ফর এডভ্যান্সমেন্ট অফ ওম্যান গৃহীত হয়।
- ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের অবসানকে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে Convention of the Elimination all forms of discrimination Against Women (CEDAW) সনদ প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়।
- ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনে নারী ও মেয়েদের অধিকারকে মানবাধিকারের অবিভাজ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- ১৯৯৪ সালে জাকার্তা ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনকে সামনে রেখে ক্ষমতাবন্টন ও সিদ্ধান্ত ও গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী অসমতা দূরীকরণের ব্যবস্থাকরণ।
- ১৯৯৫ সলে কমনওয়েলথ জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।
- ১৯৯৫ সালে ৪-১৯ সেপ্টেম্বর বেইজিং এ ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা (beijing Platform for Action or PFA) গৃহীত হয়। মোট ১২টি বিষয়কে নারী প্রগতি ও উন্নয়ন সমতার বাধা হিসেবে বিবেচনা করে তা থেকে উত্তোরণের কৌশল ও সরকারি ও বেসরকারি স্তরের সকলের করণীয় দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা হয়।
- ২০০০ সালের ৫ জুনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ২৩তম সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বেইজিং মাত্র কয়েকদিন আগেই শেষ হয়েছে। নারী ২০০০ বা বেইজিং পরবর্তী ৫ বছরে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর সমতা উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে সর্বসম্মত কর্ম পরিকল্পনা কতটুকু বিভিন্ন দেশে প্রতিপালিত হলো-তার পর্যালোচনাসহ ভবিষ্যতের কর্মসূচি বিষয়ে গ্লোবাল রিপোর্ট গৃহীত হয়েছে।

উপরোক্ত বৈশ্বিক পর্যায়ে নারী উন্নয়নের ক্রম বিকাশের উদ্যোগ সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নারীরা যুগে যুগে উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্দোলন করেছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে তাদের অংশীদারিত্ব। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার পর গঠিত CSW নারীর রাজনৈতিকসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং ৪৮ সালে নারীর অধিকার মানবিক অধিকার রূপে স্বীকৃত হয়। ৫২ সালে CSW মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার, ভোট প্রদানের অধিকার ও দাপ্তরিক কাজ সংক্রান্ত কনভেনশন আহবান করে, যাতে সকলেই একমত হন যে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন প্রায় ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৩.ঠ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের নিম্নহার-বিশ্বব্যাপী প্রবণতা ঃ

দক্ষিণ এশিয়ার মোট জনসংখ্যা ১১৯১ মিলিয়ন তন্মধ্যে পুরুষ ৬১৬ মিলিয়ন এবং মহিলা ৫৭৫ মিলিয়ন। দক্ষিণ এশিয়ার সার্বিক মহিলা পুরুষের অনুপাত ৯৪ঃ১০০। দক্ষিন এশিয়াই একমাত্র অঞ্চল যেখানে মহিলাদের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশী। শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে পুরুষ ও মহিলা সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি। নেপালে মহিলা পুরুষ অনুপাত ৯৬ঃ১০০, পাকিস্তান ৯৩ঃ১০০ এবং ভারত ও বাংলাদেশে ৯৪ঃ১০০।

দক্ষিন এশিয়ার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিশ্বে দক্ষিন এশিয়াই একমাত্র অঞ্চল যেখানি ৭টি দেশের দু'টোতে সরকার প্রধান বা রাষ্ট্র প্রধান পদে মহিলা অভিষিক্ত। বস্তুত শুধুমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী নয় একই সাথে একজন মহিলা প্রেসিডেন্ট পেয়ে ভারত অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মহিলারা শ্রীলংকা ও পাকিস্তান শাসন করেছে, ভারতে ১৭ বছরের মধ্যে ১৫ বছর (১৯৬৭-১৯৮৪) এবং পাকিস্তানে ৮ বছরের মধ্যে প্রায় ৫ বছর (১৯৮৮-১৯৯৬) যথাক্রমে ইন্দিরা গান্ধী ও বেনজীর ভুট্টো শাসন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলোর নারী শাখা থাকলেও দলের উচ্চ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণের হার খুবই কম। বিভিন্ন দলের এসব নারী শাখার কাজ হলো ভোটের সময় নারী ভোটারদের ভোট সংগ্রহ করা। তাই তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই। কিংবা নুন্যতম মাত্রায় থাকলেও তা দলের এজেন্ডা দ্বারা প্রভাবিত। রাজনৈতিক দলই তাদের নারী কর্মীদের সমন্ধে আলাদা কোন তথ্য সংরক্ষণ করে না। দলের নারী কর্মীরা ভোটের সময় নারী ভোটারদের পক্ষে টানার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও দলের রাজনৈতিক তৎপরতায় উহার স্বীকৃতি নেই। ফলে দলের নারী কর্মীদের নিম্ন মর্যাদা বিদ্যমান থাকে। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক দলগুলো খুবই কম সংখ্যক নারীদেরকে নির্বাচনে দলের প্রার্থী রূপে মনোনয় দিয়ে থাকে। মনোয়ন সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী কমিটিতেও নারীদের সংখ্যা খুবই কম। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়ন দিতে চায় তাদের, যাদের জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। এ অঞ্চলে প্রবল পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে অধিকাংশ ভোটাররা নারীর চেয়ে পুরুষকেই বেশী ভোট দেয়। সোনিয়া গান্ধী, শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, বেনজীর ভুট্টো এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। নেপালের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের সময় অন্ততঃপক্ষে ৫ শতাংশ আসনে নারী প্রার্থী দিতে হয়। তাই রাজনৈতিক দলগুলো এই সাংবিধানিক শর্ত পূরণ করতে যেসব আসনে দলের পুরুষ সদস্যদের জেতার সম্ভাবনা নেই সেখানে দুর্বল নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের নিম্নহার - বিশ্বব্যাপি প্রবণতা

দক্ষিন এশিয়ার মহিলাদের অবস্থা

সারণী

দেশ	সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধির শতকরা হার	মন্ত্রী সভায় নারী সদস্য	রাজনৈতিক দলে নারী সদস্যের হার	নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে নারী সদস্যের হার	নারীদের ভোট দানের হার	স্থানীয় পর্যায়ে নারী সদস্যের হার	সিভিল সার্ভিসে নারীর হার	হাইকোর্টে নারীর হার
বাংলাদেশ	১৮.৩ (২০১০)	৪৩জনে ৬জন নারী	৫.১%	৩% (১৯৯৬)	৫১%নারী ভোটার	২০%(১৯৯৭)	১০% (১৯৯৬)	১ জন ২.২২%
ভারত	৯ (২০১০)	পু. ৭৬জন ম. ৮ জন	৯.১%	৬.৫% (১৯৯৯)	৫৮% বেশী পুরুষের চেয়ে ১০%কম	২০%	৮.৪%	১৫ জন ৩.০৭%
পাকিস্তান	২.৬	পু. ২৬জন ম. ৩ জন	তথ্য নেই	যে কোন দলে ৫% নীচে	৫০জন (১৯৯৭)	তথ্য নেই	৫.৪%	২ জন ২.১৩%
শ্রীলঙ্কা	৪.৯	পু. ২৯জন ম. ৪ জন	তথ্য নেই	৩.৮% (১৯৯৬)	৮৫%	৩%	২১%	২ জন ৭.৬৯%
নেপাল	৭.৫	পু. ৩১জন ম. ১ জন	৫.৬%	৫% সাংবিধানিক বিধান	তথ্য নেই	১০%	৭.৭%	২ জন ১.৯৮%
ভুটান	২.০	-	-		তথ্য নেই	-	-	-
মালদ্বীপ	৬.৩	-	-		-	-	-	-
মোট	৭.৪	৯%	-		-	-	১০%	২.৯২

জাতিসংঘের ইকোনমিক ও সোশ্যাল কমিশন ১৯৯৫ সন নাগাদ পার্লামেন্ট, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, স্বার্থগোষ্ঠী ইত্যাদিতে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৩০-এ স্থান করেছেন। বর্তমান পর্যালোচনার আলোকে বলা যায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষ সমতার পথে এই মাইল ফলকে পৌঁছতে বহু দেশের জন্যই আরো দীর্ঘমেয়াদী সময় লাগবে। বর্তমানে পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি দেশে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত বা উত্তীর্ণ হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে নর্ডিক রাষ্ট্রসমূহ। নারী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যে দুরত্ব বিশ্বব্যাপী পরিলক্ষিত হয়, তা আরো চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করা যায় রাষ্ট্রের একজিটিউটিভ ক্ষমতার ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। বিশ্বের ইতিহাসে (জুন,২০১০ পর্যন্ত) মাত্র ২০ জন নারী রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজত আছেন। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অধিকাংশই উন্নয়শীল রাষ্ট্র এবং ৪টি রাষ্ট্রই দক্ষিন এশিয়ায় অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

৩.ড. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন ঘোষণাপত্রের প্রভাব :

উপরোক্ত বিভিন্ন ঘোষণাপত্রে অনেকাংশই বাংলাদেশ সরকার অনুমোদন করেছে। এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়েছে এদেশের নারী উন্নয়ন ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর। যা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. পূর্বের সীমিত গন্ডি অতিক্রম করে নারী আন্দোলন বর্তমানে তৃণমুল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে এবং সংহত রূপ লাভ করছে।

২. নারী আন্দোলনে জেন্ডার ইস্যুকে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে আবদ্ধ না রেখে একটি সার্বিক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করছে। নারীর মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম এবং সার্বিক সমাজ পরিবর্তনের দাবী এখন নারী আন্দোলনের মূল দাবীতে পরিণত হয়েছে।

৩. বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ এবং কর্মকান্ডের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমমনা সংগঠনের সঙ্গে গড়ে উঠেছে কার্যকরী সম্পর্ক।

৪. নারী আন্দোলনে কর্মীবৃন্দের (সংগঠক, গবেষক, মাঠকর্মী) চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা, নানাদিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং নানারূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

৫. প্রশাসনে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং বিচার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। একবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ২০০০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশে প্রথম একজন মহিলা বিচারক পদে নিয়োগ পেলেন।

৬. নারী ও পুরুষের সামাজিক অসম অসতায় ও মর্যাদা সম্পর্ক সচেতনতা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রথম বারের মতো পুরুষ ভোটারের চেয়ে নারী ভোটার বেশি।

৭. বিগত দশকে নারীর প্রতি বিরাজমান বৈষম্য ও নির্যাতন অবসানের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, পাচার, দেহব্যবসা ইত্যাদি প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশই শক্তিশালী হচ্ছে।

৯. রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

১০. নবম জাতীয় সংসদে প্রথমবারের মতো নারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (এড. সাহারা খাতুন) বাংলাদেশে তথা উপমহাদেশের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি। প্রথবারের মতো নারী হুইপ সাগুফতা ইয়াসমীন এমিলি বাংলাদেশের ইতিহাসে ।

১১. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১২. রাজনীতিতে এক-তৃতীয়াংশ নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

১৩. সিডও সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ সুপরিশমালা পেশ করা হয়।

১৪. নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার ২০০৮ সালের মে মাসে নতুন করে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে নারীর জন্য সরাসরি ভোটে ভাইস চেয়ারম্যান পদ সংরক্ষণ করার নীতি প্রণয়ন করেন।

১৫. ২০০৮ সালের জুন মাসে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগবিধির খসড়াতে একজন সিইসি ও দুই কমিশনারের একজনকে অবশ্যই নারী হতে হবে উল্লেখ করে নতুন খসড়া বিল এনেছে।

১৬. নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ৩৩% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিধান রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩.চ বিভিন্ন ঘোষণা পত্রের আলোকে বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতি ঃ

ক. সরকার হচ্ছে দেশের মূল পরিকল্পনাকারী ও সম্পদ বন্টনকারী।

খ. বেসরকারী ও ব্যক্তি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান/সংস্থা যাতে নারী উন্নয়নে কাজ করতে পারে সে বিষয়ে সরকারের অনুকূল পরিবেশ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

গ. নারী উন্নয়নের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ পালনে সরকার দায়বদ্ধ এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা প্রধান।

ঘ. নারীর মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সরকারী ভূমিকাই মুখ্য।

Dhaka University Institutional Repository

৩.গ. এক নজরে বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ঃ

১৯২৯ : বাংলায় নারী ভোটাধিকার অর্জন করে।

১৯২৯ : সারদা অ্যাক্ট পাস করা হয় বাল্য বিবাহ রোধ করার জন্য। ছেলের বিয়ের বয়স ১৮ বছর ও মেয়েদের ১৪ বছর নির্ধারণ করা হয়।

১৯৩৫ : ভারতবর্ষে নারী সমাজের ভোটাধিকার আইন পাস হয়।

১৯৩৯ : মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেয়।

১৯৪৪ : Immoral Traffic Bill সংশোধিত হয়।

১৯৫৬ : হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন পাস হয়।

১৯৬১ : মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারি ও পরে সংশোধিত আইন হয়।

১৯৭২ : বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমান অধিকার দ্বারা মৌলিক অধিকার অর্জিত হয়।

১৯৭২ : বাংলাদেশে নারী পুনর্বাসনে বোর্ড গঠন।

১৯৭৩ : জাতীয় সংসদে সদস্য পদে মহিলাদের জন্য কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১৯৭৪ : বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসনর বোর্ডকে 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন'-এ রূপান্তর

১৯৭৪ : মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ রেজিষ্ট্রিকরণ আইন প্রণীত হয়।

১৯৭৫ : প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংরাদেশের অংশগ্রহণ এবং বর্ষ ধারার পক্ষে ভোট দান।

১৯৭৬ : পুলিশ ও আনসার বাহিনীতে নারীদের নিয়োগ করার অধ্যাদেশ জারি হয়।

১৯৭৬ : ক. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা গঠন, খ. মহিলা সেল গঠন, গ. মহিলা বিষয়ক বিভাগ গঠন, ঘ. সরকারি খাতের সাংগঠনিক কাঠামোতে কোটাভিত্তিক মহিলাদের পদ সৃষ্টি।

১৯৭৮ : মহিলা মন্ত্রণালয় ও মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ হয়।

১৯৭৮ : মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন।

১৯৮০ : দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এবং সম্মেলনে সিদ্ধান্তপত্রে স্বাক্ষর।

১৯৮০ : যৌতুক নিরোধ আইন পাস।

১৯৮৩ ও ১৯৯৫ : নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধের আইন হয়।

১৯৮৪ : মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৪ : আন্তর্জাতিক নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সনদে (সিডও) সংরক্ষিত ধারাসহ সরকারের স্বীকৃতিদান।

১৯৮৫ : পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ জারি হয়।

১৯৮৫ : দশক সমাপনী সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং সম্মেলনে Nairobi Forward Locking অবদান।

১৯৮৯-৯০ : নারী ও পুরুষের উন্নয়নে অসাম্য দূর করতে লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।

১৯৮৯ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে মহিলা মন্ত্রণালয় পৃথক।

১৯৯০ : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গঠন।

১৯৯১ : জাতীয় মহিলা সংস্থাকে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত।

১৯৯১ : WID Focal Point তৈরী।

১৯৯৪ : শিশু বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৯৯৫ : ক. NCWD (National Council for womens development)

খ. চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এবং সুপারিশ

১৯৯৬ : নারী উন্নয়ন পরিষদ দেশের সর্বোচ্চ নারী উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষিত হয়। নারী উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতার জন্য মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ইউনিট 'PLAGE' নামে গঠিত হয়েছে। শিশু অধিকার ও নারী অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রায় সব সনদে সরকার স্বীকৃতি দেয়। নারী অধিকার আন্দোলনের প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশের নারী সমাজের অগ্রগতিতে যে নারী নেত্রীবৃন্দ অবদান রাখছেন তাঁদেরকে রোকেয়া পদক দেয়ার আইন প্রবর্তিত হয়।

১৯৯৬ : ক. PFA বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স গঠন।

খ. PFA বাস্তবায়নে Core Group গঠন।

১৯৯৭ : মার্চ নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষিত হয়।

১৯৯৭ : সিডও সনদের ১৩ (এ) ও ১৬.১ (এফ) ধারা প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৯৭ : ক. নারী উন্নয়নে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন।

খ. স্থানীয় সরকারসমূহে নির্বাচনে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোট গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৯ : পৌরসভার নির্বাচনে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ।

২০০১ : ক. ইউনিয়ন পরিষদে ১৩টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে সমাজ উন্নয়নে কমিটির সভাপতি মহিলা সদস্য থেকে নিযুক্ত হবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

খ. সরকারি চাকুরিজীবী মহিলাদের প্রসূতিকালীন (মাতৃকালীন) ছুটির মেয়াদ তিনমাসের স্থলে চারমাস নির্ধারণ।

২০০৮ : নারীর ক্ষমতায়নে বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩% উন্নীত করা হবে। প্রশাসন ও সমাজের সর্বস্তরের উচ্চপদে নারীদের নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২০১০ : নারীদের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে এ সরকার পারিবারিক নির্যাতন বন্ধে আইন চূড়ান্ত করবে খুব শীঘ্রই, নারী উন্নয়ন নীতি-৯৭ পুনঃবহাল এবং নারীদের সুবিধার্থে দেশের ৬টি বিভাগীয় জেলায় ওয়ান ষ্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও নির্যাতিত নারীদের কাউন্সিলিং এর জন্য ট্রমা সেন্টার ইতোমধ্যেই চালু করেছে। নারীদের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে এ সরকার নানা ধরনের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। দারিদ্র্যতা দূর করতে প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করছে। নারীদের শ্রমবাজারে সমান অধিকার নিশ্চিত করতে জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

৩.ত.১ নারীদের জন্য সরকারী ব্যবস্থায় কোটা পদ্ধতি নারীর অবস্থান ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সরকারী আধাসারকারী ও স্বায়ত্তশাসিত এবং আইন স্থানীয় শাসন নীতি ও সংস্থা সমূহে নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কোটা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এমনকি রাজনীতিতে তা আইন প্রনয়ণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আসন সংরক্ষণ তথা সংসদেও কোটা রাখা হয়। কোটা পদ্ধতি বলতে বুঝায় যে কোন ক্ষেত্রে কিছু পদ সুনির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট কোন এলাকা বা জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ রাখা। ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নারী সদস্যদের জন্য সরকারী চাকুরিতে শতকরা ১০ ভাগ পদ কোটা সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রথম বারের মতো বাংলাদেশে নারীদের জন্য কোটা পদ্ধতির প্রচলন। এরপর সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এক আদেশ বলে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা পূরণের প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালে নারীদের জন্য মোট পদের শতকরা

Dhaka University Institutional Repository

১০ ভাগ পদ সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৯৮৫ সালে প্রথম বারের মতো গেজেটেড ও ননগেজেটেড পদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে শতকরা ১০ ভাগ ও ১৫ ভাগ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ মোট গেজেটেড পদের শতকরা ১০ ভাগ পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং ননগেজেটেড পদের ক্ষেত্রে এই হার মোট পদের শতকরা ১৫ ভাগ। ১৯৮৫ সালে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত এক অফিস আদেশ বলে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের নারীদের জন্য সংরক্ষিত ১০ ভাগ কোটা বাতিল করা হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে সংবিধানের ১৮(৪) ১০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নারীদের জন্য নির্বাচনে আসন সংরক্ষ করা হয়।

৩.ত.২ কোটা ব্যবস্থা প্রচলনের যৌক্তিকতা ঃ

- সরকারি চাকুরী ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত বলে চাকুরী বা নীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে কোটার মাধ্যমে নারীকে উৎসাহিত করা হয় যাতে করে নারী পর্যায়ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হয়।
- রাজনীতি সহ চাকুরি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা বজায় রাখা প্রয়োজন।
- নির্বাচনে পুরুষের সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করেও নারী প্রার্থীরা কোটা পদ্ধতির কারণে নির্বাচিত পরিষদে প্রতনিধিত্বের সুযোগ পায় এবং নিজেদের অধিকার তুলে ধরতে সক্ষম হয়।
- নারীদের জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণের বিষয়ে নারী সংগঠন, নারী আন্দোলনের কর্মী ও রাজনৈতিক দলের বক্তব্য নীতি নির্ধারকদের নিকটে তুলে ধরার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি বজায় থাকায় নারীরা উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী হয় এবং রাজনীতিতে কোটা পদ্ধতি বজায় থাকায় নারীরা অধিকহারে রাজনীতির প্রতি আগ্রহী এবং নির্বাচনে দাড়াতে উৎসাহ পায়।
- নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা বরাদ্দ থাকার কারণে নারীদের পক্ষে রাজনীতি ও চাকুরিতে আসা সহজ হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

- শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে তথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনতে কোটা পদ্ধতি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।
- অসম সামাজিক অবস্থার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে সমতা প্রতিষ্ঠাসহ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.ত.৩ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ ঃ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কর্মক্ষেত্রে ও রাজনীতি ও নীতি নির্ধারণী কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কোটা ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহ যেমন ভারত শ্রীলংকা নেপাল ও পাকিস্তান নারীদের জন্য চাকুরি ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার প্রচলণ রয়েছে।

রাজনীতিতে পিছিয়ে থাকা নারী সমাজের ক্ষমতায়ন তথা, রাজনৈতিক জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে নারীর জন্য নির্বাচনে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকার অর্থাৎ রাজনৈতিক কাঠামোতে সংরক্ষণ করা হয়। বিশ্বের ৪০টি দেশের পার্লামেন্টে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। এই আইন সংরক্ষণ শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয়, উন্নত পশ্চিমা বিশ্বেও পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর বহুদেশে রাজনীতিতে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিধান ও রাষ্ট্রীয় নির্বাচনী ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরার জন্য আসন সংরক্ষণকরা হয়। নিম্নে কয়েকটি দেশের নারী আসন সংরক্ষণের উদাহরন তুলে ধরা হলো ঃ

নরওয়ের লেবার পার্টি ঃ

নরওয়ের নারীরা ১৯০৭ সালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ১৯৩৫ সালে ভোটের অধিকার লাভ করেছে। ১৯৮১ সাল থেকে লেবার পার্টির অভ্যন্তরে সব কমিটিতে নারী কোটা প্রবর্তিত হয়। ফলে ১৯৮৫ সালে নির্বাচিত সাংসদের ৪২% নারী ছিল। বর্তমানে নরওয়ের লেবার পার্টিতে সমসংখ্যক নারী-পুরুষ সদস্য রয়েছেন।

আইসল্যান্ড অ্যালায়েন্স পার্টি ঃ

কোয়ালিশন গঠনের মাধ্যমেই দল কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৫০% নারী সদস্য নির্বাচিত করতে পেরেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের কংগ্রেস দল ঃ

ভারতীয় নারীরা সীমিত ভাবে ১৯২৯ সালে ভোটাধিকার লাভের পর সার্বজনীন ভোটাধিকার লাভ করে ১৯৫০ সালে। ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস দল ঘোষণা করে নির্বাচনে ১৫% আসনে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি ।অবশেষে ২০১০ সালের মার্চ মাসে ভারত ৩৩% আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণের অনুমোদন পেয়েছে।

ফ্রান্স ঃ

১৯৭৯ সালে ফ্রান্স সরকার আইনত ঘোষণা দিয়েছে যে, কোনভাবে ৮৫%-এর বেশি প্রার্থী একক ভাবে পুরুষ বা নারী হতে পারবে না।

নেদারল্যান্ড ঃ

ডাট লেবার পার্টি ১৯৮৭ সালে ঘোষণা দিয়েছে যে, দলের অভ্যন্তরীণ সব কমিটিতে ও সংসদীয় দলে ২৫%নারী কোটা থাকবে। ড্যানিশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটি পার্টি জাতীয় ও স্থানীয় পৌর নির্বাচনী ব্যবস্থায় ৪০% নারী কোটা নির্ধারণ করেছে।

নেপাল ঃ

সংসদের বিধানে ৫% নারী পার্টি কোটা সব দলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

আর্জেন্টিনা ঃ

১৯৯১ সালে আর্জেন্টিনায় সব রকম নির্বাচনী পদে মহিলাদের জন্য ৩০৫ কোটা নির্ধারিত হয়েছে।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ ও বিশ্লেষণ ঃ

সংরক্ষিত মহিলা আসনের বিধান রয়েছে তাঞ্জানিয়ায় (জাতীয় সংসদের ২৪৪ আসনের ১৫টি), পাকিস্তানের নিম্নকক্ষে ৬০ উচ্চকক্ষে ১৭টি, মিসরের পার্লামেন্ট (.৩৬০টি আসনে ৩১টি)।

বিশ্বের ৬টি দেশের সংসদ নারী বর্জিত; যথা- আরব, কমোরম, জিবুতি, কিরিবাতি, কুয়েত ও সলোমান দ্বীপপুঞ্জ।

৩৪টি দেশের ৫৬টি রাজনৈতিক দলের কোন না কোন ধরণের সংরক্ষণ বিধান রয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ শুধু আমাদের দেশেই নয় পশ্চিমা উন্নত দেশসমূহে ও স্বীকৃত। এশিয়ার অন্যান্য দেশ ইন্দোনেশিয়া, কিরঘিজস্তান ও উজবেকিস্তান পার্লামেন্টে নারীদের জন্য ৩০%

Dhaka University Institutional Repository

আসন সংরক্ষিত আছে। এছাড়া কাজাখস্তান ও তুর্কমেনিস্তানে নারী আসন সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনাধীন। আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডায় ৩০%, সুদানে ৪৪৩ আসনের মধ্যে ৪০টি ও নাইজারে ১০ শতাংশ পার্লামেন্টে নারীদের জন্য সংরক্ষিত। ল্যাটিন আমেরিকার ১৪টি দেশে পার্লামেন্টে সংরক্ষিত নারী আসন রয়েছে। ইউরোপের পূর্তগাল, স্পেন এবং ফ্রান্সেও সাংবিধানিকভাবে সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান রয়েছে।

৩.ত.৪. বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতিতে আসন সংরক্ষণঃ

বাংলাদেশের এই ভূখন্ডে ১৯৪৭ সাল থেকে সদস্য মনোনীত করা ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের সূত্রপাত ঘটে। বিভিন্ন সময়ে এই মহিলা প্রথমত, পাকিস্তান আমলে ১ থেকে ৭টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। সময়ে সময়ে কেন এটি ১ থেকে ৭-এর মধ্যে ওঠানামা করেছে সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় এ সংখ্যা শুরুতে ১ থেকে ৫-এ উন্নিত হয় এবং নির্বাচন পদ্ধতি ও মনোনায়ন থেকে নির্বাচনের ধারায় উন্নীত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যাগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময়কালে জাতীয় নির্বাচনে সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার খুবই নগণ্য, যা ১৯৭৩ সালে ছিলনা, ১৯৭৯ সালে ২ জন, ১৯৮৬ সালে ৭জন, ১৯৮৮ সালে 4 জন, ১৯৯১ সালে ৬জন, ১৯৯৬ সালে ৭জন,২০০১ সালে ৬ জন,২০০৯ সালে ১৯জন ।

সংরক্ষিত মহিলা আসনে সদস্য মনোনয়ন দেয়ার ক্ষমতা স্বীকৃত রয়েছে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদের দলের। এ পদ্ধতি ১৯৭২ সাল থেকে চালু রয়েছে। ১৯৫৪ সালের পদ্ধতি আর কখনই চালু হয়নি। সংরক্ষিত আসনের সংখ্যাও ৭ থেকে ক্রমান্বয়ে ১৫ , ৩০ এবং ৪৫ হয়েছে। বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে আইনসভা ও সংসদ বিষয়ক পরিচ্ছেদের ৬৫ ধারায় ৩০০ ও ৪৫টি আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনী অধিকার বিষয়ে আইন বা নীতি রয়েছে।

সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন প্রক্রিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল বলে প্রার্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বের প্রতি দুর্বল থাকেন এবং তাদের ইচ্ছার ওপরই সংরক্ষিত মহিলা আসনের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। সংরক্ষিত এ মহিলা আসনের নির্বাচনী এলাকাও অনেক বড় আর নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়া যেহেতু শুধু মনোনয়ন তাই নির্বাচনী এলাকর জনগণের সংঙ্গে এ ধরনের সাংসদের নির্বাচিত হওয়ার আগে কোন ধরনের জনসংযোগ থাকে না এবং এ বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচনের পরেও বহাল থাকে। ফলে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন বা জনসাধারণের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। এছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জনগণের রায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহিলা সাংসদরা নির্বাচিত হন না বলে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। অনেক ক্ষেত্রে জনগণকে সার্ভিস প্রদানেও বরাদ্দ তুলনামূলক ভাবে অনেক কম পান। মূলত উপরি কাঠামোর পরোক্ষ নির্বাচনের পদ্ধতি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদদের অবস্থান দূর্বল করেছে।

অতএব আসন সংরক্ষেণের বাস্তবতার উপসংহারে বলা যায়, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন আরো শক্তিশালী করার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশনে এক তৃতীয়াংশ কমিশনার পদ নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হয় এবং এ আসন সমূহে প্রত্যক্ষ ভোটের নির্বাচনের বিধান করা হয়। যারই ফলশ্রুতিতে ২০০২ সালের ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচনে মোট ৯০টি ওয়ার্ডের এক তৃতীয়াংশ অর্থ্যাৎ প্রতি তিনটি ওয়ার্ড মিলিয়ে একটি করে মোট ৩০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ড করা হয়। এবং এই ৩০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে মহিলা কমিশনার নির্বাচনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এক - তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান রয়েছে ।এখানে নয়টি ওয়ার্ডে তিনজন নারী সদস্য রয়েছেন ।উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ৪৮১টি উপজেলায় ৪৮১জন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সংরক্ষিত রয়েছে । এবং এ আসনগুলোতে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে।

৩.ত.৫. বাংলাদেশে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ: সংবিধানের আলোকে বাস্তবতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর সংবিধানের ২৮নং ধারার ২ ও ৪ উপধারা এবং ২৯ ধারার অধী নে উপধারা সমূহে কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য কোটা পদ্ধতি প্রবর্তনের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-২৮:

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

ধারা-২৯:

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই নাগরিকদের যে কোন অনগ্রর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাখ করিতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যে তাহার অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে, রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

চতুর্ধশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৬৫নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক ১৬ মে ২০০৪ সালে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৪৫টি আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখার বিধান চালু হয়।

৩.ত.৬. রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কোটা ব্যবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঃ

১) জাতীয় সংসদ

২) আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচন

৩) উপজেলা পরিষদ নির্বাচন

৪) সিটি কর্পোরেশন

৫) পৌরসভা

৬) ইউনিয়ন

৭) গ্রাম সরকার

৮) সরকারি চাকুরি

Dhaka University Institutional Repository

৩.ত.৮ নারীর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বর্তমান কোটা ব্যবস্থা ঃ

নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন তথা উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৭২ সালে। সরকারী চাকুরিতে দশ ভাগ কোটা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৭৩ সালে দুজন নারীকে প্রথম বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। বর্তমান সরকার প্রধান ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর দুজনই নারী। গত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৭ জন মহিলা প্রার্থী ৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

- ইউনিয়ন পরিষদের ১২টি সদস্যপদের মধ্যে ৯টিতে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা সহ সংরক্ষিত ৩টি আসনে নারীর প্রতিযোগিতার সুযোগ রাখা হয়েছে।
- ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ পৌরসভা নির্বাচনেও মহিলারা এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত আসন লাভ করে। গ্রাম পরিষদেও ৩০% নারীর অংশগ্রহণ সংরক্ষণ হয়েছে।
- বাংলাদেশের প্রশাসনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব এবং উপ-সচিবগণ নীতিনির্ধারণে ভূমিকা পালনে করে থাকেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমতুল্য পদসহ সচিবদের পদ ৬৪টি এবং এর মধ্যে মাত্র একজন নারী রয়েছেন। অতিরিক্ত সচিবদের মধ্যে তিনজন, যুগ্ম সচিবদের মধ্যে আটজন এবং উপসচিবদের মধ্যে পনের জন নারী রয়েছেন। রাষ্ট্রদূত, বিচারপতি এবং কাস্টমস কমিশনার পদে মাত্র একজন নারী রয়েছেন। পুলিশ বিভাগে পুলিশ সুপারসহ কয়েকজন নারী রয়েছেন। সম্প্রতি ডিবি পর্যায়ে চারজন মহিলা নিয়োগ লাভ করেছেন।
- সরকার নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গেজেটেড পদে শতকরা ১০ ভাগ এবং ননগেজেটেড পদে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা নির্দিষ্ট করেছে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০ ভাগ কোটা নারীদের জন্য সংরক্ষণ করেছেন সম্প্রতি সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীতে অফিসার পদে মহিলাদের নিয়োগ বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের ইতিহাসে জন্ম দিয়েছে নতুন অধ্যায়ের।

৩.ত.৯ কোটা ব্যবস্থা রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুণগত মানের ক্ষেত্রে অন্তরায় ঃ

অবশ্যই নয়। কেননা শুধু রাজনীতি নয়; কর্মক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা সফল। একক গবেষণায় দেখাযায়, কোটা ব্যবস্থায় নিয়োগ প্রাপ্ত নারীদের কর্মদক্ষতা মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত নারীদের

Dhaka University Institutional Repository

তুলনায় শতকরা ৯ ভাগ কম। যা অত্যন্ত নগণ্য। কাজেই কোটা ব্যবস্থা সরকারী চাকুরী তথা রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুণগতমান কমিয়ে ফেলেছে এ ধরনের ধারণা গবেষণালব্ধ ফলাফলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নিয়মানুবর্তিতা , বিচক্ষণতার সাথে কোন কিছু বিবেচনা করার দক্ষতা, সমন্বয় করার ক্ষমতা, পদক্ষেপ গ্রহণের ইচ্ছা, সাহায্যের মনোভাব দায়িত্ব পালনের দক্ষতা, সততা, সংবেদনশীল আচরণ ও নির্ভরতা ইত্যাদি মৌলিক মানদেন্ডর ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষতার উপযুক্ত পরিমাপ করা হয়েছে। এই হিসেবে নিকেশের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোটার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত নারীদের কর্মদক্ষতার একটি ইতিবাচক চিত্র পাওয়া যায়। কর্মদক্ষতা নিরূপণের এই হিসেবের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিগত দক্ষতা আইটেম, ব্যক্তিগত আচরণ সূচক (Individual Item Skill Skill-ID) (personal Trait Index-PT) কর্ম সম্পাদনের সূচক (Task Accomplishment Index-TAI) এবং ব্যবস্থাপক হিসেবে দক্ষতার সূচক (Managerial Capacity Index-MCI) এর আওতায় উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.ত.১০ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সংরক্ষিত নারী আসন ঃ

নবম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত ৪৫ জন মহিলা আসনের সংসদ সদস্যের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হলোঃ

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮

২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে নমবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ নিরস্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠত অর্জন করে সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেষ হাসিনা দ্বিতীয় বারের মত প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন।

২০০৮ সালের সর্বশেষ ভোটার তালিকা অনুসারে দেশে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৮কোটি ১০ লাখ ৫৮হাজার ৬৯৮জন। নী ভোটারের সংখ্যা ছিল 4 কোটি ১২ লাভ ৩৬ হাজার ১৪৯ জন। পুরম্নষের চেয়ে নারী ভোটার বেশি ছিল ১4 লাখ ১৩ হাজার ৬০০ জন। নী ভোটারের সংখ্যা পোনে দুই শতাংশ বেশী। বিগত যে কোন নির্বাচনের চেয়ে এবার নারী ভোটারের সংখ্যা পুষের তুলনায় বেশী। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮৭.১৭% ভোট পরে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৫.৫

২০০৮ সালের নির্বাচনের ফলাফল

ক্রমিক নং	দলের নাম	প্রাপ্তভোটের সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৩,৮৮৭,৪৫১	২৩০	৪০.০%
২	জাতীয় পার্টি এরশাদ	৪,৮৬৭,৩৭৭	২৭	৭.০%
৩	বাংলাদেশ জাতীয়বাদীদল	২২,৯৬৩,৮৩৬	৩০	৩৩.২%
৪	জামায়াত-ই-ইসলামী	৩,১৮৬,৩৮৪	২	৮.৬%
৫	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৪২৯,৭৭৩	৩	০.৬%
৬	বাংলাধেশ ওয়ার্কাস পার্টি	২১৪,৪৪০	২	০.৩%
৭	লিবালে গণতান্ত্রিক দল	১৬১,৩৭২	১	০.২%
৮	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি বিজেপি	৯৫,১৫৮	১	০.১%
৯	স্বতন্ত্র	৩,৩৬৬,৮৫৮	৪	৪.৯%
			মোট=৩০০	

সূত্র ঃ উইকিপিডিয়া ঃ বাংলাদেশ সাধারণ নির্বাচন ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণ

"সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা
অব্যাহত রেখে নির্দিষ্ট আসনে
সরাসরি নির্বাচন দেয়া উচিত।"

কেস স্টাডি নং-১
বেগম নাজমা আকতার
সংরক্ষিত আসন বাগেরহাট-৩১৩

১৯৬৭ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাবার নাম মৃত- মোশারফ হোসেন। তিনি পাট মন্ত্রণালয়ের একজন চীফ ইন্সপেক্টর ছিলেন।

নাজমা আকতার ১৯৮২ সালে এসএসসি পাশ করেন। ১৯৮৪ সালে পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। সমাজ বিজ্ঞানে অনার্সসহ মাষ্টার্স শেষ করেন ১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ইন্টারপার্টি সিসটেম -এর উপর পিএইচডি করছেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি বিবাহিতা ও এক সন্তানের জননী। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী। রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে তার স্বামী তাকে প্রধান সহায়তা করেন। তিনি নবম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের একজন সংসদ সদস্য। নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেন আসন এক জায়গায় কিন্তু অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে রামগঞ্জ, লক্ষীপুর-১-এ দেয়া হয়েছে। অধিবেশনের সময়গুলোতে তিনি ঢাকায় থাকেন এরপরে রিমোর্ট এলাকায় চলে যান। কলেজ জীবনে এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি ছাত্রলীগের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৮৯ সালে তিনি রোকেয়া হলের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি নিয়মিত সংসদীয় অধিবেশনগুলোতে অংশগ্রহণ করেন এবং জাতীয় ইস্যু ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে সংসদে আলোচনা করেন।

সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকা উচিত কিন্তু নির্বাচন হবে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে। তিনি আরও বলেন রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ৩৩% হলে সংরক্ষিত আসনের আর প্রয়োজন হবে না। জনস্বার্থে তার কাজ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন- চর অঞ্চলের নারী ও শিশুদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেয়ার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। নির্দিষ্ট কাজ ও নিজস্ব এলাকা না থাকায় অন্য সংসদ সদস্যের

Dhaka University Institutional Repository

এলাকায় গিয়ে কাজ করতে অসুবিধা হয়। সরকারী বরাদ্দের কথা জানতে চাইলে বলেন, সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের সমান বরাদ্দ পেলেও তাদের এরিয়া অনেক বড় বলে কাউকে না কাউকে বঞ্চিত করতে হয়। সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যের তুলনায় নিজেকে কম ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করেন। তার মতে, কাজ বন্টনের ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রয়োজন।

"সবগুলো সাধারণ আসন হবে এবং জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে ।"

কেস স্টাডি নং-২
আলহাজ্ব মমতাজ বেগম
মহিলা আসন-৩০৩

তার নির্বাচনী এলাকা মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপরে ।তিনি বেশিরভাগ সময়ই তার জেলা শহরে বাস করেন। ছাত্র জীবনে তিনি ছাত্রলীগের সাথে জড়িত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শিক্ষা ক্যাডারে চাকুরিরত ছিলেন। অবসর জীবনে তিনি রাজনীতিতে আসেন। সংরক্ষিত নারী আসন সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের অহঙ্কার বেশি কেননা তারা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসেন বলে তাদের দৃঢ়তা অনেক বেশি। এ কারণে তিনি সংরক্ষিত নারী আসন সমর্থন না করে সবগুলো সাধারণ আসন এবং সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন। তারমতে নারীরা এখন যথেষ্ট এগিয়ে গেছে এভাবে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সরাসরি নির্বাচিত হওয়ার যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে। নারীদের জন্য আসন সংখ্যা ৩৩%থাকা উচিত বলে মনে করেন তবে সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে ৩৩% নারীদের নমিনেশন দেয়া উচিত । জনগণের সাথে কিভাবে সম্পর্ক রক্ষা করেন জানতে চাইলে তিনি বলেন এলাকায় তার নিজস্ব অফিস নেই, জনগণ তার বাসায় দেখা করেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে আছেন তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি দুস্থ লোকের সেবা করে থাকেন তিনি সংসদ সদস্য হওয়ার আগে থেকেই বিভিন্ন অসহায় মানুষদের সেবা করতেন ১৯৯৬ সালে বিশিষ্ট সমাজ সেবী হিসেবে তিনি বেগম রোকেয়া স্মারক পুরস্কার লাভ করেন।

সর্বশেষে তিনি নারী পুরুষের সমতা আনায়নের লক্ষ্যে শিক্ষাকে অগ্রগণ্য হিসেবে মনে করেন। সংসদে তিনি শিক্ষা বিষয়ক বিল উত্থাপন করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

"সংক্ষিত আসনে
সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন।"

কেস স্টাডি-৩
বেগম মমতাজ বেগম
মহিলা-৩২২

বাংলাদেশের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মমতাজ বেগম মানিকগঞ্জ জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার স্বামী মানিকগঞ্জ পৌরসভার মেয়র। তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও পারিবারিক ভাবে তিনি রাজনৈতিক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ঐতিহ্যগত ভাবে তার পরিবারের দাদা, বাবা, চাচা এবং তিনি নিজে আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত হন। তিনি সমাজসেবী হিসেবে মানিকগঞ্জ জেলায় সুপরিচিত। তার নির্বাচনী এলাকা-২, সিঙ্গাইর হারিরামপুর তিনি সাধারণত ঃ জেলা শহরে বসবাস করেন। পারিবারিকভাবে তিনি রাজনৈতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। তিনি সিঙ্গাইর থানা আওয়ামীলীগের মহিলা সম্পাদিকা হিসেবে আছেন।কাজ করার সময় সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যের সাথে কোন দ্বন্দ্ব হয়নি। তার এলাকায় নিজস্ব কোন অফিস নেই। লোকজন নিজের বাড়িতেই দেখা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন শিল্পী এবং সমাজসেবী মানিকগঞ্জে তার দুটি হাসপাতাল আছে একটি মমতাজ চক্ষু হাসপাতাল, মমতাজ শিশু হাসপাতাল, এছাড়াও জনকল্যাণের স্বার্থে রাস্ত াঘাট, দুস্থ মানুষের সেবা, বিভিন্ন মসজিদ মন্দির নির্মাণ করেছেন।

বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) এর শুভেচ্ছ দূত হিসেবে কাজ করছেন। নারীপাচার রোধে, বিদেশে কাজ করতে গিয়ে নারীরা যখন কোন সমস্যায় পড়েন সেসব নারীদের সাহায্যকরে থাকেন। তিনি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সদস্য। এছাড়াও বধির ক্রীড়া ফেডারেশন এর সদস্য হিসেবে আছেন এবং তাদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন।

সাধারণ আসনের সদস্যদের সাথে এবং সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের সাথে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে করেন কিনা জানতে চাইলে বলেন, মাননীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের কখনও আলাদা করে দেখন না, বরাদ্দ দেয়ার সময় তাদের আমাদের একই পরিমাণ বরাদ্দ (৩৫০ মে.টন) দিয়েছেন। তারপরও নির্বাচিত এমপিদের গুরুত্ব অনেক বেশি। তিনি আরো বলেন, আমি চাই সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা থাকুক কিন্তু নির্বাচন প্রত্যক্ষভাবেই হবে। নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের হার ৩৩% হওয়াই তার কাম্য বলে জানান।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশেষে রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে পরিবারই তাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছে এ ব্যাপারে তাকে কোন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় না।

"সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন হওয়া উচিত।"

কেস স্টাডি নং-৪
অধ্যক্ষ খাদিজা খাতুন শেফালী
মহিলা আসন-৩০১

১৯৪৯ সালে বগুড়া জেলার ময়েজ মিয়ার বাগান বাড়িতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মরহুম ময়েজ উদ্দিন।

১৯৬৮ সালে তিনি বগুড়া সিটি গার্লর্স স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন। ১৯৭০ সালে পাবনা সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ১৯৭৫ সালে রাজশাহী ইউনির্ভাসিটি থেকে বিএসসি অনার্স পাশ করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি ভূগোল বিভাগে মাস্টার্স শেষ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিতা ও দুই মেয়ে ও এক ছেলের জননী। তার স্বামী হাসান আলী তালুকদার ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য ছিলেন। অধ্যক্ষ খাদিজা খাতুন রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে স্বামীর সহায়তা লাভ করেন। তার নির্বাচনী এলাকা বগুড়া-৩০১ আসন। তিনি বেশির ভাগ সময়ই জেলা শহরে বসবাস করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তিনি স্থায়ী কমিটির সদস্য। জেলা পর্যায়ে তিনি "খাস ভুমি ব্যবস্থাপনার" দায়িত্বে আছেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাষ্টার্স শেষ করেন। ছাত্রী জীবনে তিনি ছাত্রলীগের সাথে জড়িত ছিলেন। মন্নুজান হলে মহিলা কমনরুম সম্পাদিকা ছিলেন। বর্তমানে বগুড়া জেলার মহিলা আওয়ামীলীগের সভানেত্রী। এছাড়াও জাতীয় মহিলা সংগঠনের চেয়ারম্যান।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পারিবারিক, সামাজিক, দলীয় বাঁধা, এবং পুরুষ কর্তৃক বাঁধার কথা তিনি উল্লেখ করেন। এ বাঁধাগুলো দূর করার জন্য ব্যাপক প্রচারণার কথা তিনি বলেছেন। তবে তার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর স্বামীর সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। তার স্বামী হাসান আলী তালুকদার ১৯৭৩ সালে একজন এমপি ছিলেন বলে তিনি জানান।

সংসদীয় অধিবেশনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তিনি নিয়মিত অধিবেশন গুলোতে আসেন। সংসদে এ যাবৎ তিনি জাতীয় ইস্যু নিয়ে কথা বলেছেন। জেলা স্কুলগুলোকে M.P.O (Monthly Payment order) ভুক্ত করার চেষ্টা করছেন। তাছাড়া ২০১৩ সালের মধ্যে দেশকে

Dhaka University Institutional Repository

১০০% নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যে ১ম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। এছাড়া ও বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তিনি কৃষি ও বিদ্যুতের উপর বক্তব্য পেশ করেন। কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারিয়ান সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য তিনি লন্ডন, স্কটল্যান্ড ও বেলজিয়াম গিয়েছিলেন। নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য তার ভুমিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন- "মেয়েদের খেলাধুলায় এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য বগুড়া তহুরুন্নেসা মহিলা সংসদও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্রীড়া সম্পাদিকা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।"- সংরক্ষিত নারী আসন সম্পর্কে বলেন আসন নির্দিষ্ট করে দেয়া নেই বলে কাজ করতে পারছেন না। তিনি সংরক্ষিত আসন সমর্থন করেন তবে তারমতে, মোট ৪০০টি আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন হবে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের মত একজন মহিলার ৩টি আসন নিয়ে একটি নির্বাচনী এলাকা হবে।

সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের যে কোন কাজের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তার এলাকায় নিজস্ব অফিস না থাকায় তিনি আওয়ামলীগ অফিসে বসে কাজ করেন। মেয়েদের সচেতনতার জন্য অনেকবার, সেমিনার, কর্মশালার আয়োজন করেছনে বলে উল্লেখ করেন। তার উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ নির্মাণ এবং মেয়েদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে হস্ত শিল্পের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। বর্তমান গবেষণা সম্পর্কে তার মতামত জানতে চাইলে বলেন-আপনার লেখনীর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরো ভাল কিছু উপহার দেয়া।"

"সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন।"

কেস স্টাডি-৫
বেগম পারভীন তালুকদার
মহিলা আসন-৩১৬

১৯৫৮ সালে ৩১ জানুয়ারি ঝিনাইদাহ জেলার মহেশপুর থানায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মোহাম্মদ আলী তরফদার। তিনি একজন ইউনিয়ন পরিষদ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৭২ সালে জিন্নানগর হাই স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন। ১৯৭৪ সালে ফজলুল হক কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ১৯৮১ সালে পিটিআই পাশ করেন। পেশায় গৃহিনী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিতা।

Dhaka University Institutional Repository

চার ছেলে ও দুই মেয়ের জননী। তার স্বামী মোহাম্মদ আলী তালুকদার ১৯৭৪ সালে সিদ্ধেশ্বরি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন। তার নির্বাচনী এলাকা বাকেরগঞ্জ, থাকেন বরিশাল সদরেই। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বাকেরগঞ্জ দুই টার্মে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়্যারম্যান ছিলেন। রাজনীতিতে তার পথচলা শুরু হয় স্বামীর হাত ধরেই। তিনি ছাত্রজীবনে ছাত্ররাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন এবং ছাত্রলীগ করতেন । এম.পি হবার পর বরিশালে তার নিজস্ব অফিস আছে কিনা জানতে চাইলে বলেন- এখনও নিজস্ব অফিস নেই তবে অফিসের কাজ চলছে। কাজ করতে গিয়ে সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যের সাথে কোন সমস্যা হয়নি বলে জানান।

সংরক্ষিত নারী আসনে সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেন রাজনীতিতে মেয়েদেও ৩৩% সুবিধা প্রদান করতে হবে। অতঃপর ৪০০ টি সধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন হবে কোন সংরক্ষিত আসন থাকবে না। কারণ সংরক্ষিত হবার কারণে মেয়েদের হেয় হতে হয় বলে তিনি জানান। জনকল্যাণে তার কোন অবদান কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা জনগণই ভালে বলতে পারবে। তবে তিনি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসেবে আছেন বলে জানান।

**"সবগুলো সাধারণ আসন (৪০০)
হবে এবং সরাসরি নির্বাচন হবে।"**

কেস স্টাডি-৬
বেগম জিনাতুন্নেসা তালুকদার
মহিলা আসন-৩১১

১৯৪৭ সালের ৯ জুলাই রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা পারভেজ আলী মিঞা, মায়ের নাম জহুরা খাতুন। ১৯৬৩ সালে তিনি রাজশাহী সরকারি পিএন গার্লর্স হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন। ১৯৬৬ সালে রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ১৯৭২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স শেষে করেন। ১৯৭৫ সালে ইতিহাসে মাষ্টার্স শেষ করেন। তিনি ১৯৮৫সালে এলএলবির উপর পড়াশুনা করেন। তার স্বামী একজন এ্যাডভোকেট। তিনি দুই সন্তানের জননী। নবম সংসদের সংসদ সদস্য ছাড়াও তিনি ১৯৯৬-২০০১ সালেও সংসদ সদস্য হিসেবে সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কাজের এলাকা সাধারণ আসনের আনুপাতিক হারে ভাগ করাতে বর্তমানে তার কোন নির্দিষ্ট কাজের এলাকা নেই। তবে রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ-২ আসনে তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রজীবন তিনি ছাত্ররাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন এবং ছাত্রলীগ করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধাহত ব্যক্তিদের সেবা করার জন্য নার্সিং ট্রেনিং নিয়েছিলেন।

জনক্যল্যাণমূলক কাজের কথা জানতে চাইলে বলেন- শিল্পকলা একাডেমির একজন সদস্য, বাল্যবিবাহ বন্ধ, মেয়েদের শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কাজ কার যাচ্ছেন। সংরক্ষিত নারীআসন সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেন- আসন সংখ্যা ৪০০ তে উন্নীত করে সবগুলো সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এতে করে নারীর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। নারীদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাগত যোগ্যতা, পুরুষ শাসিত সমাজের মেয়েদের প্রতি সহনশীল হওয়া । যেকোন কাজের ক্ষেত্রে সাধারণ আসনের সদস্যকে অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব বেশি দেয়া হয়। সরকারী বরাদ্দের ক্ষেত্রে পুরুষ ৩৫০ মেট্রিক টন এবং নারীদের ২০০ মেট্রিকটন দেয়া হয়। (পরে অবশ্য আরো ১৫০মেট্রিক টন দেয়া হয়েছিল।)

কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ঃ

সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের কেস স্টাডি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সংরক্ষিত নারীআসনে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সাংসদরা নিজেদেরকে ক্ষমতাহীনভাবে দেখতে চান না। এটা তাদের জন্য অসম্মানজনক। তারা প্রত্যেকেই সংসদে নারীর এক-তৃতীয়াংশ আসন বৃদ্ধি করে সরাসরি নির্বাচনের কথা বলেন। তবে তিনজন সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের কথা বলেছেন এবং তিনজন সাধারণআসনে সরাসরি নির্বাচনের কথা বলেছেন। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের মতো একজন নারীর ৩টি আসন মিলে একটি নির্বাচনী এলাকা হবে এবং জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে বলে জানান সংরক্ষিত আসনের সমর্থকরা। অপরদিকে সাধারণ আসনের সমর্থক দের মতে রাজনৈতিক দলগুলো ৩৩% নারীদের নির্বাচনে নমিনেশন দিবে। এখানে প্রত্যেকেরই কাজ করার আগ্রহ রয়েছে কিন্তু কাজের নির্দিষ্ট এলাকা না থাকায়, নির্বাচিত এলাকা এক জায়গা কিন্তু কাজ দেয়া হয়েছে অন্য এলাকায় এগুলো তাদের কাজে যথেষ্ট বাঁধার সৃষ্টি করে। তাছাড়া জনগণের স্বার্থে কাজ করার লক্ষ্যে এলাকায় তাদের কোন নিজেস্ব অফিস নেই। স্টাডি থেকে আরো জানা যায় এখানে প্রত্যেক সংসদ সদস্যেরা রাজনৈতিকপূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। শিক্ষাগত দিক থেকেও যথেষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

যোগ্যতাসম্পন্ন ।তারা প্রত্যেকেই জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে তারা সংসদে বিল উত্থাপন সহ বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করেছেন। তাদের সবাই একথায় একমত যে সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের গুরুত্ব বেশি দেয়া হয় এবং যেকোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এই বৈষম্যমূলক মানসিক দ্বন্দ্ব কেউ মেনে নিতে পারছেন না ।

জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ :

সাধারণ তথ্যাবলী ঃ

৬টি বিভাগের ২টি দূরবর্তী এলাকাসহ মোট ১৮টি আসনের ১৮ জন সংসদ সদস্যের বিশেষ প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সংসদ সদস্যরা সকলেই নবম জাতীয় সংসদের । তাদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটন করা হয়।

আপনি কি ছাত্রজীবনে কোন ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন ?

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৭	৯৫%
না	১	৫%
মোট	১৮	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ১৭ জন সংসদ সদস্য ছাত্রজীবনে রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন যার শতকরা হার ৯৫%। অপরদিকে ১ জন সংসদ সদস্য ছাত্রজীবনে রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন না বলে জানান। সংসদ সদস্যহওয়ার পূর্বে ১ জন ওয়ার্কাস পার্টির সক্রিয় নেতা ছিলেন অন্যদিকে১৭ জন আওয়ামীলীগের নেতা ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের কীভাবে মূল্যায়ন করেন জানতে চাইলে বলেন-

⇒ ৬ জন উত্তরদাতা মহিলা আসনের সংসদ সদস্যদের সমকক্ষ বলে মনে করেন যাদের শতকরা হার ৩৩% অপরদিকে ১২ জন উত্তরদাতা মনে করেন দুটি আলাদা বিষয় একটি জনগণ দ্বারা নির্বাচিত, অন্যটি এমপিদের দ্বারা মনোনীত। যাদের হার ৬৭%।

আপনার নির্বাচনী এলাকার সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যের সাথে কর্মক্ষেত্রে কোন দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় কিনা?

⇒ এর উত্তরে সাবই দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়না বলে জানিয়েছেন। সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করেন বলে দ্বন্দ্ব এড়ানো সম্ভব।

জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য সরকারী বরাদ্দের ক্ষেত্রে কাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়?

এর উত্তরে সকলেই সাধারণ আসনের এমপিকে গুরুত্ব দেয়া হয় বলে জানান।

দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মগুলো আলাদা বলে জানান ১৭ জন উত্তরদাতা এবং একই রকম বলে জানিয়েছেন ১জন উত্তরদাতা।

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান চালু রাখার যৌক্তিকতা আছে কিনা? এবং তার নির্বাচন পদ্ধতি কি রূপ হওয়া উচিত?

মতামত	মোট	শতকরা
সংরক্ষিত নারী আসন অব্যাহত রেখে প্রত্যক্ষ নির্বাচন সমর্থন করেন	১৭	৯৫%
সবগুলো সাধারণ আসন হবে এবং সরাসরি ভোটে নির্বাচন সমর্থন করেন	১	৫%
মোট	১৮	১০০

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যায় ১৭ জন এমপি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা উচিত কেননা এখনও নারীরা অনেক সমস্যায় জর্জরিত।সেক্ষেত্রে আসনগুলো নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত। অপরদিকে ১ জন এমপি মনে করেন সবগুলো আসন সাধারণ হওয়া উচিত এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা উচিত। তাহলে সাধারণ আসনের এমপিদের দ্বারা অবমূল্যায়নের সুযোগ থাকবে না।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ সংসদে অধিবেশন চলাকালীন সময়ে উভয়ের স্বাভাবিক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় বলে জানিয়েছেন ১৮ জন এমপি যাদের শতকরা হার ১০০%।

⇒ মহিলা আসনের সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র অধিবেশনগুলোতে সীমাবদ্ধ এ ধরনের উত্তরদাতার সংখ্যা ১৬ জন যাদের শতকরা হার ৮৯%।

অপরদিকে মহিলা আসনের সংসদ সদস্যরা তৃণমূল পর্যায়ে গিয়ে কাজ করেন এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ২ জন। যাদের শতকরা হার ১১%।

⇒ আপনার জানামতে আপনার এলাকার সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করেছে কিনা?

- এর উত্তরে ১৭ জন না বলেছেন এবং একজন হ্যাঁ বলেছেন। তবে কি ধরনের কাজ তা উল্লেখ করেননি।

⇒ আপনি একজন সাধারণ আসনের পুরুষ এমপি হয়েও কখনও কোন নারী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন কি না?

- এর উত্তরে সবাই হ্যাঁ বলেছেন কিন্তু কি ধরনের কাজ করেছেন এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কেউ কিছু উল্লেখ করেননি। শুধু উল্লেখ করেছেন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক কর্মকান্ড।

⇒ বর্তমানে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য যতগুলো আসন সংখ্যা রয়েছে তা কি আপনার কাছে পর্যাপ্ত বলে মনে হয়?

উত্তরদাতাদাদের মধ্যে ১ জন এম.পি মনে করেন ৪৫টি আসনই যথেষ্ট। অপরদিকে ১৭ জন এম.পি মনে করেন আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৩৩% হওয়া উচিত অর্থাৎ ১০০টি। সংরক্ষিত নারী আসন গুলোর মেয়াদ ১০ বছর পর্যন্ত পর্যাপ্ত এই উত্তরের সাথে একমত পোষণ করেন ১৬ জন উত্তরদাতা। অপরদিকে ২০ বছর হওয়া উচিত বলে জানান ২ জন উত্তরদাতা।

সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরা নারী সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বদানে সক্ষম কিনা জানতে চাইলে ১৮ জন উত্তরদাতা সক্ষম নয় বলে জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে আরও বলেন-

যেহেতু এরা কোন প্রতিযোগিতা ছাড়াই দলীয়ভাবে মনোনীত সংসদ সদস্য। দলের Purpose serve করাই মূলতঃ এদের কাজ। ৪৫ জন নারী কোনভাবেই সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব দানে সক্ষম নয়। এজন্য প্রয়োজন তৃনমূল পর্যায়ে নারীর নেতৃত্বের বিকাশ। নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের পথ সুগম করতে হবে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নারীরা রাজনীতিতে এলে কাজ ও দায়িত্বের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকবে এবং সাধারণ আসনের সদস্যরা যথাযথ মুল্যায়ন করবে।

সাধারণ জনগণের মতামত বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণ

সাধারণ তথ্যাবলী ঃ

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন কতখানি সম্ভব তার স্বরূপ উদঘাটনের জন্য সারা বাংলাদেশের ৬টি বিভাগের কেন্দ্রীয় অঞ্চল এবং প্রত্যেকটি বিভাগের ২টি দূরবর্তী অঞ্চলের মোট ৬০০ জন ব্যক্তির মতামত জরিপ গ্রহণ করা হয়। মতামত গ্রহণের জন্য বিশেষ ধরণের প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়। সরল দৈবচয়ন মনুনায়ন পদ্ধতিতে এ সকল ব্যক্তিদের নিকট থেকে মতামত নেয়া হয়। মতামত গ্রহণকারীদের মধ্যে ৩০০ জন পুরুষ (১২০ জন চাকুরিজীবী+১৮০ জন ছাত্র) এবং ৩০০ জন মহিলা (১২০ জন চাকুরিজীবী+১৮০ ছাত্রী)

আলোচনার সুবিধার জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি বিভাগ এবং প্রত্যেকটি বিভাগের ২টি দূরবর্তী অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল বিভাগ

মতামত প্রদানকারীদের পেশা ঃ

সারণী : বরিশাল বিভাগের মতামত প্রদানকারীদের পেশা

পেশা	পুরুষ	মহিলা	মোট
শিক্ষকতা	৬	৪	১০
শিক্ষার্থী	৩০	৩০	৬০
চাকুরীজীবী	১০	১৬	২৬
ব্যবসায়ী	৪	-	৪
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস : মাঠ জরিপ

বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন পেশার মানুষ মতামত জরিপে অংশগ্রহণ করেন। ১০ জন শিক্ষক তাদের মতামত প্রদান করে যার মধ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষক রয়েছেন। স্নাতক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৬০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ৪জন ব্যবসায়ী। এছাড়া মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে রয়েছে ২৬ জন চাকুরিজীবী। চাকুরিজীবীদের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ই ছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বয়স:

সারণী :বরিশাল বিভাগের মতামত প্রদানকারীদের বয়স

মতামত প্রদানকারী	গড় ব্যবধান	মেয়ে	ছেলে	মোট
শিক্ষার্থী	১৮-২২	১৪	১২	২৬
	২৩-২৭	১৬	১৮	৩৪
চাকুরীজীবী	২৬-৩০	১১	৬	১৭
	৩১-৩৫	৭	৫	১২
	৩৬-৪০	১	৩	৪
	৪১-৪৫	১	২	৩
	৪৬-৫০	-	২	২
	৫১-৫৫	-	-	-
	৫৬-৬০	-	২	২
মোট		৫০	৫০	১০০

উৎস : মাঠ জরিপ

বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিদের কাছ থেকে মতামত নেয়া হয়েছে। এখানে বয়সসীমা ১৮ থেকে ৬০ বছর ধরা হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের বয়সসীমা ১৮ থেকে ২৭ বছর ধরা হয়েছে এবং ২৬ থেকে ৬০ বছর ধরা হয়েছে চাকুরিজীবীদের বয়সসীমা। ১৮ থেকে ২২ বছর বয়সের উত্তরদাতা ২৬ জন। ২৩ থেকে ২৭ বছর বয়সের উত্তরদাতা ৩৪ জন। ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সের উত্তরদাতা ১৭ জন। ৩১ থেকে ৩৫ বছর বয়সের ১২ জন। ২৩ থকে ৪০ বছর বয়সের ৪ জন। ৪১ জন থেকে ৪৫ বছর বয়সের ৩ জন। ৪৬ থেকে ৫০ বছর বয়সের ২ জন। ৫১ থেকে ৫৫ বছর বয়সের কোন উত্তরদাতা এই বিভাগে নেই। ৫৬ থেকে ৬০ বছর বয়সের উত্তরদাতা ২ জন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ মতামত জরিপে অংশগ্রহকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

শিক্ষা	নারী	পুরুষ	মোট	
Ph.d	-	-		
M.Phil	১	-	১	
M.S.S/M.A/M.Ba	২৮	২৫	৫৩	
B.A	২১	১৭	৩৮	
H.S.C	-	৮	৮	
মোট	৫০	৫০	১০০	

উৎস : মাঠ জরিপ

বরিশাল বিভাগে মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্যে দেখা যায় পিএইচড ডিগ্রী ধারী কোন উত্তরদাতা এখানে নেই। এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনকারী উত্তরদাতা রয়েছে ১ জন। মাষ্টার্স শিক্ষায় শিক্ষিত ৫৩ জন উত্তরদতা। স্নাতক/সম্মান শিক্ষায় শিক্ষিত ৩৮ জন উত্তরদাতা। ৮ জন উত্তরদাতা রয়েছেন এইচএসসি পাস।

⇒ **জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা উচিত কিনা এবং এর নির্বাচন পদ্ধিতি কিরূপ হওয়া উচিত?**

এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতারা নিম্নোক্ত উত্তরগুলো প্রদান করেন।
পুরুষদের মধ্যে ২৮ জন উত্তরদাতা সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন সমর্থন করেন। ২২ জন উত্তর দাতা সাধারণ আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন সমর্থন করেন।

সারণী :

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন	১৫	২২	৩৭
সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন	৩৫	২৮	৬৩
মোট	৫০	৫০	১০০

মেয়েদের মধ্যে ৩৫ জন উত্তরদাতা সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন সমর্থন করেন। ১৫ জন উত্তরদাতা সাধারণ আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন সমর্থন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য যতগুলো আসন সংখ্যা রয়েছে তা কি আপনার কাছে পর্যাপ্ত বলে মনে হয়?

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১০	১৯	২৯
না	৪০	৩১	৭১
মোট	৫০	৫০	১০০

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, ২৯ জন উত্তরদাতাদের মতে আসনসংখ্যা ৪৫টি যথেষ্ট। ৭১ জন উত্তরদাতাদের মতে আসন আরও বাড়ানো উচিত।

⇒ আপনার এলাকায় সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যের নাম জানেন কি না?

এ প্রশ্নের উত্তরে বরিশাল বিভাগের উত্তর দাতারা নিম্নের মতামত প্রদান করেছেন।

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৩	৭	১০
না	৪৭	৪৩	৯০
মোট	৫০	৫০	১০০

উত্তরদাতাদের মধ্যে ১০ জন বেগম পারভীন তালুকদার এবং বেগম নাসরীন জাহান রতনার কথা উল্লেখ করেন। বাকী ৯০জন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের নাম জানেন না বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে বাংলাদেশে সংরক্ষিত নারী আসনগুলোর মেয়াদ ১০বছর পর্যন্ত ধরা হয়েছে। আপনার কাছে এই মেয়াদ কি যথাযথ বলে মনে হয়?

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	২৫	২৩	৪৮
না	২৫	২৭	৫২
মোট	৫০	৫০	১০০

না উত্তরকারীদের মতে ১০ বছর মেয়াদ যথাযথ নয় কমানো উচিত অর্থাৎ সাধারন আসনের মেয়াদ হওয়া উচিত। হ্যাঁ উত্তরকারীদের মত মেয়াদ ১০ বছরই যথেষ্ট।

⇒ আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যরা নারী সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব প্রদানে সক্ষম?

এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাদের মতামত তুলে ধরা হলো:

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৬	১৯	২৫
না	৪৪	৩১	৭৫
মোট	৫০	৫০	১০০

৭৫ জন উত্তরদাতা উত্তর দিয়েছেন, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত নয় বলে প্রকৃত প্রতিনিধিত্বদানে সক্ষম নয়। বাকী ২৫ জনের কাছে মনে হয়েছে সক্ষম।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা তারা যথাযথভাবে পালন করেন?

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১৪	৮	২২
না	৩৬	৪২	৭৮
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, ৭৮ জন উত্তরদাতাদের মতে সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা তারা যথাযথভাবে পালন করেন না। কারন তাদের কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ নেই। ২২ জন উত্তরদাতা মনে করেন তারা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেন।

⇒ সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত করার মত যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ নারী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত আছে কি?

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৭	১৯	২৬
না	৪৩	৩১	৭৪
মোট	৫০	৫০	১০০

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে ২৬ জন উত্তরদাতা রাজনীতিতে যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ নারী আছে বলে জানিয়েছেন। অপরদিকে ৭৪ জন উত্তরদাতা রাজনীতিতে দক্ষ নারী নেই বলে জানিয়েছেন এবং কারণ হিসেবে নিম্নের বাঁধা গুলোর কথা উল্লেখ করেছেন-

১. অর্থনৈতিক পরাধীনতা

২. পারিবারিক সামাজিক সহযোগিতার অভাব

৩. যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক শিক্ষা, সাহস এবং দক্ষতার অভাব

Dhaka University Institutional Repository

⇒ নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আপনি কি সমর্থন করেন?

সারণী

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৩৯	৩৪	৭৩
না	১১	১৬	২৭
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, ৭৩ জন উত্তরদাতা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সমর্থন করেন। এবং ২৭ জন উত্তরদাতা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সমর্থন করেন। কারণ, না উত্তরদাতাদের মতে যেখানে নারীদের নিরাপত্তাই নেই, মেয়েদের যেখানে মানুষ বলে মনে হয় না সেখানে রাজনীতির প্রশ্নই আসে না।

⇒ আপনি অথবা আপনার পরিবারের কেউ কি নারী রাজনীতির সাথে জড়িত?

সারণী

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৭	৩	১০
না	৪৩	৪৭	৯০
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ

কেবলমাত্র ১০ জন উত্তরদাতা বলেছেন তাদের মা (২ জন) চাচী, খালা এবং বোন রাজনীতির সাথে জড়িত এবং উত্তরদাতা নিজেই।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ **বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে নারী সমাজে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে কোন সমস্যাগুলো আপনার কাছে প্রকট বলে মনে হয়?**

নারী-পুরুষ উভয় মিলে ১০০ জন উত্তরদাতা নিম্নের সমস্যাগুলোর কথা উল্লেখ করেন।

১. শিক্ষা সচেতনতার অভাব

২. বাল্য বিবাহ

৩. নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম নারীদের উৎসাহ দানে বাঁধা

৪. সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব

৫. নারীরা এখনো রাজনীতিতে অংশগ্রহণে অনাগ্রহী

৬. নারী নির্যাতন

৭. নিরাপত্তার অভাব

৮. পুরুষ-শাসিত মনমানসিকতা, নারীদের অবমূল্যায়ন

৯. নারীরা নারীদের সমস্যা

১০. ইভ টিজিং

১১. যৌতুক

১২. প্রতারণার শিকার

১৩. নারীরা সমস্যার মোকাবেলা করতে পারে না

১৪. নৈতিক অবক্ষয়, উগ্র পোশাক-পরিচ্ছদ

১৫. পারিবারিক অসহযোগিতা

Dhaka University Institutional Repository

⇒ **আপনার মতে সাধারণ আসনের সংসদ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্যে কাজকর্মে কোন পার্থক্য আছে কি না?**

উত্তরদাতাদের প্রত্যেকেই পার্থক্য আছে বলে জানিয়েছেন

⇒ **নারীর ক্ষমতায়ন তথা অধিকার আদায়ে কোন বিষয়টি বেশি প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?**

প্রায় সকলে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সহ নারী শিক্ষার প্রসার, পারিবারিক সহযোগিতা ও দলীয় উদ্যোগের কথা বলেছেন।

ঢাকা বিভাগ

মতামত প্রদনকারীদের পেশা :

ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন পেশার মানুষ মতামত জরিপে অংশগ্রহণ করে।

পেশা			
পেশা	পুরুষ	মহিলা	মোট
শিক্ষকতা	৮	৬	১৪
শিক্ষার্থী	৩০	৩০	৬০
চাকুরীজীবী	১১	১৪	২৫
ব্যবাসায়ী	১	-	১
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ

ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন পেশার মানুষ মতামত জরিপে অংশগ্রহণ করে। ১৪ জন শিক্ষক তাদের মতামত প্রদান করেন যার মধ্যে স্নাতক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষক রয়েছেন। স্নাতক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৬০ জন শিক্ষার্থীর মতামত গৃহীত হয়। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ১ জন ব্যবাসায়ীসহ ২৫ জন চাকুরিজীবী রয়েছে। চাকুরিজীবীদের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ই ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

মতামত জরিপে অংশগ্রহকারীদের বয়স :

ঢাকা বিভাগ

বয়স				
মতামত প্রদান কারী	বয়স	মেয়ে	ছেলে	মোট
শিক্ষার্থী	১৮-২২	১৭	২০	৩৭
	২৩-২৭	১৩	১০	২৩
চাকুরীজীবী	২৬-৩০	১৪	৬	২০
	৩১-৩৫	৪	৩	৭
পেশাজীবী	৩৬-৪০	০	৪	৪
	৪১-৪৫	১	৩	৪
	৪৬-৫০	০	২	২
	৫১-৫৫	১	২	৩
মোট	৫৬-৬০	৫০	৫০	১০০

উৎসঃ মাঠ জরিপ

ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিদের কাছ থেকে মতামত নেয়া হয়েছে। উত্তরদাতাদের বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩০ পর্যন্ত ধরা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ থেকে ২৭ বছর বয়স পর্যন্ত উত্তরদাতার সংখ্যা ৬০ জন এবং এরা সবাই শিক্ষার্থী। অপরদিকে ২৬ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকুরিজীবী নারী-পুরুষদের বয়সসীমা ধরা হয়েছে। যাদের সংখ্যা ৪০ জন।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ **মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ**

শিক্ষাগত যোগ্যতা				
শিক্ষা	**নারী**	**পুরুষ**	**মোট**	
Ph.d	১	২	৩	
M.Phil	১	-	১	
M.S.S/M.A/M.Ba	২৭	১৯	৪৬	
B.A/Hons	২১	২২	৪৩	
H.S.C	-	৭	৭	
মোট	**৫০**	**৫০**	**১০০**	

উৎস : মাঠ জরিপ

ঢাকা বিভাগের মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্যে দেখা যায়। পিএইচডি ডিগ্রীধারী ৩ জন এমফিল ডিগ্রী অর্জনকারী ১ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে মাষ্টার্স ৪৬ জন, বি.এ ৪৩ জন এবং এইচএসসি'র ৭ জন উত্তরদাতা রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিভাগ প্রদানকৃত মতামত বিষয়ক তথ্যের বিশ্লেষণ

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংক্রান্ত জনগণের মতামত জরিপে ঢাকা বিভাগের জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয়। তাদের উত্তরের ভিত্তিতে সংরক্ষিত আসন বিষয়ক মতামত বিশ্লেষিত হলো।

⇒ **জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হলে- ৩২ জন নারী সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে নির্বাচন পদ্ধতি প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত বলে মনে করেন। এ বিষয়ে একই মত পোষণকারী পুরুষের সংখ্যা ৩৬জন।**

অপরদিকে, ১৮ জন নারী মনে করেন নারীদের এখন আর সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে কোণঠাসা করে রাখার প্রয়োজন নেই, নারীরা এখন যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষ ও পারদর্শী। বর্তমানে ৩৪৫টি আসনই সাধারণ আসন হবে এবং সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য নারীরা সংসদ সদস্য হবেন। সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচনের একই মত পোষণকারী পুরুষের সংখ্যা ১৪ জন।

ঢাকা বিভাগ

সারণী-১

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন	৩২	৩৬	৬৮
কোন সংরক্ষিত আসন না রেখে সবগুলো সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন	১৮	১৪	৩২
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস : মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

আপনার এলাকার সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যের নাম জানেন কি না?

⇒ এ প্রশ্নের উত্তরে ৪০ জন নারী জানেন না বলে উত্তর দিয়েছেন। ৩৯ জন পুরুষ জানেন না বলে উত্তর দিয়েছেন এবং ১০ নারী এবং ১১জন পুরুষ বলেছেন তার এলাকায় সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যের নাম জানেন বলে জানিয়েছেন তারা বেগম আশরাফুন্নেসা মোশারফ ও বেগম জাহানারা বেগম-এর কথা বলেন।

বর্তমানে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য ৪৫টি আসন সংখ্যা রয়েছে তা কি আপনার কাছে পর্যাপ্ত বলে মনে হয়?

⇒ এ প্রশ্নের জবাবে ৩৮ জন মেয়ে বলেন আসন সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। আরো বাড়ানো উচিত বলে মনে করেন। ১২ জন মতামত দিয়েছেন সংরক্ষিত আসনেরই প্রয়োজন নেই। এ প্রশ্নের জবাবে ২৮ জন পুরুষ আসন সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন। ২২ জনের কাছে মনে হয়েছে ৪৫টি আসনই যথেষ্ট বাড়নোর প্রয়োজন নেই।

⇒ **জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনগুলোর মেয়াদ ১০ বছর ধরা হয়ে আপনার কাছে এই মেয়াদ যথাযথ বলে মনে হয়?**

⇒ ৩০ জন পুরুষ মতামত দিয়েছেন ১০ বছর মেয়াদ যথেষ্ট। ২০ জন মতামত দিয়েছেন এই মেয়াদ যথাযথ নয়। (এর মধ্যে আবার ৭জন বলেছেন মেয়াদ বাড়িয়ে ১৫ বছর করা উচিত। ১৩ জন বলেছেন মেয়াদ কমানো উচিত।)

মেয়েদের মধ্যে ১০ বছর মেয়াদ যথেষ্ট বলে মনে হয়েছে ৩৫ জনের। বাকী ১৪ জনের মনে হয়ে মেয়াদ কমানো উচিত। ১ জনের মনে হয়েছে মেয়াদ বাড়িয়ে ১৫ বছর করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরা নারী সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম?

সারণী :

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১৬	১২	২৮
না	৩৪	৩৮	৭২
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায় ২৮ জন উত্তরদাতা মনে করেন সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদগণ নারী সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব দানে সক্ষম। ৭২ জন মনে করেন সক্ষম নন। না উত্তরদাতাদের মতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হবে।

⇒ আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের উপরে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা তারা যথাযথভাবে পালন করেন?

মহিলা আসনের সংসদ সদস্যের উপর অর্পিত দায়িত্ব প্রসঙ্গে মতামত

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১৫	৭	২২
না	৩৫	৪৩	৭৮
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায়, দায়িত্ব পালন করেন এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ২২ জন। দায়িত্ব পালন করেন না বলে জানিয়েছেন ৭৮ জন উত্তরদাতা এবং তাদের মতে, কাজ করার ইচ্ছা থাকলেও দায়িত্ব পালনের সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন উত্তরদাতারা।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ **সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত করার মত যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ নারী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত আছে কি?**

পুরুষ উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৪ জন উত্তরদাতার কাছে মনে হয়েছে সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত করার মত যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ নারী রাজনীতিতে নেই। ১৬ জন উত্তরদাতা এ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেন।

৪৫ জন মহিলা রাজনীতিতে যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ মহিলা নেই বলে জানিয়েছেন ৫ জন উত্তরদাতা যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষ নারী রাজনীতিতে আছে বলে জানিয়েছেন।

⇒ **আপনি কি মনে করেন বর্তমানে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক দক্ষতা রয়েছে?**

পুরুষের মধ্যে ৪৫ জন উত্তরদাতা মনে করেন বর্তমান সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক দক্ষতা নেই। এদের মধ্যে ৫ জন রাজনৈতিক দক্ষতা আছে বলে মনে করেন।

⇒ মেয়েদের মধ্যে ২৬ জন উত্তরদাতা মনে করেন বর্তমান সাংসদদের (সং.আ) যথেষ্ট পরিমানে রাজনৈতিক দক্ষতা নেই। ২৪ জন মনে করেন রাজনৈতিক দক্ষতা আছে। না উত্তর প্রদানকারীরা রাজনীতিবিদদের তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজনীতিতে আসার সুপারিশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ আপনার এলাকায় সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্যরা এ পর্যন্ত কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করেছে?

এ প্রশ্নের জবাবে মেয়েদের মধ্যে ৩৯ জন জানি না বলে জানিয়েছেন এবং ১ জন রাস্তা ঘাট নির্মাণ স্কুল, মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠার কথা জানিয়েছেন। পুরুষদের মধ্যে ৪৫ এ বিষয়ে কোন ধারণা নেই বলে উল্লেখ করেন ৫ জন কিছু কিছু কাজের কথা উল্লেখ করেছেন।

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৪৮	৪২	৯০
না	২	৮	১০
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ

- নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে সমর্থন করে এরকম উত্তরদাতা মোট ৯০ জন এবং অসমর্থন করে এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ১০ জন।

⇒ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে নারী সমাজে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে কোন সমস্যাগুলো আপনার কাছে প্রকট বলে মনে হয়?

এ প্রশ্নের উত্তরে ৫০ জন পুরুষ উত্তরদাতা বলেছেন নারীদের প্রকৃত শিক্ষার অভাব, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অভাব, যৌতুক সমস্যা, যৌন হয়রানি এবং নারীদের অশালিন পোশাক-পরিচ্ছদ।

মেয়েদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিম্নের উত্তরগুলো দিয়েছেন-

১. দারিদ্র
২. নারীদের মানসিক দৃঢ়তার অভাব
৩. নারী হিসেবে সামাজিক অবমূল্যায়ন
৪. নির্যাতন, নিরাপত্তার অভাব, যৌতুক, ইভটিজিং
৫. পুরুষ শাসিত সমাজ
৬. বাল্য বিবাহ

Dhaka University Institutional Repository

⇒ **আপনার মতে সাধারণ আসনের সংসদ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্যে কাজকর্মে কোন পার্থক্য আছে কি না?**

মেয়েদের মধ্যে ৮জন উত্তরদাতা কাজকর্মে কোন পার্থক্য নেই বলে জানিয়েছেন। ৪২ জন উত্তরদাতা অবশ্যই পার্থক্য আছে বলে জানিয়েছেন।

পুরুষদের মধ্যে ৪৮ জন পার্থক্য আছে বলে জানিয়েছেন এবং ২ জন নেই বলে মন্তব্য করেন।

⇒ **নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারী-পুরুষ সকল উত্তরদাতা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন নারী শিক্ষার প্রসার, পারিবারিক সহযোগিতা, সরকারী পদক্ষেপ এবং দলীয় উদ্যোগের কথা বলেন।**

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম বিভাগ

মতামত প্রদানকারীদের পেশা:

বয়স				
পেশা	পুরুষ	মহিলা	মোট	
শিক্ষকতা	১০	৭	১৭	
শিক্ষার্থী	৩০	৩০	৬০	
চাকুরিজীবী	৭	১৩	২০	
ব্যবসায়ী	৩	-	৩	
মোট	৫০	৫০	১০০	

উৎস: মাঠ জরিপ

চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে। শিক্ষক ১৭জন যারা স্নাতক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কর্মরত। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে স্নাতক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৬০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। চাকুরিজীবী রয়েছেন ২০ জন। এছাড়া মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ৩ জন ব্যবসায়ীও ছিলো।

মতামত প্রদানকারীদের বয়স :

সারণী :

মতামত প্রদানকারী	গড় ব্যবধান	মেয়ে	ছেলে	মোট
শিক্ষার্থী	১৮-২২	১৬	১০	২৬
	২৩-২৭	১৪	২০	৩৪
চাকুরীজীবী	২৬-৩০	১৪	১২	২৬
	৩১-৩৫	২	৪	৬
	৩৬-৪০	১	২	৩
	৪১-৪৫	২	১	৩
	৪৬-৫০	-	১	১
	৫১-৫৫	১	-	১
	৫৬-৬০	-	-	-
মোট		৫০	৫০	১০০

উৎস : মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের মানুষ রয়েছেন। ১৮ থেকে ২৭ বছর বয়স পর্যন্ত ৬০ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। আবার ২৬ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত ৪০ জন পেশাজীবীর মতামত জরিপ গ্রহণ করা হয়।

মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতা				
শিক্ষা	**নারী**	**পুরুষ**	**মোট**	
Ph.d	-	৩	৩	
M.Phil	-	-	-	
M.S.S/M.A/M.Ba	১৯	১৬	৩৫	
B.A/Hons	২৭	২৫	৫২	
H.S.C	৪	৬	১০	
মোট	৫০	৫০	১০০	

উৎস : মাঠ জরিপ

চট্টগ্রাম বিভাগের মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য দেখা যায় উত্তরদাতারা এইচএসসি থেকে শুরু করে পিএইচডি পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনকারী উত্তরদাতা ছিলেন ৩ জন। এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনকারী উত্তরদাতার মতামত গ্রহণ করা এই বিভাগে সম্ভব হয়নি। মাষ্টার্স পর্যায়ে ছিলো ৩৫ জন, স্নাতক পর্যায়ে ছিল ৫২ জন এবং এইচএসসি শিক্ষায় শিক্ষিত মতামত প্রদানকারী ছিলো ১০ জন।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম বিভাগ

⇒ **জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা উচিত কিনা এবং নির্বাচন পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত?**

এ প্রশ্নের উত্তর নিম্নের সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হলোঃ

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন সমর্থন করেন	৩৬	৩৩	৬৯
কোন সংরক্ষিত আসন না রেখে সবগুলো সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন	১৪	১৭	৩১
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যায়, ৬৯জন উত্তরদাতা মনে করেন জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত করা উচিত। কেননা আমাদের সমাজ এখনো পুরুষশাসিত এবং নারীরাও যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন নয়। অপরদিকে ৩১ জন উত্তরদাতা মনে করেন আমাদের সমাজে যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক দক্ষতা সম্পন্ন নারীরা রয়েছেন কিন্তু তারা সুযোগ পাচ্ছেন না বলে রাজনীতিতে আসছেন না।

চট্ট্রগ্রাম বিভাগ

⇒ **আপনার এলাকার সংরক্ষিত আসনের মহিলা সংসদ সদস্যের নাম জানেন কি?**

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৩	১০	১৩
না	৪৭	৪০	৮৭
মোট	৫০	৫০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের নাম জানেন এমন উত্তরদাতার সংখ্যা মোট ১৩জন। এবং জানেন না এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ৬৭ জন। হ্যাঁ উত্তরদাতারা নোয়াখালীর বেগম ফরিদুন্নাহার লাইলী, বেগম রুবী রহমান এবং চট্টগ্রামের বেগম চেমন আরা বেগমের কথা উল্লেখ করেন।

⇒ **বর্তমানে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য যতগুলো আসন সংখ্যা রয়েছে তা কি আপনার কাছে পর্যাপ্ত বলে মনে হয়?**

সারণী :

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১৪	২৯	৪৩
না	৩৬	২১	৫৭
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যায়, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের আসন সংখ্যা ৪৫টিই যথেষ্ট এর সাথে একমত পোষণকারী উত্তরদাতার সংখ্যা ৪৩। উত্তরদাতারা যুক্তি হিসেবে দেখান বাংলাদেশ একটি ছোট এবং গরবী দেশ। আসন সংখ্যা বাড়ালে সংসদ সদস্যদের পেছনে সরকারি ব্যয়ও বেড়ে যাবে। তারচেয়ে যারা আছেন তাদের সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত করে প্রকৃত ক্ষমতা প্রদান করে জনগণের জন্য কাজ করার সুযোগ করে দিলেই সবচেয়ে ভালো হয়। অপরদিকে না উত্তরপ্রদানকারীদের মতে, দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক যেহেতু নারী সেহেতু প্রতিনিধির সংখ্যাও বাড়ানো উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ বর্তমানে বাংলাদেশে সংরক্ষিত নারী আসনগুলোর মেয়াদ ১০বছর পর্যন্ত ধরা হয়েছে। আপনার কাছে এই মেয়াদ কি যথাযথ বলে মনে হয়?

উত্তরের ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৩৭	২৮	৬৫
না	১৩	২২	৩৫
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায়, সংরক্ষিত নারী আসনগুলোর সাংবিধানিক মেয়াদ ১০ বছর রাখাই যথেষ্ট বলে মনে করেন ৬৫ জন উত্তর দাতা। অপরদিকে ৩৫ জন উত্তরদাতা মনে করেন সংরক্ষিত আসন প্রয়োজন নেই সবগুলো (৩৪৫) সাধারণ আসন হবে এবং সরাসরি নির্বাচন হবে। মেয়াদের কোন প্রয়োজন নেই।

⇒ আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যরা সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বদানে সক্ষম?

উত্তরের ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১৫	১৭	৩২
না	৩৫	৩৩	৬৮
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায়, ৬৮ জন উত্তরদাতা মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের বর্তমান সংসদ সদস্যরা নারী সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বদানে সক্ষম নন। কেননা তারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত বলে তাদের ক্ষমতাও কম এবং জনগণের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা নেই দায়বদ্ধতাও নেই। অপরদিকে ৩২ জন উত্তরদাতা সং, না. আ. সংসদ সদস্যদের প্রতিনিধিত্বদানে সক্ষম বলে জানিয়েছেন। কিন্তু তাদের সংসদের পুতুল বানিয়ে রাখা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ আপনি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা তারা যথাযথ ভাবে পালন করেন?

উত্তরের ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৯	১২	২১
না	৪১	৩৮	৭৯
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায়, ২১ জন উত্তরদতা সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে বলে জানিয়েছেন। অপরদিকে ৭৯ জন উত্তরদাতা মনে করেন সং, না- আ. সংসদ সদস্যরা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না, কারণ তাদের সুযোগ নেই।

⇒ সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত করার মত যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ নারী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত আছে কি?

উত্তরের ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১৯	১৬	৩৫
না	৩১	৩৪	৬৫
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, মোট ৩৫জন উত্তরদাতা মনে করেন রাজনীতিতে দক্ষ নারীরা রয়েছেন কিন্তু দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ নেই। অপরদিকে ৬৫ জন আসনের সংসদ সদস্যরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচিত করেন জনগণের পছন্দ অনুযায়ী নয়। সেক্ষেত্রে দক্ষতার প্রশ্ন থেকেই যায়। এজন্য সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের নিয়ে আসা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ আপনি কি মনে করেন বর্তমানে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক দক্ষতা রয়েছে।

সারণী :

উত্তরের ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১৬	৮	২৪
না	৩৪	৪২	৭৬
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে লক্ষ করা যায় ২৪জন উত্তরদাতা মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসন বর্তমান সংসদ সদস্যদের যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক দক্ষতা রয়েছে। অপরদিকে ৭৬জন উত্তরদাতা মনে করেন তারা রাজনৈতিকভাবে দক্ষ নয়। কারণ তাদের তৃণমূল পর্যায়ের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা নেই এবং জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত নন।

⇒ আপনার এলাকায় সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরা এ পর্যন্ত কি কি উন্নয়মূলক কাজ করেছে।

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪০ জন পুরুষ এ প্রশ্নের জবাবে কোন উন্নয়নের কথা জানেন না বলে উল্লেখ করেন। অপরদিকে মাত্র ১০ জন উত্তরদাতা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাস্তাঘাট উন্নয়নের কথা বলেছেন।

মেয়েদের ৫০ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩ জন উত্তরদাতা নারী উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আপনি কি সমর্থন করেন?

সারণী :

উত্তরের ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৪৫	৩৪	৭৯
না	৫	১৬	২১
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায় মোট ৭৯জন উত্তরদাতা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সমর্থন করেন। অপরদিকে ২১ জন উত্তরদাতা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সমর্থন করেন না। এ প্রসেঙ্গ তারা বলেন, নারীরা গৃহস্থালীর কাজেই বেশি উপযুক্ত, তাদের যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক দক্ষতা নেই এবং নারীরা রাজনীতিতে উপযুক্তও নয়।

⇒ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে নারী সমাজে বিদ্যামান সমস্যাগুলোর মধ্যে কোন সমস্যাগুলো আপনার কাছে প্রকট বলে মনে হয়?

উত্তরদাতাদের মধ্যে সকলেই নারী সমাজের কিছু না কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন।

মেয়েদের মধ্যে ৫০ জন উত্তরদাতা নিম্নের সমস্যা গুলোর কথা উল্লেখ করেন:-

পুরুষদের মতে:-

১. বাস্তব ও নৈতিক শিক্ষার অভাব/পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব

২. সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব

৩. অর্থনৈতিক পরাধীনতা

৪. পারিবারিক সামাজিক সহযোগিতার অভাব

৫. নারী হিসেবে নারীদের অবমূল্যায়ন

৬. বাল্য বিবাহ

৭. নারী নির্যাতন

৮. কর্মসংস্থানের অভাব

Dhaka University Institutional Repository

৯. যৌতুক সমস্যা

১০. নারীদের অশালীন পোশাক ও চলাফেরা।

১১. নারী-পুরুষের বৈষম্য।

১২. নারীদের নিজেদের সচেতনতার অভাব

১৩. ইভ টিজিং

মেয়েদের মতে:-

১. আত্মসচেতনার অভাব

২. পর নির্ভরশীলতার মনোভাব/পর মুখাপেক্ষিতা

৩. পর্যাপ্ত জ্ঞান ও শিক্ষার অভাব

৪. সহযোগিতার অভাব

৫. যথেষ্ট শিক্ষার অভাব

৬. যৌতুক, ইভ টিজিং

৭. নির্যাতন

৮. পুরুষশাসিত সমাজ/পুরুষদের আধিপত্য

৯. নিরাপত্তাহীনতা

১০. কর্মসংস্থানের অভাব

১১. বাল্য বিবাহ

১২. রাজনৈতিক, শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব

১৩. অপসংস্কৃতির প্রভাব।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ আপনার মতে সাধারণ আসনের সংসদ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্যে কাজকর্মে কোন পার্থক্য আছে কিনা?

সারণী :

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৪৩	৪৫	৮৮
না	৭	৫	১২
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যায় ৮৮ জকন উত্তদাতাদের মতে, সাধারণ আসনের সংসদ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্যে কাজে-কর্মে পার্থক্য আছে। কেননা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্ব ও ক্ষমতা অনেক বেশি। অপরদিকে ১২ জন মনে করেন উভয়ই সংসদ সদস্য, উভয়ের কাজও একই রকম।

⇒ নারীর ক্ষমতায়ন তথা অধিকার আদায়ে কোন বিষয়টি বেশি প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে নারী-পুরুষ সকল উত্তরদাতা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনসহ, নারী শিক্ষা প্রসার পারিবারিক সহযোগিতা ও দলীয় উদ্যোগের কথা বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী বিভাগ

মতামত প্রদানকারী পেশা ঃ

সারণী ঃ

পেশা	নারী	পুরুষ	মোট
শিক্ষকতা	৯	৭	১৬
শিক্ষার্থী	৩০	৩০	৬০
ব্যবসা	-	২	২
চাকুরিজীবী	১১	১১	২২
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন পেশার মানুষ মতামত জরিপে অংশগ্রহণ করেন। মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্নাতক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ১৬ জন শিক্ষক ও ৬০ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। ২ জন ব্যবসায়ী ও ২২ জন চাকুরিজীবী ও তাদের মতামত প্রদান করেন। চাকুরিজীবীদের মধ্যে সরকরি ও বেসরকারি উভয়ই ছিল।

মতামত প্রদানকারীদের বয়সঃ

সারণী ঃ রাজশাহী বিভাগের মতামত প্রদানকারীদের বয়সসীমা

মতামত প্রদানকারী	বয়স	নারী	পুরুষ	মোট
শিক্ষার্থী	১৮-২২	১০	১১	২১
	২৩-২৭২৭	২০	১৯	৩৯
অন্যান্য পেশাজীবী	২৬-৩০	১৬	৮	২৪
	৩১-৩৫	১	৪	৫
	৩৬-৪০	২	৪	৬
	৪১-৪৫	-	২	২
	৪৬-৫০	১	১	২
	৫১-৫৫	-	১	১
	৫৬-৬০	-	-	-
মোট		৫০	৫০	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিদের কাছ থেকে মতামত নেয়া হয়েছে। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ১৮ থেকে ২৭ বছর বয়সের ৬০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। চাকুরিজীবীদের বয়সসীমা ধরা হয়েছে ২৬ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সের রয়েছেন ২৪ জন। ৩১ থেকে ৩৫ বছর বয়সের রয়েছেন ৫ জন। ৩৬ থেকে ৪০ বছর বয়সের মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা ৬ জন। ৪১ থেকে ৪৫ বয়সের মতামতপ্রদানকারীর সংখ্যা ২ জন। ৪৬ থেকে ৫০ বছর বয়সের রয়েছেন ২ জন। ৫১ থেকে ৫৫ বছর বয়সের ১ জন।

মতামত প্রদানকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

সারণী ঃ

শিক্ষা	নারী	পুরুষ	মোট
Ph.d	-	৪	৪
M.phil	১	২	৩
M.S.S	১৭+১৫=৩২	১৭	৪৯
B.A(Hons)	১৫	২২	৩৭
H.S.C	২	৫	৭
মোট	৫০	৫০০	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

রাজশাহী বিভাগের মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য দেখা যায় পিএইচ ডি ডিগ্রীধারী উত্তরদাতার সংখ্যা ৪ জন। এদের সবাই পুরুষ উত্তরদাতা। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনকারী উত্তরদাতা রয়েছেন ৩ জন (১জন নারী ও ২ জন পুরুষ)। মাষ্টার্স ডিগ্রি অর্জনকারী উত্তরদাতার সংখ্যা ৪৯ জন। স্নাতক পর্যায়ের ৩৭ জন ও এইচ এস সি পাস ৭ জন উত্তরদাতাদের মতামত প্রদান করেন।

সাধারণ জনগণের মতামত জরিপ বিশ্লেষণ ঃ

জাতীয় সংসদ সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যহত রাখা উচিত কিনা এবং নির্বাচন পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত?

৫০ জন পুরুষের মধ্যে ২৮ জন উত্তরদাতা সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন এবং ২২ জন উত্তরদাতা সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫০ জন মহিলা উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৮ জন উত্তরদাতা সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন। এবং ১২ জন উত্তরদাতা সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেছেন।

সারণী ঃ

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বচন সমর্থন করেন	৩৮	২৮	৬৬
কোন সংরক্ষিত আসন না রেখে সবগুলো সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন	১২	২২	৩৪
মোট	৫০	৫০	১০০

বর্তমানে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে জন্য যতগুলো (৪৫) আসন সংখ্যা রয়েছে কি আপনার কাছে পর্যাপ্ত বলে মনে হয়?

সারণী ঃ

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১০	১৯	২৯
না	৪০	৩১	৭১
মোট	৫০	৫০	১০০

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে ২৯ জন উত্তরদাতাদের মতে ৪৫টি আসনই যথেষ্ট। ৭১জন উত্তরদাতাদের মতে আসন সংখ্যা আরো বাড়ানো উচিত। যেহেতু বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সেহেতু আসন সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের নাম জানেন কিনা?

সারণী ঃ

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৫	১০	১৫
না	৪৫	৪০	৮৫
মোট	৫০	৫০	১০০

এ প্রশ্নের জবাবে ১৫জন উত্তরদাতা জানেন বলে জানিয়েছেন এবং জিনাতুন্নেছা তালুকদারের কথা উল্লেখ করেন। ৮৫ জন উত্তরদাতা জানেন না বলে জানিয়েছেন।

বর্তমানে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনগুলোর মেয়াদ ১০ বছর পর্যন্ত ধরা হয়েছে। আপনার কাছে এই মেয়াদ কি যথাযথ বলে মনে হয়?

সারণী ঃ

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৩১	৩৭	৬৮
না	১৯	১৩	৩২
মোট	৫০	৫০	১০০

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, আসন সংখ্যা পর্যাপ্ত এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ৬৮ জন। এবং ৩২ জন উত্তরদাতাদের মতে আসন সংখ্যা কমিয়ে ০৫ বছর করা উচিত অর্থাৎ সাধারণ আসনের নির্বাচনের সাথে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যরা নারী সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বদানে সক্ষম?

সারণী ঃ

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১২	১৮	৩০
না	৩৮	৩২	৭০
মোট	৫০	৫০	১০০

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, ৩০ জন উত্তরকারী মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যরা নারী সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বদানে সক্ষম। অপরদিকে ৭০ জন উত্তরদাতা মনে করেন যেহেতু তারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি নন তাই তারা প্রকৃত প্রতিনিধিত্বদানেও সক্ষম নন।

আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা তারা যথাযথভাবে পালন করে?

সারণী ঃ

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১৬	১২	২৮
না	৩৪	৩৮	৭২
মোট	৫০	৫০	১০০

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, ২৮ জন উত্তরদাতা সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যরা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে বলে জানিয়েছেন। অপরদিকে ৭২ জন উত্তরদাতা। সংসদ সদস্যদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন না জানিয়েছেন। কেননা তাদের কাজ করার সুযোগ কম।

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত করার মত যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ নারী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত আছে কি?

সারণী ঃ

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	২০	১৭	৩৭
না	৩০	৩৩	৬৩
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায় ৩৭ জন উত্তরদাতার মতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত করার মতো যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষ নারী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত আছে। অপরদিকে ৬৩ জন উত্তরদাতার মতে, যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ নারী রাজনীতিতে নেই।

আপনি কি মনে করেন বর্তমানে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক দক্ষতা রয়েছে?

সারণী ঃ

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১৬	৮	২৪
না	৩৪	৪২	৭৬
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ২৪ জন উত্তরদাতাদের মতে সংরক্ষিত নারী আসনের বর্তমান সংসদ সদস্যদের যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক দক্ষতা রয়েছে। অপরদিকে, ৭৬ জন উত্তরদাতার মতে তারা সবাই রাজনৈতিকভাবে দক্ষ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

আপনার এলাকায় সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরা এ পর্যন্ত কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করেছে?

এ প্রশ্নের জবাবে ১০০ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ১০ জন নিম্নের উন্নয়নমূলক কাজের কথা উল্লেখ করেন। মেয়েদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, খেলাধুলায় অবদান, অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ।

নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আপনি কি সমর্থন করেন?

সারণী ঃ

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হাঁ	৪৮	৪১	৮৯
না	২	৯	১১
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, ১১ জন উত্তরদাতা নারী রাজনীতি সমর্থন করেন না। এবং ৮৯ জন উত্তরদাতা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে সমর্থন করেন।

আপনি অথবা আপনার পরিবারের কেউ কি নারী রাজনীতির সাথে জড়িত?

১০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫ জন নারী উত্তরদাতার পরিবারের দাদী, ফুফু, চাচী, খালা এবং ১ জন উত্তরদাতা নিজেই নারী রাজনীতির সাথে জড়িত। অন্যদিকে ৯৫ জন নিজে বা পরিবারের কেউ নারী রাজনীতির সাথে জড়িত নয় বলে জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে নারী সমাজে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে কোন সমস্যাগুলো আপনার কাছে প্রকট বলে মনে হয়?

এ প্রশ্নের জবাবে পুরুষদের মধ্যে ৫০ জন এবং নারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫০ জন নিম্নের উত্তরগুলো প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নারী উত্তরদাতা ঃ

১. পারিবারিক অবহেলা

২. অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন

৩. নিরাপত্তাহীনতা, বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন, ইভটিজিং

৪. হীনমন্যতা, সাহস ও বুদ্ধির অভাব

৫. অলসতা ও বিলাসিতা

৬. নারী-পুরুষ বৈষম্য

৭. পুরুষতান্ত্রিকতা

৮. শিক্ষার অভাব

৯. সামাজিক অবমূল্যায়ন

১০. যৌতুক সমস্যা

১১. নারীরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত

১২. কর্মক্ষেত্র উপযুক্ত পরিবেশের অভাব

১৩. অদূরদর্শিতা, অগভীর চিন্তা

১৪. নিজ অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা

১৫. আইনের বাস্তায়নের অভাব

১৬. নিজস্ব সচেতনতার অভাব

১৭. বিবাহ পরবর্তী জীবনে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

পুরুষ উত্তরদাতাদের মতে-

১. পুরুষের কঠোর মনোভাব

২. নারীর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব

৩. নারীর অশালীন পোশাক-পরিধান (অনেক উত্তরদতা একমত)

৪. নৈতিকতার অভাব, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে না চলা

৫. আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাব

৬. পরুষ শাসিত সমাজের অনৈতিক মনোভাব

৭. শিক্ষার অভাব

Dhaka University Institutional Repository

৮. অর্থনৈতিক সমস্যা

৯. পারিবারিক অসহযোগিতা

১০.সমান অধিকার তত্ত্ব

১১.নিজেকে সমাজে প্রকাশ করার আকাঙ্খা

১২.পুরুষদের বৈরী মনোভাব

১৩.বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন

১৪.নারীদের পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

১৫.রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে রাজনীতিতে নারীর প্রতিকূল পরিবেশ।

১৬.রাজনৈতিক অদক্ষতা

১৭.উন্নয়নমূলক কাজে ভূমিকা কম।

আপনার মতে সাধারণ আসনের সংসদ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের মধ্যে কাজকর্মে কোন পার্থক্য আছে কিনা?

এ প্রশ্নের উত্তরে সকল উত্তরদাতাই পার্থক্য আছে বলে জানিয়েছেন। বিশেষ করে সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের তুলনায় সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যরা সীমিত ক্ষমতার অধিকারী।

নারীর ক্ষমতায়ন তথা অধিকার আদায়ে কোন বিষয়টি বেশি প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে সকল উত্তরদাতাই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনসহ, নারী শিক্ষার প্রসার, পারিবারিক সহযোগিতা, সরকারী পদক্ষেপ এবং দলীয় উদ্যোগের কথা বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

খুলনা বিভাগ

মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পেশা

পেশা			
পেশা	পুরুষ	মহিলা	মোট
শিক্ষক	১৫	১৫	৩০
শিক্ষার্থী	৩০	৩০	৬০
চাকুরীজীবী	৫	৪	৯
ব্যবাসায়ী	১	-	১
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ

খুলনা বিভাগের বিভিন্ন পেশার মানুষ মতামত জরিপে অংশগ্রহণ করে। ৩০ জন শিক্ষক তাদের মতামত প্রদান করেন যার মধ্যে স্নাতক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষক রয়েছেন। স্নাতক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৬০ জন শিক্ষার্থীর মতামত গৃহীত হয়। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ১ জন ব্যবাসায়ীসহ ৯ জন চাকুরিজীবী রয়েছে। চাকুরিজীবীদের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ই ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

মতামত জরিপে অংশগ্রহকারীদের বয়স :

খুলনা বিভাগ

বয়স				
মতামত প্রদান কারী	**বয়স**	**মেয়ে**	**ছেলে**	**মোট**
শিক্ষার্থী	১৮-২২	২০	১৫	৩৫
	২৩-২৭	১০	১৫	২৫
চাকুরিজীবী	২৬-৩০	৭	৩	১০
	৩১-৩৫	৩	৫	৮
	৩৬-৪০	৩	১	৪
	৪১-৪৫	৩	৩	৬
	৪৬-৫০	২	৪	৬
	৫১-৫৫	২	৪	৬
	৫৬-৬০	-	-	-
মোট		৫০	৫০	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ

খুলস্ বিভাগের বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিদের কাছ থেকে মতামত নেয়া হয়েছে। উত্তরদাতাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩০ পর্যন্ত ধরা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ থেকে ২৭ বছর বয়স পর্যন্ত উত্তরদাতার সংখ্যা ৬০ জন । অপরদিকে ২৬ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকুরিজীবী নারী-পুরুষদের বয়সসীমা ধরা হয়েছে। যাদের সংখ্যা ৪০ জন।

Dhaka University Institutional Repository

মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতা				
শিক্ষা	নারী	পুরুষ	মোট	
Ph.d	৪	৩	৭	
M.Phil	-	১	১	
M.S.S/M.A/M.Ba	১৭	২০	৩৭	
B.A/Hons	২৯	২৬	৫৫	
H.S.C	-	-	-	
মোট	৫০	৫০	১০০	

খুলনা বিভাগের মতামত জরিপে অংশগ্রহকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্যে দেখা যায়। পিএইচডি ডিগ্রীধারী ৭ জন, এমফিল ডিগ্রী অর্জনকারী ১ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে মাষ্টার্স ৩৭ জন, বি.এ ৫৫ জন এবং এইচএসসি'র কোন উত্তরদাতা পাওয়া যায় নি।

⇒ **জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যহত রাখা উচিত কিনা এবং এর নির্বাচনপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত?**

এ প্রশ্নের উত্তরে ১০০ জন উত্তরদাতা নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন	১৭	১৮	৩৫
সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন সমর্থন করেন	৩৩	৩২	৬৫
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন ৩৫ জন উত্তরদাতা এবং সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন সমর্থন করেন ৬৫ জন উত্তরদাতা। কেননা তাদের মতে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের সরাসরি নির্বাচনে আসতে এখনো যথেষ্ট বাঁধা রয়েছে। অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশ এখনো নারীদের অনুকূলে নয়।

ঐতিহাসিকভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এদেশের নারী সমাজ অবদমনে ও অবরোধে স্বকীয় বিকাশ ও বিস্তারে সক্ষম হয়ে ওঠেনি।

যেহেতু নারীর ক্ষমতায়নের পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেনি। সেজন্যই এই ব্যবস্থা রয়েছে। আর ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত রাখা উচিত যতদিন পর্যন্ত নারীরা শিক্ষা-দীক্ষা- রাজনৈতিক দক্ষতা এবং অধিকার আদায়ে নির্বিঘ্ন পরিবেশ পেয়ে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করেন।

আপনর এলাকার সংরক্ষিত নারী আসনের মহিলা সংসদ সদস্যের নাম জানেন কি?

সারণী

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	২	৪	৬
সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন সমর্থন করেন	৪৭	৪৬	৯৪
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যাদের নাম জানেন এমন উত্তরদাতার সংখ্যা মোট ৬ জন। উত্তরদাতারা বাগেরহাটের-বেগম নাজমা আক্তার, নূর আফরোজ আলী এবং বেগম নূরজাহান বেগমের কথা উল্লেখ করেন। অপরদিকে ৯৪ জন উত্তরদাতা তার এলাকার সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের নাম জানেন না বলে উল্লেখ করেন। যুক্তি হিসেবে "না" উত্তরদাতারা বলেন, কাগজে কলমে হয়তো তাদের নির্দিষ্ট কাজের এলাকা ভাগ করে দেয়া হয়েছে কিন্তু জনগণের দ্বারা তারা সরাসরি নির্বাচিত নয় বলে জনগণ তাদের চেনেনা, তাদের নামও জানেনা।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে জাতীয় সংসদ সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য যতগুলো আসন সংখ্যা রয়েছে তা কি আপনার কাছে পর্যাপ্ত বলে মনে হয়?

সারণী

উত্তরের ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	২৪	২১	৪৫
না	২৬	২৯	৫৫
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে আসন সংখ্যা পর্যাপ্ত বরে মতামত জানিয়েছেন মোট ৪৫ জন উত্তরদাতা। আসন সংখ্যা বৃদ্ধি না করার পক্ষে যারা সমর্থন জানিয়েছেন তাদের যুক্তি- বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা এখনো পুরুষতান্ত্রিক যে কোন কাজের জন্য পরিবারের কর্তা ব্যক্তিটির কাছে জবাবদিহি করতে হয়। আমাদের দেশের পুরুষ মানুষের এখনো ধারণা নারীরা শুধু সন্তান-লালন, পালন, পরিবারের ব্যক্তিদের খেদমত করার জন্যই সৃষ্টি। এই নিয়মের বাইরে কোন মেয়ে কাজ গেলে তাকে একই সাথে সংসার কর্মক্ষেত্র উভয়ই সামাল দিতে হয়। সেক্ষেত্রে উভয়ই সামাল দিতে হয়। সেক্ষেত্রে সংসার এবং কর্মক্ষেত্র কোন জায়গাতেই একজন নারী তেমন কোন অবদান রাখতে পারে না। তাছাড়া একজন নারী স্বাধীনভাবে চলার মত পরিবেশ এখনো তৈরি হয়নি। যথেষ্ট নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে সবার আগে-প্রয়োজন পুরুষদের সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করা এবং নারীদের মেধার বিকাশে সহায়তা করা। এধরনের পরিবেশ তৈরি হওয়ার আগে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, বৃদ্ধি, এবং সংসদে আসন সংখ্যা বাড়ানো কোনটাই সমর্থনযোগ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে বাংলাদেশের সংরক্ষিত নারী আসনগুলের মেয়াদ ১০ বছর পর্যন্ত ধরা হয়েছে আপনার কাছে এই মেয়াদ কি যথাযথ বলে মনে হয়?

সারণী

উত্তরের ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৩৮	৩১	৬৯
না	১২	১৯	৩১
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যায়, ৬৯ জন উত্তরদাতার কাছে ১০ বছর মেয়াদ যথাযথ। এবং "না" উত্তর প্রদানকারী ৩১ জনের কাছে এই মেয়াদ যথাযথ নয়। তাদের অধিকাংশের ধারণা এই মেয়াদ যথাযথ নয়। তাদের অধিকাংশের ধারণা এই মেয়াদ কমিয়ে "৫" বছর হওয়া উচিত অর্থাৎ সাধারণ আসনের নির্বাচনের সাথে সাথে সংরক্ষিত আসনগুলোতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং মেয়াদ একই রকম হবে।

⇒ **আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরা নারী সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বদানে সক্ষম?**

সারণী

মতামতের ধরন	মেয়ে	ছেলে	মোট
হ্যাঁ	২০	৩০	৫০
না	৩০	২০	৫০
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যায়, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যরা নারী সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বদানে সক্ষম এমন উত্তরদাতার সংখ্যা মোট ৫০ জন। জননির্বাচিত ৩০০ জন সংসদ সদস্য যেহেতু ৪৫ জনকে নির্বাচিত করেন সেহেতু তারা যোগ্য ব্যক্তিদেরই নির্বাচিত করেন যারা প্রতিনিধিত্ব প্রদান করতে পারবেন। অপরদিকে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যরা নারী সমাজের প্রকৃত

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধিত্বপ্রদানে সক্ষম নন এমন উত্তরদাতাদের সংখ্যাও ৫০ জন। তারা যুক্তি দেখান যেহেতু সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন সেহেতু জনগণের সাথে তারা পরিচিত ও নন, জনগণের কাছে দায়বদ্ধ ও নন।

আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের উপর যে দায়িত্ব হয়েছে তা তারা যথাযথভাবে পালন করেন?

সারণী

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১৩	৯	২২
না	৩৭	৪১	৭৮
যথেষ্ঠ সুযোগ নেই			
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ২২ জন উত্তরদাতা মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। কেননা তারা যেহেতু ৩০০ জন সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত তারা তাদের কাছেই দায়বদ্ধ থেকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে যান। অপরদিকে ৭৮ জন উত্তরদাতা মনে করেন তাদের জনগণের জন্য কাজ করার ইচ্ছা থাকলে ও সুযোগ নেই। প্রথমত, রাজনৈতিক দলগুলোর সাধারণ আসন সংখ্যার আনুপাতিক হারে তাদের কাজের এলাকা ভাগ করে দেয়া হয়। এ কারনে ৪৫ জনসংখ্যা না.আ. সংসদদের সবাই কাজের নির্দিষ্ট এলাকা পান না। দ্বিতীয়ত; সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের নিজ এলাকার বাইরে অন্য এলাকায় কাজ দেয়া হয় যার কারণে জগণের কল্যাণে কিছু করা কষ্টকর হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ **সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ্য নির্বাচনে নির্বাচিত করার মত যথেষ্ট পরিমাপ দক্ষ নারী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত আছে কি?**

সারণী

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১৯	১৫	৩৪
না	৩১	৩৫	৬৬
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, ৩৪ জন উত্তরদাতা রাজনীতিতে যথেষ্ট পরিমানে দক্ষ নারী সম্পৃক্ত আছে বলে জানিয়েছেন। অপরদিকে ৬৬ জন উত্তরদাতা "না" জানিয়েছেন। না উত্তরদাতারা অর্থনৈতিক মুক্তি, পরাধীনতা, পারিবারিক সামাজিক রাজনৈতিক শিক্ষা, সাহস এবং দক্ষতার অভাব এছাড়াও দলীয়, সরকারী এবং জনগণ সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বলে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

⇒ **আপনি কি মনে করেন বর্তমান সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের যথেষ্ট পরিমাপে রাজনৈতিক দক্ষতা রয়েছে?**

সারণী

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	২০	১০	৩০
না	৩০	৪০	৭০
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, ৩০ জন উত্তরদাতা মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের বর্তমান সংসদ সদস্যদের যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক দক্ষতা রয়েছে কিন্তু পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার তারা তাদের রাজনৈতিক দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছেন না।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে, ৭০ জন উত্তরদাতা মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক দক্ষতা নেই। কেননা তাদের সকলের রাজনৈতিক দক্ষতা নেই। কেননা তাদের সকলের তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতির সাথে সম্পৃক্ততা নেই।

⇒ আপনার এলাকায় সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরা এ পর্যন্ত কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করেছে?

পুরুষ উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৫ জন এবং নারীদের মধ্যে ৪৯ জন এ বিষয়ে কোন ধারণা নেই বা জানে না বলে উত্তর দিয়েছেন। অপরদিকে পুরুষদের মধ্যে ৫ এবং নারীদের মধ্যে ১ জন কিছু উন্নয়নমূলক কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন ঃ- রাস্তাঘাট, কালভাট, উদ্বোধন করা, শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান, স্বাস্থ্য সেবা, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা, শিশু ও নারী উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ যৌতুক বিরোধী সচেতনতা। বয়স্ক ও বিধবাভাতা প্রদান হাসপাতাল নির্মাণ।

কারণ, তাদের যেহেতু নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা নেই এবং কাজের এলাকা বন্টন করে দেয়া হয়েছে অন্য এলাকায় সেহেতু তাদের উল্লেখযোগ্য কোন অবদান নেই। যার জন্য জনগণ তাদের কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। কাজের নির্দিষ্ট এলাকা ভাগ করে দেয়া নেই।

নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আপনি কি সমর্থন করেন?

সারণী

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৪৮	৩৯	৮৭
না	২	১১	১৩
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ

এ প্রশ্নের উত্তরে ১৩ জন উত্তরদাতা নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে সমর্থন করেন না। কেননা নারী নেতৃত্ব শরীয়ত সম্মত নয়। আবার অন্য একজন উত্তরদাতা বলেন,

"বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ নারীদের কর্মক্ষেত্র গৃহঅভ্যন্তরে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণকে সমর্থন করেছেন। কারণ, নারীদের সমস্যাগুলো নারীরাই ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

আপনি অথবা আপনার পরিবারের কেউ কি নারী রাজনীতির সাথে জড়িত?

সারণী

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৩	৪	৭
না	৪৭	৪৬	৯৩
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায়, মোট ৭ জন ব্যক্তির পরিবারে কারো, বোন, স্ত্রী, চাচী এবং ফুফু নারী রাজনীতির সাথে জড়িত এবং ৯৩ জন উত্তরদাতার পরিবারে কেউ নারী রাজনীতির সাথে জড়িত নয়।

- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে নারী সমাজে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে কোন সমস্যাগুলো আপনার কাছে প্রকট মনে হয়?

উল্লেখিত কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরা হলো ঃ

ক. অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা

খ. পারিপার্শ্বিক অসহযোগিতা

গ. নিরাপত্তার অভাব

ঘ. ক্ষুদ্র মানসিকতা/আত্মবিশ্বাসের অভাব

ঙ. দলীয় রাজনীতির বাইরে নতুন ধারার অভাব

চ. নারী শিক্ষার অভাব

ছ. পারিবারিক নির্যাতন

জ. পুরুষতান্ত্রিকতা

ঝ. বাল্য বিবাহ

Dhaka University Institutional Repository

ঞ. যৌতুক সমস্যা

ট. পরিশ্রম বিমুখতা

ঠ. গঠনমূলক চিন্তাভাবনা না করা

ড. অসহনশীলতা

ঢ. কর্মসংস্থানের অভাব

ণ. ইভ টিজিং

ত. রাজনৈতিক দক্ষতার অভাব

থ. পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

আপনার মতে সাধারণ আসনের সংসদ এবং সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্যে কাজকর্মে কোন পার্থক্য আছে কি না?

উত্তরদাতাদের মধ্যে সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্যে এবং সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্যে কাজে কর্মে পার্থক্য আছে বলে জানিয়েছে ৪৬ জন পুরুষ সদস্য। এই উত্তরের সাথে একই মত পোষণ করেছেন ৪৮ জন নারী উত্তরদাতা। পুরুষদের মধ্যে ৪ জন এবং নারীদের মধ্যে ২ জন কোন পার্থক্য নেই বলে জানিয়েছেন।

নারীর ক্ষমতায়ন তথা অধিকার আদায়ে কোন বিষয়টি বেশি প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে নারী পুরুষ সকল উত্তরদাতা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনসহ, নারী শিক্ষার প্রসার পারিবারিক সহযোগিতা ও দলীয় উদ্যোগের কথা বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট বিভাগ

➤ মতামত প্রদানকারীদের পেশা ঃ

সারণী ঃ সিলেট বিভাগের মতামত প্রদানকারীদের পেশা

সারণী

পেশা	নারী	পুরুষ	মোট
শিক্ষকতা	৮	১২	২০
শিক্ষার্থী	৩০	৩০	৬০
ব্যবসায়ী	-	১	১
চাকুরিজীবী	১২	৭	১৯
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎসঃ মাঠ জরিপ

সিলেট বিভাগের বিভিন্ন পেশার মানুষ মতামত জরিপে অংশগ্রহণ করেন। ২০ জন শিক্ষক তাদের মতামত প্রদান করেন যার মধ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষক রয়েছেন। স্নাতক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৬০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। মতামত প্রদানকারীদের ১ জন ব্যবসায়ী। তাছাড়া ১৯ জন চাকুরিজীবী তাদের মতামত প্রদান করেন। চাকুরিজীবীদের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ই ছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

মতামত প্রদানকারীদের বয়সসীমা ঃ

সারণী

পেশা	বয়স ব্যবধান	নারী	পুরুষ	মোট
শিক্ষার্থী	১৮-১২	১২	১২	২৪
	২৩-২৭	১৮	১৮	৩৬
অন্যান্য	২৬-৩০	১২	৭	১৯
পেশাজীবী	৩১-৩৫	৩	২	৫
	৩৬-৪০	৩	১	৪
	৪১-৪৫	১	১	২
	৪৬-৫০	-	৫	৫
	৫১-৫৫	-	২	২
	৫৬-৬০	১	২	৩
মোট		৫০	৫০	১০০

উৎসঃ মাঠ জরিপ

সিলেট বিভাগের বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিদের কাছ থেকে মতামত নেয়া হয়েছে। এখানে বয়সসীমা ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সসীমা। ধরা হয়েছে এর মধ্যে ১৮-২৭ বছর শিক্ষার্থীদের বয়সসমীমা এবং ২৬ থেকে ৬০ বছর চাকুরিজীবীদের ১৮ থেকে ২২ বছরের ২৪ জন। ২৩ থেকে ২৭ বছরের ৩৬ জন মতামত দিয়েছেন। ২৬ থেকে ৩০ বছর ১৯ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। ৩১ থেকে ৩৫ বছরের বয়সের ৫ জন ব্যক্তি রয়েছেন। ৪১ থেকে ৪৫ বছর বয়সের মাত্র ২ জন উত্তরদাতা রয়েছেন ৪৬-৫০ বছর বয়সের কোন নারী উত্তরদাতা নেই পুরুষ উত্তরদাতা ৫ জন। ৫১ থেকে ৫৪ বছর বয়সের ২ জন উত্তরদাতা রয়েছেন। ৫৬ থেকে ৬০ বছরের রয়েছেন ৩ জন উত্তরদাতা।

মতামত প্রদানকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

সারণী

পেশা	নারী	পুরুষ	মোট
Ph.d	-	৫	৫
M.phil	-	-	-
M.S.S	২২	২৫	৪৭
B.S.S	২২	১৮	৪০
H.S.C	৬	২	৮
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎসঃ মাঠ জরিপ

সিলেট বিভাগে মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্যে দেখা যায় পিএইচডি ডিগ্রী ধারী ব্যক্তি রয়েছেন ৫ জন এর মধ্যে কোন নারী নেই। এবং এমফিল ডিগ্রিধারীদের মধ্যে কাউকে পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা রয়েছেন মাষ্টার্স সম্পন্নকারী ব্যক্তি অর্থাৎ ৪৭ জন। স্নাতক/অনার্স শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ৪০ জন। এইচ এসসি পর্যায়ে রয়েছেন মোট ৮ জন উত্তরদাতা।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা উচিত কিনা এবং এর নির্বাচন পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত?

এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতারা নিম্নোক্ত উত্তরগুলো প্রদান করেন। প্রথমেই আকারে দেখানো হলো ঃ

সারণী

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন	১৩	১৬	২৯
সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সমর্থন করেন	৩৭	৩৪	৭১
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎসঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণীতে দেখা যায় সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন মোট ২৯ জন উত্তরদাতা। এর মধ্যে পুরুষ ১৬ জন এবং নারী ১৩। অপরদিকে সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন সমর্থন করেন ৭১ জন উত্তরদাতা। এর ৩৭ জন নারী এবং ৩৪ জন পুরুষ।

আপনার এলাকার সংরক্ষিত নারী আসনের মহিলা সংসদ সদস্যের নাম জানেন কি?

এ প্রশ্নের উত্তরে সিলেট বিভাগের উত্তরদাতারা নিম্নের মতামত প্রদান করেছেন।

সারণী ঃ সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্যদের নাম জানা প্রসঙ্গে।

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৩	৫	৮
না	৪৭	৪৫	৯২
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎসঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায়, মোট ৮ জন উত্তরদাতা তার এলাকার সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের নাম জানেন। সংসদ সদস্যদের মধ্যে সৈয়দা জেবুন্নেসা হক এবং শাম্মী আকতারের কথা উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে উত্তরদাতাদের এক বিরাট অংশ তাদের এলাকার সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের নাম জানেন না।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য যতগুলো আসন সংখ্যা রয়েছে তা কি আপনার কাছে পর্যাপ্ত বলে মনে হয়?

এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতারা নিম্নের মতামত প্রদান করেছেন

সারণীঃ সংরক্ষিত নারী আসনের আসন সংখ্যা প্রসঙ্গে মতামত

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১৮	২১	৩৯
না	৩২	২৯	৬১
মোট	৫০	৫০	১০০

উসঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, ৩৯ জন উত্তরদাতা ৪৫ আসনই যথেষ্ট বলে মনে করেন। এবং এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখান, বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ, সংসদে আসন সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করলে এতে করে জাতীয় ব্যয় অনেক বেড়ে যাবে। তার চেয়ে যতজন আছেন তাদের যদি সরাসরি নির্বাচিত করে নিজস্ব নির্বাচিত এলাকায় কাজ ভাগ করে দেয়া হয় তাহলেই জনগণ উপকৃত হবে। অপরদিকে ৬১ জন উত্তরদাতা মনে করেন বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক যেহেতু নারী তাই নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ও বৃদ্ধি করা উচিত।

বর্তমানে বাংলাদেশ সংরক্ষিত নারী আসনগুলোর মেয়াদ ১০ বছর পর্যন্ত ধরা হয়েছে আপনার কাছে এই মেয়াদ কি যথাযথ বলে মনে হয়?

এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতারা নিন্মের মতামত প্রদান করেছেন।

সারণী ঃ সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ প্রসঙ্গে

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৩৫	৪০	৭৫
না	১৫	১০	২৫
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎসঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে সংরক্ষিত নারী আসনগুলোর সাংবিধানিক মেয়াদ ১০ বছর রাখাই যথেষ্ট এই উত্তরদাতাদের সংখ্যা ৭৫ জন। তাদের মতে দেশ যথেষ্ট এগিয়েছে। রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হতে এবং নারীদের সকল বাধা অতিক্রম করে রাজনীতিতে আসতে এর চেয়ে বেশি সময়ের প্রয়োজন নেই। ২৫ জন না উত্তর দিয়েছেন এদের মতে মেয়াদ আরও কমিয়ে আনা উচিত।

আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যরা নারী সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব প্রদানে সক্ষম?

এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতারা নিম্নোক্ত উত্তরগুলো তুলে ধরেনঃ

সারণীঃ সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব প্রদান প্রসঙ্গে

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১০	১৫	২৫
না	৪০	৩৫	৭৫
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎসঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যায়, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যরা সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব প্রদানে সক্ষম বলে জানিয়েছেন ২৫ জন উত্তরদাতা। অপরদিকে ৭৫ জন উত্তরদাতাদের মতে তাদের দ্বারা প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব প্রদান করা সম্ভব নয় কারণ তারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নয় এবং জনগণ তাদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা তারা যথাযথভাবে পালন করেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরকারীরা নিম্নের মতামত প্রদান করেন।

সারণী

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১২	১০	২২
না	৩৮	৪০	৭৮
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎসঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায়, ২২ জন উত্তরদাতা সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। তারা সরকারি বরাদ্দের যতটুকু পান দিয়েই কাজ করে থাকেন। অপরদিকে ৭৮ জন না উত্তরদাতাদের মতে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের আনুপাতিক হারে নির্দিষ্ট কর্ম এলাকা বন্টন করে দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে আবার অনেকের নিজের এলাকার বাইরে অন্য জায়গায় কাজের এলাকা দেয়া হয়েছে। এতে করে ইচ্ছা থাকলেও সকলের কাজ করার সুযোগ নেই।

সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত করার মত যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ নারী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত আছে কি?

এ প্রশ্নের উত্তর নিম্নের সারণীতে তুলে ধরা হলো ঃ

সারণী ঃ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের নির্বাচিত হওয়ার মত যতেষ্ট পরিমাণ দক্ষ নারী রাজনীতিতে থাকা প্রসঙ্গে।

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	১৫	১২	২৭
না	৩৫	৩৮	৭৩
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎসঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত করার মত যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ নারী রাজনীতিতে আছে এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ২৭ জন। অপরদিকে যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ নারী রাজনীতিতে নেই বলে জানিয়েছেন ৭৩ জন উত্তরদাতা। তারা কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক পরাধীনতা, পারিবারিক সামাজিক সহযোগিতার অভাব, যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক, শিক্ষা, সাহস ও দক্ষতার অভাব। আরো বলেন প্রতিটি রাজনৈতিক দলে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের বর্তমান সংসদ সদস্যদের যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক দক্ষতা রয়েছে?

এ প্রশ্নের জবাবে ২১ জন নারী ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেছেন তাদের মতে বর্তমান সংসদ সদস্যদের যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক দক্ষতা রয়েছে । এ উত্তরের সাথে একমত পোষণকারী পুরুষের সংখ্যা ১৮ জন।

না উত্তর প্রদানকারী নারী ২৯ জন এবং পুরুষ ৩২ জন। তাদের মতে তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজনীতিতে আসা ছাড়া রাজনৈতিক দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব নয়।

সারণীঃ বর্তমান সংসদ সদস্যদের (সাং,না) রাজনৈতিক দক্ষতা প্রসঙ্গে

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	২১	১৮	৩৯
না	২৯	৩২	৬১
মোট	৫০	৫০	১০০

উৎসঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

আপনার এলাকার সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যারা এ পর্যন্ত কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করেছে?

এ প্রশ্নের উত্তরে মোট ৫ জন উত্তরদাতা রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, রিলিফ প্রদান করেছেন, সাংস্কৃতিক দিকে মেয়েদের উন্নয়নের চেষ্টা করেছেন। বাকী ৯৫ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ২ জন তার এলাকার কোন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য নেই বলে জানিয়েছেন। ৯৩ জন উত্তরদাতা এ সম্পর্কে জানেন না বলে জানিয়েছেন।

নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আপনি কি সমর্থন করেন?

এ প্রশ্নের উত্তর নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো ঃ

সারণী ঃ রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতামত

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	৫০	৪৮	৯৮
না	-	২	২
মোট	৫০	৫০	১০০

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, পুরুষদের মধ্যে দুজন নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সমর্থন করেন না। অপরদিকে ৯৮ জন উত্তরদাতা নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে সমর্থন করেন।

আপনি অথবা আপনার পরিবারের কেউ কি নারী রাজনীতির সাথে জড়িত?

এ প্রশ্নের উত্তর নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো ঃ

সারণী ঃ নারী রাজনীতির সাথে জড়িত থাকা প্রসঙ্গে

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
হ্যাঁ	২	৪	৬
না	৪৮	৪৬	৯৪
মোট	৫০	৫০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে, নারী রাজনীতির সাথে উত্তরদাতা নিজে অথবা পরিবারের কেউ জড়িত কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ৬ জন উত্তরদাতা হ্যাঁ বলেছেন। এবং এদের মধ্যে ২ জনের মা, দিদিমা, চাচী, মামী, বোন বলে মতামত প্রদান করেন। অপরদিকে ৯৪ জন উত্তরদাতা নিজে অথবা পরিবারের কেউ নারী রাজনীতির সাথে জড়িত নয় বলে জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে নারী সমাজে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে কোন সমস্যাগুলো আপনার প্রকট বলে মনে হয়?

এ প্রশ্নের উত্তরে সকল উত্তরদাতাই কমবেশি সমস্যার কথা বলেছেন নীচের সমস্যাগুলো তার ভিতর থেকে তুলে ধরা হলো ঃ

ইভ টিজিং, যৌতুক প্রথার বিড়ম্বনা, পারিবারিক নির্যাতন, সামাজিক সচেতনতার অভাব, কর্মক্ষেত্র নারীদের অসহযোগিতা, বাল্য বিবাহ, অর্থনৈতিক পরাধীনতা, প্রকৃত শিক্ষার অভাব, পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা। নারীদের প্রকৃত সম্মান না দেয়া, রাষ্ট্রীয়ভাবে নারী উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ না নেয়া মেয়েদের অনৈতিকতা, নারীদের কর্মবিমুখতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করা, অধিকার আদায়ে অস্বয়ংক্রিয়তা, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আনাগ্রহ, পরাধীনতা, নারীর সংকীর্ণ মনোভাব, লিঙ্গগত বৈষম্য, যথেষ্ট কর্মসংস্থানের অভাব।

আপনার মতে সাধারণ আসনের সংসদ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্যে কাজ - কর্মে কোন পার্থক্য আছে কিনা?

উত্তরদাতাদের মধ্যে ১০ জন সুস্পষ্ট ধারণা নেই এবং জানিনা বলেছেন। বাকী ৯০ জন উত্তরদাতা অবশ্যই পার্থক্য আছে বলে মনে করেন। যেমন সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যরা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত বলে তাদের ক্ষমতা ও বেশি এব জনগণের কাছে তাদের গুরুত্ব বেশি। অপরদিকে সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যরা সাধারন আসনের সংসদের দ্বারা নির্বাচিত বলে তারা রাজনৈতিক দলের কাছে দায়বদ্ধ, জনগণের কাছে নয়। তাদের ক্ষমতা ও কম গুরুত্ব ও কম। সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের নিয়ে একজন উত্তরদাতা নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন "ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার"।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ক্ষমতায়ন তথা অধিকার আদায়ে কোন বিষয়টি বেশি প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে সকল উত্তরদাতাই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনসহ, নারী শিক্ষার প্রসার, পারিবারিক সহযোগিতা, সরকারী পদক্ষেপ ও দলীয় উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন।

সুপারিশমালা :

কর্মজীবী নারীদের যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হতে হয় তা নিম্নরূপ :

১. নারী হিসেবে অবমূল্যায়ন

২. পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব, খন্ডকালীন চাকুরীর ব্যবস্থা না থাকা

৩. কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের দেখাশুনা করার জন্য কোন চাইল্ড কেয়ার ব্যবস্থা না থাকা

৪. মেয়েদের যাতায়াতের জন্য আলাদা ট্রান্সপোর্ট না থাকা

৫. নিরাপত্তার অভাব

৬. সরকারী চাকুরী গুলোতে মেয়েদের জন্য যে নির্ধারিত কোটা আছে তা সম্পূর্ণ হচ্ছে কিনা তা মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা।

৭. বেসরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে যে বেতন বৈষম্য আছে সে ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

৮. প্রতিবছর দক্ষ নারী কর্মীকে সরকারিভাবে পুরস্কৃত করা।

৯. গৃহস্থালী কাজের ক্ষেত্রে বৈষম্য না করে পরিবারের পুরুষ ব্যক্তিদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া উচিত। তাহলে একজন নারীর পক্ষেও সম্ভব হবে পরিবার এবং সমাজকে ভালোকিছু উপহার দেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা আসনের সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ ঃ

সাধারণ তথ্যাবলী ঃ ৬টি বিভাগের ২জন করে মোট ১২জন মহিলা আসনের সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ করা হলো। উত্তরদাতারা সকলেই নবম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য।

আপনার নির্বাচনী এলাকা কোনটি?

এ প্রশ্নের উত্তরে ৪জন উত্তরদাতা নির্বাচনী এলাকার কথা উল্লেখ করেছেন। যা শতকরা ৩৩%। নির্বাচনী এলাকা আছে বলে যারা উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে একজনের নির্বাচনী এলাকা একজায়গায় কিন্তু দায়িত্ব পালন করতে হয় অন্যজায়গায়। বাকী ৮জন উত্তরদাতা ৭৭% তাদের কাজের নির্দিষ্ট এলাকা নেই তবে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কিছু এলাকা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যারা কাজের নির্দিষ্ট এলাকা পাননি তারা কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত আসনের আনুপাতিক হারে ৪৫জন এর মধ্যে ২০ জনকে নির্দিষ্ট কাজের এলাকা দেয়া হয়েছে। এজন্য তারা বাদ পড়েছেন।

ছাত্রজীবনে কোন ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে- ১০জন উত্তরদাতা জড়িত ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন যার শতকরা হার ৮৩%। বাকী দুজন উত্তরদাতা প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা না থাকায় তারা পারিবারিকভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন বলে উল্লেখ করেন।

সংরক্ষিত আসনের পরোক্ষ নির্বাচন সমর্থন করেন কিনা জানতে চাইলে ৬জন উত্তরদাতা সংরক্ষিত আসনে সাধারণ নির্বাচন সমর্থন করেছেন। অপরদিকে ৬জন উত্তরদাতা সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেছেন। কারণ হিসেবে বলেন প্রত্যক্ষ নির্বাচন অবশ্যই সমর্থন করি, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে ৩৩% মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে হবে। অন্যথায় সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন করতে গেলে একজন নারীর পক্ষে এতবিশাল এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা। বা জনসংযোগ সাধন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

আসন সংখ্যা যতগুলো আছে তা যথেষ্ট কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ১১জন উত্তরদাতা আসন সংখ্যা ১০০টিতে উন্নীত করার কথা বলেছেন যার শতকরা হার৯২% অন্যদিকে ১জন উত্তরদাতা যতগুলো আসন আছে তাদের সুষ্ঠুভাবে কাজের এলাকা ভাগ করে দিতে বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

জনকল্যাণমূলক কাজের কথা জানতে চাইলে উত্তরদাতারা বলেন কাবিখা, TR বরাদ্দ ছাড়া উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তাদের তেমন কিছু দেয়া হয় না। অপরদিকে সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের বর্তমান বাজেটে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

নারীদের প্রতিনিধি হিসেবে নারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন্ বিষয়গুলোর উপর আপনি বেশি জোর দিচ্ছেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে সকল উত্তরদাতা কিছু না কিছু অবদানের কথা বলেছেন, এর মধ্যে কয়েকজন বলেছেন নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য ১ম থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বইবিতরণ, খেলাধুলায় অগ্রসর হওয়া, নারী পাচার রোধে অবদান ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ৩ মাস পরপর ২৫ হাজার টাকা দেয়া হয় তা দিয়ে দুস্থদের সেবা করে থাকেন।

সাধারণ আসনের সংসদ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্যে কোন বৈষম্য আছে কিনা?

এ প্রশ্নের উত্তরে বৈষম্য আছে বলে সকলেই জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বৈষম্য তারা সাধারণ আসনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত তাদের ক্ষমতা ও গুরুত্ব অনেক বেশি অপরদিকে মহিলা আসনের সংসদ সদস্যরা সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের দ্বারা মনোনীত বলে তাদের মূল্যায়ন কম করা হয়। সরকারি বরাদ্দের ক্ষেত্রে সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

সংরক্ষিত আসনগুলোর মেয়াদ ১০ বছরই যথেষ্ট বলে জানিয়েছেন ১২জন উত্তরদাতা। মহিলা আসনের MP-গণ প্রত্যেকেই কোন না কোন কমিটির সদস্য হিসেবে আছেন। রাজনীতিতে জড়িত থাকার ব্যাপারে পরিবার সহযোগিতা করছে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ:

সাধারণ তথ্যাবলী : ছয়টি বিভাগের মোট ১২০ জন (৬০ নারী ৬০ পুরুষ) রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তাদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটন করা হয়।

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা: শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায় এইচ, এস, সি পাশ ৮%, স্নাতক পাশ ৫৭% এবং স্নাতকোত্তর ৩৫%।

রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা।

সারণী :

শিক্ষা	পুরুষ	নারী	মোট	শতকরা
এইচ.এস.সি	৩	৭	১০	৮%
স্নাতক	৩০	৩৮	৬৮	৫৭%
স্নাতকোত্তর	২৭	১৫	৪২	৩৫%
মোট	৬০	৬০	১২০	১০০%

উৎস : মাঠ পর্যায়ের জরিপ

রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের পেশা :

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৩% এ্যাডভোকেট, ডাক্তার ৫%, ব্যবসায়ী মোট ৫৬%, গৃহিনী ৪২%, চাকুরিজীবী (বেসরকারি+সাংবাদিক) ৩০% এবং ছাত্ররাজনীতির সাথে জড়িত মোট ৩৪% উত্তরদাতা রয়েছেন।

রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের পেশা

সারণী :

পুরুষ	সংখ্যা	শতকরা	নারী	সংখ্যা	শতকরা
এ্যাডভোকেট	২০	৩৩%	গৃহিণী	২৫	৪২%
ডাক্তার	৩	৫%	চাকুরী	১৮	৩০%
ব্যবসায়ী	২৭	৪৫%	ব্যবসায়ী	৭	১১%
ছাত্ররাজনীতি	১০	১৭%	ছাত্ররাজনীতি	১০	১৭%
মোট	৬০	১০০		৬০	১০০

উৎস: মাঠ পর্যায়ের রাজনীতি

রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বয়স :

উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৫-৩০ বছরের মধ্যে মোট ৩৪%, ৩১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে ২২%, ৩৬ থেকে ৪০ বছর বয়সের মধ্যে ১৫%, ৪১ থেকে ৪৫ বছর বয়সের মধ্যে ১৮%, ৪৬-৫০ বছর বয়সের মধ্যে ৩৮%, ৫১ থেকে ৫৫ বছর।

বয়স	পুরুষ	শতকরা	নারী	শতকরা
২৫-৩০	১০	১৭%	১০	১৭%
৩১-৩৫	৬	১০%	৭	১২%
৩৬-৪০	-	-	৯	১৫%
৪১-৪৫	-	-	১১	১৮%
৪৬-৫০	-	-	২৩	৩৮%
৫১-৫৫	৯	১৫%	-	-
৫৬-৬০	১৪	২৩%	-	-
৬১-৬৫	২১	৩৫%	-	-
মোট	৬০	১০০	৬০	১০০

উৎস : মাঠ পর্যায়ের জরিপ

বয়সের মধ্যে ১৫% এবং ৫৬ থকে ৬০ বছর বয়সের মধ্যে ২৩% এবং ৬১ থেকে ৬৫ বছর বয়সের মধ্যে ৩৫% উত্তরদাতা রয়েছেন।

রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

⇒ **জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা উচিত কিনা এবং এর নির্বাচন পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত?**

- এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতারা নিম্নোক্ত উত্তরগুলো প্রদান করেন:

পুরুষদের মধ্যে ৩০জন অর্থাৎ ৫০% সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে এবং ৩০ জন সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যবাহত রেখে সাধারণ নির্বাচনের পক্ষে মতামত প্রদান করেন। অপরদিকে মহিলাদের মধ্যে ১০ জন অর্থাৎ ১৬% সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে মতামত

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করেন। অপরদিকে ৫০ জন অর্থাৎ ৮৪% উত্তর দাতা সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন। নিম্নে সারণীর মাধ্যমে উত্তর তুলে ধরা হলো।

মতামত	নারী	পুরুষ	মোট
সাধারণ আসনের সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন	১০ (১৬%)	৩০ (৫০%)	৪০
সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন	৫০ (৮৪%)	৩০ (৫০%)	৮০
মোট=	৬০	৬০	১২০

⇒ **আসন সংখ্যা ৪৫টি যথেষ্ট নাকি আরো বাড়ানো উচিত?**

- এ প্রশ্নের জবাবে : পুরুষদের মধ্যে ৫০% এবং নারীদের মধ্যে ৩৩% উত্তরদাতা ৪৫টি আসন যথেষ্ট বলে মনে করেন। প্রতিটি জেলায় ১টি অর্থাৎ ৬৪টি আসন সমর্থন করেন পুরুষ ২৮% এবং নারী ৪৭%। এছাড়া ১০০টি আসন সমর্থন করেন পুরুষ ২২% এবং নারী ২০%।

নিম্নে সারণীতে দেখানো হলোঃ

আসন	পুরুষ	শতকরা	নারী	শতকরা
৪৫	৩০	৫০%	২০	৩৩%
৬৪	১৭	২৮%	২৮	৪৭%
১০০	১৩	২২%	১২	২০%
মোট	৬০	১০০	৬০	১০০

উৎস : মাঠ জরিপ

সারণীতে দেখা যায় উত্তরদাতাদের মধ্যে বেশির ভাগ ৪৫টি আসন যথেষ্ট বলে মনে করেন।

উত্তরদাতাদের মধ্যে সকলেই সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ১০ বছর যথেষ্ট বলে মনে করেন। অর্থাৎ আগামী ২০১৪ সালে ৪৫টি আসনের পূর্বেই সংবিধান সংশোধন করে নতুন আইন প্রণয়ন করা উচিত বলে উত্তরদাতারা জানিয়েছেন।

➢ নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উত্তরদাতারা সামাজিক সচেতনা, শিক্ষার প্রসার, সরকারী উদ্যোগ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিক হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতার কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

- নারীদের রাজনৈতিক দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ের রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে জনগণের কাছাকাছি এসে তাদের প্রয়োজন গুলো উপলব্ধি করার কথা সমর্থন করেন।

- সরাসরি নির্বাচন ছাড়া বর্তমান মহিলা আসনের সাংসদের জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব প্রদান করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন বেশির ভাগ উত্তরদাতা।

- সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মত যথেষ্ট পরিমাণে যোগ্য নারী রাজনীতিতে আছেন বলে জানিয়েছেন উত্তরদাতারা।

রাজনৈতিক নেতা -কর্মীদের দেয়া কিছু সুপারিশ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১। বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ হিসেবে বর্তমানে ৪৫ মহিলা আসন যথেষ্ট। সরকারের উচিত এই ৪৫ জনকে যথাযথভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রদান করা।

এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে আরো কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে বলে উত্তরদাতারা মনে করেন।

উত্তরদাতারা আরো জানিয়েছেন এই ৪৫ জন মহিলা সাংসদদের নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা ভাগ করে দেয়া এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা উচিত। এই আসনগুলোতে প্রার্থীরা সবাই নারী হবেন এবং তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। আরো বলেন নির্বাচনে বিজয়ী প্রতিনিধিদের নির্বাচনী খরচ ফিরিয়ে দেয়া এবং পরাজয় বরণকারী প্রার্থীকে নূণ্যতম ১০% ভোট পেলেও তাকে কিছু পরিমাণ অর্থ ফিরিয়ে দেয়া উচিত।এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন সম্ভব বলে উত্তরদাতারা জানিয়েছেন।

- অনেক উত্তরদাতা মনে করেন এবং উদাহরণ হিসেবে বলেন- ৪৫টি আসন প্রতিবছর ঘুরে ঘুরে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। প্রতি সংসদ নির্বাচনে আসন সংখ্যা ঠিক থাকবে কিন্তু এলাকা পরিবর্তন হবে। এতে বাংলাদেশের সব আসনগুলোতে মহিলা আসনের প্রতিনিধিরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করে।

  সাধারণ নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো ৩৩% নারীদের মনোনয়ন দিলে সেক্ষেত্রেও নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান উন্মোচন

৫.ক. বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন :

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই গ্রামে বসবাস করে। এদের অর্ধেক নারী। এই জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধবিশ্বাসে বিশ্বাসী, সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ, ও নির্যাতিত। বাংলাদেশে বিদ্যমান পুরুষতন্ত্রের কারণেই তারা পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ।

নারীর প্রতি আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক নয়। নারীকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে দেখা হয় না। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা নারীকে আদর্শ, কোমলমতি, ভদ্র, নম্র, প্রতিব্রতী, গৃহলক্ষ্মী হিসেবে দেখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এছাড়াও এ সমাজে নারী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলো হচ্ছে-নারী হবে পতিসেবক, নারীর ইচ্ছা তার স্বামী ও পরিবারের ইচ্ছার কাছে সমর্পিত হবে, যত বড় চাকুরিজীবীই হোক না কেন নারীর মূল কাজ হবে গৃহে, লজ্জা নারীর ভূষণ ইত্যাদি। অপরদিকে একজন স্বামী যত অপরাধই করুক না কেন স্ত্রী তাকে দেবতার মত সম্মান করবে এবং কোন প্রকার প্রতিবাদ করা চলবে না। সব অন্যায় অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করতে পারলে তখনই হবে নারী একজন আদর্শ স্ত্রী।

পারিবারের পদক্রমিক কাঠামো নারীর অধস্তনতার অন্যতম কারণ। কেননা পারিবারিক কাঠামোর মাধ্যমে তৈরি হয়েছে পুরুষের মর্যাদাবোধ এবং পারিবারিক পদক্রম। এতে পুরুষ সব সময়ই পদক্রমের শীর্ষে অবস্থান করে। কোন পরিবারের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সক্ষম ও বয়স্ক পুরুষের অনুপস্থিতিতেই কেবল নারী পরিবার প্রধানের পদ অলংকৃত করে।

সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নারীর অবস্থান সর্বনিম্ন। যেহেতু এদেশে পরিবারপ্রধান পুরুষ তাই পরিবারের মুখপাত্র হিসেবে পরিবার প্রধানই সমাজে প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনিই সমাজের অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ সদস্যের সাথে সম্মিলিত ভাবে সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা পালনের কোন সুযোগ নেই।

নারীর সারা জীবন একটি চক্রের মধ্যে আবর্তিত হয়। এ গন্ডি থেকে সে কখনো বের হতে পারেনা। নারী কখনো কন্যা হিসেবে বাবার অধীন, কখনো মাতা হিসেবে ছেলে সন্তানের অধীন, কখনো স্ত্রী হিসেবে স্বামীর অধীন, কখনো বা ভগ্নি হিসেবে ভাইয়ের অধীনে নারীকে অধীনস্থ থাকতে হয়। জীবনের সবক্ষেত্রেই নারী পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। এমনকি নারীর আর্থিক অবস্থা যাই হোক না কেন সে সর্বদাই পুরুষের অভিভাবকত্বাধীন থাকে। পরিবারে লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রমবিভাজন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর অধস্তনতার অন্যতম একটি কারণ। পারিবারিক গন্ডিতে কাজ করে বলে নারী নগদ অর্থ আয় করতে পারে না এবং তার সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রও পুরুষের তুলনায় কম। অন্যদিকে পুরুষ পাবলিক গন্ডিতে কাজ করে নগদ অর্থ আয় করে যা পরিবার ও সমাজে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে। একইভাবে পাবলিক গন্ডিতে কাজ করার মধ্য দিয়ে তার সামাজিক সম্পর্কের পরিধিও বিস্তৃত হয়।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীর নিম্নমর্যাদার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক পরিবারের খাদ্য সংস্থান ও ভরনপোষণের দায়িত্ব বহন।

পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর ভূমিকাকে সর্বনিম্ন করে। কারণ সমাজে বিদ্যমান রীতিনীতি, আইনকানুন, ধর্ম, প্রথা-প্রতিষ্ঠান সবকিছু পুরুষের স্বার্থের সহায়ক এবং নারীর স্বার্থের পরিপন্থী।

নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের যাত্রা শুরু হয় তার পরিবার থেকে অতি আপনজন দ্বারা। অনেক পরিবারই কন্যা সন্তানকে পড়াশুনা করানো অহেতুক মনে করে। কারণ একটি মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সময় বাবা-মাকে টাকা খরচ করতে হয় আবার পড়াশুনার পিছনে টাকা খরচ করাটাকে তারা অহেতুক মনে করে। তার উপর মেয়ে যদি আত্মনির্ভরশীল হয় তার উপার্জন ভোগ করবে স্বামীর পরিবার। এ ক্ষেত্রে একটি মেয়ে তার নিজের পরিবারেও বৈষম্যের শিকার হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে নারীর নিম্ন মর্যাদার কারণ হিসেবে বিবাহ প্রথা, বৈবাহিক সম্পর্ক ও মাতৃত্বকেও দায়ী করা যায়। পুরুষতান্ত্রিক নিয়মানুয়ায়ী বিয়ের পর নারীকে ছাড়তে হয় তার পরিবার, জাতিগোষ্ঠী যা তার একাকিত্ব, মানসিক দুর্বলতা ও ক্ষমতাহীনতা বাড়িয়ে দেয় অনেক গুণ বেশি। একজন মেয়ে তার স্বামীর পরিবারে যত নির্যাতনের শিকার হোক না কেন তা মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। অপরদিকে ছেলেটি কোনভাবে শ্বশুর বাড়ির কদর থেকে বঞ্চিত হলে পরিণামে মেয়েটিকে সহ্য করতে হয় অমানুষিক নির্যাতন।

আমাদের দেশে কন্যাসন্তানের মায়ের চেয়ে পুত্রসন্তানের মায়েরা অনেক বেশি নিরাপদ। ছেলে শিশুর মায়ের নিরাপত্তা সমাজের অবিবাহিত,বন্ধ্যা, বিপত্নীক কিংবা তালাকপ্রাপ্ত নারীর তুলনায় অনেক বেশি।

এ সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিয়েতে মেয়ের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে উপক্ষো করে পিতা, ভাই বা পরিবারের অন্য কোন প্রভাবশালী পুরুষের সম্মতিই প্রাধান্য পায়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরিব, গ্রাম-শহর সর্বত্রই মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় পরিবারের কর্তাব্যক্তি অর্থাৎ পুরুষ। আইনের দৃষ্টিতে বিয়ের দেনমোহর, বয়স, রেজিস্ট্রেশন, কাবিননামা, সাক্ষ্যাপ্রদান ইত্যাদি বাধ্যতামূলক অন্যদিকে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার অসম। পুরুষের তালাক দেওয়ার একই সাথে একাধিক স্ত্রী রাখার, সন্তানের অভিভাবকত্ব প্রাপ্তির এবং স্ত্রীর ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের সুযোগ রয়েছে। অথচ নারীর অধিকার রয়েছে কেবল মোহরানা প্রাপ্তির এবং ভরনপোষণের। তবে এক্ষেত্রেও বাস্তবে অনেক গরমিল লক্ষ্য করা যায়।

সমাজে নারীর নিম্নমর্যাদার পিছনে মাতৃত্বজনিত কারণ ও অনেকাংশে দায়ী। কেননা সন্তান জন্মের পর থেকে তার পুরো দায়িত্বই বর্তায় মায়ের ওপর। আর এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মায়ের জীবনের অনেকটুকু সময়ই এখানে ব্যয় হয়ে যায়। এতে শুধু যে নারীর শিক্ষাজীবন, কর্ম বা চাকরি জীবনই মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় তাই নয়, বরং মায়েদের স্বাস্থ্যের ওপরও মারাত্মকভাবে চাপ পড়ে। অথচ পিতৃত্বের দরুন পুরুষকে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে হয় না।[৫৫৪৬]

৫৫ (তাহমিনা আখতার, মহিলা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৫)

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের সমাজে আরও একটি বিষয় প্রকটভাবে লক্ষণীয়,আর তা হলো একটি নারী নির্যাতনের ঘটনার পিছনে অন্য আর একজন নারীর সহযোগিতা। এর পিছনে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় নারীর হিংসা ,ঈর্ষা ,বিদ্বেষ এবং প্রতিহিংসামূলক মনোভাব । প্রকৃত শিক্ষার অভাবে তৈরি সংকীর্ণ মন মানসিকতাই এক্ষেত্রে অনেকখানি দায়ী।এখনো সমাজে লক্ষ্য করা যায়,কোন একটি অপরাধ মূলক ঘটনার জন্য মেয়েদের অপরাধকে অনেক বড় করে দেখা হয়এবং মেয়েরাই মেয়েদেরকে নানা ধরনের অপবাদ দেয় এবং কুৎসা রটনা করে। অথচ একই অপরাধ কোন ছেলে করলে সেটা গৌণ হিসেবে ধরা হয় ।প্রকৃতপক্ষে নারী সমাজের এসব দুঃখ ঘোচাতে হলে এক নারীকে এগিয়ে আসতে হবে সবার আগে।

তবে সম্প্রতি বাংলাদেশের নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রবণতা ধীরে ধীরে বাড়ছে যা নারীর সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনকে কিছু স্পর্শ করছে। পুরুষের মতো নারীও (অল্প সংখ্যক) এখন ঘরের বাইরে বিচরণ করছে। কিছু সংখ্যক নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু নারীরা এখনো কন্যার বিবাহ, জমি ক্রয়, ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিছপা হন এবং এক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষের মতামতকে প্রাধান্য দেন।

সম্প্রতি নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে নারীরা শহর এলাকায় বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। এতে নারীর কিছুটা হলেও ক্ষমতায়ন হয়েছে। তাছাড়া গ্রাম এলাকার এনজিও কর্মকান্ডের ফলে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে নারী-পুরুষ সম্পর্ক কিছুটা নতুন ভিন্নমাত্রা পেতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় সাম্প্রতিকালে নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। তারা তাদের পদমর্যাদা, সামাজিক মর্যাদা, পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে ভাবতে শুরু করেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী সমাজ প্রচলিত সনাতন ধ্যানধারনা ও পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের বেড়াজালে পড়ে গোটা পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই আত্তীকরন করে ফেলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী এ অবস্থা থেকে মুক্তি অনুসন্ধান করেনা, প্রতিবাদী হয় না, আন্দোলন করে না বরং এটাকে মান্য করে এবং এর প্রতি অনুগত থাকে।

৫.খ. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন না হবার কারণ :

বিশ্বপরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের হার খুবই সীমিত। নারীর ক্ষমতাহীনতার পিছনে কতিপয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা ও কারণ বিদ্যামান। এগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল:

অর্থনৈতিক কারণ :

পুরুষের ওপর নির্ভরশীলতা : বাংলাদেশে লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের ফলে পুরুষেরা ঘরের বাইরে এবং নারীরা গৃহস্থালির কাজে নিয়োজিত থাকে। অথচ নারীর গৃহস্থালির কাজ অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। ফলে পরিবারের নারী সদস্যরা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। অপরদিকে অর্থের উপর পূর্ণনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পুরুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

সম্পত্তির মাকিলাকানঃ উন্নত কিংবা অনুন্নত সব দেশেই নারীর ক্ষমতাহীনতার অন্যতম কারণ হল সম্পদের ওপর নারীর মালিকানার অভাব। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, প্রতিটি ধর্ম মতেই নারীরা সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে অনেক বেশি বঞ্চনার শিকার। ইসলাম ধর্মানুযায়ী পিতার সম্পত্তিতে কন্যাসন্তান পুত্র সন্তানের অর্ধেক অংশ পায়। একজন স্ত্রী তার স্বামীর সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পায়। এভাবে সকল সম্পদের মালিকানা এবং সম্পত্তিতে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে বলে নারীরা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে।

কর্মসংস্থানের অভাব : সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত নারীর ক্ষমতায়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বাধা হচ্ছে নারীর কর্মসংস্থানের অভাব। নারীর মূল কর্মক্ষেত্র গৃহস্থালীর মধ্যেই সীমিত। এর বাইরে চাকরি, সম্পদ, প্রযুক্তি, তথ্য, কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ কোনটিতেই নারীর অংশগ্রহণের

Dhaka University Institutional Repository

তেমন সুযোগ নেই। যদিও নারী পুরুষের চেয়ে অধিক কর্মঘন্টা কজ করে, তথাপি সমাজস্বীকৃত কর্মসংস্থানের অভাব নারীকে আরো ক্ষমতাহীন করে তোলে।

ক্ষমতা-সম্পদের অভাব : ক্ষমতা-সম্পদের অভাব ব্যক্তির ক্ষমহাতহীনতার একটি অন্যতম কারণ। বস্তুগত, মানবিক, আর্থিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ক্ষমতাসম্পদ হিসেবে পরিগণিত। এসব সম্পদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে পুরুষ, ফলে পুরুষ ঘরে বা বাইরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতাধারী হয়। পক্ষান্তরে নারী যে কোন ধরনের সম্পদ, সম্পদ অর্জনের সুযোগ, নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত ও শোষিত।

দারিদ্র্য : দারিদ্র্য নারীর ক্ষমতাহীনতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য, চাকরির অভাব, সম্পদের অভাব, সম্পদের মালিকানাহীনতা, মূলধন, পুঁজি, ঋণ, জমিজমা, কারিগরি সহায়তা, উৎপাদন ও কর্মস্থানের অভাব ইত্যাদি নারী দারিদ্র্যের কারণ। এ কথা সত্য যে, এদেশের বেশির ভাগ মানুষই দরিদ্র, কিন্তু নারী সমাজ আরো দরিদ্র অর্থাৎ The poorest of the poor -

সামাজিক কারণ :

অশিক্ষা : জাতীয় জীবনের মতো ব্যক্তি বা সমাজ জীবনেরও শিক্ষা উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু আমাদের সমাজে ছেলেদের তুলনায় বেশির ভাগ মেয়েরাই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। তাই উপযুক্ত শিক্ষার অভাব নারী তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না। ফলে তারা পারিবারিক ও সামাজিক কোন কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে না।

সামাজিকীকরণ : বাংলাদেশের নারীদের বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতাহীনতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো নেতিবাচক সামাজিকীকরণ। পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী, সামাজিক সংস্থা, আত্মীয়স্বজন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম, বিয়ে ইত্যাদি সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু এসব মাধ্যম বা বাহনের প্রায় সবকটিই নিম্নমানের প্রচলিত সংস্কৃতি গ্রহণ ও লালন করে। কাজেই

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে নারীকে অধস্তন এবং ক্ষমতাচর্চায় মানসিক ভাবে অক্ষম ও অপ্রস্তুত করে তোলা হয়।

ধর্ম ও মৌলবাদ :

নারীর ক্ষমতাহীনতার একটি অন্যতম কারণ হল পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি,আচার-অনুষ্ঠান ও মৌলবাদ। ধর্মীয় বিধিবিধান নারীর পক্ষে নয় বরং সেগুলো। পুরুষতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ও তা শক্তিশালী করে। এভাবে ধর্মীয় বিষয়াবলি নারীর মধ্যে হীনমন্যতার সৃষ্টি করে এবং নারীকে বঞ্চিত করে।

আইনগত অধিকারহীনতা : বাংলাদেশের নারীদের পারিবারিক সামাজিক অধিকার রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত আইন নেই। যে সমস্ত আইন আছে তা ইসলামী শরিয়া আইন অনুযায়ী প্রণীত। এই আইন পুরোপুরি পুরুষের স্বার্থ রক্ষা করে। মুসলিম আইন অনুসারে স্বামীর তালাক দেওয়ার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা খুবই সীমিত। বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে স্ত্রী সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়-পায় কেবল ভরন পোষণ ও মোহরানা। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু কিছু আইন সংশোধিত হয়েছে। এতে নারীকে কিছুটা অধিকার দেওয়া এবং নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। তারপরও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীরা হচ্ছে সমাজে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত।

পুরুষতন্ত্র : সমাজের পুরুষের আধিপত্যশীল একটি ব্যবস্থাই হচ্ছে পুরুষতন্ত্র। এই পুরুষতন্ত্র নারীর ক্ষমতাহীনতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বংশ নির্ধারিত হয় পিতার পরিচয়ে, সম্পত্তির মালিকানা পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, উত্তরাধিকার ন্যস্ত থাকে পুরুষের হাতে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ পরিবারের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। পুরুষতন্ত্রের কারণেই পরিবারের মেয়েশিশু বঞ্চনার শিকার হয়, ছেলেশিশু জন্ম থেকেই সমাদৃত হয়। নারী-পুরুষের বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর ওপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করে এবং নারী ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্বল গণমাধ্যম : একটি দেশের গণমাধ্যম গণসচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যমেগুলোর ভূমিকা নগণ্য। ঐতিহ্যগভাবেই এদেশে গণমাধ্যমের তেমন প্রসার ঘটেনি এবং এগুলো ব্যাপক সংখ্যক নারী সমাজকে অন্তর্ভূক্ত করতে পারেনি।

রাজনৈতিক কারণ ঃ

রাজনীতিতে সীমিত অংশগ্রহণ : রাজনীতিতে নারীর সীমিত অংশগ্রহণ নারী ক্ষমতায়নের একটি অন্যতম বাধা। বাংলাদেশে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নারী, কিন্তু সার্বিকভাবে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীর প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত সীমিত। এর প্রধান করণ হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর রক্ষণশীল মানসিকতার কথা বলা যায় যা রাজনীতির প্রতি নারীর অনাগ্রহ সৃষ্টি করে। এছাড়া দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কোনোটাই নারীর অনুকূলে নয় বিধায় পুরুষের রয়েছে সবক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা এবং সবক্ষেত্রে পুরুষের মতামতকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে নারী সবক্ষেত্রেই অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়। এতে রাজনীতির প্রতি নারীর অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক দলের অনীহা : দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের ইসলামী- কোন দলের গঠনতন্ত্রে বা ঘোষণাপত্রেই নারী এজেন্ডার যথাযথ প্রতিফলন নেই। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবে দলীয় সিদ্ধান্তে নারী এজেন্ডা উপেক্ষিত থেকে যায়।

ঐতিহ্যের অভাব : ঐতিহ্যগতভাবেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীরা প্রচলিত পারিবারিক দায়দায়িত্ব এবং গৎবাঁধা মাতৃ-ভূমিকা পালনের সাথেই অতিমাত্রায় পরিচিত। সমাজসিদ্ধ গতানুগতিক ও প্রচলিত নীতিমালার বাইরে তারা নিজেকে কখনো চিন্তা করতে পারে না। এতে ঐতিহ্যগত ভাবেই তারা রাজনীতির প্রতি উদাসীন থাকে। ফলে রাজনৈতিক জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার অভাবে নারী রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সন্ত্রাস : নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাঁধার সৃষ্টি করে রাজনীতিতে বিদ্যমান সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। তাই মস্তান নির্ভর সন্ত্রাসী রাজনীতি ও কালোটাকার প্রতিযোগিতায় নারী কর্মীদের অবস্থান নেওয়া ও টিকে থাকা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

৫.গ. রাজনীতিতে নারীর আগমনঃ

উপমহাদেশের দিকে আলাদাভাবে তাকালে দেখা যায়, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই তিনটি দেশেরই শাসন ক্ষমতার শীর্ষে পৌছেছেন নারী। বলিষ্ঠভাবে তারা নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। তারপরও উপমহাদেশের দেশগুলোর শাসন ক্ষমতার শীর্ষে নারীর অধিষ্ঠানকে ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবেই দেখেন। তারা বলেছেন, উপমহাদেশের নারীর রাজনৈতিক সাফল্য মূলতঃ পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ছোটবেলা থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনসহ রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত থাকলেও, বেনজীর ভুট্টো, শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়া এবং শ্রীমাভো বন্দানায়েকে-সবারই রাজনীতিতে আগম ঘটে পারিবারক সূত্র ধরে।

৫.ঘ. নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও নমিনেশন লাভ :

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচন পদ্ধতি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিধিমালা অনুযায়ী তুলে ধরা হলোঃ

যেহেতু সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফা এবং চতুর্থ তফসিলের ২৩ অনুচ্ছেদের অধীন জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ আনুপাতিক হারে বন্টন এবং বন্টনকৃত আসনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যন্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

ধারা-৩ঃ রাজনৈতিক দল এবং জোট ওয়ারী নির্বাচিত সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত -

১. সংসদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখের পরবর্তী ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনে

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী সদস্যদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

ধারা-৪:

সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যে সংরক্ষিত মহিলা আসন বন্টন পদ্ধতি। (১) সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, নির্বাচন কমিশন, ধারা ৩এর অধীন প্রকাশিত-রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের তালিকার ভিত্তিতে প্রত্যেক তালিকার অন্তর্ভূক্ত সদস্যদের মোট আসন সংখ্যার আনুপাতিক হার অনুযায়ী এই ধারার বিধিবিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল ও জোটের অনুকূলে সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ বন্টন করিবে।

সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ আনুপাতিক হারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টন পদ্ধতি ।

আনুপাতিক হারে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা

$$= \frac{\text{সংরক্ষিত মহিলা আসনের মোট আসন সংখ্যা}}{\text{সংসদের সাধারণ আসনের মোট সংখ্যা}} \times \text{রাজনৈতিক বা জোটের মোট আসন সংখ্যা}$$

$$= \frac{৪৫}{৩০০} \times \text{রাজনৈতিক বা জোটের মোট আসন সংখ্যা}$$

ধারা -৫ :

ভোটার ও ভোটার তালিকা প্রস্তুত (১) সংসদের সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণকারী সকল ব্যক্তি সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনে ভোটার হইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা -৬ : নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা :

(১) নির্বাচন কমিশন সংসদের কোন সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন সম্পন্ন করিবে এবং এই লক্ষ্যে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা মনোনয়ন পত্র দাখিল, বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ এবং ভোট গ্রহণের স্থান ও তারিখ নির্ধারণপূর্বক নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবে।

ধারা -৭ :

রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, ইত্যাদি-(১) নির্বাচন কমিশন সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একজন রিটানিং অফিসার নিয়োগ করিবে।

ধারা -৮ :

মনোনয়নপত্র দাখিল, গ্রহণ, ইত্যাদি-(১) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ধারা ৪ এর অধীন কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন প্রার্থী কেবলমাত্র উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোট কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র দাখিলের সনময় ১০,০০০ টাকা সরকারী ট্রেজারিতে জমা দিতে হবে। নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রার্থীকে ১০,০০০/- টাকা ফেরত দেওয়া হবে কিন্তু অনির্বাচিত প্রার্থীকে ১০,০০০/- টাকা ফেরত দেয়া হবে না।

নির্বাচন পরবর্তী সময়ে নিম্নের নিয়মে কোটা পূরণ করা হবে।

$$= \text{কোটা} \quad \frac{\text{সাকুল্য ভোটমান}}{\text{সংসদের সাধারণ আসনের মোট সংখ্যা}+১} +১$$

*সাকুল্য ভোটমান = প্রতটি ভোট×১০০

* পূরণযোগ্য আসনসংখ্যা = সাধারণ আসনে রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসনের আনুপাতিক হার

এভাবে সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচন এবং মনোনয়ন সম্পন্ন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.ঙ. সংরক্ষিত আসনের মহিলা সংসদ সদস্যঃ দলীয় সংশ্লিষ্টতা :

সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যাই কোন রাজনৈতিক দল বা জোট কতৃক মনোনীত হতে হবে। তাছাড়া মনোনীত কোন প্রার্থীর নাম সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের কোন ভোটার কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং উক্ত দল বা জোটের জন্য একজন ভোটার কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে। এতে করে স্পষ্টই বোঝা যায় সংরক্ষিত আসনের মহিলা সংসদ সদস্যদের কোন রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতা ছাড়া প্রার্থীতা অর্জন সম্ভব নয়।

৫.চ. দায়িত্ব পালনে সমস্যা :

সংরক্ষিত নারী আসনের পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি এম.পিদেরকে ক্ষমতাহীন ও দায়িত্বহীন করে রেখেছে। মহিলা আসনের এমপিদেরকে মনোনয়ন পেতে হলে সাধারণ আসনের এমপিদের ভিতর থেকে অবশ্যাই কোন একজন প্রস্তাবক এবং একজন সমর্থক থাকতে হয়। সেক্ষেত্রে মহিলা আসনের এমপিদের জনগণের প্রতি নয়, সাধারণ আসনের এমপিদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির প্রতি বেশি খেয়াল রাখতে হয়। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে নির্বাচনী এলাকা একজায়গায় , কাজের এলাকা অন্য জায়গায় থাকায় মহিলা আসনের এমপিদের কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভোগান্তির শিকার হতে হয়। আবার সবাইকে কাজের নির্দিষ্ট এলাকা দেয়া হয় না, কারন আনুপাতিক হারে কাজের এলাকা বন্টন করা হয় বলে সবাইকে দেয়া সম্ভব হয় না। উন্নয়ন কাজের বরাদ্দের সময় সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের চলিত ;বাজেটে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপিদের কোন উন্নয়ন বরাদ্দ দেয়া হয়নি। কাজের পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপিদের দায়িত্বহীন করে রেখেছে দিয়েছে একসেট অলংকারের মর্যাদা।

৫.ছ. গুরুত্বপূর্ণ নিউজ ও প্রতিবেদন পর্যালোচনা :

দেশের জাতীয় দৈনিকগুলো জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন বিষয়ক কি ধরনের খবর প্রকাশ করছে? কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে খবর ছাপছে তা জানার জন্য বাছাইকৃত তিনটি দৈনিকের কিছুয সংবাদ শিরোনাম বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম আলো . ১১ জানুয়ারি ২০১০

সংবাদ শিরোনাম : নারীর সন্তুষ্টি অর্জিত হতে আরও সময় লাগবে।

সংবাদভাষ্য: নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, সাধারণ আসনে ১৯জন নারী জয়ী হয়ে সংসদে এসেছেন। সংরক্ষিত আসন ছাড়াও এবার জাতীয় সংসদে নারীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু তাহলেও কি আমরা খুব এগিয়েছি? আনুপাতিক হারে তা মাত্রা ৬.৩৩% তাহলে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে এখনো পথ হাঁটতে হবে।.. এদিকে রাজনৈতিকভাবে নারীদের ক্ষমতাহীন করার নজির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০৯। যেমন- সংরক্ষিত আসনে ৪৫জন নারীকে পরোক্ষ নির্বাচনে সংসদ সদস্য করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা আজও কোন নির্বাচনী এলাকা পাননি। তারা কাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাই তারা জানেন না। নিজেদের কোন এলাকাও নেই। আবার নারীদের প্রতিনির্ধিত্ব করার প্রশ্নও আসছে না, কারণ, তাঁরা জনগনের ভোট; বিশেষ করে, নারীদের ভোট নিয়ে সংসদে যাননি। তাঁরা যাদের করুণা নিয়ে সংসদে গেছেন, তাঁরাই (সাধারণ আসনের সাংসদরাই) তাঁদের ক্ষমতাহীন করে রেখে দিয়েছেন। সংরক্ষিত আসনে বসে এত ক্ষমতাহীন ও পরিচয়হীন হয়ে থাকতে এর আগে কখনো দেখা যায়নি। উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হলো ঘটা করে। অনেক নারী সরাসরি ভোটে জিতে এসেছেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন। কিন্তু পুরো উপজলো পরিষদেই এখন ক্ষমতাহীন হয়ে বসে আছে।

আলোচনা:

আলোচ্য সংবাদটি মাঝের পাতায় বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে ছাপানো হয়েছে। এখানে শুধু জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী সদস্যদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানদের কথাও লেখা হয়েছে। তবে সংরক্ষিত নারী আসন নিয় লেখার পরিসর এবং গুরুত্ব যথেষ্টই তুলে ধরা হয়েছে। যার কারণে এটি প্রশংসার দাবিদার।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯

সংবাদ শিরোনাম : সম অধিকার বলা হলেও পিছিয়ে আছে নারীরা:

সংবাদ ভাষ্য : কর্মজীবী নারীর জাতীয় কর্মশালায় বক্তারা বলেছেন, সর্বস্তরে নারীর এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে নারী প্রতিনিধিত্ব আইন প্রণয়ন করতে হবে। শুধু প্রতিশ্রুতি নয়; আমরা

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের অঙ্গিকার বাস্তবায়ন দেখতে চাই। রাষ্ট্রীয় আইন সমঅধিকারের কথা বলা হলেও নারীরা পিছিয়ে পড়ে আছে। তাদের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পরিবর্তন আনতে হবে। এজন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। তারা শ্রেণী -পেশা নির্বিশেষে সকল নারীকে এই দাবি পূরনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান।

আলোচনা :

আলোচ্য সংবাদে সর্বস্তরে নারী এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্বের দাবী করা হয়েছে। এতে করে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসনের কথাও বলা হয়েছে। যদিও আলাদাভাবে এবং স্পষ্টকরে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

ভোরের কাগজ , ১২ অক্টোবর, ২০০৯

সংবাদ শিরোনাম : সংসদের আসন বৃদ্ধির প্রস্তাব করবে ইসি।

সংবাদ ভাষ্য : জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠাবে নির্বাচন কমিমন (ইসি)। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শেষে এ বিষয়ে তাদের মতামতের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোদন করে আসন বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে। শহর এবং গ্রামঞ্চলে সংসদীয় আসন সংক্যায় ভারসাম্য আনতে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মুহাম্মদ ছহুল হোসাইন।

ইতিপূর্বে ২০০৭ এবং ২০০৮ সালে ইসির সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সংলাপে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলসহ কয়েকটি দল সংসদে আরো ২শ আসন বাড়িয়ে ৫শ করা প্রস্তাব দেয়। তখন পরবর্তী বাস্তবতার নিরিখে বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন প্রধন নির্বাচন কমিশনার সিইসি ড.এটি এম শামসুল হুদা।

চলিত মাসের শেষে অথবা আগামী মাসের শুরুর দিকে নির্বাচনী আইন সংশোধন নিয়ে কমিশন রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, আইনজ্ঞ ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপে বসবে। এ সংলাপে সীমানা নির্ধারণ জনিত সমস্যা এবং সংসদের আসন বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করবে ইসি। এ আলোচনার ভিত্তিতে সংসদে কতো আসন বৃদ্ধি করা দরকার তা নির্ধারণ করে সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো

Dhaka University Institutional Repository

হবে। ইতিমধ্যে সরকারও আগামীতে নারী আসন ১০০তে উন্নীত করে সরাসরি নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে।

আলোচনা :

উপরোক্ত সংবাদ ইসি সংসদের আসন বৃদ্ধির প্রস্তাব করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে একথা স্পষ্ট করে বলেননি যে, সংরক্ষিত আসন এবং সাধারণ উভয়ই বাড়নো হবে কিনা। এখানে শুধু সরকার মহিলা আসন ১০০টিতে উন্নীত করার কথাব বলেছেন বলে উল্লেখ আছে। ইসির বক্তব্য আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলে ভালো হত।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
ফলাফল ও সুপারিশমালা

৬টি বিভাগের কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে গবেষণা করতে গিয়ে জানতে পারলাম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের বিষয়টি প্রায় সকলের কাছেই স্বল্প পরিচিত ও দুর্বোধ্য একটি বিষয়। জাতীয় সংসদের MP হয়েও তারা যে জনগণের কাছে এতটা অপরিচিত, অবহেলিত এটা সত্যিকার অর্থেই দুঃখজনক। সংসদ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তারা যদি জনপ্রতিনিধিত্ব না করতে পারে বা সেই সুযোগ তাদেরকে না দেয়া হয় তাহলে যুগ যুগ ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলেও নারীর ক্ষমতায়ন কখনই সম্ভব হবে না। আর দেশের জনগোষ্ঠী প্রায় অর্ধেক অংশ যদি অবহেলিত থাকে তবে দেশের সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই আমার গবেষণার আলোকে আমি প্রাপ্ত ফলাফল এবং কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরছি।

এখানে ৬টি বিভাগের সম্মিলিত ফলাফল তুলে ধরা হলো।

মতামত প্রদানকারীদের পেশা

বিভাগ	শিক্ষক	শিক্ষার্থী	চাকুরীজীবী	ব্যবসায়ী	মোট
	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ	নারী পুরুষ	পুরুষ	
ঢাকা	৬+৮=১৪	৩০+৩০=৬০	১৪+১১=২৫	১	১০০
চট্টগ্রাম	৭+১০=১৭	৩০+৩০=৬০	১৩+৭=২০	৩	১০০
খুলনা	১৫+১৫=৩০	৩০+৩০=৬০	৫+৪=৯	১	১০০
বরিশাল	৪+৬=১০	৩০+৩০=৬০	১৬+১০=২৬	৪	১০০
রাজশাহী	৯+৭=১৬	৩০+৩০=৬০	১১+১১=২২	২	১০০
সিলেট	৮+১২=২০	৩০+৩০=৬০	১২+৭=১৯	১	১০০
মোট	১০৭	৩৬০	১২১	১২	৬০০

Dhaka University Institutional Repository

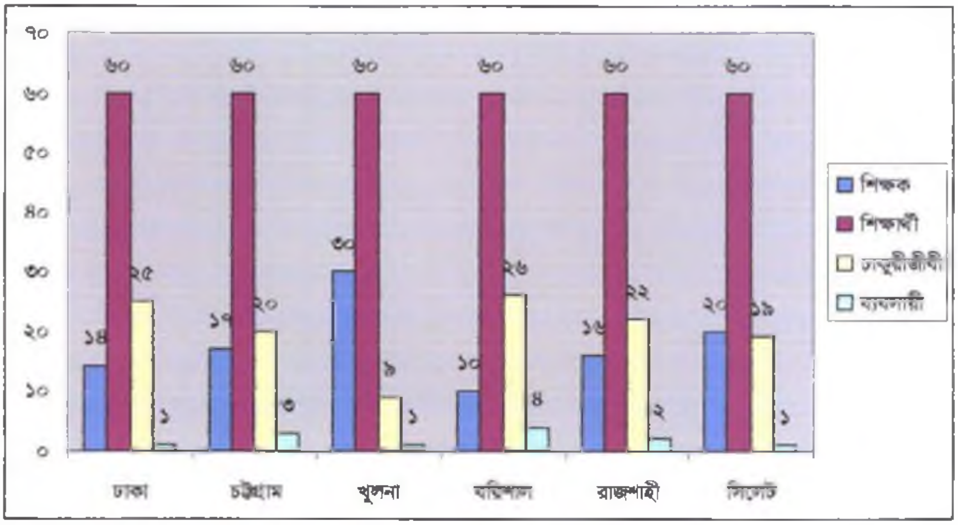

গ্রাফ:১

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থীর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ৩৬০ জন । চাকুরীজীবী ১২১ জন, শিক্ষক ১০৭ জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে কম ব্যবসায়ী ১২ জন।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতাদের বয়স :

বিভাগ	শিক্ষার্থী	অন্যান্য পেশাজীবী							মোট
	১৮-২৭	২৬-৩০	৩১-৩৫	৩৬-৪০	৪১-৪৫	৪৬-৫০	৫১-৫৫	৫৬-৬০	
ঢাকা	৬০	২০	৭	৪	৪	২	৩	-	৪০
চট্টগ্রাম	৬০	২৬	৬	৩	৩	১	১	-	৪০
খুলনা	৬০	১০	৮	৪	৬	৬	৬	-	৪
উরিশাল	৬০	১৭	১২৩	৪	৩	২	-	২	৪০
রাজশাহী	৬০	২৪	৫	৬	২	২	১	-	৪০
সিলেট	৬০	১৯	৫	৪	২	৫	২	৩	৪০
মোট	৩৬০	১১৬	৪৩	২৫	২০	১৮	১৩	৫	২৪০

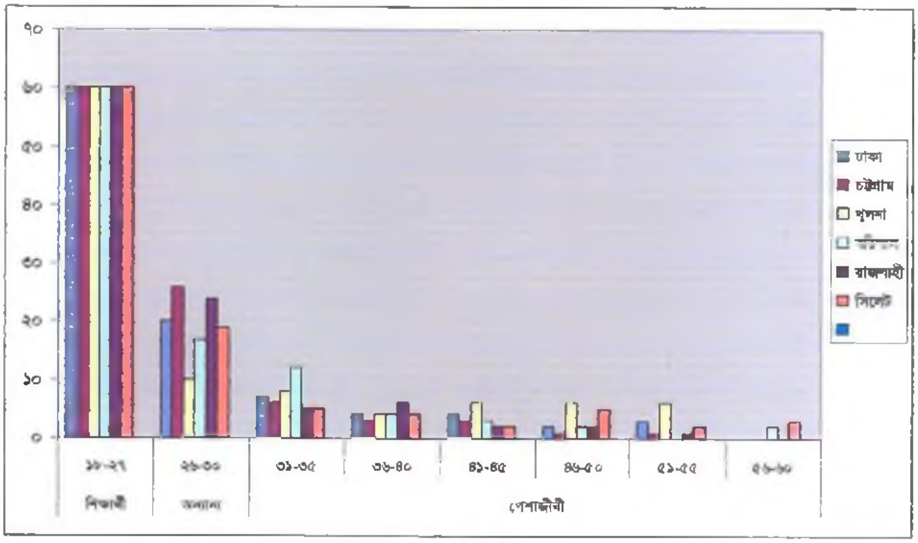

গ্রাফ:২

উপরের সারণীতে দেখা যায় ১৮ থেকে ২৭ বছর বয়সী ৩৬০ জন। পেশাজীবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতা ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সসীমার মধ্যে ১১৬ জন। এরপর ৩১ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ৪৩ জন ৩৬ থেকে ৪০ বছর বয়সী ২৫ জন ৪১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ২০ জন ৪৬ থেকে ৫০ বছর বয়সী ১৮জন, ৫১ থকে ৫৫ বছর বয়সী ১৩ জন এবং ৫৬ থেকে ৬০ বছর বয়সী ৫ জন উত্তরদাতা রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মতামত প্রদানকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

	শিক্ষা					
বিভাগ	পিএইচ.ডি	এম.ফিল	এমএসএস	বি.এ	এইচএসসি	মোট
ঢাকা	৩	১	৪৬	৪৩	৭	১০০
চট্টগ্রাম	৩	-	৩৫	৫২	১০	১০০
খুলনা	৭	১	৩৭	৫৫	-	১০০
বরিশাল	-	১	৫৩	৩৮	৮	১০০
রাজশাহী	৪	৩	৪৯	৩৭	৭	১০০
সিলেট	৫	-	৪৭	৪০	৮	১০০
মোট	২২	৬	২৬৭	২৬৫	৪০	৬০০

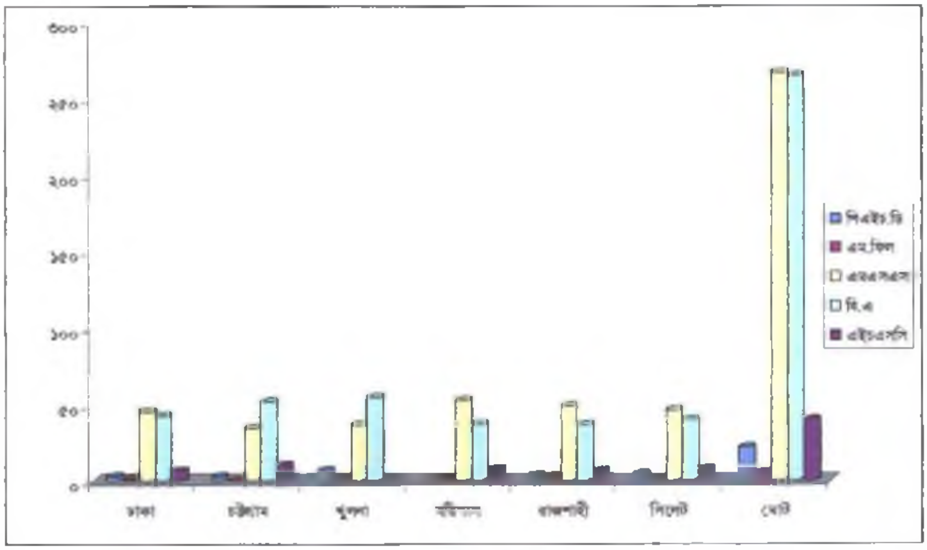

গ্রাফ:৩

উপরের সারণী দেখা যায় উত্তরদাতাদের মধ্যে বেশি সংখ্যক রয়েছে মাষ্টার্স শিক্ষায় শিক্ষিত ২৬৭জন। এরপর স্নাতক পাস ২৬৫ জন, এইচএসসি পাস ৪০ জন, পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনকারী ২২জন এবং এমফিল ডিগ্রী অর্জনকারী ৬ জন।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা উচিত কিনা এবং নির্বাচন পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত?

নিচের টেবিল এবং চার্টের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের মতামত প্রদর্শিত হলো:

বিভাগ	মতামত		মোট
	সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন সমর্থন করেন	সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন	
ঢাকা	৬৮	৩২	১০০
চট্টগ্রাম	৬৯	৩১	১০০
খুলনা	৬৫	৩৫	১০০
বরিশাল	৬৩	৩৭	১০০
রাজশাহী	৬৬	৩৪	১০০
সিলেট	৭১	২৯	১০০
মোট	৪০২	১৯৮	৬০০

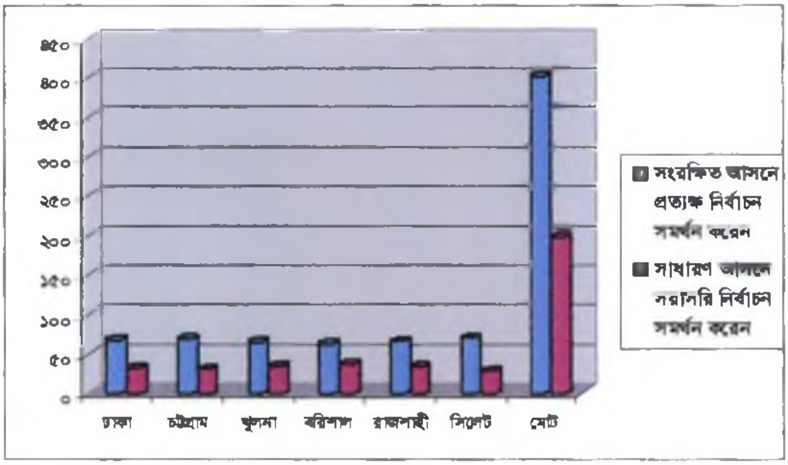

সাধরণ জনগণের মতামত জরিপে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা অর্থাৎ ৪০২ জন সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন সমর্থন করেন। অপরদিকে ১৯৮ জন সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ উত্তরদাতারা নিজ এলাকার সংরক্ষিত আসনের এমপির নাম জানেন কিনা জানতে চাওয়া হলে- মোট ৭৩ জন উত্তরদাতা জানেন বলে উত্তর দিয়েছেন বাকী ৫২৭ জন উত্তরদাতা জানেন না বলে জানিয়েছেন।

⇒ মহিলা আসন ৪৫টি পর্যাপ্ত কিনা এর উত্তরে ২১৯ জন উত্তরদাতা মনে করেন ৪৫টি আসন যথেষ্ট। অপরদিক ৩৮১ জন উত্তরদাতা মনে করেন বাড়ানো উচিত।

⇒ সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ১০ বছর যথাযথ কিনা এর উত্তরে উত্তরদাতারা জানিয়েছেন ৩৯০ জন উত্তরদাতা মনে করেন ১০ বছর মেয়াদ যথেষ্ট ২১০ জন উত্তরদাতা মনে করেন যথেষ্ট নয় কারো কারো মতে আরও কমানো উচিত।

⇒ মহিলা আসনের এমপিরা নারী সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব দানে সক্ষম কিনা জানতে চাইলে উত্তরদাতারা বলেন- ৪১০জন উত্তরদাতা মনে করেন প্রকৃত প্রতিনিধিত্বদানে সক্ষম নন। ১৯০জন উত্তরদাতা প্রতিনিধিত্বদানে সক্ষম বলে জানান।

⇒ মহিলা এমপিরা তাদের দায় দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করেন কিনা? এর উত্তরে উত্তরদাতারা বলেন- ১৩৭ জন উত্তরদাতা সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণসহ দলীয় নেতাদের উদ্দেশ্য হাসিলের কাজ করে থাকেন। অন্যদিক ৪৬৩জন উত্তরদাতা যথাযথভাবে পালন করেন না।

⇒ প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত করার মত দক্ষ নারী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত আছে কি ?
১৬৬ জন উত্তরদাতা মনে করেন রাজনীতিতে দক্ষ নারী আছেন। অপরদিকে ৪৩৪ জন উত্তরদাতা মনে করেন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কারনে এখনও পর্যাপ্ত পরিমানে নারী রাজনীতিতে দক্ষতা অর্জন করেনি।

⇒ বর্তমানে মহিলা আসনের সংসদ সদস্যদের যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক দক্ষতা আছে কিনা এর উত্তরে ৩৬৫ জন উত্তরদাতা না বলে জানিয়েছেন। ২৩৫ জন উত্তরদাতা দক্ষতা আছে বলে জানিয়েছেন।

⇒ মহিলা আসনের এমপিদের করা কোন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে জানতে চাইলে ৫৩৫জন উত্তরদাতা জানেন না বলে উত্তর জানিয়েছেন। অপরদিকে ৬৫ জন উত্তরদাতা কিছু কিছু কাজের কথা উল্লেখ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

⇒ নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সমর্থন করেন ৫১৬জন উত্তরদাতা। নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সমর্থন করেন না ৮৪ জন উত্তরদাতা।

⇒ প্রায় সকল উত্তরদাতাই নারী সমাজে বিদ্যমান এমন অনেক সমস্যার কথা উল্লেখ করেন।

⇒ সাধারণ আসনের সংসদ সদস্য ও সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যের মধ্যে কাজ কর্মে পার্থক্য আছে বলে জানিয়েছেন ৫৬৪ জন উত্তরদাতা। পার্থক্য আছে কিনা জানি না বলে জানিয়েছেন ৩৬ জন উত্তরদাতা।

⇒ নারীর ক্ষমতায়ন তথা অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনসহ নারী শিক্ষার প্রসার, পারিবারিক সহযোগিতা, সরকারী পদক্ষেপ এবং দলীয় উদ্যোগের কথা সকল উত্তরদাতা বলেছেন।

প্রস্তাবিত সুপারিশমালা ঃ

উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফলের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কীভাবে হতে পারে তা খুঁজে বের করা প্রয়োজন। তাই আমি এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও কেসষ্টাডি সমূহের বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছি।

সাধারণ জনগণের মতামত, সাধারণ আসনের এমপিদের মতামত এবং সংরক্ষিত নারী আসনের এমপিদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেকা গেছে, অধিকাংশ সাধারণ জনগণ ও সাধারণ আসনের এমপিগণ সংরক্ষিত আসন বজায় রেখে প্রত্যক্ষ নির্বাচন সমর্থন করেছেন। কিন্তু সংরক্ষিত আসনের এমপিদের এখানে ভিন্ন মতামত রয়েছে। তাদের মতে, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের মত তিনটি সাধারণ মিলে একটি সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনী এলাকা করতে এবং সরাসরি নির্বাচন হলে প্রার্থীর জন্য ভোগান্তি আরও বেড়ে যাবে। কারণ এতবড় এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা, জনসংযোগ তৈরি সবকিছুতেই একটা আর্থিক সামাজিক-রাজনৈতিক টানাপোড়ন দেখা দিবে। নির্বাচন পরবর্তী সময় তখন তিন জন সাধারণ এমপির মনরক্ষা করে চলতে হবে, উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তাদের কাছে ধর্না দিতে হবে। সেক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়ন আবারও ব্যাহত হবে। তারচেয়ে সবগুলো সাধারণ আসন হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে ৩৩% প্রার্থী মনোনয়ন দিতে হবে, এতে করে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

একটি স্বাধীন, নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। এটা যদি সম্ভব হয় তাহলেই হবে রাজনীতিতে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের সমাজের নারী-পুরুষ সবাইকে আরও শিক্ষিত, সচেতন মনোভাবের হতে হবে। এখনো সমাজে নারীর যে কোন কাজকে খুব খাটো করে দেখা হয়, অবমূল্যায়ন করা হয়। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে, নারীকে একজন মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে।

আমাদের দেশের রাজনীতিতে বর্তমানে জনস্বার্থের তুলনায় ব্যক্তিস্বার্থ বেশি পরলক্ষিত হয়। এই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাজনীতিতে তৃনমূল পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে শিক্ষিত, সৎ, মেধাবী দেশপ্রেমী নাগরিকদের প্রতিনিধি হিসেবে যাচাই করতে হবে।

রাজনীতিতে দক্ষ নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হলে- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, অর্থনৈতিকভাবে নারীদের স্বচ্ছল হতে হবে, পারিবারিক সামাজিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে, রাজনীতিকে কলুষ মুক্ত করতে হবে, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব দূর করে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করতে হবে।

নারীদের নিজেদের আরও সাহসী ও উদ্যোগী হয়ে রাজনীতিতে এগিয়ে আসতে হবে এবং জনকল্যাণমূলক কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

যেসকল নারী কাজের ক্ষেত্রে ভালো দক্ষতা অর্জন করেন তাদের পুরস্কৃত করে মেয়েদের কাজের প্রতি আরও আগ্রহী করে তুলতে হবে।

মেয়েদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খণ্ড-কালীন চাকুরির ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্তমানে সমাজে যেসব নারী রাজনীতিবিদ রয়েছে তাদের কাজের প্রচারনার জন্য অর্থাৎ জনসম্মুখে তাদের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য গণমাধ্যমগুলোকে আরও আন্তরিক হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নারী রাজনীতিবিদদের দক্ষ করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতাদের, তৃনমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর আলোচনা সভার আয়োজন করতে।

নির্বাচন পরবর্তী সময়ে জনগণের সাথে সখ্যতা বজায় রাখার জন্য, তাদের অভিযোগ শোনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নারী নেত্রীদের উচিত যখনই কোন নারী নির্যাতন মূলক ঘটনা ঘটে সেখানে উপস্থিত হয়ে বিশেষ খোঁজ খবর নেয়া এবং অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা। তাহলে সমাজে নারী নেত্রীদের গুরুত্ব আরও বেড়ে যাবে।

কর্মজীবী মায়েদের সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বাচ্চাদের দিবা-যত্ন কেন্দ্র চালু করতে হবে। এতে করে নারী রাজনীতিবিদদের প্রতি আরও শ্রদ্ধা তৈরি হবে।

নমিনেশন বিক্রি হওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের সংস্পর্শে থাকে তাকে নমিনেশন দেয়া উচিত।

৪৮১ জন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) যেহেতু সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন সেহেতু জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের এমপিরাও জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারবেন।

সরকারের উচিত পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়ার আগে গণভোটের আয়োজন করা।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয় বলে নির্বাচনের ভূমিকা অপরিসীম। নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের চর্চা ও প্রয়োগ করে, প্রতিনিধি নির্বাচন করে, রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ওপর জনগণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর নির্বাচিত সরকার সংবিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পাশাপাশি জনকল্যাণে বিভিন্ন নীতিও কর্মসূচী গ্রহণ করে ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু সংরক্ষিত নারী আসনের এমপিরা এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত। কেননা, তারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত এমপি। আর জাতীয় পর্যায়ের প্রতিনির্ধিদের এভাবেই যদি ক্ষমতাহীন, অসহায় অবস্থায় থাকতে হয়, জনকল্যাণ সাধিত না হয়, তাহলে তাদের দ্বারা নারীর ক্ষমতায়ন তো দূরের কথা জাতীয় ব্যয় বেড়ে যাবে এবং দেশ আরো ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এই শংকা আজ সাধারণ জনগণ, সাধারণ আসনের এমপি থেকে শুরু করে খোদ মহিলা আসনের এমপিদের মনে দেখা দিয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ জনগণের প্রত্যেকেই মহিলা আসনের এমপিদের প্রত্যক্ষ নির্বাচন সমর্থন করেন। তবে এর মধ্যে বেশিরভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব। অপরদিকে তুলনামূলকভাবে কমসংখ্যক উত্তরদাতা মনে করেন সবগুলো সাধারণ আসন হবে এবং নির্বাচন জনগণের সরাসরি ভোটে হবে তাহলেই নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে। মোটকথা সকল উত্তরদাতাই সংরক্ষিত আসন হোক, আর সাধারণ আসন হোক, সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন।

সাধারণ আসনের এমপিদের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ এমপি মনে করেন জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য আসন সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ বাড়াতে হবে এবং সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন দিতে হবে। অপরদিকে কম সংখ্যক এমপি মনে করেন সবগুলো সাধারণ আসন হবে এবং জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা আসনের এমপিদের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ৫০% উত্তরদাতা সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন এবং ৫০% উত্তরদাতা সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচনর সমর্থন করেন।

সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থনকারীদের যুক্তি হচ্ছে, বর্তমানে ৩০০টি সাধারণ আসনের পাশাপাশি সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি করে যদি ১০০টিতে উন্নীত করা হয়। তাহলে পুরুষ ও নারীর নির্বাচনী এলাকার পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ১:৩। অর্থাৎ নারীর নির্বাচনী এলাকা হবে পুরুষের নির্বাচনী এলাকার ৩ গুণ। আর এই বিশাল এলাকায় একজন নারী সরাসরি নির্বাচন করতে গেলে তার প্রয়োজন হবে প্রচুর পরিমাণ অর্থ, সময় ও শ্রমের। এরপরেও প্রশ্ন থাকে জয়, পরাজয়ের। বিজয়ী প্রার্থীরা ক্ষমতায় গেলেও তাদের সেই একই ধরনের পরাধীনতার মুখোমুখি হতে হবে। কেননা, তিনটি আসনেই থাকবেন একজন করে সাধারণ আসনের এমপি। বরাদ্দের ক্ষেত্রে দেখা দেবে বৈষম্য। তাহলে এত অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয় করে কতটুকু নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে সেটাই প্রশ্ন সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে গবেষক উদাহরণ হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত আসনের সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্যদের অবস্থান তুলে ধরেছে।

"২০০৪ সালে ১৫০টি পৌরসভার সংরক্ষিত আসনে ৩৭২জন কমিশনার পদে নির্বাচিত হন ৩ জন। গত ৪ আগস্ট ২০০৮ তারিখে ৪টি সিটি করপোরেশন ও ৯টি পৌরসভার মধ্যে মাত্র ২টি পৌরসভায় মেয়র পদে নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২০০২-২০০৩ সালে যেখানে সংরক্ষিত আসনে ২৭৯ জন নারী নির্বাচনে প্রার্থী হন; এবার সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মাত্র ১৯৪ জন। অর্থাৎ ২০০৮ সালের নির্বাচনে নারী প্রার্থীর অংশগ্রহণ ৩৪ শতাংশ কমে গেছে। তবে সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীর হার কিছুটা বেড়েছে।"

উপরোক্ত উদাহরণে দেখা যাচ্ছে সংরক্ষিত আসনে নারীর অংশগ্রহণের তুলনায় সাধারণ আসনে অংশগ্রহণের পরিমাণ বেড়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায় জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে একই পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে নারীদের অংশগ্রহণের পরিমাণ কমে যাবে এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তবে এটা এখনও বর্তমান বিশেষ বাস্তবতা থেকে গৃহীত অনুমান। এর পরিবর্তন একেবারেই সম্ভব নয়, এটা এমনটাও নয়।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও বেশিরভাগ উত্তরদাতা সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন সমর্থন করেছেন। তারপরেও জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচন পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে আরো বিশ্লেষণ এবং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজনে জনগণের মতামত যাচাইয়ের জন্য গণভোটের আয়োজন করা যেতে পারে।

সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচন সমর্থনকারীদের মতে, নির্বাচন কমিশনের শর্তানুযায়ী প্রতিটি রাজনৈতিক দল যদি ৩৩% নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করেন তাহলে অবশ্যই তারা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে পারবেন। আর সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে যারা আসবেন তারা অবশ্যই একটি স্বাধীন নির্বাচনী এলাকা পাবেন। সেখানে তিনি হবেন প্রধান এবং একমাত্র প্রতিনিধি। তার উপর খবরদারী করার মতো আর কারো সুযোগ থাকবে না। উদাহরণ হিসেবে উত্তরদাতারা বলেন,

গোটা বাংলাদেশকে যখন ৪০০টি নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা হবে তখন প্রত্যেক সদস্যই একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা পাবেন। তখন প্রতিনিধিদের জনগণের প্রতি দায়িত্বপালনও সহজ হবে। একজন নারী প্রার্থীর জন্য তখন তিনগুণ সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করতে হবে না। এভাবেই সম্ভব নারীর প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

উত্তরদাতাদের মধ্যে আরো অনেকে যুক্তি তুলে ধরেন-

নারীদের সরাসরি নির্বাচনে আসতে গেলে এখনও সমাজে অনেক, বাঁধা রয়েছে যেগুলো অতিক্রম করে আসতে এখনও অনেক সময় লাগবে। সে হিসেবে সংরক্ষিত আসন অব্যাহত রাখা উচিত। এক্ষেত্রে নির্বাচনী আসনগুলো সুনির্দিষ্ট করে দিয়ে উক্ত আসনে নারী প্রতিযোগিরা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।

তবে গবেষণার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে সকল নারী বর্তমানে সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি হিসেবে আছেন তাদের বেশিরভাগই যথেষ্ট পরিমাণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পারিবারিকভাবে রয়েছে রাজনৈতিক শিক্ষা, সাহস ও সহযোগিতা। তাদের দিকে তাকালে বোঝা যায় সুযোগ তৈরি করে দিলে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক দক্ষতা ও যোগ্যতা মহিলা আসনের সাংসদদের রয়েছে।

সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে আরো শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে আরো আন্তরিক হতে হবে। সেই সাথে প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা এবং নারীর সাহস ও অধিকার আাদায়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়া।

পরিশেষে বলা যায়, দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দক্ষ জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত শক্তিশালী ভূমিকা পালনকারী একটি আইনসভার প্রয়োজন। যার পদক্ষেপ এখনই নেয়া উচিত। বিশেষ আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণার ভিত্তিতে।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় দু'জন আদর্শ স্থানীয় নেত্রীসহ ১৭জন নারী সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে যেভাবে ক্ষমতায় এসেছেন অন্যান্য নারীরাও যেদিন পুরুষের সমপরিমাণে এভাবে ক্ষমতায় আসতে পারবেন সেদিন হবে নারীর প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। তাহলে মূল কথা হচ্ছে, বাংলাদেশের বিশাল নারী সমাজের বিপরীতে কেবল গুটিকয়েকের প্রার্থী হওয়া, নির্বাচিত হওয়া ও ক্ষমতাদিষ্ট হওয়াটাই কোন প্রকৃত পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহ নয়। বরং নারী সমাজের কত বেশি সংখ্যক শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, প্রকৃত রাজনৈতিক সচেতন দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে কার্যকর অংশ গ্রহণের দিকে এগিয়ে আসছেন সেটাই বিবেচ্য। এখানে সংখ্যা, মান, গুণ, এবং কার্যকর যোগ্যতা ও সমর্থই নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের স্মারক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য নির্দেশনা

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনগুলোতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন ঘটানো সম্ভব এ উত্তরের সাথে একমত পোষণ করেছেন মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারী জনগণের সংশ্লিষ্ট সকল অংশ। তবে কিছু কিছু বিষয়ে সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্ট ধারণা ভিত্তিক মতামত পাওয়া যায় নি। যেমনঃ সংরক্ষিত আসন যতগুলো থাকবে মোট নির্বাচনী এলাকাও কি ততগুলো হবে কি না? অর্থাৎ বর্তমানে সাধারণ আসন ৩০০টি এবং নির্বাচনী এলাকাও ৩০০টি। সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন দিতে হলে তখন নির্বাচনী এলাকা মোট ৩৪৫টি হবে কি না? অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ধরন কি রকম হবে এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তবে আপাতত একটা বিষয় স্পষ্ট যে যদি নারীদের আসনকে পুরুষের পাশাপাশি সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করা না হয় অথবা আগামী কিছু কালের জন্য যতদিন না নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থনীতিতে এগিয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তত সংরক্ষিত নারী আসনের সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র, ক্ষমতাসামর্থ্য এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ না রাখা হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত তিন (৩) আসনে অথবা ভাগাভাগি আসনে অর্থাৎ অনির্দিষ্ট অবস্থায় নারীর প্রতিনিধিত্ব জাতীয় সংসদ পর্যায়ে কিংবা এমনকি স্থানীয় পর্যায়ে তাকে প্রকৃত অর্থে ক্ষমতায়িত করবে না।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. অধ্যাপক মোঃ আবদুল মান্নান, সামসুন্নাহার খানম মেরী-নারীও রাজনীতি। প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭।

২. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম-সামাজিক গবেষণা, ফারহানা হক, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৭।

৩. গৌতম মন্ডল- বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল, নিউজ নেটওয়ার্ক, ২০০৩।

৪. শাহনাজ সুমী, দিলারা রেখা-নির্বাচনী ইশতেহার ও বাংলাদেশের নারী, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ২০০৯।

৫. মালেকা বেগম-সংরক্ষিত মহিলা আসন সরাসরি নির্বাচন, অন্য প্রকাশক-২০০০

৬. মফিদা বেগম-আওয়ামী লীগ রাজনীতিঃ নারী-নেতৃত্ব

৭. সেলিনা হোসেন, মাসুদুজ্জামান-নারীর ক্ষমতায়নঃ রাজনীতি ও আন্দোলন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০৩।

৮. সালমা খান- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও নারীর সমতা।

৯. আবেদা সুলতানা-নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী-উন্নয়নের ভিত্তিঃ একটি বিশ্লেষণ, ক্ষমতায়ন ১৯৯৮, সংখ্যা-২, পৃ:৪৭-৬৪

১০. আনোয়ারা আলম, নারী ও সমাজ, শৈলী প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০।

১১. আনিসুজ্জামান ও মালেকা বেগম সম্পাদিত, নারীর কথাঃ বাঙালি নারীর অধিকার সম্পর্কিত ভাবনা, মুদ্রক, ঢাকা ১৯৯৪।

১২. নাজমা চৌধুরী, "রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা" নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত নারী ও রাজনীতি, ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪

১৩. রওশন জাহান, "নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষা উপকরণের ভূমিকা" দৈনিক গণজাগরণ ১৩ মে, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

১৪. আয়েশা খানম, "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন, বেইজিং প্লাস ফাইভে বিশেষ অধিবেশনের ফলাফল ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে করণীয়" নারী ২০০০ইং, এন, সিবিপি

১৫. খাদিজা খাতুন, সম্পাদিত, নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৫।

১৬. সালমা খান "সিডও সনদ দীর্ঘ ৩০ বছরের সংগ্রামের ফসল" "অনন্যা পাক্ষিক পত্রিকা, বর্ষ-১০, সংখ্যা -৩, নভেম্বর, ১৯৯৭।

১৭. মেঘনা, গুহঠাকুরতা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), নারীঃ প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৭।

১৮. মেঘনা, গুহঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম (সম্পাদিত) নারীঃ রাষ্ট্র উন্নয়ন ও মতাদর্শ, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯০।

১৯. নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পাদিত), নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৪।

২০. স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট (সম্পাদিত), জেন্ডার এবং উন্নয়ন, জেন্ডার ট্রেইনার কোর গ্রুপ, ১৯৯৮।

২১. নিউজ নেটওয়ার্ক, অভিন্ন পারিবারিক আইন, ২০০৩।

২২. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জরিনা রহমান খান (সম্পাদিত), বাংলাদেশ নারী নির্যাতন, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৩।

২৩. জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনঃ বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা, রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ঢাকা, ১৯৯৭।

২৪. ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা।

২৫. হাসানউজ্জামান,আল মাসুদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশের নারীঃ বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২।

২৬. কনক সরওয়ার, নারীর ক্ষমতায়নঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, জ্ঞান বিতরণ, ২০০২।

২৭. তপতী সাহা, "নারীর ক্ষমতায়নঃ ধারনাগত কাঠামো ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত", বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বিংশতিতম খন্ড বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০৯।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান।

২৯. মাহমুদ কবীর, বাংলাদেশের নারী, সূচিপত্র, ঢাকা, ২০০৩।

৩০. মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০৩।

৩১. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী: ত্রিশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-২০০১।

৩২. আবুল বারাকাত ও অন্যান্য (সম্পাদিত) বিশ্বায়ন ও নারী: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ২০০২।

৩৩. আজকের জাতিসংঘ, জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র, ঢাকা, ২০০১।

৩৪. আল-কুরআন

৩৫. তাহমিনা আখতার, মহিলা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

36. Mary Wollstonecraft, A vindication of the Rights of Women, W.W. Norton, New York, 1975.

37. A United Nations Study, Women in politics and Decision-Making in the late Twentieth century, Martinus Nijhatt publishers, London, 1992.

38. Haleh Afshar, Women and politics in The Third Wrold, Routledge, London, 1996.

39. Alia Ahmad, Women and Fertility in Bangladesh, Sage publications, London, 1991.

40. Zabida Akter, Women and Equality: The context of Bangladesh, A Ph.D. Thesis *unpublished), Department of philosophy, Dhaka University, June 2001.

41. Rafiqul Huda Chowdhury and Nilufer Rahman Ahmed , Female Status in Bangladesh, Bangladesh Institute of Development studies, Dhaka, 1980.

Dhaka University Institutional Repository

42. Nazmunnessa Mahtab Ph.D., Women in politics: Bangladesh perspective (A keynote paper).

43. Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against women, united Nations.

44. Jalal Firoj, Women in Bangladesh parliament, Dhaka, A H development publishing House, 2007.

45. Betty Friedan, The feminine Mystique, Dall, New York, 1994.

কতিপয় দৈনিক সংবাদ পত্রঃ

৪৬. প্রথম আলো, ১১ জানুয়ারী, ২০১০

৪৭. প্রথম আলো, ১১ জুন, ২০১০

৪৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯

৪৯. ভোরের কাগজ, ১২ অক্টোবর, ২০০৯

৫০. ভোরের কাগজ, ৩০ অক্টোবর, ২০০৯

৫১. ভোরের কাগজ, ১১ জুন, ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ

ক্রমিক নং	বাংলাদেশ নম্বর	নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর	মাননীয় সদস্যের নাম
২৩৫	৩০১	মহিলা আসন-১	অধ্যক্ষ খাদিজা খাতুন শেফালী
২৩৬	৩০২	মহিলা আসন-২	অপু উকিল
২৩৭	৩০৩	মহিলা আসন-৩	আলহাজ্ব মমতাজ বেগম
২৩৮	৩০৪	মহিলা আসন-৪	আসমা জেরীন ঝুমু
২৩৯	৩০৫	মহিলা আসন-৫	বেগম আশরাফুল নেছা মোশারফ
২৪০	৩০৬	মহিলা আসন-৬	বেগম আহমেদ নাজমীন সুলতানা
২৪১	৩০৭	মহিলা আসন-৭	বেগম এ থিন রাখাইন
২৪২	৩০৮	মহিলা আসন-৮	এডভোকেট তারানা হালিম
২৪৩	৩০৯	মহিলা আসন-৯	বেগম চেমন আরা বেগম
২৪৪	৩১০	মহিলা আসন-১০	বেগম জাহানারা বেগম
২৪৫	৩১১	মহিলা আসন-১১	বেগম জিন্নাতুন নেসা তালুকদার
২৪৬	৩১২	মহিলা আসন-১২	বেগম জোবেদা খাতুন
২৪৭	৩১৩	মহিলা আসন-১৩	বেগম নাজমা আখতার
২৪৮	৩১৪	মহিলা আসন-১৪	বেগম নূর আফরোজ আলী
২৪৯	৩১৫	মহিলা আসন-১৫	বেগম নুরজাহান বেগম
২৫০	৩১৬	মহিলা আসন-১৬	বেগম পারভীন তালুকদার
২৫১	৩১৭	মহিলা আসন-১৭	বেগম ফরিদা রহমান
২৫২	৩১৮	মহিলা আসন-১৮	বেগম ফরিদুন্নাহার লাইলী
২৫৩	৩১৯	মহিলা আসন-১৯	বেগম মহুয়া আলী
২৫৪	৩২০	মহিলা আসন-২০	বেগম সালেহা মোশাররফ
২৫৫	৩২১	মহিলা আসন-২১	বেগম মমতাজ বেগম
২৫৬	৩২২	মহিলা আসন-২২	বেগম মাহফুজা মন্ডল
২৫৭	৩২৩	মহিলা আসন-২৩	মিসেস আমিনা আহমেদ
২৫৮	৩২৪	মহিলা আসন-২৪	মোছাঃ শেফালী মমতাজ
২৫৯	৩২৫	মহিলা আসন-২৫	মোঃ ফরিদা আখতার
২৬০	৩২৬	মহিলা আসন-২৬	বেগম রওশন জাহান সাথী
২৬১	৩২৭	মহিলা আসন-২৭	বেগম রুবী রহমান
২৬২	৩২৮	মহিলা আসন-২৮	বেগম শওকত আরা বেগম
২৬৩	৩২৯	মহিলা আসন-২৯	বেগম শাহিদা তারেখ দীপ্তি
২৬৪	৩৩০	মহিলা আসন-৩০	বেগম শাহিন মনোয়ারা হক
২৬৫	৩৩১	মহিলা আসন-৩১	বেগম শিরীন শারমিন চৌধুরী
২৬৬	৩৩২	মহিলা আসন-৩২	বেগম সাধনা হালদার
২৬৭	৩৩৩	মহিলা আসন-৩৩	বেগম সাফিয়া খাতুন
২৬৮	৩৩৪	মহিলা আসন-৩৪	বেগম সুলতানা বুলবুল
২৬৯	৩৩৫	মহিলা আসন-৩৫	বেগম সৈয়দা জেবুন্নেছা হক
২৭০	৩৩৬	মহিলা আসন-৩৬	বেগম হামিদা বানু শোভা

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি			
ক্রমিক নং	বাংলাদেশ নম্বর	নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর	মাননীয় সদস্যের নাম
৩১	৩৩৭	মহিলা আসন-৩৭	বেগম নিলোফার চৌধুরী মনি
৩২	৩৩৮	মহিলা আসন-৩৮	মোসাম্মৎ শাম্মী আক্তার
৩৩	৩৩৯	মহিলা আসন-৩৯	রাশেদা বেগম হীরা
৩৪	৩৪০	মহিলা আসন-৪০	বেগম রেহানা আক্তার রানু
৩৫	৩৪১	মহিলা আসন-৪১	সৈয়দা আশিফা আশরাফী পাপিয়া
জাতীয় পার্টি			
২৬	৩৪২	মহিলা আসন-৪২	বেগম নাসরিন জাহান রতনা
২৭	৩৪৩	মহিলা আসন-৪৩	বেগম নূর-ই হাসনা লিলি চৌধুরী
২৮	৩৪৪	মহিলা আসন-৪৪	বেগম মাহজাবীন মোরশেদ
২৯	৩৪৫	মহিলা আসন-৪৫	বেগম সালমা ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

"জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনঃ একটি পর্যালোচনা"

৯ম মহিলা আসনের সংসদ সদস্যদের একটি সাক্ষাৎকার

(এম.ফিল. কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

(সংগৃহীত তথ্যাবলী কেবলমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এর সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

১. অনুগ্রহ করে আপনার নাম বলুন ....

২. বর্তমান ঠিকানা ....

৩. নির্বাচনী এলাকা: ক. ....

খ. ....

৪. আপনি সাধারণত : কোথায় বাস করেন?

ঢাকা ☐

জেলা শহর ☐

বিদেশে ☐

৫। সাধারণত: কাজ করার সময় কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়?

-

৬। সংরক্ষিত নারী আসনের পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি সমর্থন করেন কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না

৭. বর্তমানে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য যতগুলো আসন সংখ্যা রয়েছে তা কি আপনার কাছে পর্যাপ্ত বলে মনে হয়?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর না হলে, আপনি কতগুলো আসন থাকা আবশ্যক বলে মনে করেন?

☐ ৬৪টি (প্রতিটি জেলায় ১টি)

☐ ১০০টি

☐ ১৫০টি

☐ মোট ৬০০টি আসন থাকবে এর মধ্যে ৩০০টি সাধারণ আসন এবং ৩০০টি সংরক্ষিত আসন।

☐ অন্য কোন মতামত থাকলে বলুন

Dhaka University Institutional Repository

৮। এ প্রসঙ্গে সংসদে কোন বিল উত্থাপন করেছেন কি না?

☐ হ্যাঁ ☐ না

৯। ছাত্ররাজনীতিতে জড়িত ছিলেন কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না

১০। সংসদ সদস্য থাকা কালীন জনকল্যাণে আপনার কিছু অবদানের কথা উল্লেখ করুন।

-

১১। নির্বাচনী এলাকায় নিজস্ব অফিস আছে কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না

১২। নারীদের প্রতিনিধি হিসেবে নারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন্ বিষয়গুলোর উপর আপনি বেশি জোর দিয়েছেন?

-

১৩। সরকারী বরাদ্দের ক্ষেত্রে পুরুষ সংসদ সদস্যদের সাথে আপনার কোন বৈষম্য করা হয় কি না?

☐ হ্যাঁ ☐ না

১৪। আপনি কি কখনও সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন?

☐ হ্যাঁ ☐ না

১৫। রাজনীতিতে জড়িত থাকার ব্যাপারে একজন নারী হিসেবে পরিবার থেকে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না

Dhaka University Institutional Repository

"জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনঃ একটি পর্যালোচনা"

(এম.ফিল. কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

৯ম সংসদ সদস্যদের একটি সাক্ষাৎকার

(সংগৃহীত তথ্যাবলী কেবলমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এর সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

১। দয়া করে আপনার নাম বলুন ও শিক্ষা, বয়স

২। বর্তমান ঠিকানা ---------------------------------------

৩। আপনি কততম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য?

৪। আপনি কোন দলের এম.পি

☐ সরকারী ☐ বিরোধী

৫। আপনার নির্বাচনী এলাকা কোন্‌টি?

☐ ☐

৬। আপনি সাধারণত, কোথায় বাস করেন?

☐ ঢাকা

☐ জেলা

☐ বিদেশে

৭। আপনি কি ছাত্রজীবনে কোন ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন?

☐ হ্যাঁ ☐ না

হ্যাঁ হলে আপনার সংগঠনের নাম বলুন।

যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে দয়া করে ছাত্র সংগঠনের নাম বলুন।ল

৮। সংসদ সদস্য হওয়ার পূর্বে আপনি কোন্‌ রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী অথবা নেতা ছিলেন?

☐ হ্যাঁ ☐ না

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর হ্যাঁ হলে, দয়া করে দলের নাম বলুন।

ক. থানা পর্যায়ে পদ ....

খ. জেলা পর্যায়ে পদ ....

গ. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পদ ....

৯। সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের আপনি কী ভাবে মূল্যায়ন করেন?

আপনার - ☐ সমকক্ষ ☐ উচ্চমানের ☐ নিম্নমানের

এ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করুন।

১০। আপনার নির্বাচনী এলাকায় সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যের সাথে কর্মক্ষেত্রে কোন দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না

হ্যাঁ হলে দয়া করে ক্ষেত্রগুলোর নাম বলুন।

-

-

-

না হলে কারণ কি

-

১১। জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের জন্য সরকারী বরাদ্দের ক্ষেত্রে কাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়?

☐ সাধারণ আসনের এম.পি কে

☐ সংরক্ষিত আসনের এম.পি কে

☐ দু'জনকে সমভাবে

১২। দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়মগুলো কি রকম?

☐ একই ধরনের ☐ আলাদা

Dhaka University Institutional Repository

১৩। রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংরক্ষিত নারী আসনের পরোক্ষ পদ্ধতি আদৌ কোন সুফল বয়ে আনছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না ☐ প্রত্যক্ষ নির্বাচন দরকার

হ্যাঁ হলে কীভাবে

হ্যাঁ হলে কি উপায় অবলম্বন করলে ভাল হয় দয়া করে আপনার নিজস্ব মতামত বলুন?

১৪। সংসদে অধিবেশন চলাকালীন সময়ে কাদের উপস্থিতি বেশি পরিলক্ষিত হয়?

☐ সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের

☐ সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যদের

☐ উভয়ের স্বাভাবিক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

১৫। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান চালু রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

হ্যাঁ হলে কেন প্রয়োজন?

উত্তর না হলে বিকল্প উপায় কি?

-

১৬। নারী আসনের সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব পালনে ক্ষেত্র-

ক. অধিবেশন গুলোতে অংশগ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ

খ. জেলা পর্যায়

গ. তৃণমূল পর্যায়ে

১৭। আপনার জানামতে আপনার এলাকার সংরক্ষিত আসনের এম.পি নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করেছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

Dhaka University Institutional Repository

১৮। আপনি একজন সাধারণ আসনের পুরুষ এম.পি হয়েও কখনও কোন নারী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন কি না?

☐ হ্যাঁ ☐ না

হ্যাঁ হলে কি ধরনের কাজ

সংক্ষেপে বলুন-

না হলে কেন করেন নি?

ক) প্রয়োজন মনে করেননি

খ) সংরক্ষিত আসনের এম.পিগণ রয়েছেন

গ) সময় হয়ে উঠেনি

১৯। আপনি কি মনে করেন পরোক্ষ নির্বাচনের জন্য সংরক্ষিত নারী আসনে যোগ্য নারী প্রার্থী আসছে না?

☐ হ্যাঁ ☐ না

২০। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনার নিজস্ব মতামত তুলে ধরুন?

☐

২১। বর্তমানে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য যতগুলো আসন সংখ্যা রয়েছে তা কি আপনার কাছে পর্যাপ্ত বলে মনে হয়?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর না হলে, আপনি কতগুলো আসন থাকা আবশ্যক বলে মনে করেন?

☐ ৬৪টি (প্রতিটি জেলায় ১টি)

☐ ১০০টি

☐ ১৫০টি

☐ মোট ৬০০টি আসন থাকবে এর মধ্যে ৩০০টি সাধারণ আসন এবং ৩০০টি সংরক্ষিত আসন

☐ অন্য কোন মতামত থাকলে বলুন

Dhaka University Institutional Repository

২২। বর্তমানে বাংলাদেশে সংরক্ষিত নারী আসনগুলোর মেয়াদ ১০ বছর পর্যন্ত ধরা হয়েছে। আপনার কাছে এই মেয়াদ কি যথাযথ বলে মনে হয়?

☐ হ্যাঁ ☐ না

ক. ১৫ বছর

খ. ২০ বছর

গ. ২৫ বছর

২৩। আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরা নারী সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব দানে সক্ষম?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর না হলে, কিভাবে প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব দান করা সম্ভব?

Dhaka University Institutional Repository

"জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন: একটি পর্যালোচনা"

(এম.ফিল. কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

সুশীল সমাজ/সাধারণ জনগণের মতামত জরিপের প্রশ্নমালা:

(সংগৃহীত তথ্যাবলী কেবলমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এর সম্পূর্ণ গোপণীয়তা রক্ষা করা হবে)

১. দয়া করে আপনার বর্তমার বয়স কত বলুন.. বছর

২. আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে বলুন ....

৩. আপনার পেশা সম্পর্কে বলুন ....

৪. আপনি মনে করেন জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা উচিত?

☐ হ্যাঁ ☐ না

৫. আপনার এলাকার সংরক্ষিত নারী আসনের মহিলা সংসদ সদস্যের নাম জানেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর হ্যাঁ হলে দয়া করে আপনার এলাকার বর্তমান মহিলা সংসদ সদস্যের নাম বলুন।

৬. জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচন পদ্ধতি কি রূপ হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

প্রত্যক্ষ ☐ পরোক্ষ ☐

প্রত্যক্ষ হলে কেন..................... পরোক্ষ হলে কেন ....

৭. বর্তমানে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য যতগুলো আসন সংখ্যা রয়েছে তা কি আপনার কাছে পর্যাপ্ত বলে মনে হয়?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর না হলে, আপনি কতগুলো আসন থাকা আবশ্যক বলে মনে করেন?

☐ ৬৪টি (প্রতিটি জেলায় ১টি)

☐ ১০০টি

☐ ১৫০টি

☐ মোট ৬০০টি আসন থাকবে এর মধ্যে ৩০০টি সাধারণ আসন এবং ৩০০টি সংরক্ষিত আসন।

☐ অন্য কোন মতামত থাকলে বলুন

Dhaka University Institutional Repository

৮। বতর্মানে বাংলাদেশে সংরক্ষিত নারী আসনগুলোর মেয়াদ ১০ বছর পর্যন্ত ধরা হয়েছে। আপনার কাছে এই মেয়াদ কি যথাযথ বলে মনে হয়?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর না হলে, এই মেয়াদ আরো কত বছর পর্যন্ত বাড়ানো উচিত বলে মনে করেন?

ক. ১৫ বছর

খ. ২০ বছর

গ. ২৫ বছর

ঘ. আরো কম

৯। আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরা নারী সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব দানে সক্ষম ?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর না হলে, কিভাবে প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব দান করা সম্ভব?

১০। আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা তারা যথাযথভাবে পালন করেন?

☐ হ্যাঁ ☐ না

১১। সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত করার মত যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ নারী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত আছে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর না হলে, কিভাবে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো সম্ভব?

ক. অর্থনৈতিক মুক্ত

খ. পারিবারিক সামাজিক সহযোগিতা

গ. যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক শিক্ষা, সাহস এবং দক্ষতা

ঘ. রাজনৈতিক দলগুলোর নারীদের রাজনীতিতে আসার জন্য কোটা তৈরির মাধ্যমে সুযোগ প্রদান।

ঙ. উপরের সবগুলো

চ. অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

১২। আপনি কি মনে করেন বর্তমানে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক দক্ষতা রয়েছে।

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর না হলে, এদের রাজনৈতিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কোন উপায়টি আপনার কাছে সর্বোত্তম বলে মনে হয়?

ক. উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনীতিতে আসা

খ. তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজনীতিতে আসা

১৩। আপনার এলাকায় সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরা এ পর্যন্ত কি কি উন্নয়মূলক কাজ করেছে?

-

১৪। নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আপনি কি সমর্থন করেন?

☐ হ্যাঁ ☐ না

১৫। আপনি অথবা আপনার পরিবারের কেউ কি নারী রাজনীতির সাথে জড়িত?

☐ হ্যাঁ ☐ না

হ্যাঁ হলে সম্পর্কে সে আপনার কি হন?

ক.

খ.

গ.

ঘ.

১৬। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে নারী সমাজে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে কোন সমস্যাগুলো আপনার কাছে প্রকট বলে মনে হয়?

ক.

খ.

গ.

ঘ.

Dhaka University Institutional Repository

১৭। আপনার মতে সাধারণ আসনের সংসদ সদস্য সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্যে কাজকর্মে কোন পার্থক্য আছি কি না?

☐ হ্যাঁ ☐ না

১৮। নারীর ক্ষমতায়ন তথা অধিকার আদায়ে কোন বিষয়টি বেশি প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

(ক) সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন

(খ) নারী শিক্ষার প্রসার

(গ) পারিবারিক সহযোগিতা

(ঘ) সরকারী পদক্ষেপ

(ঙ) দলীয় উদ্যোগ

Dhaka University Institutional Repository

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ডিসেম্বর ৮, ২০০৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৪শে অগ্রহায়ণ ১৪১১/৮ই ডিসেম্বর ২০০৪

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৪১১ মোতাবেক ৮ই ডিসেম্বর, ২০০৪ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৪ সনের ৩০ নং আইন

সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফা এবং চতুর্থ তফসিলের ২৩ অনুচ্ছেদের অধীন জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ আনুপাতিক হারে বন্টন এবং বন্টনকৃত আসনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফা এবং চতুর্থ তফসিলের ২৩ অনুচ্ছেদের অধীন জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ আনুপাতিক হারে বন্টন এবং বন্টনকৃত আসনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "অনিঃশেষিত ব্যালট পেপার" অর্থ যে ব্যালট পেপারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর নামের বিপরীতে পরবর্তী পছন্দক্রম লিপিবদ্ধ থাকে সেই ব্যালট পেপার;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

Dhaka University Institutional Repository

(খ) "কোটা" অর্থ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচিত হইবার জন্য ধারা ১৬ এর অধীন নির্ধারিত কোটা;

(গ) "গণনা" অর্থ এই আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভোট গণনা;

(ঘ) "জোট" অর্থ সংরক্ষিত মহিলা আসন বন্টন এবং বন্টনকৃত আসনে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ধারা ৩ এর অধীন গঠিত জোট;

(ঙ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের কোন তফসিল;

(চ) "নির্বাচন কমিশন" অর্থ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন গঠিত নির্বাচন কমিশন;

(ছ) "প্যাকেট" অর্থ কোন প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রদান চিহ্ন '১' সংখ্যা লিপিবদ্ধকৃত ব্যালট পেপারগুলির জন্য উক্ত প্রার্থীর নামে পৃথকভাবে প্রস্তুতকৃত প্যাকেট ;

(জ) "প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী" অর্থ যে প্রার্থীকে গণনার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই কিংবা যে প্রার্থীর নির্বাচিত হইবার বিষয়টি নির্ধারিত হয় নাই;

(ঝ) "বাদ দেওয়া প্রার্থী" অর্থ যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে গণনার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে;

(ঞ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ট) "ব্যালট পেপার" অর্থ ধারা ১৩ এবং ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত ব্যালট পেপার;

(ঠ) "ভোটার" অর্থ সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার অধিকারী কোন সংসদ-সদস্য;

(ড) "ভোটমান" অর্থ ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) ও (২) তে উল্লিখিত ভোটমান;

(ঢ) "মূলভোট" অর্থ কোন বৈধ ব্যালট পেপারে ভোট প্রদানের চিহ্ন '১' সংখ্যা লিপিবদ্ধকৃত কোন ভোট;

(ণ) "নিঃশেষিত ব্যালট পেপার" অর্থ যে ব্যালট পেপারে—

(অ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর নামের বিপরীতে পরবর্তী পছন্দক্রম লিপিবদ্ধ নাই; বা

(আ) দুই বা ততোধিক প্রার্থীর নামের বিপরীতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী হউক বা না হউক, পরবর্তী পছন্দক্রম হিসাবে একই সংখ্যা লিপিবদ্ধ থাকে এবং গণনার সময় উক্ত পরবর্তী পছন্দক্রম হিসাবে উক্ত সংখ্যাটি আমলে নেওয়ার প্রয়োজন হয়; বা

(ই) পরবর্তী পছন্দক্রমধারী প্রার্থীর নামের বিপরীতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী হউক বা না হউক, পছন্দ চিহ্নটি ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করা না থাকে কিংবা দুই বা ততোধিক পছন্দ চিহ্ন লিপিবদ্ধ থাকে;

Dhaka University Institutional Repository

(ত) "রাজনৈতিক দল" অর্থ সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় সংজ্ঞায়িত রাজনৈতিক দল;

(থ) "সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান;

(দ) "সংসদ" অর্থ জাতীয় সংসদ;

(ধ) "সদস্য" অর্থ সংসদ-সদস্য;

(ন) "সাধারণ আসন" অর্থ কেবলমাত্র মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যতীত সংসদের অন্য সকল আসন;

(প) "সাব-প্যাকেট" অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতারত কোন প্রার্থীর জন্য এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত সাব-প্যাকেট;

(ফ) "সংরক্ষিত মহিলা আসন" অর্থ সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফা এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ২৩ অনুচ্ছেদের অধীন সংসদে কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন।

৩। রাজনৈতিক দল এবং জোটওয়ারী নির্বাচিত সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত।—(১) সংসদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখের পরবর্তী ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী সদস্যদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(২) সংবিধানের ৪র্থ তফসিলের ২৩ অনুচ্ছেদের অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন এই আইন কার্যকর হইবার তারিখের পরবর্তী একুশ কার্যদিবসের মধ্যে বিদ্যমান সংসদের সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী সদস্যদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৩) কোন নির্দলীয় সদস্য কোন রাজনৈতিক দল বা জোটে যোগদান করিলে নির্বাচন কমিশন যোগদানকারী সদস্যকে সংশ্লিষ্ট দল বা জোটের মনোনয়নে নির্বাচিত সদস্য হিসাবে গণ্য করিয়া তাহার নাম উক্ত দল বা জোটের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবে।

(৪) কোন রাজনৈতিক দল বা জোট অন্য কোন রাজনৈতিক দল বা জোটকে লইয়া পৃথক জোট গঠন করিলে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট জোটের অন্তর্ভুক্ত দল এবং জোটের সকল সদস্য সমন্বয়ে একটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৫) কোন রাজনৈতিক দল বা জোট কোন নির্দলীয় সদস্যকে লইয়া পৃথক জোট গঠন করিলে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট জোটের অন্তর্ভুক্ত সদস্য সমন্বয়ে একটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৬) কোন নির্দলীয় সদস্য উপ-ধারা (৩) বা (৫) এর অধীন কোন রাজনৈতিক দল বা জোটে যোগদান না করিয়া তিনি অন্য কোন নির্দলীয় সদস্যের সহিত একত্রিত হইয়া কোন স্বতন্ত্র নামে নির্দলীয় জোট গঠন করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ জোট গঠন করিলে নির্বাচন কমিশন উক্ত জোটের নামে জোটের অন্তর্ভুক্ত সদস্যের জন্য একটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) উপ-ধারা (৩) এর অধীন রাজনৈতিক দল বা জোটে যোগদান এবং উপ-ধারা (৪), (৫) বা (৬) এর অধীন জোট গঠনের বিষয়টি কোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখের পরবর্তী একুশ কার্যদিবসের মধ্যে এবং, ক্ষেত্রমত, এই আইন কার্যকর হইবার তারিখের পরবর্তী পনের কর্মদিবসের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক দল বা জোটে যোগদান করেন নাই এমন কোন নির্দলীয় সদস্য থাকিলে নির্বাচন কমিশন তাহাদের নাম নির্দলীয় সদস্য তালিকা নামক একটি স্বতন্ত্র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং এই তালিকাভুক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি নির্দলীয় জোট গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৯) উপ-ধারা (১), বা ক্ষেত্রমত, (২) এ উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার অব্যবহিত পরবর্তী কার্যদিবসে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে এই ধারার অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকাসমূহ টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করিবে এবং এই তালিকাসমূহের প্রত্যয়নকৃত কপি সংসদ সচিবালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া দেওয়ার জন্য সংসদ সচিবের নিকট প্রেরণ করিবে।

(১০) উপ-ধারা (৯) এর অধীন প্রকাশিত সকল তালিকা ও উহাদের অন্তর্ভুক্তি চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত তালিকায় কোন প্রকার রদবদল করা যাইবে না, তবে কোন তালিকায় কমিশন কর্তৃক কোন ভুল করা হইয়া থাকিলে কমিশন তাহা সংশোধন করিতে পারিবে।

৪। **সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যে সংরক্ষিত মহিলা আসন বন্টন পদ্ধতি।**—(১) সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, নির্বাচন কমিশন, ধারা ৩ এর অধীন প্রকাশিত রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের তালিকার ভিত্তিতে প্রত্যেক তালিকার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মোট আসন সংখ্যার আনুপাতিক হার অনুযায়ী এই ধারার বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল ও জোটের অনুকূলে সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ বন্টন করিবে।

[ব্যাখ্যা ঃ এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আসন গণনার ক্ষেত্রে, কোন সদস্য একাধিক সাধারণ আসন হইতে নির্বাচিত হইলে, উক্ত সদস্য যতসংখ্যক আসন হইতে নির্বাচিত হইবেন ততসংখ্যক আসনই গণনা করিতে হইবে।]

(২) এই ধারার অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ বন্টনের পর, পরবর্তীতে রাজনৈতিক দল বা জোটসমূহের তালিকার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের আসন সংখ্যার কোনরূপ পরিবর্তন হইলে উক্তরূপ পরিবর্তনের কারণে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যার কোন পরিবর্তন হইবে না।

(৩) সংরক্ষিত মহিলা আসনের মোট সংখ্যাকে সংসদের সাধারণ আসনের মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিবার পর ভাগফল হিসাবে প্রাপ্ত সংখ্যা দ্বারা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রত্যেক রাজনৈতিক দল বা জোটের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মোট আসন সংখ্যাকে গুণ করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে সেই সংখ্যাই হইবে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনতব্য সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা।

(৪) এই ধারার অধীন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে সংরক্ষিত মহিলা আসন বন্টনের উদ্দেশ্যে আনুপাতিক হার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন ভগ্নাংশ দেখা দিলে এবং উক্ত ভগ্নাংশ—

(ক) শূন্য দশমিক পাঁচ বা উহা হইতে বেশী হইলে উক্ত ভগ্নাংশকে পূর্ণ এক সংখ্যা গণনা করিতে হইবে; এবং

Dhaka University Institutional Repository

(খ) শূন্য দশমিক পাঁচ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলে উক্ত ভগ্নাংশকে শূন্য সংখ্যা গণনা করিতে হইবে।

(৫) আনুপাতিক হারে আসন বন্টনের পর বন্টনকৃত আসনসমূহের যোগফল পঁয়তাল্লিশ অপেক্ষা বেশী হইলে অতিরিক্ত আসন বা আসনসমূহ নিম্নরূপ পদ্ধতিতে কর্তন করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) অতিরিক্ত আসনের সংখ্যা একটি হইলে, যে সকল রাজনৈতিক দল বা জোট আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা গণনা করিবার কারণে কোন আসন প্রাপ্ত হইয়াছে সেই সকল রাজনৈতিক দল বা জোটের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের অধিকারী রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বরাদ্দকৃত আসন হইতে উক্ত অতিরিক্ত আসনটি কর্তন করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের অধিকারী রাজনৈতিক দল বা জোটের সংখ্যা একাধিক হইলে, কোন্ রাজনৈতিক দল বা জোটের প্রাপ্ত আসন হইতে সংশ্লিষ্ট আসনটি কর্তন করিতে হইবে তাহা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে;

(খ) অতিরিক্ত আসন সংখ্যা একাধিক হইলে, যে সকল রাজনৈতিক দল বা জোট আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা গণনা করিবার কারণে কোন আসন প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত আসন হইতে উক্ত আসন কর্তন করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ রাজনৈতিক দল বা জোটের মধ্যে যে রাজনৈতিক দল বা জোটের আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ ক্ষুদ্রতম সেই রাজনৈতিক দল বা জোটের আসন হইতে উক্ত ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের মানের উর্ধ্বক্রম অনুসারে কর্তন আরম্ভ করিতে হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এক বা একাধিক রাজনৈতিক দল বা জোটের ভগ্নাংশের পরিমাণ সমান হইলে এবং অতিরিক্ত আসন সংখ্যা উক্তরূপ দল বা জোটের সংখ্যা হইতে কম হইলে, কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের আসন হইতে কর্তন করিতে হইবে তাহা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৬) আনুপাতিক হারে আসন বন্টনের পর বন্টনকৃত আসনসমূহের যোগফল পঁয়তাল্লিশ অপেক্ষা কম হইলে, অবশিষ্ট আসন বা আসনসমূহ নিম্নরূপ পদ্ধতিতে বন্টন করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) অবশিষ্ট আসনের সংখ্যা একটি হইলে, উক্ত আসনটি যে রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক সংরক্ষিত মহিলা আসন বন্টন করা হইয়াছে সেই রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টন করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ রাজনৈতিক দল বা জোটের সংখ্যা একাধিক হইলে, কোন্ রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে উক্ত আসন বন্টন করিতে হইবে তাহা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) অবশিষ্ট আসনের সংখ্যা একাধিক হইলে, বন্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহের মধ্যে সর্বাধিক আসন লাভকারী রাজনৈতিক দল বা জোটের আনুপাতিক হারের নিম্নক্রম অনুসারে প্রত্যেকের অনুকূলে একটি করিয়া আসন বন্টন করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ রাজনৈতিক দল বা জোটের আসন সংখ্যা সমান থাকিলে এবং অবশিষ্ট আসনের সংখ্যা উক্তরূপ রাজনৈতিক দল বা জোটের সংখ্যা হইতে কম হইলে, কোন্ রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে উক্তরূপ আসন বা আসনসমূহ বন্টন করিতে হইবে তাহা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ রাজনৈতিক দল বা জোটের সংখ্যা অবশিষ্ট আসনের সংখ্যা হইতে কম হইলে, অবশিষ্ট আসনগুলি উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে বন্টন করিবার পর যে আসন বা আসনসমূহ অবশিষ্ট থাকিবে সেই আসন বা আসনসমূহ সর্বাধিক সংরক্ষিত মহিলা আসনপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টন করিতে হইবে।

(৭) এই ধারার অধীন আসন বন্টনে ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা গণনার বিষয়ে কোন বিতর্ক দেখা দিলে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৫। ভোটার ও ভোটার তালিকা প্রস্তুত।—(১) সংসদের সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ-সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণকারী সকল ব্যক্তি সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনে ভোটার হইবেন।

(২) সংসদ সচিবালয়ের সচিব উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সংসদ-সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া শপথ গ্রহণের তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী তিন কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিবের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সংসদ সচিবালয়ের সচিবের নিকট হইতে তালিকা প্রাপ্ত হইবার পর নির্বাচন কমিশন তদনুসারে সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দল ও জোটওয়ারী পৃথক পৃথক ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের অনুচ্ছেদ ২৩-এর অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পরবর্তী তিন কার্যদিবসের মধ্যে সংসদ সচিবালয়ের সচিব উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সংসদ-সদস্যদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিবের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং নির্বাচন কমিশন তদনুসারে সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দল ও জোটওয়ারী পৃথক পৃথক ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৫) নির্বাচন কমিশন এই ধারার বিধান অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত ভোট গ্রহণের তারিখের পূর্ব দিন পর্যন্ত সংশোধনকরতঃ হাল নাগাদ করিতে পারিবে।

৬। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা।—(১) নির্বাচন কমিশন সংসদের কোন সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন সম্পন্ন করিবে এবং এই লক্ষ্যে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা মনোনয়ন পত্র দাখিল, বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ এবং ভোট গ্রহণের স্থান ও তারিখ নির্ধারণপূর্বক নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৪নং আইন) প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ২৩ অনুচ্ছেদের অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য নির্বাচন এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

৭। **রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, ইত্যাদি।**—(১) নির্বাচন কমিশন সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিবে।

(২) কমিশন তথবিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ কর্মকর্তাগণ রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে কাজ করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার যে দায়িত্ব অর্পণ করিবেন সেই দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যক্ষভাবে ভোট গ্রহণের স্থানে নির্বাচন কার্য পরিচালনা করিবেন এবং এই ব্যাপারে তাঁহাকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণ সহায়তা করিবেন।

৮। **সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনে প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।**—(১) সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার জন্য সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন মহিলা সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থী হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ বা অন্য কোন আইনের অধীন সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার অযোগ্য কোন ব্যক্তি সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থী হইবার যোগ্য হইবেন না।

৯। **মনোনয়নপত্র দাখিল, গ্রহণ, ইত্যাদি।**—(১) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ধারা ৪ এর অধীন কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন প্রার্থী কেবলমাত্র উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোট কর্তৃক মনোনীত হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত আসনে সেই জোটের সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত কোন প্রার্থীর উক্ত রূপে মনোনীত হইবার প্রয়োজন হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মনোনীত কোন প্রার্থীর নাম সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের কোন ভোটার কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং উক্ত দল বা জোটের জন্য একজন ভোটার কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে।

(৩) কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের কোন ভোটার একাধিক প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করিতে কিংবা সমর্থন করিতে পারিবেন।

(৪) প্রত্যেক মনোনয়নপত্র এই আইনের দ্বিতীয় তফসিলের ফরম 'ক'-তে হইতে হইবে এবং উক্ত মনোনয়নপত্র প্রার্থী বা তাহার প্রস্তাবক বা সমর্থক কর্তৃক রিটার্নিং অফিসারের নিকট তাঁর অফিসে অফিস চলাকালীন সময়ে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

(৫) সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থী হইবার যোগ্য কোন মহিলা সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের জন্য একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থী একই সঙ্গে একাধিক রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনে মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে পারিবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) রিটার্ণিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র প্রাপ্ত হইবার পর—

(ক) লিখিতভাবে উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন;

(খ) মনোনয়নপত্রে প্রদর্শিত প্রস্তাবক ও সমর্থক ধারা ৫ অনুযায়ী ভোটার কিনা তৎসম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন; এবং

(গ) মনোনয়নপত্রে কোন প্রার্থীর নাম বা বর্ণনা সম্পর্কে কোন ভুল থাকিলে তাহা সংশোধন করিবার জন্য অনুমতি দিবেন এবং অনুরূপ কোন বর্ণনায় লিখন বা মুদ্রণ সংক্রান্ত ত্রুটি উপেক্ষা করিবেন।

(৭) রিটার্ণিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রের উপর মনোনয়নপত্র দাখিলকারী হিসাবে প্রার্থী, প্রস্তাবক বা সমর্থকের নাম, প্রাপ্তির তারিখ ও সময় প্রত্যয়ন করিবেন।

(৮) রিটার্ণিং অফিসার তাহার অফিসের কোন দর্শনীয় স্থানে তৎকর্তৃক প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্র সম্পর্কে একটি নোটিশ টাঙ্গাইয়া দিবেন যাহাতে মনোনয়নপত্রে প্রদর্শিতরূপে প্রার্থী এবং তাহার প্রস্তাবক ও সমর্থকের নামের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৯) এই ধারার অধীন কোন মনোনয়নপত্র গৃহীত হইবে না, যদি—

(ক) ইহা দাখিলের সময় প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক নগদ দশ হাজার (১০,০০০) টাকা জমা দেওয়া না হয়; অথবা

(খ) ইহার সহিত প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারিতে পূর্বোক্ত অর্থ জমা প্রদানের রসিদ সংযুক্ত না করা হয়।

[ব্যাখ্যা ঃ সরকারী ট্রেজারি বা সাব-ট্রেজারিতে উক্তরূপে জমার নিমিত্ত হিসাবের খাত হইবে "৬/১০৫১/০০০০/৮৪৭৩" ।]

১০। **মনোনয়নপত্র বাছাই, আপীল ইত্যাদি।**—(১) মনোনয়নপত্র বাছাইকালে প্রার্থীগণ, তাহাদের প্রস্তাবক ও সমর্থকগণ হাজির থাকিতে পারিবেন।

(২) রিটার্ণিং অফিসার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবেন এবং কোন মনোনয়নপত্রের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তি করিবেন।

(৩) রিটার্ণিং অফিসার, স্বীয় উদ্যোগে বা কোন আপত্তির প্রেক্ষিতে, তৎবিবেচনায় উপযুক্ত সংক্ষিপ্ত তদন্ত পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত তদন্তে তিনি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে—

(ক) কোন প্রার্থী সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য নহেন;

(খ) কোন প্রস্তাবক বা সমর্থক সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্র দস্তখত করিবার যোগ্য নহেন;

(গ) কোন প্রার্থীর ক্ষেত্রে এই আইনের কোন বিধান পালন করা হয় নাই;

(ঘ) কোন প্রার্থী বা তাহার প্রস্তাবক বা সমর্থকের দস্তখত সঠিক দস্তখত নহে; বা

(ঙ) কোন প্রার্থী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোট কর্তৃক মনোনীত নহেন, তাহা হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৮) এর অধীন গঠিত জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত আসনে নির্বাচনের জন্য কোন প্রার্থীর দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র উক্ত জোট কর্তৃক মনোনীত না হইবার কারণে বাতিল করা যাইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) কোন একটি মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর অন্য কোন বৈধ মনোনয়নপত্র বাতিল হইবে না।

(৫) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রিটার্নিং অফিসার উল্লেখযোগ্য প্রকৃতির নহে এমন কোন ত্রুটির কারণে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না এবং অনুরূপ ত্রুটি তৎক্ষণাৎ সংশোধনের জন্য অনুমতি দিবেন।

(৬) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রের উপর উক্ত মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিয়া বা বাতিল করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত প্রত্যয়ন করিবেন এবং বাতিলের ক্ষেত্রে উহার কারণসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৭) কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হইলে, তিনি বাতিলের বিরুদ্ধে উক্তরূপ বাতিলের তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী কার্যদিবসে নির্বাচন কমিশনের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং এই আপীলের উপর প্রদত্ত নির্বাচন কমিশনের আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

(৮) রিটার্নিং অফিসার বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের জন্য নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী কার্যদিবসে তাহার অফিসের দৃশ্যমান কোন জায়গায় টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করিবেন।

১১। প্রার্থিতা প্রত্যাহার।—(১) বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী তাহার দস্তখতকৃত লিখিত নোটিশ দ্বারা তিনি স্বয়ং বা অনুমোদিত কোন এজেন্টের মারফত, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট অর্পণ করিয়া তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য কোন নোটিশ দেওয়া হইলে উক্ত নোটিশ প্রত্যাহার কিংবা বাতিল করা যাইবে না।

১২। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা, ইত্যাদি।—(১) রিটার্নিং অফিসার ধারা ১১ এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইবার পরবর্তী কার্যদিবসে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী প্রার্থীদের একটি চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহার অফিসের দৃশ্যমান কোন জায়গায় টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সংখ্যা উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত আসন সংখ্যার সমান বা কম হইলে রিটার্নিং অফিসার উক্ত প্রার্থীদেরকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন এবং প্রার্থীদের সংখ্যা উক্ত বন্টনকৃত আসন সংখ্যার অধিক হইলে উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে এই আইন অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের ভোটারগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সংখ্যা উক্ত রাজনৈতিক দলা বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত আসন সংখ্যার কম হইলে যে কয়টি আসন কম হইবে সেই কয়টি আসন ধারা ৩০ এর অধীন উন্মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। ব্যালট পেপার।—(১) প্রত্যেক রাজনৈতিক দল বা জোটের জন্য পৃথক পৃথক ব্যালট পেপার থাকিবে।

(২) ব্যালট পেপারে বরাদ্দকৃত প্রতীকসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম বাংলা বর্ণের ক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং ব্যালট পেপার দ্বিতীয় তফসিলের ফরম 'খ' তে প্রদত্ত নমুনা অনুযায়ী হইতে হইবে।

(৩) কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ভোটার সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের ব্যালট পেপার পাইবেন এবং ব্যালট পেপারে লিপিবদ্ধ প্রার্থীদের অনুকূলে ভোট প্রদান করিবেন।

১৪। ভোট গ্রহণ, ইত্যাদি।—(১) ভোট গ্রহণ শুরু হইবার জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে, রিটার্নিং অফিসার ভোট অনুষ্ঠিত হইবার স্থানের কোন দৃশ্যমান জায়গায় প্রতীকসহ রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নামের একটি তালিকা টাঙ্গাইয়া দিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার ভোট গ্রহণ শুরু করিবার পূর্বে ভোট গ্রহণ স্থানে উপস্থিত থাকা প্রার্থীগণ বা তাহাদের প্রস্তাবকগণ কিংবা সমর্থকগণের সম্মুখে প্রথমে নিশ্চিত করিবেন যে, ব্যবহৃতব্য ব্যালট বাক্স বা বাক্সগুলি খালি আছে এবং অতঃপর তিনি ঐগুলিকে সীলগালা করিবেন এবং তাহার টেবিলের উপর রাখিবেন।

(৩) কোন ভোটার ব্যালট পেপার প্রাপ্ত হইবার পর অবিলম্বে ভোট প্রদানের জন্য সংরক্ষিত স্থানের দিকে যাইবেন এবং—

(ক) উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী তাহার ভোট লিপিবদ্ধ করিবেন;

(খ) তাহার ভোট দেখা না যায় এইরূপে ব্যালট পেপার ভাঁজ করিবেন;

(গ) ভাঁজ করা ব্যালট পেপারটি ব্যালট বাক্সে ঢুকাইয়া দিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোট গ্রহণ স্থান হইতে বাহির হইয়া যাইবেন।

(৪) কোন ভোটার ভোট প্রদানের সময়—

(ক) তাহার ব্যালট পেপারে কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের নামীয় অংশে তিনি যে প্রার্থীকে প্রথম ভোট দিতে ইচ্ছুক সেই প্রার্থীর নাম ও প্রতীকের বিপরীতে যথাস্থানে '১' সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া ভোট প্রদান করিবেন; এবং

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিতরূপে ভোট প্রদানের পর উক্ত প্রথম ভোটের অতিরিক্ত হিসাবে তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে পরবর্তী পছন্দ নির্ধারণের জন্য তাহাদের নাম ও প্রতীকের বিপরীতে ব্যালট পেপারে যথাস্থানে যথাক্রমে '২', '৩', '৪', '৫' এবং ক্রমানুসারে অন্যান্য সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(৫) কোন ভোটার যদি অসাবধানতাবশতঃ কোন ব্যালট পেপার এমনভাবে বিনষ্ট করেন যে, ইহা বৈধ ব্যালট পেপার হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না, তাহা হইলে তিনি রিটার্নিং অফিসারের সন্তোষমত তাহার অসাবধানতা প্রমাণ করিয়া, বিনষ্ট ব্যালট পেপারটি ফেরত দিয়া অন্য একটি ব্যালট পেপার গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিনষ্ট ব্যালট পেপারটি বাতিল করিয়া দিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৫। গণনার জন্য ব্যালট পেপারগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্যাকেটে হস্তান্তর পদ্ধতি ।— (১) ভোট গ্রহণ স্থানে উপস্থিত থাকা ভোটারগণের ভোট দেওয়া সমাপ্ত হইলে, রিটার্ণিং অফিসার উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা প্রস্তাবক বা সমর্থকদের সম্মুখে ব্যালট বাক্সগুলি খুলিয়া উহা হইতে সমুদয় ব্যালট পেপার বাহির করিয়া আনিবেন।

(২) রিটার্ণিং অফিসার উপ-ধারা (১) এর অধীন বাহির করা ব্যালট পেপারগুলি রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী পৃথক করিবেন এবং—

(ক) অতঃপর রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী সকল ব্যালট পেপার পৃথক পৃথকভাবে গণনা করিবেন এবং উহাদের সংখ্যা পৃথক পৃথক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিবেন;

(খ) অতঃপর প্রতিটি রাজনৈতিক দল বা জোটের সকল ব্যালট পেপার পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে বৈধ ব্যালট পেপারগুলিকে উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর অধীন বাতিলকৃত ব্যালট পেপারগুলি হইতে পৃথক করিবেন এবং প্রত্যেক বাতিলকৃত ব্যালট পেপারে 'বাতিলকৃত' শব্দটি এবং বাতিলকরণের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন; এবং

(গ) অতঃপর প্রতিটি রাজনৈতিক দল বা জোটের প্রার্থীদের অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপারগুলিকে উহাতে যে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের বিপরীতে '১' সংখ্যা লিপিবদ্ধ কবা হইয়াছে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের সেই সকল প্রার্থীদের নামীয় পৃথক পৃথক প্যাকেটে হস্তান্তর করিয়া দিবেন।

(৩) কোন ব্যালট পেপার অবৈধ বলিয়া বাতিল হইবে, যদি ইহাতে—

(ক) কোন অফিসিয়াল চিহ্ন (official mark) বা রিটার্ণিং অফিসারের দস্তখত না থাকে;

(খ) ভোট প্রদান চিহ্ন '১' সংখ্যা লিপিবদ্ধ না থাকে;

(গ) ভোট প্রদান চিহ্ন '১' সংখ্যা এবং পরবর্তী পছন্দ চিহ্ন '২', '৩', '৪', '৫' এবং ক্রমানুসারে অন্যান্য সংখ্যা লিপিবদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন লিখা থাকে;

(ঘ) অফিসিয়াল চিহ্ন এবং রিটার্ণিং অফিসারের দস্তখত ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন থাকে বা ইহার সহিত কোন কাগজের টুকরা বা অন্য কোন প্রকারের কোন বস্তু সংযুক্ত থাকে;

(ঙ) কোন প্রার্থীর নামের বিপরীতে একাধিক '১' সংখ্যা লিপিবদ্ধ থাকে;

(চ) কোন প্রার্থীর নামের বিপরীতে লিপিবদ্ধ ভোট প্রদান চিহ্ন '১' সংখ্যাটি অস্পষ্ট থাকে;

(ছ) একাধিক প্রার্থীর নামের বিপরীতে '১' সংখ্যাটি লিপিবদ্ধ থাকে।

(৪) কোন ব্যালট পেপার নির্দিষ্ট ব্যালট বাক্সের বাহিরে পাওয়া গেলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) রিটার্ণিং অফিসার, উপ-ধারা (২) এর অধীন পৃথক পৃথক প্যাকেটে হস্তান্তরকৃত ব্যালট পেপারগুলির সংখ্যা গণনা করিয়া উহা সংশ্লিষ্ট প্যাকেটের উপরে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্যাকেটে হস্তান্তরকৃত ব্যালট পেপারের ভোটমান উক্ত প্রার্থীর হিসাবে জমা করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। কোটা নির্ধারণ।—(১) কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত একাধিক শূন্য আসন পূরণের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি বৈধ ব্যালট পেপারের ভোটমান ১০০ হইবে এবং কোন প্রার্থী নির্বাচিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় ভোট প্রাপ্তির কোটা নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রথমে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বরাদ্দকৃত আসনসমূহে মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত ভোটের সকল বৈধ ব্যালট পেপারের ভোটমানগুলি একত্রে যোগ করিয়া উহাদের সমষ্টি স্থির করিতে হইবে;

(খ) অতঃপর উক্ত দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত আসনের মধ্যে যতগুলি শূন্য আসন পূরণ করিতে হইবে তত সংখ্যার সহিত ১ সংখ্যা যোগ করিয়া এই যোগফল দ্বারা দফা (ক) এর অধীন স্থিরকৃত সমষ্টিকে ভাগ করিতে হইবে; এবং

(গ) অতঃপর দফা (খ) এর অধীন প্রাপ্ত ভাগফলের সহিত ১ সংখ্যা যোগ করিতে হইবে এবং এইরূপে যোগ করিবার পর যোগফল যে সংখ্যাটি হইবে উহাই হইবে কোটা।

(২) কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত কেবল একটি শূন্য আসন পূরণের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি বৈধ ব্যালট পেপারের ভোটমান ১ হইবে এবং উক্ত আসনে কোন প্রার্থীর নির্বাচিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় ভোট প্রাপ্তির কোটা নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রথমে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বরাদ্দকৃত আসনে মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত ভোটের সকল বৈধ ব্যালট পেপারের ভোটমানগুলি একত্রে যোগ করিয়া উহাদের সমষ্টি স্থির করিতে হইবে;

(খ) অতঃপর দফা (ক) এর অধীন স্থিরকৃত সমষ্টিকে ২ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে; এবং

(গ) অতঃপর দফা (খ) এর অধীন প্রাপ্ত ভাগফলের সহিত ১ যোগ করিতে হইবে এবং এইরূপে যোগ করিবার পর যোগফল যে সংখ্যাটি হইবে উহাই হইবে কোটা।

১৭। ভগ্নাংশ অগ্রাহ্য এবং কতিপয় ক্ষেত্রে পরবর্তী পছন্দ আমলে না নেওয়া।—(১) কোটা নির্ধারণ এবং ভোট গণনাকালে কোন ভগ্নাংশ দেখা দিলে রিটার্নিং অফিসার উহা অগ্রাহ্য করিবেন।

(২) ভোট গণনাকালে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচিত ঘোষিত প্রার্থী কিংবা বাদ দেওয়া প্রার্থীর অনুকূলে কোন ব্যালট পেপারে লিপিবদ্ধ পরবর্তী পছন্দ আমলে আনিবেন না।

১৮। কোটাপ্রাপ্ত প্রার্থী নির্বাচিত ঘোষিত।—কোন প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হইবেন যদি,—

(ক) উক্ত প্রার্থীর ভোটমান প্রথম গণনায় কোটার সমান বা কোটার অতিরিক্ত হয়; বা

(খ) কোন উদ্বৃত্ত ভোটমান হস্তান্তরের পর উক্ত প্রার্থীর ভোটমান কোটার সমান বা কোটার অতিরিক্ত হয়; বা

Dhaka University Institutional Repository

(গ) কোন বাদ দেওয়া প্রার্থীর প্যাকেট বা সাব-প্যাকেটের ব্যালট পেপার হস্তান্তর করিবার পর হস্তান্তরকৃত ব্যালট পেপারের ভোটমান উক্ত প্রার্থীর ভোটমানের সহিত যোগ হইয়া যোগফল কোটার সমান বা কোটার অতিরিক্ত হয়।

১৯। উদ্বৃত্ত ভোটমান হস্তান্তর পদ্ধতি।—(১) যদি কোন গণনার পর দেখা যায় যে, কোন প্রার্থীর ব্যালট পেপারের ভোটমান কোটা হইতে বেশী, তাহা হইলে উক্ত অতিরিক্ত ভোটমান এই ধারার বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীগণের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট ব্যালট পেপারে নির্দেশিত পরবর্তী পছন্দক্রম অনুযায়ী হস্তান্তর করা হইবে।

(২) যদি একাধিক প্রার্থীর নামে লিপিবদ্ধ ব্যালট পেপারগুলির ভোটমান উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলে যে প্রার্থীর উদ্বৃত্ত ভোটমান সর্বাপেক্ষা বেশী হইবে সেই প্রার্থীর উদ্বৃত্ত ভোটমান সর্বপ্রথমে হস্তান্তর করা হইবে এবং অতঃপর সংখ্যার ক্রমানুযায়ী অন্য প্রার্থীগণের উদ্বৃত্ত ভোটমান হস্তান্তর করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথম গণনার ফলে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত ভোটমান সর্বপ্রথম হস্তান্তর করিবার পর দ্বিতীয় বা তৎপরবর্তী গণনার ফলে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত ভোটমান ক্রমান্বয়ে হস্তান্তর করা হইবে।

(৩) যদি একই গণনায় একাধিক প্রার্থীর উদ্বৃত্ত ভোটমান সমান পাওয়া যায়, তাহা হইলে সর্বপ্রথম গণনায় যেই প্রার্থীর ভোটমান সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল তাহার উদ্বৃত্ত ভোটমান সর্বপ্রথমে হস্তান্তর করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি পূর্বের সকল গণনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীগণের ভোটমান সমান থাকে, তাহা হইলে কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর অতিরিক্ত ভোটমান সর্বপ্রথম হস্তান্তর করা হইবে তাহা রিটার্নিং অফিসার লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিবেন।

(৪) যদি কোন প্রার্থীর উদ্বৃত্ত ভোটমান কেবলমাত্র মূলভোট হইতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার উক্ত প্রার্থীর প্যাকেট হইতে প্রাপ্ত সকল ব্যালট পেপার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং তাহার অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারগুলিকে সংশ্লিষ্ট ব্যালট পেপারে লিপিবদ্ধ ভোটারগণের পরবর্তী পছন্দক্রম অনুযায়ী পৃথক সাব-প্যাকেটে বিভক্ত করিবেন এবং নিঃশেষিত ব্যালট পেপারগুলিকে অপর একটি পৃথক সাব-প্যাকেটে রাখিয়া দিবেন।

(৫) যদি কোন প্রার্থীর উদ্বৃত্ত ভোটমান মূলভোট ও হস্তান্তরকৃত ভোটমান হইতে পাওয়া যায় অথবা শুধুমাত্র হস্তান্তরকৃত ভোটমান হইতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচিত প্রার্থীর নামে জমাকৃত সর্বশেষ হস্তান্তরকৃত সাব-প্যাকেটের ব্যালট পেপারগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং তাহার অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারগুলিকে উহাতে লিপিবদ্ধ ভোটারগণের পরবর্তী পছন্দ অনুযায়ী পৃথক সাব-প্যাকেটে বিভক্ত করিয়া দিবেন।

(৬) যদি অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের সর্বমোট ভোটমান উদ্বৃত্ত ভোটমানের সমান বা কম হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের প্রত্যেক সাব-প্যাকেট ঐ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নামে হস্তান্তর করিবেন যাহার পক্ষে ভোটারগণ উক্ত ব্যালট পেপারগুলিতে তাহাদের পরবর্তী পছন্দ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং যে প্রার্থীর ভোটের উদ্বৃত্ত ভোটমান উক্তরূপে হস্তান্তরকৃত হয় তিনি ঐ ব্যালট পেপারগুলি যে ভোটমানে পাইয়াছিলেন সেই ভোটমানেই উহা হস্তান্তর করা হইবে।

(৭) যদি অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারগুলির সর্বমোট ভোটমান উদ্বৃত্ত ভোটমান অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার সাব-প্যাকেট হইতে বাহিরকৃত প্রত্যেক অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত যে প্রার্থীর অনুকূলে ভোটারের পরবর্তী পছন্দ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাঁহার নামে হস্তান্তর করিবেন এবং যে ভোটমানে উক্ত প্রত্যেক ব্যালট পেপার হস্তান্তর করা হইবে সেই ভোটমান উদ্বৃত্ত ভোটমানকে অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের সর্বমোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া নির্ধারণ করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) প্রত্যেক প্রার্থীর নামে হস্তান্তরকৃত ব্যালট পেপারসমূহ একটি সাব-প্যাকেটে রাখিয়া উক্ত প্রার্থীর অন্য ব্যালট পেপারগুলির সহিত সংযুক্ত করা হইবে।

(৯) নির্বাচিত প্রার্থীর প্যাকেট ও সাব-প্যাকেটে রক্ষিত যে সকল ব্যালট পেপার এই ধারার বিধান অনুযায়ী হস্তান্তর হয় নাই সেই সকল ব্যালট পেপার চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন ব্যালট পেপার হিসাবে আলাদা করিয়া রাখা হইবে।

২০। সর্বাপেক্ষা কম ভোটমানধারী প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীকে ভোট গণনা হইতে বাদ দেওয়ার পদ্ধতি।—(১) যদি কোন ভোট গণনার পর দেখা যায় যে, কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর উদ্বৃত্ত ভোটমান নাই এবং উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের এক বা একাধিক আসন তখনও অপূর্ণ রহিয়াছে, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের যে প্রার্থীর ভোটমান সর্বনিম্ন তাহাকে গণনা হইতে বাদ দিবেন এবং ভোটারগণের পরবর্তী পছন্দক্রম অনুযায়ী তাহার অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারগুলিকে সাব-প্যাকেটে ভর্তি করিবেন এবং উক্তরূপ প্রত্যেক সাব-প্যাকেট যাহার অনুকূলে পরবর্তী পছন্দ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহার অনুকূলে হস্তান্তর করিবেন।

(২) বাদ দেওয়া প্রার্থীর মূল ভোটের প্যাকেট সর্বপ্রথম হস্তান্তর করা হইবে এবং উহার প্রত্যেক ব্যালট পেপারের ভোটমান হইবে ১০০।

(৩) অতঃপর হস্তান্তরকৃত ব্যালট পেপারের সাব-প্যাকেটসমূহ যে ক্রমে এবং যে ভোটমানে উক্ত প্রার্থী পাইয়াছেন সেইক্রমে এবং সেই ভোটমানে উহা হস্তান্তর করা হইবে।

(৪) উক্ত প্রত্যেক হস্তান্তর একটি স্বতন্ত্র হস্তান্তর বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) যেক্ষেত্রে কোন প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বাদ দেওয়া হয় এবং বাদ দেওয়া প্রার্থীর ব্যালট পেপারের ভোটমান হস্তান্তর হইবার কারণে অন্য একজন প্রার্থী নির্বাচিত হন এবং উক্ত নির্বাচিত প্রার্থীর কোন ভোটমান উদ্বৃত্ত থাকে, সেইক্ষেত্রে উক্ত উদ্বৃত্ত ভোটমান হস্তান্তর করার পরই কেবল অন্য কোন প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বাদ দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

(৬) প্রত্যেক প্যাকেট বা সাব-প্যাকেট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের জন্য একটি স্বতন্ত্র সাব-প্যাকেট প্রস্তুত করা হইবে এবং বাদ দেওয়া প্রার্থী যে মানে উক্ত ব্যালট পেপারগুলি পাইয়াছিলেন সেই মানে উহা আলাদা করিয়া রাখা হইবে।

(৭) যেক্ষেত্রে কোন একজন প্রার্থীকে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং দুই বা ততোধিক প্রার্থী সমান ভোটমানের অধিকারী হন এবং সর্বনিম্ন ভোটমান প্রাপ্ত হন, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রত্যেক প্রার্থীর মূল ভোট বিবেচনায় আনা হইবে এবং যে প্রার্থীর মূল ভোটমান সর্বনিম্ন হইবে তাহাকে ভোট গণনার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে, তবে যদি তাহাদের সকলের মূল ভোটমান সমান হয়, তাহা হইলে সর্বপ্রথম যে গণনায় তাহাদের ভোটের মান অসম ছিল সেই গণনায় তাহাদের সর্বনিম্ন ভোটমানধারী প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

(৮) যদি দুই বা ততোধিক প্রার্থী সর্বনিম্ন ভোটমান পাইয়া থাকেন এবং তাহাদের প্রত্যেক গণনায় সমমানের ভোটের অধিকারী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন্ প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হইবে তাহা রিটার্নিং অফিসার লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

২১। **সর্বশেষ আসন পূরণ পদ্ধতি।**—(১) যেক্ষেত্রে কোন গণনার শেষে কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর সংখ্যা এবং সেই দলের অনুকূলে বন্টনকৃত আসনসমূহের মধ্যে অবশিষ্ট শূন্য আসনের সংখ্যা সমান হয় সেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের নির্বাচিত ঘোষণা করিতে হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন গণনা শেষে কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত আসনসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র একটি আসন শূন্য থাকে এবং কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর ব্যালট পেপারের ভোটমান অন্য সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর অহস্তান্তরকৃত উদ্বৃত্ত ভোটমানসহ সকল ব্যালট পেপারের ভোটমানের সমষ্টির চাইতে অধিক হয় সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করিতে হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন গণনা শেষে কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত আসনসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র একটি শূন্য আসনের জন্য দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী থাকে ও উভয়ের ভোটমান সমান হয় এবং তাহাদেরকে হস্তান্তরের জন্য কোন উদ্বৃত্ত না থাকে সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারকে লটারীতে বিজয়ী প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করিতে হইবে।

(৪) কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত আসনসমূহের মধ্যে সর্বশেষ শূন্য আসন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের বিধান অনুযায়ী ভোটমান হস্তান্তর বা প্রার্থী বাদ দেওয়া প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং সকল শূন্য আসন পূরণ হইবার পর আর কোন ভোটমান হস্তান্তর করা হইবে না।

২২। **কেবল একটি আসন পূরণের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটগণনার পদ্ধতি।**—কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত কেবল একটি আসন পূরণের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটগণনার পদ্ধতি নিম্নরূপ হইবে, যথা :—

(ক) প্রথম গণনা কিংবা পরবর্তী পর্যায়ের যে কোন গণনার শেষে যদি দেখা যায় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যালট পেপারের মোট ভোটমান কোটার সমান বা অধিক হইয়াছে অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর সংখ্যা একজন তাহা হইলে উক্ত প্রার্থী নির্বাচিত ঘোষিত হইবেন;

(খ) যে ক্ষেত্রে কোন গণনার পর প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের মধ্যে কোন প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা সম্ভব না হয় সেই ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারকে—

(অ) প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের তালিকা হইতে সর্বাপেক্ষা কম ভোটমান প্রাপ্ত প্রার্থীকে বাদ দিতে হইবে;

(আ) বাদ দেওয়া প্রার্থীর নামীয় প্যাকেট এবং সাব-প্যাকেটের সকল ব্যালট পেপার পরীক্ষা করিতে হইবে এবং পরীক্ষা শেষে অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারগুলি উহাতে লিপিবদ্ধ পরবর্তী পছন্দক্রমধারী প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের নিকট পৃথক পৃথক সাব-প্যাকেটে হস্তান্তর করিয়া ব্যালট পেপারের ভোটমান যোগ করিতে হইবে এবং নিঃশেষিত ব্যালট পেপারগুলি একটি পৃথক সাব-প্যাকেটে রাখিতে হইবে;

Dhaka University Institutional Repository

(ই) উপ-দফা (আ) তে উল্লিখিতরূপে হস্তান্তরের পর কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী কোটা অর্জন করিয়াছেন কিনা তাহা যাচাই করিতে হইবে।

(গ) দফা (খ) এর উপ-দফা (অ) এ উল্লিখিত সর্বাপেক্ষা কম ভোটমানপ্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর সংখ্যা দুই বা ততোধিক হইলে এবং সকলের প্রাপ্ত ভোটমান সমান হইলে রিটার্নিং অফিসারকে যে প্রার্থী কম সংখ্যক মূল ভোট প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাকে গণনা হইতে বাদ দিতে হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে একাধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত মূল ভোটের সংখ্যা সমান হইলে লটারীতে পরাজিত প্রার্থীকে গণনা হইতে বাদ দিতে হইবে।

২৩। ভোট পুনঃগণনা।—(১) ভোট গণনাকালে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের নিকট ব্যালট পেপার হস্তান্তরের পূর্বে কিংবা বন্টন সমাপ্তির পর, কোন প্রার্থী কিংবা তাহার অবর্তমানে তাহার প্রতিনিধি, পূর্ববর্তী গণনার চূড়ান্তগণ্যে পৃথকভাবে রক্ষিত ব্যালট পেপারগুলি ব্যতীত অন্য ব্যালট পেপারগুলি, উদ্বৃত্ত বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, রিটার্নিং অফিসারকে পুনঃপরীক্ষা এবং পুনঃ গণনার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন পুনঃগণনার ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারকে একই ভোট একাধিকবার পুনঃগণনার জন্য বাধ্য করা যাইবে না।

(২) রিটার্নিং অফিসার স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত মনে করিলে, পূর্ববর্তী গণনার সঠিকতা নিরূপণের লক্ষ্যে তিনি এক বা একাধিকবার ভোটগুলি পুনঃগণনা করিতে পারিবেন।

২৪। অসমর্থ ভোটারের ভোটদান পদ্ধতি।—(১) অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব বা অন্য কোন শারীরিক অসমর্থতার কারণে ব্যালট পেপারে ভোটদানের জন্য কোন ভোটারের অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা নেওয়ার প্রয়োজন হইলে রিটার্নিং অফিসার একুশ বছরের কম বয়স্ক নয় এইরূপ যে কোন ব্যক্তির সহায়তা নেওয়ার জন্য উক্ত ভোটারকে অনুমতি দিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ভোটার ব্যালট পেপারে ভোট প্রদান চিহ্ন দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ অসমর্থ হইলে সহায়তাদানকারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ভোটারের নির্দেশিত মতে ব্যালট পেপারে তাহার পক্ষে ভোট প্রদান চিহ্ন লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন ভোটারের সহায়তাকারী হইতে পারিবেন না।

(২) সহায়তাকারী ব্যক্তি কর্তৃক কোন ভোটারের পক্ষে ব্যালট পেপারে ভোট প্রদান চিহ্ন লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার উক্ত সহায়তাকারী ব্যক্তিকে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবেন যে, তিনি কেবল ভোটারের পছন্দ অনুযায়ী ভোট প্রদান চিহ্ন লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন এবং ভোটারের পছন্দের কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটাইতে পারিবেন না।

(৩) সহায়তাকারী ব্যক্তি কর্তৃক ভোটারের পক্ষে ব্যালট পেপারে ভোট প্রদান চিহ্ন দেওয়া ব্যালট পেপারগুলির জন্য রিটার্নিং অফিসারকে পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

২৫। জামানতের অর্থ ফেরত প্রদান।—রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থীর স্বাক্ষরিত দরখাস্তের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর জামানতের অর্থ ফেরত দেওয়া হইবে; অনির্বাচিত প্রার্থীর জামানত ফেরত দেওয়া হইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

২৬। **ফলাফল প্রকাশ**।—(১) রিটার্নিং অফিসার ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত সকল ব্যালট পেপার, ভোটার তালিকা, বিনষ্ট ব্যালট পেপার এবং তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত সকল বিবরণী তাহার জিম্মায় রাখিবেন এবং নির্বাচনের ফলাফল রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী আলাদাভাবে প্রদর্শন করিয়া নির্বাচন কমিশনের নিকট বিবরণী প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিটার্নিং অফিসারের নিকট হইতে নির্বাচনের ফলাফল বিবরণী প্রাপ্ত হইবার পর নির্বাচন কমিশন নির্বাচিত প্রার্থীগণের নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

২৭। **সংরক্ষিত মহিলা আসনে উপ-নির্বাচন**।—সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া ব্যতীত, অন্য কোন কারণে কোন সংরক্ষিত মহিলা আসন শূন্য হইলে, অনুরূপ শূন্য হইবার পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে উক্ত শূন্য আসনটি পূরণ করিবার জন্য উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে উক্ত আসনটি বন্টন করা হইয়াছিল পূর্বোল্লিখিত আসনটি সেই রাজনৈতিক দল বা জোটের মনোনীত প্রার্থী বা প্রার্থীগণের মধ্য হইতে উক্ত দল বা জোটের ভোটারগণ কর্তৃক এই আইনের বিধান অনুযায়ী পূরণ করিতে হইবে।

২৮। **আসন বন্টন ও ভোট গণনার পদ্ধতির নমুনা**।—(১) এই আইন অনুযায়ী রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে আসন বন্টনের পদ্ধতির নমুনা প্রথম তফসিলে দেওয়া হইয়াছে।

(২) এই আইন অনুযায়ী ভোট গণনার পদ্ধতির নমুনা তৃতীয় তফসিলে দেওয়া হইয়াছে।

২৯। **President's Order No. 155 of 1972 এর কতিপয় বিধানের প্রয়োগ**।—The Representation of the People Order, 1972 (P. O. No. 155 of 1972) এবং এর অধীনে প্রণীত অন্যান্য বিধিমালার বিধানাবলী, এই আইনের সহিত অসমঞ্জস না হইলে, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে, সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৩০। **বিশেষ বিধান**।—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনে সেই রাজনৈতিক দল বা জোটের—

(ক) সকল আসনে মনোনয়ন পত্র পাওয়া না গেলে; বা

(খ) ভোট গ্রহণকালে উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের সকল ভোটার একযোগে ভোটাধিকার প্রয়োগ না করিলে; বা

(গ) ভোটারগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করা সত্ত্বেও ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধানানুযায়ী তাহাদের সকল ব্যালট পেপার বাতিল হইলে; বা

(ঘ) ক্ষেত্রে ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইলে,—

উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের আসন বা আসনসমূহ সকল রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যে নির্বাচনের জন্য উন্মুক্ত করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আসন বা আসনসমূহে ধারা ২৬ এর বিধান অনুসারে নির্বাচনের ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখের পরবর্তী একুশ কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন এই আইনের বিধান অনুসারে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে কোন রাজনৈতিক দল বা জোট কর্তৃক মনোনীত হইতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত জোটের সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত কোন প্রার্থীর উক্ত জোট কর্তৃক মনোনীত হইবার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন মনোনীত কোন প্রার্থীর নাম সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের কোন ভোটার কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং উক্ত রাজনৈতিক দল বা জোটের অন্য একজন ভোটার কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে রাজনৈতিক দল এবং জোট নির্বিশেষে সকল ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৬) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও জোট নির্বিশেষে একটি ব্যালট পেপার থাকিবে এবং ব্যালট পেপারে বরাদ্দকৃত প্রতীকসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম বাংলা বর্ণের ক্রম অনুসারে দ্বিতীয় তফসিলের ফরম 'গ' তে প্রদত্ত নমুনা অনুযায়ী হইবে।

(৭) এই ধারার অধীন অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে এই আইনের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে এমনভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন ইহাতে কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের উল্লেখ নাই বা উহাদের জন্য কোন সংরক্ষিত মহিলা আসন বন্টনের বিধান করা হয় নাই।

[ব্যাখ্যা ঃ এই ধারার অধীন অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের জন্য কোন সংরক্ষিত মহিলা আসন কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টন করা হইবে না এবং সকল রাজনৈতিক দল এবং জোটের সদস্য উক্ত নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন দিতে এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।]

৩১। বিধি প্রণয়ন।—নির্বাচন কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩২। **রহিতকরণ**।—The Representation of the People (Seats for Women Members) Order, 1973 (P. O. No. 17 of 1973) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম তফসিল

[ধারা ২৮(১) দ্রষ্টব্য]

সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ আনুপাতিক হারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টন পদ্ধতি

$$\text{আনুপাতিক হারে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা} = \frac{\text{সংরক্ষিত মহিলা আসনের মোট সংখ্যা}}{\text{সংসদের সাধারণ আসনের মোট সংখ্যা}} \times \text{রাজনৈতিক দল বা জোটের মোট আসন সংখ্যা}$$

$$= \frac{৪৫}{৩০০} \times \text{রাজনৈতিক দল বা জোটের মোট আসন সংখ্যা}$$

ছক নং-১

নং	দলের নাম	আসন	আনুপাতিক হারে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা/শূন্য সংখ্যা গণনার পর প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১।	পদ্মা	২০৩	৩০.৪৫	৩০
২।	মেঘনা	৫৯	৮.৮৫	৯
৩।	যমুনা	১৯	২.৮৫	৩
৪।	সুরমা	১৫	২.২৫	২
৫।	করতোয়া	৪	.৬	১
		৩০০	৪৫.০০	৪৫

ছক নং-২

নং	দলের নাম	আসন	আনুপাতিক হারে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা/শূন্য সংখ্যা গণনার পর প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১।	পদ্মা	১৯৮	২৯.৭	৩০
২।	মেঘনা	৫৮	৮.৭	৯
৩।	যমুনা	২৫	৩.৭৫	৪
৪।	করতোয়া	১৭	২.৫৫	৩
৫।	মধুমতি	২	.৩	০
		৩০০	৪৫.০০	৪৬

[বিঃদ্রঃ—ছক ২ এ আনুপাতিক হারে আসন বন্টনের পর দেখা যাইতেছে যে, বন্টনকৃত আসনসমূহের যোগফল পঁয়তাল্লিশ অপেক্ষা একটি বেশী (৪৬) হইয়াছে। এই ধরণের পরিস্থিতিতে, আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ দশমিক পাঁচ (.৫) বা তদূর্ধ্ব হইবার কারণে যে সকল রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে আসন বন্টন করা হইয়াছে সেই সকল রাজনৈতিক দল বা জোটের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের অধিকারী রাজনৈতিক দল বা জোটের প্রাপ্ত আসন হইতে অতিরিক্ত আসনটি কর্তন করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যাইতেছে যে, ১ নং ক্রমিকের রাজনৈতিক দল বা জোট পদ্মার আসন সংখ্যার আনুপাতিক হার উনত্রিশ দশমিক সাত (২৯.৭) যাহার মধ্যে উনত্রিশ (২৯) একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং দশমিক সাত (.৭) একটি ভগ্নাংশ। দশমিক সাত (.৭) দশমিক পাঁচ (.৫) অপেক্ষা বড় হওয়ার কারণে নিয়ম অনুযায়ী দশমিক সাত (.৭) কে পূর্ণ এক (১) সংখ্যা গণনা করিয়া পদ্মার আসন সংখ্যা হইয়াছে ২৯+১=৩০। একই কারণে মেঘনা, যমুনা এবং করতোয়ার আসন সংখ্যা হইয়াছে যথাক্রমে ৮+১=৯, ৩+১=৪ এবং ২+১=৩।

আসন কর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা এবং করতোয়ার আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ যথাক্রমে .৭, .৭, .৭৫ এবং .৫৫। এদের মধ্যে করতোয়ার ভগ্নাংশ ক্ষুদ্রতম (.৫৫)। এই কারণে করতোয়ার প্রাপ্ত আসন হইতে অতিরিক্ত আসনটি কর্তন করিতে হইবে।]

ছক নং-৩

নং	দলের নাম	আসন	আনুপাতিক হারে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা/শূন্য সংখ্যা গণনার পর প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১।	পদ্মা	১০৫	১৫.৭৫	১৬
২।	মেঘনা	৫৯	৮.৮৫	৯
৩।	যমুনা	৫৮	৮.৭	৯
৪।	করতোয়া	২৫	৩.৭৫	৪
৫।	মধুমতি	১৮	২.৭	৩
৬।	ইছামতি	১৮	২.৭	৩
৭।	সুরমা	১৭	২.৫৫	৩
		৩০০	৪৫.০০	৪৭

[বিঃদ্রঃ—ছক ৩ এ আনুপাতিক হারে আসন বন্টনের পর দেখা যাইতেছে যে, বন্টনকৃত আসনসমূহের যোগফল পঁয়তাল্লিশ (৪৫) অপেক্ষা ২টি বেশী (৪৭) হইয়াছে। এই ধরণের পরিস্থিতিতে, আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ দশমিক পাঁচ (.৫) বা তদূর্ধ্ব হইবার কারণে যে সকল রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে আসন বন্টন করা হইয়াছে, সেই সকল রাজনৈতিক দল বা জোটের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের মানের উর্ধ্বক্রম অনুসারে প্রত্যেকের প্রাপ্ত আসন হইতে একটি করিয়া আসন কর্তন করিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে যে, ১নং ক্রমিকের রাজনৈতিক দল বা জোট পদ্মার আসন সংখ্যার আনুপাতিক হার পনের দশমিক সাত পাঁচ (১৫.৭৫), যাহার মধ্যে পনের (১৫) একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং দশমিক সাত পাঁচ (.৭৫) একটি ভগ্নাংশ। নিয়ম অনুযায়ী দশমিক সাত পাঁচ (.৭৫) দশমিক পাঁচ (.৫) অপেক্ষা বড় হওয়ার কারণে দশমিক সাত পাঁচ (.৭৫) কে পূর্ণ এক (১) সংখ্যা গণনা করিয়া পদ্মার আসন সংখ্যা হইয়াছে ১৫+১ = ১৬। একই কারণে মেঘনা, যমুনা, করতোয়া, মধুমতি, ইছামতি এবং সুরমার আসন সংখ্যা হইয়াছে যথাক্রমে ৮+১=৯, ৮+১=৯, ৩+১=৪, ২+১=৩, ২+১=৩, ২+১=৩।

আসন কর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, করতোয়া, মধুমতি, ইছামতি এবং সুরমার আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ যথাক্রমে .৭৫, .৮৫, .৭, .৭৫, .৭, .৭ এবং .৫৫। এদের মধ্যে সুরমার ভগ্নাংশ ক্ষুদ্রতম (.৫৫)। এই কারণে প্রথমে সুরমার প্রাপ্ত আসন হইতে অতিরিক্ত একটি আসন কর্তন করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর যে রাজনৈতিক দল বা জোটের আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ সুরমার আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ অপেক্ষা বড় সেই রাজনৈতিক দল বা জোটের প্রাপ্ত আসন হইতে অপর অতিরিক্ত আসন কর্তন করিতে হইবে। ৩নং ক্রমিকের যমুনা, ৫ নং ক্রমিকের মধুমতি এবং ৬ নং ক্রমিকের ইছামতির আনুপাতিক হারেব ভগ্নাংশ দশমিক সাত (.৭), যাহা সুরমার আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ (.৫৫) অপেক্ষা বড়। তাই অপর একটি অতিরিক্ত আসন যমুনা, মধুমতি বা ইছামতির প্রাপ্ত আসন হইতে কর্তন করিতে হইবে। উক্ত তিনটি রাজনৈতিক দল জোটের আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশ সমান (.৭)। কাজেই লটারী করে লটারীতে পরাজিত দলের প্রাপ্ত আসন হইতে অপর অতিরিক্ত আসনটি কর্তন করিতে হইবে]।

ছক নং-৪

নং	দলের নাম	আসন	আনুপাতিক হারে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা/শূন্য সংখ্যা গণনার পর প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১।	পদ্মা	১৯৯	২৯.৮৫	৩০
২।	মেঘনা	৫৯	৮.৮৫	৯
৩।	যমুনা	২৫	৩.৭৫	৪
৪।	সুরমা	৯	১.৩৫	১
৫।	করতোয়া	৩	.৪৫	০
৬।	মধুমতি	৩	.৪৫	০
৭।	কর্ণফুলী	২	.৩	০
		৩০০	৪৫.০০	৪৪

[বিঃদ্রঃ— ছক ৪ এ আনুপাতিক হারে আসন বন্টনের পর দেখা যাইতেছে যে, বন্টনকৃত আসনসমূহের যোগফল পঁয়তাল্লিশ অপেক্ষা একটি কম (৪৪) হইয়াছে। এই ধরণের পরিস্থিতিতে, অবশিষ্ট ১টি আসন যে রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে সর্বাধিক সংখ্যক সংরক্ষিত মহিলা আসন বন্টন করা হইয়াছে, সেই রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টন করা হইবে। দেখা যাইতেছে যে, ১ নং ক্রমিকে উল্লিখিত পদ্মা সর্বাধিক সংখ্যক সংরক্ষিত মহিলা আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। এই কারণে উপরি-উক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আসনটি পদ্মার অনুকূলে বন্টন করিতে হইবে]।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন কমিশনের মনোগ্রাম

দ্বিতীয় তফসিল

ফরম- 'ক'

সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন ফরম

[ধারা ৯ (৪) দ্রষ্টব্য]

(প্রস্তাবক কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

আমি ....(প্রস্তাবকের নাম)

নির্বাচনী এলাকা নং .... হইতে

নির্বাচিত সংসদ-সদস্য এতদ্দ্বারা মিসেস/মিস..

স্বামী/পিতা.. মাতা...

ঠিকানা.., কে

....রাজনৈতিক দলের অনুকূলে বন্টনকৃত/জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত/তিন্নক্ত নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসন এর জন্য প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাব করিতেছি।

তারিখ .... প্রস্তাবকের দস্তখত

(বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ-প্রযোজ্য নয় এইরূপ অংশ কাটিয়া দিতে হইবে)

(সমর্থক কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

আমি ....(সমর্থকের নাম)

নির্বাচনী এলাকা নং .... হইতে

নির্বাচিত সংসদ-সদস্য এতদ্দ্বারা উল্লিখিত প্রার্থীর মনোনয়ন সমর্থন করিতেছি।

তারিখ .... সমর্থকের দস্তখত

(মনোনীত ব্যক্তির ঘোষণা)

আমি ...., স্বামী/পিতা ....

মাতা ...., ঠিকানা ....

...., এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরের মনোনয়নে আমি সম্মতি দিয়াছি এবং আমি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য থাকিবার বা সংরক্ষিত মহিলা আসনে সদস্য নির্বাচিত হইবার জন্য অযোগ্য নহি।

তারিখ .... মনোনীত ব্যক্তির দস্তখত

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন কমিশনের মনোগ্রাম

ফরম 'খ'

[ধারা ১৩(২) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের
সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র

ক্রমিক নম্বর ....
রাজনৈতিক দল/জোটের নাম ....
পূরণযোগ্য আসন সংখ্যা ....
ভোটারের নাম ঃ.....................................
ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নম্বর..........................

ভোটারের দস্তখত ঃ

....

নির্বাচন কমিশনের মনোগ্রাম

ফরম 'খ'

[ধারা ১৩(২) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের
সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের ব্যালট পেপার

রাজনৈতিক দল/জোটের নাম ঃ—
পূরণযোগ্য আসন সংখ্যা ঃ—

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	প্রতীক	ভোট প্রদান ও পরবর্তী পছন্দ নির্দেশক সংখ্যা
(১)			...
(২)			...
(৩)			...
(৪)			...
(৫)			...

রিটার্নিং অফিসারের দস্তখত
ও
অফিসিয়াল সীল।

Dhaka University Institutional Repository

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নং ....

এই মনোনয়নপত্র আমার নিকট আমার অফিসে ....(ঘটিকায়) ....(তারিখ)

.... (প্রার্থী/প্রস্তাবক/সমর্থক) কর্তৃক অর্পণ করা হইয়াছে।

তারিখ .... রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

(বাছাইকালে রিটার্নিং অফিসারের মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার সিদ্ধান্ত)

আমি এই মনোনয়নপত্র আইনের ধরা ১০ এর বিধানাবলী অনুযায়ী পরীক্ষা করিয়া নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম।

(বাতিলের ক্ষেত্রে, সংক্ষেপে ইহার কারণ বর্ণনা করুন)

তারিখ .... রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

রসিদ

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নং ....

মিসেস/মিস.., স্বামী/পিতা..

.... মাতা.., ঠিকানা........................

...., এর মনোনয়নপত্র, যিনি সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী, আমার নিকট .... (ঘটিকা) ....(তারিখ) ....(প্রার্থী/প্রস্তাবক/সমর্থক) কর্তৃক অর্পণ করা হইয়াছে।

আমার অফিসে.......................(ঘটিকা)..................(তারিখ) মনোনয়নপত্র বাছাই করা হইবে।

আপনি, প্রার্থী/প্রস্তাবক/সমর্থক, ইচ্ছা করিলে উক্ত সময়ে আমার অফিসে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

তারিখ ....

রিটার্নিং অফিসার

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন কমিশনের মনোগ্রাম

ফরম 'খ'

[ধারা ১৩(২) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের

সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র

ক্রমিক নম্বর ....

রাজনৈতিক দল/জোটের নাম ....

পূরণযোগ্য আসন সংখ্যা ....

ভোটারের নাম ঃ...................................

ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নম্বর..........................

ভোটারের দস্তখত ঃ

....

নির্বাচন কমিশনের মনোগ্রাম

ফরম 'খ'

[ধারা ১৩(২) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের

সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের ব্যালট পেপার

রাজনৈতিক দল/জোটের নাম ঃ—

পূরণযোগ্য আসন সংখ্যা ঃ—

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	প্রতীক	ভোট প্রদান ও পরবর্তী পছন্দ নির্দেশক সংখ্যা
(১)			...
(২)			...
(৩)			...
(৪)			...
(৫)			...

রিটার্ণিং অফিসারের দস্তখত

ও

অফিসিয়াল সীল।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন
কমিশনের
মনোগ্রাম

ফরম 'গ'

[ধারা ৩০(৬) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের

সংরক্ষিত মহিলা আসনে উন্মুক্ত নির্বাচনের ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র

ক্রমিক নম্বর------------

পূরণযোগ্য আসন সংখ্যা ----

ভোটারের নাম ঃ -----------

ভোটারের রাজনৈতিক দল/জোটের নাম ---

ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নম্বর ---

ভোটারের দস্তখত ঃ

....

নির্বাচন
কমিশনের
মনোগ্রাম

ফরম 'গ'

[ধারা ৩০(৬) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের

সংরক্ষিত মহিলা আসনে উন্মুক্ত নির্বাচনের ব্যালট পেপার

পূরণযোগ্য আসন সংখ্যা ঃ—

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	প্রতীক	ভোট প্রদান ও পরবর্তী পছন্দ নির্দেশক সংখ্যা
(১)			...
(২)			...
(৩)			...
(৪)			...
(৫)			...

রিটার্নিং অফিসারের দস্তখত
ও
অফিসিয়াল সীল।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় তফসিল

[ধারা ২৮(২) দ্রষ্টব্য]

সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনে ভোট গণনার নমুনা

(ধরা যাক্ কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বন্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনে ৯ জন সংসদ সদস্যকে নির্বাচিত করিতে হইবে। উক্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ২০ জন এবং ভোটার হইতেছেন ৬৫ জন, তবে এই নির্বাচনে মাত্র ৬০ জন ভোটার ভোট প্রদান করিয়াছেন।)

প্রথমে সকল ব্যালট পেপার পরীক্ষা করিয়া বৈধ ও অবৈধ ব্যালট পেপারসমূহ পৃথক করিতে হইবে। বৈধ ব্যালট পেপারগুলির মধ্যে যেসকল প্রার্থীর নাম ও প্রতীকের বিপরীতে '১' সংখ্যা লিপিবদ্ধ আছে ঐসকল প্রার্থীর নামে পৃথক পৃথক প্যাকেট প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ উক্ত প্যাকেটে রাখিতে হইবে। অবৈধ ব্যালট পেপারগুলি একটি স্বতন্ত্র প্যাকেটে রাখিতে হইবে। প্রত্যেক প্রার্থীর প্যাকেটে রক্ষিত বৈধ ব্যালট পেপারের সংখ্যা গণনা করিয়া তাহাদের প্রাপ্ত ভোটমান নির্ণয় করিতে হইবে।

একাধিক আসন পূরণ করিবার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বৈধ ব্যালট পেপারের ভোটমান হইবে ১০০। ধরা যাক্ ৬০টি বৈধ ব্যালট পেপার পাওয়া গিয়াছে। প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটমান নিম্নরূপ, যথা ঃ—

প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের নাম	বৈধ ব্যালট পেপারের সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটমান
ক	৭	৭X১০০=৭০০
খ	৫	৫X১০০=৫০০
গ	১	১X১০০=১০০
ঘ	২	২X১০০=২০০
ঙ	৩	৩X১০০=৩০০
চ	২	২X১০০=২০০
ছ	১	১X১০০=১০০
জ	২	২X১০০=২০০
ঝ	৩	৩X১০০=৩০০
ঞ	৫	৫X১০০=৫০০
ট	৪	৪X১০০=৪০০
ঠ	৪	৪X১০০=৪০০
ড	৪	৪X১০০=৪০০
ঢ	৩	৩X১০০=৩০০
ণ	৪	৪X১০০=৪০০
ত	২	২X১০০=২০০
থ	২	২X১০০=২০০
দ	২	২X১০০=২০০
ধ	২	২X১০০=২০০
ন	২	২X১০০=২০০
মোট প্রার্থী = ২০ জন	বৈধ ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা=৬০	সাকুল্য ভোটমান=৬০০০

Dhaka University Institutional Repository

এখন কোন আসনে একজন প্রার্থীর নির্বাচিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় কোটা নির্ধারণ করিতে হইবে। এই নির্বাচনে একাধিক আসন (৯টি আসন) পূরণ করিতে হইবে। এই কারণে ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে কোটা নির্ধারণ করিতে হইবে।

কোটা নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ, যথা ঃ—

$$\text{কোটা} = \frac{\text{সাকুল্য ভোটমান}}{\text{পূরণযোগ্য আসনসংখ্যা}+১} + ১$$

উপরি-উক্ত সূত্র অনুযায়ী এই নির্বাচনে কোন আসনে নির্বাচিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় কোটা হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ

$$\text{কোটা} = \frac{৬০০০(\text{সাকুল্য ভোটমান})}{৯(\text{পূরণযোগ্য আসনসংখ্যা})+১} + ১$$

$$= \frac{৬০০০}{১০} + ১$$

$$= ৬০০+১$$

$$= ৬০১$$

[বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—এইরূপ বিভাজনের ক্ষেত্রে কোন ভাগশেষ দেখা দিলে উহা অগ্রাহ্য করিতে হইবে]

ভোট গণনায় দেখা যাইতেছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী ক এই নির্বাচনে সর্বোচ্চ ৭টি ভোট প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলে তাহার প্রাপ্ত ভোটমান (৭×১০০) = ৭০০। নির্বাচিত হইবার জন্য কোটা প্রয়োজন ৬০১। ক এর প্রাপ্ত ভোটমান কোটা অতিক্রম করিয়াছে, তাই ক কে নির্বাচিত ঘোষণা করা হইয়াছে। নির্বাচিত হইবার পর ক এর ভোটমান উদ্বৃত্ত রহিয়াছে (৭০০-৬০১) = ৯৯। গণনার এই পর্যায়ে আর কোন প্রার্থীর ভোটমান কোটার সমান বা কোটা অতিক্রম করে নাই। এই কারণে নির্বাচিত প্রার্থী ক এর উদ্বৃত্ত ভোটমান নিম্নরূপ পদ্ধতিতে অপর প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে, যথা ঃ—

নির্বাচিত প্রার্থী ক এর উদ্বৃত্ত ভোটমান ৯৯, যাহা তাঁহার প্রাপ্ত মূলভোট হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই কারণে তাঁহার প্যাকেটে রক্ষিত সকল ব্যালট পেপার উক্ত ব্যালট পেপারগুলিতে লিপিবদ্ধ পরবর্তী পছন্দক্রমধারী প্রার্থীদের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। ক এর প্যাকেটে রক্ষিত ব্যালট পেপারসমূহে যেসকল প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর নাম লিপিবদ্ধ ছিল তাহাদের নামে পৃথক পৃথক সাব-প্যাকেট প্রস্তুত করিয়া উহাতে সংশ্লিষ্ট ব্যালট পেপারগুলি রাখা হইয়াছে।

নির্বাচিত প্রার্থী ক এর নামীয় প্যাকেটে রক্ষিত ব্যালট পেপারগুলির মধ্যে কোন নিঃশেষিত ব্যালট পেপার নাই। সুতরাং ক এর নামীয় প্যাকেটে রক্ষিত অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা ৭টি। ক এর উক্ত অনিঃশেষিত ৭টি ব্যালট পেপারে নিম্নরূপ পরবর্তী পছন্দক্রমধারীর নাম লিপিবদ্ধ আছে, যথাঃ—

পরবর্তী পছন্দক্রমধারী প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর নাম	অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা
গ	৬
ঘ	১

অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা =৭

অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের ভোটমান=(৭×১০০) =৭০০

Dhaka University Institutional Repository

অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের ভোটমান ৭০০, যাহা নির্বাচিত প্রার্থী ক এর উদ্বৃত্ত (৯৯) হইতে বেশী। তাই নির্বাচিত প্রার্থী ক এর উদ্বৃত্ত (৯৯) নিম্নরূপ পদ্ধতিতে গ এবং ঘ এর নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে, যথা ঃ—

প্রথমে নির্বাচিত প্রার্থী ক এর উদ্বৃত্ত ৯৯ কে অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা ৭ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে, যথা ঃ—

৯৯

৭)৯৯(১৪ (ভাগশেষ ১ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে)

৯৮

১

[বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—এইরূপ বিভাজনের ক্ষেত্রে কোন ভাগশেষ দেখা দিলে উহা অগ্রাহ্য করিতে হইবে।]

ভাগফল হিসাবে প্রাপ্ত সংখ্যা ১৪ হইবে একটি হস্তান্তরিত ব্যালট পেপারের হ্রাসকৃত ভোটমান। ব্যালট পেপারের উক্ত হ্রাসকৃত ভোটমানকে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর নিকট হস্তান্তরকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে সেই সংখ্যাই হইবে উক্ত প্রার্থীর নিকট হস্তান্তরযোগ্য উদ্বৃত্ত ভোটমান।

ক এর ৭টি ব্যালট পেপারের মধ্যে ৬টি ব্যালট পেপারে গ এর নাম পরবর্তী পছন্দধারী হিসাবে লিপিবদ্ধ থাকায় গ এর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে = ৬টি ব্যালট পেপার ; এবং

ক এর ৭টি ব্যালট পেপারের মধ্যে ১টি ব্যালট পেপারে ঘ এর নাম পরবর্তী পছন্দধারী হিসাবে লিপিবদ্ধ থাকায় ঘ এর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে = ১টি ব্যালট পেপার।

সুতরাং গ এর নিকট হস্তান্তরযোগ্য উদ্বৃত্ত ভোটমান হইবে (৬×১৪) = ৮৪ ; এবং

ঘ এর নিকট হস্তান্তরযোগ্য উদ্বৃত্ত ভোটমান হইবে (১×১৪) = ১৪।

উপরে বর্ণিত সূত্রের নমুনা নিম্নে প্রদান করা হইল , যথা ঃ—

প্রার্থী	অনিঃশেষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা	ক এর উদ্বৃত্ত ভোটমান ৯৯ বন্টন	ক এর উদ্বৃত্ত ভোটমান হ্রাসকৃত মানে যোগ করিবার পর প্রাপ্ত ভোটমান
গ	৬	৬×১৪=৮৪	১০০+৮৪=১৮৪
ঘ	১	১×১৪=১৪	২০০+১৪=২১৪
	মোট=৭	মোট=৯৮	
		অবশেষের জন্য অগ্রাহ্যকৃত ভোটমান=১	
		সর্বমোট উদ্বৃত্ত=৯৯	

এইরূপে সাব-প্যাকেটের মাধ্যমে হস্তান্তরকৃত ব্যালট পেপারের হ্রাসকৃত ভোটমান প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী গ এবং ঘ এর মূল ভোটের ভোটমানের সহিত যোগ করা হইয়াছে যাহা ফলাফল সীটে দেখানো হইয়াছে। এই ভোটমান যোগ করিবার পরও গ ও ঘ নির্বাচিত হয় নাই। কেননা এখন তাহাদের প্রাপ্ত ভোটমান হইতেছে—

গ =নিজস্ব মূলভোটমান ১০০+হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান ৮৪ = ১৮৪;

ঘ =নিজস্ব মূলভোটমান ২০০+হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান ১৪ = ২১৪।

গ ও ঘ এর উক্ত ভোটমান কোটা অপেক্ষা কম।

Dhaka University Institutional Repository

এইরূপে নির্বাচিত প্রার্থী **ক** এর উদ্বৃত্ত হস্তান্তরের পরে অন্য কোন নির্বাচিত প্রার্থীর উদ্বৃত্ত থাকিলে উহাও হস্তান্তর করিতে হইত। কিন্তু অন্য কোন প্রার্থীর উদ্বৃত্ত না থাকায় এখন অবশিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক ভোটমান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাকে ভোট গণনা হইতে বাদ দিতে হইবে। তদনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী **ছ** এর ব্যালট পেপারের ভোটমান ১০০, যাহা সর্বাপেক্ষা কম। এই কারণে তাহাকে ভোট গণনা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইক্ষেত্রে বাদ দেওয়া প্রার্থী **ছ** এর ব্যালট পেপার এবং উহার ভোটমান নিম্নরূপে অন্যদের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে, যথা ঃ—

বাদ দেওয়া প্রার্থী **ছ** এর ভোটটি মূলভোট, তাই উহার ভোটমান (১০০×১)=১০০। **ছ** এর ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে **খ** এর নাম উল্লেখ আছে। তাই প্রথমে **খ** এর নামীয় পৃথক সাব-প্যাকেটে উক্ত ব্যালট পেপারটি হস্তান্তর করা হইয়াছে। এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী **খ** এর নিজস্ব ভোটমানের সহিত উক্তরূপে হস্তান্তরকৃত **ছ** এর ১০০ ভোটমান যোগ করা হইয়াছে। ফলে **খ** এর ভোটমান হইয়াছে (নিজস্ব মূল ভোটমান ৫০০+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান ১০০)=৬০০। উক্ত ৬০০ ভোটমান কোটা অপেক্ষা কম। তাই তিনি নির্বাচিত হন নাই। এই পর্যায়ে কোন প্রার্থী নির্বাচিত না হওয়ায় পুনরায় ভোট গণনার তালিকা হতে সর্বাপেক্ষা কম ভোটমানধারী, প্রার্থীকে ভোট গণনা হইতে বাদ দিতে হইবে।

এই পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা কম ভোটমানধারী হিসাবে অপর প্রার্থী **গ** কে তালিকা হইতে বাদ দিতে হইবে এবং উহার ১৮৪ ভোটমান হস্তান্তর করিতে হইবে। **গ** এর ১৮৪ ভোটমানের মধ্যে ১০০ মূল ভোটমান এবং অবশিষ্ট ৮৪ হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান। গ এর প্যাকেটে রক্ষিত আছে একটি ব্যালট পেপার যাহার ভোটমান ১০০। উক্ত ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী খ এর নাম লিপিবদ্ধ থাকায় ব্যালট পেপারটি খ এর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং উক্ত ব্যালট পেপারের ১০০ ভোটমান খ এর ভোটমানের সহিত যোগ করা হইয়াছে। ফলে খ এর ভোটমান দাড়াইয়াছে (তাহার নিজস্ব মূল ভোটমান ৫০০+ প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান ১০০+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান ১০০)=৭০০।

এইবার **গ** এর সাব-প্যাকেটে রক্ষিত ব্যালট পেপার এবং উহার ভোটমান হস্তান্তরের পালা। গ এর সাব-প্যাকেটে ১৪ ভোটমান হিসাবে ৬টি ব্যালট পেপার আছে। উক্ত ৬টি ব্যালট পেপারের মধ্যে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবের ৩টিতে ঞ এবং ৩টিতে ন এর নাম লিপিবদ্ধ আছে। কাজেই ঞ এবং ন এর প্রত্যেকের নামে পৃথক পৃথক সাব-প্যাকেটে ৩টি করিয়া ব্যালট পেপার হস্তান্তর করা হইয়াছে। ঞ ও ন, প্রত্যেকের ভোটমানের সহিত হস্তান্তরিত ব্যালট পেপারসমূহের ভোটমান (১৪×৩)=৪২ করিয়া যোগ করা হইয়াছে। এইরূপে হস্তান্তরিত ব্যালট পেপারসমূহের ভোটমান যোগ করিবার পর ঞ এর ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (তাহার নিজস্ব মূল ভোটমান ৫০০+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান ৪২)=৫৪২, এবং ন এর ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (নিজস্ব মূল ভোটমান ২০০+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান ৪২)=২৪২। গণনার এই পর্যায়ে দেখা যাইতেছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী **খ** এর ভোটমান (৭০০) কোটা অতিক্রম করিয়াছে। **খ** কে নির্বাচিত ঘোষণা করা হইয়াছে। এখন **খ** এর উদ্বৃত্ত (৭০০-৬০১)=৯৯ হস্তান্তর করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

খ এর প্রাপ্ত সর্বশেষ সাব-প্যাকেটে একটি ব্যালট পেপার আছে এবং উক্ত ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে ঞ এর নাম লিপিবদ্ধ আছে। তাই উক্ত ব্যালট পেপারটি ঞ এর নিকট পৃথক সাব-প্যাকেটে হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং খ এর উদ্বৃত্ত ভোটমান (৯৯) ঞ এর ভোটমানের সহিত যোগ করা হইয়াছে। এইরূপে হস্তান্তরের পর ঞ ৬৪১ ভোটমান প্রাপ্ত হইয়া (নিজস্ব মূল ভোটমান ৫০০ + প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান ৪২+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান ৯৯=৬৪১) কোটা অতিক্রম করিয়াছে। তাই ঞ কে নির্বাচিত ঘোষণা করা হইয়াছে। এখন ঞ এর উদ্বৃত্ত (৬৪১-৬০১)=৪০ হস্তান্তর করিতে হইবে। ঞ এর প্রাপ্ত সর্বশেষ সাব-প্যাকেটে একমাত্র ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে ট এর নাম লিপিবদ্ধ থাকায় ট এর নিকট উক্ত উদ্বৃত্ত (৪০) তাহার নামীয় পৃথক সাব-প্যাকেটে হস্তান্তর করা হইয়াছে। ফলে ট এর ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (মূল ভোটমান ৪০০+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান ৪০)=৪৪০। দেখা যাইতেছে যে, ঞ এর উদ্বৃত্ত হস্তান্তরের পরও কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী কোটা অতিক্রম করে নাই। তাই ভোট গণনার তালিকা হইতে পুনরায় সর্বনিম্ন ভোটমানধারী প্রার্থীকে বাদ দিতে হইবে।

এই পর্যায়ে দেখা যাইতেছে যে, চ, জ, ত, থ, দ এবং ধ প্রত্যেকে ২০০ করিয়া মূল ভোটমান প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের তালিকায় সর্বনিম্নে অবস্থান করিতেছেন। এই কারণে চ, জ, ত, থ, দ এবং ধ এর মধ্যে লটারী করিয়া লটারীতে পরাজিত প্রার্থীকে গণনার তালিকা হইতে বাদ দিতে হইবে। লটারীর মাধ্যমে প্রথমে চ কে ভোট গণনার তালিকা হইতে বাদ দিয়া পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে পরবর্তী পছন্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী ট এবং ন কে ১০০ করিয়া ভোটমান তাহাদের নামীয় পৃথক সাব-প্যাকেটে হস্তান্তর করা হইয়াছে। ফলে প্রার্থী ট এর মোট ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (মূল ভোটমান ৪০০+ প্রথম হস্তান্তরে প্রাপ্ত ৪০+ এই পর্যায়ের হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১০০)+৫৪০ এবং প্রার্থী ন এর মোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান ২০০+ প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান ৪২+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান ১০০)=৩৪২। উক্তরূপে চ এর ভোটমান হস্তান্তরের পরও কোন প্রার্থী কোটা অর্জন করেন নাই।

অতঃপর পুনরায় লটারীর মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী ধ কে বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাদ দেওয়া প্রার্থী ধ এর প্যাকেটে রক্ষিত দুইটি ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে ট এবং ণ এর নাম উল্লেখ থাকায় ট এবং ণ এর নামীয় পৃথক পৃথক সাব-প্যাকেটে প্রত্যেকের নিকট একটি করিয়া ব্যালট পেপার হস্তান্তর করা হইয়াছে। উক্ত ব্যালট পেপারের ভোটমান তাহাদের প্রাপ্ত ভোটমানের সহিত যোগ করা হইয়াছে। এইরূপে হস্তান্তরের মাধ্যমে ১০০ করিয়া ভোটমান প্রাপ্ত হইবার ফলে ট এর ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (মূল ভোটমান ৪০০+ প্রথম হস্তান্তরে প্রাপ্ত ৪০+ দ্বিতীয়বার হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১০০+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১০০)=৬৪০ এবং ণ এর ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (মূল ভোটমান ৪০০+এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১০০)=৫০০। ট এর ভোটমান (৬৪০) কোটা অতিক্রম করিয়াছে। ট কে নির্বাচিত ঘোষণা করা হইয়াছে। নির্বাচিত হইবার পর ট এর ভোটমান উদ্বৃত্ত হইয়াছে (৬৪০-৬০১)=৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

এখন নির্বাচিত প্রার্থী ট এর উদ্বৃত্ত (৩৯) বন্টনের পালা। ট এর সর্বশেষ সাব-প্যাকেটে একমাত্র ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে ণ এর নাম উল্লেখ আছে। এই কারণে ণ উক্ত উদ্বৃত্ত (৩৯) প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার ফলে ণ এর মোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান ৪০০+প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১০০+এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৩৯)=৫৩৯। এই পর্যায়েও কোন প্রার্থী কোটা অর্জন না করার সর্বনিম্ন ভোটমানধারীকে গণনার তালিকা হইতে বাদ দেওয়ার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হইয়াছে। অবশিষ্ট সর্বনিম্ন সমান ভোটমানধারী জ, ত, থ এবং দ এর মধ্যে লটারী করে দ কে ভোট গণনা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। দ এর প্যাকেটে রক্ষিত দুইটি মূল ব্যালট পেপারেই পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে ঠ এর নাম উল্লেখ আছে। এই কারণে দ এর দুইটি মূল ভোটই ঠ এর নিকট তাহার নামীয় পৃথক সাব-প্যাকেটে ২০০ ভোটমানে হস্তান্তর করা হইয়াছে। এই হস্তান্তরের ফলে ঠ এর মোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান ৪০০+এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ২০০)=৬০০।

এই পর্যায়েও প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের মধ্যে কেহ কোটা অর্জন না করায় সর্বনিম্ন সমান ভোটমানধারী জ, ত এবং থ এর মধ্যে লটারী করে ত কে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইবার বাদ দেওয়া প্রার্থী ত এর ভোটমান হস্তান্তরের পালা। ত এর প্যাকেটে দুইটি ব্যালট পেপার রহিয়াছে যাহার ভোটমান (১০০×২)=২০০। ত এর ব্যালট পেপার দুইটিতে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে ণ এবং ঠ এর নাম লিপিবদ্ধ আছে। ত এর ভোটমান মূল ভোট হইতে উদ্ভূত তাই ণ এবং ঠ এর নিকট একটি করিয়া ব্যালট পেপার তাহাদের নামীয় পৃথক পৃথক সাব-প্যাকেটে ১০০ ভোটমানে হস্তান্তর করা হইয়াছে। এই হস্তান্তরের ফলে ঠ এর ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (মূল ভোটমান ৪০০+প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ২০০+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১০০)=৭০০ এবং ণ এর ভোটমান দাঁড়াইয়াছে (মূল ভোটমান ৪০০+প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১০০+দ্বিতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৩৯+এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১০০)=৬৩৯। ণ এবং ঠ এর ভোটমান কোটা অতিক্রম করায় উভয়ই নির্বাচিত ঘোষিত হইয়াছেন। নির্বাচিত হইবার পর ঠ এর ভোটমান উদ্বৃত্ত হইয়াছে (৭০০-৬০১)=৯৯ এবং ণ এর ভোটমান উদ্বৃত্ত হইয়াছে (৬৩৯-৬০১)=৩৮।

এখন ঠ এবং ণ এর উদ্বৃত্ত হস্তান্তরের পালা। ঠ এর উদ্বৃত্ত (৯৯) ণ এর উদ্বৃত্ত (৩৮) অপেক্ষা বৃহত্তর। তাই ঠ এর উদ্বৃত্ত প্রথমে হস্তান্তর করিতে হইবে। ঠ এর প্রাপ্ত সর্বশেষ সাব-প্যাকেটে কেবলমাত্র একটি ব্যালট পেপার আছে এবং উক্ত ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে ঙ এর নাম লিপিবদ্ধ আছে। এই কারণে ঠ এর সর্বশেষ সাব-প্যাকেটের উক্ত ব্যালট পেপারটি ঙ এর নামীয় পৃথক সাব-প্যাকেটে হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং ঠ এর উদ্বৃত্ত (৯৯) একই মানে ঙ এর ভোটমানের সহিত যোগ করা হইয়াছে। ঠ এর উদ্বৃত্ত যোগ হইবার পর ঙ এর মোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান ৩০০+এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৯৯)=৩৯৯। এইবার ণ এর উদ্বৃত্ত হস্তান্তরের পালা। ণ এর প্রাপ্ত সর্বশেষ সাব-প্যাকেটে রক্ষিত একমাত্র ব্যালট পেপারেও পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে ঙ এর নাম উল্লেখ আছে। এই কারণে ণ এর সর্বশেষ সাব-প্যাকেটের উক্ত ব্যালট পেপারটি ঙ এর নামীয় পৃথক সাব-প্যাকেটে হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং ণ এর উদ্বৃত্ত (৩৮) একই মানে ঙ এর ভোটমানের সহিত যোগ করা হইয়াছে। ণ এর উদ্বৃত্ত যোগ হইবার পর ঙ এর মোট ভোটমান হইয়াছে

Dhaka University Institutional Repository

(মূল ভোটমান ৩০০+প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৯৯+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৩৮)=৪৩৭। উক্তরূপ হস্তান্তরের পরও কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাবত প্রার্থী কোটা অর্জন না করায় সর্বনিম্ন ভোটমানধারী প্রার্থী জ এবং থ এর মধ্যে লটারী করে থ কে ভোট গণনার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইবার বাদ দেওয়া প্রার্থী থ এর ভোটমান হস্তান্তরের পালা। থ এর প্যাকেটে দুইটি ব্যালট পেপার রহিয়াছে যাহার ভোটমান (১০০×২)=২০০। থ এর ব্যালট পেপার দুইটিতেই পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে ন এর নাম লিপিবদ্ধ আছে। থ এর ভোটমান মূল ভোট হইতে উদ্ভূত তাই থ এর দুইটি ব্যালট পেপার ন নিকট তাহার নামীয় পৃথক পৃথক সাব-প্যাকেটে ২০০ ভোটমানেই হস্তান্তর করা হইয়াছে। উক্ত হস্তান্তরের ফলে ন এর মোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান ২০০+ প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৪২+ দ্বিতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১০০+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ২০০) = ৫৪২।

এই পর্যায়েও কোন প্রার্থী কোটা অর্জন না করায় পুনরায় সর্বনিম্ন ভোটমানধারী প্রার্থী জ কে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইবার বাদ দেওয়া প্রার্থী জ এর ভোটমান হস্তান্তরের পালা। জ এর প্যাকেটে দুইটি ব্যালট পেপার রহিয়াছে যাহার ভোটমান (১০০×২)=২০০। জ এর দুইটি ব্যালট পেপারেই পরবর্তী পছন্দকারী হিসাবে ট এর নাম লিপিবদ্ধ আছে। জ এর ভোটমান মূল ভোট হইতে উদ্ভূত। তাই জ এর দুইটি ব্যালট পেপার ট নিকট তাহার নামীয় পৃথক পৃথক সাব-প্যাকেটে ২০০ ভোটমানেই হস্তান্তর করা হইয়াছে। উক্ত হস্তান্তরের ফলে ট এর মোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান ৩০০+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ২০০)=৫০০।

কোন প্রার্থী কোটা অর্জন না করায় এই পর্যায়ে গণনার তালিকায় সর্বনিম্নে অবস্থানকারী প্রার্থী ঘ কে গণনা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইবার বাদ দেওয়া প্রার্থী ঘ এর ভোটমান (২১৪) হস্তান্তরের পালা। ঘ এর ২১৪ ভোটমানের মধ্যে ২০০ মূল ভোটমান এবং অবশিষ্ট ১৪ হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটমান। ঘ এর প্যাকেটে রক্ষিত আছে দুইটি ব্যালট পেপার, যাহার ভোটমান (১০০×২)=২০০। ঘ এর প্যাকেটে রক্ষিত দুইটি ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে ট এবং ন এর নাম লিপিবদ্ধ থাকায় তাহাদের নিকট পৃথক পৃথক সাব-প্যাকেটে ১০০ ভোটমানে একটি করিয়া ব্যালট পেপার হস্তান্তর করা হইয়াছে। উক্তরূপ হস্তান্তরের ফলে ট এর ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান ৩০০+ প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ২০০+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১০০)=৬০০ এবং অপর প্রার্থী ন এর ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান ২০০+ প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৪২+ দ্বিতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১০০+ তৃতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ২০০+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১০০)=৬৪২। এইবার বাদ দেওয়া প্রার্থী ঘ এর সাব-প্যাকেটে রক্ষিত ব্যালট পেপার এবং উহার ভোটমান (১৪) হস্তান্তরের পালা। ঘ এর সাব-প্যাকেটে ১৪ ভোটমান হিসাবে একটি ব্যালট পেপার রক্ষিত আছে। ঘ এর সাব-প্যাকেটে রক্ষিত উক্ত ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে ট এর নাম লিপিবদ্ধ থাকায় উক্ত ব্যালট পেপারটি ট এর নিকট পৃথক সাব-প্যাকেটে হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং উক্ত ব্যালট পেপারের ভোটমান (১৪) ট এর ভোটমানের সহিত যোগ করা হইয়াছে। উক্তরূপ হস্তান্তরেব ফলে ট এর ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান ৩০০+ প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ২০০+ দ্বিতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১০০+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১৪) =৬১৪।

Dhaka University Institutional Repository

গণনার এই পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী ট এবং ন যথাক্রমে ৬১৪ এবং ৬৪২ ভোটমান প্রাপ্ত হইয়া কোটা অতিক্রম করিয়াছে। তাই ট এবং ন কে নির্বাচিত ঘোষণা করা হইয়াছে। নির্বাচিত হইবার পর ট এর ভোটমান উদ্বৃত্ত হইয়াছে (৬১৪-৬০১)=১৩ এবং ন এর ভোটমান উদ্বৃত্ত হইয়াছে (৬৪২-৬০১)=৪১। এখন ট এবং ন এর উদ্বৃত্ত হস্তান্তর করিতে হইবে। ন এর উদ্বৃত্ত (৪১) ট এর উদ্বৃত্ত (১৩) অপেক্ষা বৃহত্তর। তাই ন এর উদ্বৃত্ত প্রথমে হস্তান্তর করা হইয়াছে। ন এর সর্বশেষ সাব-প্যাকেটে রক্ষিত একমাত্র ব্যালট পেপারে পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে ও এর নাম উল্লেখ আছে। তাই ন এর উদ্বৃত্ত (৪১) একই ভোটমানে পৃথক সাব-প্যাকেটে ও এর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। ইহার ফলে ও এর ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান ৩০০+ প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৯৯+ দ্বিতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৩৮+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৪১)=৪৭৮।

এইবার ট এর উদ্বৃত্ত (১৩) হস্তান্তরের পালা। ট এর সর্বশেষ সাব-প্যাকেটে রক্ষিত একমাত্র পেপারেও পরবর্তী পছন্দক্রমধারী প্রার্থী হিসাবে ও এর নাম লিপিবদ্ধ থাকায় ট এর উদ্বৃত্ত (১৩) একই ভোটমানে পৃথক সাব-প্যাকেটে ও এর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। ফলে এই পর্যায়ে ও এর মোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান ৩০০+ প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৯৯+ দ্বিতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৩৮+ তৃতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৪১+এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১৩)= ৪৯১। গণনার এই পর্যায়েও কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী কোটা অর্জন না করায় গণনা হইতে পুনরায় সর্বনিম্ন ভোটমানধারী প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

গণনার তালিকায় সর্বাপেক্ষা কম ভোটমানধারী প্রার্থী ঝ গণনার এই পর্যায়ে ৩০০ ভোটমান লইয়া গণনার তালিকায় সর্বনিম্ন অবস্থান করায় তাহাকে গণনা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাদ দেওয়া প্রার্থী ঝ এর প্যাকেটে রক্ষিত তিনটি ব্যালট পেপারই মূল ভোট যাহাদের ভোটমান (১০০x৩)=৩০০। উক্ত তিনটি ব্যালট পেপারেই পরবর্তী পছন্দক্রমধারী হিসাবে ও এর নাম উল্লেখ থাকায় উক্ত ৩০০ ভোটমানই পৃথক সাব-প্যাকেটের মাধ্যমে ও এর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। উক্তরূপ হস্তান্তরের পর ও এর সর্বমোট ভোটমান হইয়াছে (মূল ভোটমান ৩০০+ প্রথম হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৯৯+ দ্বিতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৩৮+তৃতীয় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৪১+ চতুর্থ হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১৩+ এই পর্যায়ে হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৩০০)=৭৯১। এই পর্যায়ে ও এর ভোটমান (৭৯১) কোটা অতিক্রম করিয়াছে। তাই ও কে সর্বশেষ আসনে নির্বাচিত ঘোষণা করা হইয়াছে।

সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বন্টনকৃত পূরণযোগ্য সকল আসনে প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ায় গণনা সমাপ্ত করা হইয়াছে। এই কারণে সর্বশেষ নির্বাচিত প্রার্থী ও এর উদ্বৃত্ত কাহারও নিকট হস্তান্তরের আবশ্যকতা নাই।

প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের অর্জিত ভোটমান এই তফসিলের ফলাফল তালিকায় দেখানো হইয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী

ভোটারের সংখ্যা=৬০ জন, প্রার্থীর সংখ্যা=২০ জন, শূন্য আসন=৯টি

মোট ভোটমান : ৬০০০

প্রার্থীদের নাম	প্রথম পছন্দের ভোটমান	ক এর উদ্বৃত্ত বণ্টন	ফলাফল	ছ এবং গ এর ভোট বণ্টন	ফলাফল	খ এর উদ্বৃত্ত বণ্টন	ফলাফল	ঞ এর উদ্বৃত্ত বণ্টন	ফলাফল	চ এবং ধ এর ভোট বণ্টন	ফলাফল	ট এর উদ্বৃত্ত বণ্টন	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ক	৭০০	-৯৯	৬০১		৬০১		৬০১		৬০১		৬০১		৬০১
খ	৫০০		৫০০	+১০০ +১০০	৭০০	-৯৯	৬০১		৬০১		৬০১		৬০১
গ	১০০	+৮৪	১৮৪	-১৮৪									
ঘ	২০০	+১৪	২১৪		২১৪		২১৪		২১৪		২১৪		২১৪
ঙ	৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০
চ	২০০		২০০		২০০		২০০		২০০	-২০০			
ছ	১০০		১০০	-১০০									
জ	২০০		২০০		২০০		২০০		২০০		২০০		২০০
ঝ	৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০
ঞ	৫০০		৫০০	+৪২	৫৪২	+৯৯	৬৪১	-৪০	৬০১		৬০১		৬০১
ট	৪০০		৪০০		৪০০		৪০০	+৪০	৪৪০	+১০০ +১০০	৬৪০	-৩৯	৬০১
ঠ	৪০০		৪০০		৪০০		৪০০		৪০০		৪০০		৪০০
ড	৪০০		৪০০		৪০০		৪০০		৪০০		৪০০		৪০০
ঢ	৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০		৩০০
ণ	৪০০		৪০০		৪০০		৪০০		৪০০	+১০০	৫০০	+৩৯	৫৩৯
ত	২০০		২০০		২০০		২০০		২০০		২০০		২০০
থ	২০০		২০০		২০০		২০০		২০০		২০০		২০০
দ	২০০		২০০		২০০		২০০		২০০		২০০		২০০
ধ	২০০		২০০		২০০		২০০		২০০	-২০০			
ন	২০০		২০০	+৪২	২৪২		২৪২		২৪২	+১০০	৩৪২		৩৪২
অব্যবহৃত ভোটমান		+১	১		১		১		১		১		১
মোট :			৬০০০		৬০০০		৬০০০		৬০০০		৬০০০		৬০০০

Dhaka University Institutional Repository

ভোট গণনা ও ফলাফল তালিকা

কোটা= $\frac{৬০০০}{১০}$ +১=৬০১

ন এবং ঢ এর জোট বন্টন	ফলাফল	ঠ এবং ণ এর উদ্বৃত্ত বন্টন	ফলাফল	ধ, ছ এবং ঘ এর জোট বন্টন	ফলাফল	দ এবং চ এর উদ্বৃত্ত বন্টন	ফলাফল	ঝ এর জোট বন্টন	ফলাফল	চূড়ান্ত ফলাফল
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
	৬০১		৬০১		৬০১		৬০১		৬০১	নির্বাচিত
	৬০১		৬০১		৬০১		৬০১		৬০১	নির্বাচিত
										অনির্বাচিত
	২১৪		২১৪	-২১৪						অনির্বাচিত
	৩০০	+৯৯+৩৮	৪৩৭		৪৩৭	+৪১ +১৩	৪৯১	+৩০০	৭৯১	নির্বাচিত
										অনির্বাচিত
										অনির্বাচিত
	২০০		২০০	-২০০						অনির্বাচিত
	৩০০		৩০০		৩০০		৩০০	-৩০০		অনির্বাচিত
	৬০১		৬০১		৬০১		৬০১		৬০১	নির্বাচিত
	৬০১		৬০১		৬০১		৬০১		৬০১	নির্বাচিত
+২০০ +১০০	৭০০	-৯৯	৬০১		৬০১		৬০১		৬০১	নির্বাচিত
	৪০০		৪০০		৪০০		৪০০		৪০০	অনির্বাচিত
	৩০০		৩০০	+২০০ +১০০+১৪	৬১৪	-১৩	৬০১		৬০১	নির্বাচিত
+১০০	৬৩৯	-৩৮	৬০১		৬০১		৬০১		৬০১	নির্বাচিত
-২০০										অনির্বাচিত
	২০০		২০০	-২০০						অনির্বাচিত
-২০০										অনির্বাচিত
										অনির্বাচিত
	৩৪২		৩৪২	+২০০ +১০০	৬৪২	-৪১	৬০১		৬০১	নির্বাচিত
	১		১		১		১		১	
	৬০০০		৬০০০		৬০০০		৬০০০		৬০০০	

খন্দকার ফজলুর রহমান
সচিব।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,